ان من الشعر لحكمة

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'র কাব্যানুবাদ

কবি
আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ ফজলুল্লাহ রহ.

সংকলন ও বিন্যাস
প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'র কাব্যানুবাদ

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'র কাব্যানুবাদ


সংকলন ও বিন্যাস

**প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি**

সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫, (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্টি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।



গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'র কাব্যানুবাদ

[বিশিষ্ট হাদিসবিশারদ, ইসলামি চিন্তাবিদ ও আদিব আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর কাব্যসমগ্র]

সাবেক নাযেমে আ'লা, চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম।
সাবেক মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম কুদসিয়া আকড়া আলিয়া মাদরাসা, কলকাতা, ভারত।
সাবেক সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।


সংকলন ও বিন্যাস

**প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি**

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ
মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলীল
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

কাব্যানুবাদ

আলাউদ্দিন কবির

সার্বিক সমন্বয় ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান

মাওলানা মাহমুদ মুজিব

প্রকাশনায়

গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
ও
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণে

বুনন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

অঙ্গসজ্জা ও বর্ণবিন্যাস

আয-যিহান পাবলিকেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ

হাশেম আলী, থিম ডিজাইন হাউজ, ঢাকা

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
আল মানার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মাকতাবাতুন-নুর, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আশরাফিয়া লাইব্রেরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

**শুভেচ্ছা মূল্য: ৭০০ (সাতশত) টাকা মাত্র**

# এক নজরে
# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ্'র কাব্যানুবাদ


অভিমত

ভূমিকা

হামদে বারি তা'আলা

যিকরে সরওয়ারে কায়েনাত

গজল

দেশাত্মবোধক সংগীত

বিদায়-কাব্য

প্রশংসা-কাব্য

সংবর্ধনা-কাব্য

অভিবাদন-কাব্য

শোকগাথা

প্রার্থনা-কাব্য

বিবিধ কাব্য

আরো কিছু অভিমত

# সূচি

## অভিমত

মনীষী ব্যক্তিত্ব হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (মুদ্দা জিল্লুহু) ... ১০
হযরতুল আল্লাম মুফতি আব্দুল হালিম বুখারি রহ. ... ১৩
কারী মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ... ১৫
হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন সাহেব রহ. ... ১৭
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ ... ২০
আবদুল মালেক হালিম আল আনসারী ... ৪৩
অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মাদ হোছামুদ্দিন ... ৪৬
মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলীল ... ৫৫
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ) ... ৫৭
আফতাব আলম নদভী ... ৬১
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী ... ৭৩
ড. গিয়াসউদ্দীন তালুকদার ... ৭৫

## ভূমিকা

প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি ... ৭৮

## হামদে বারি তা'আলা

হামদে বারি তাআলা (প্রশংসা আল্লাহরই) ... ৯৪
হামদে ইলাহি (জাল্লা জালালুহু ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু) ... ৯৫
কুদরতের দৃশ্যাবলি (প্রশংসা তাঁরই) ... ৯৭
সূর্য : জল ও রোদপূর্ণ সূর্যকে লক্ষ্য করে হামদে বারি তা'আলা ... ৯৯
প্রার্থনাগ্রহণকারী প্রভুর প্রতি প্রত্যাশা ... ১০১
প্রভুর কাছে মিনতি ... ১০৩
প্রভুর প্রতি মিনতি ... ১০৫
প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ... ১০৭

## যিকরে সরওয়ারে কায়েনাত

বিশ্বনিয়ন্তা প্রভুর প্রিয় রাসুল সা. ... ১০৯
নাতে রাসুল সা. ... ১১০
সৃষ্টিকুলশিরোমণী নবী সা.-এর কাছে নিবেদন ... ১১১
সর্বশেষ নবী আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সা. স্মরণে নাত ... ১১৩

জনৈক কবির (নাত) ১১৫
একই ছন্দে ফজলের কবিতা ১১৫
অন্য ছন্দে ১১৫
নাত (অন্য কবির রচনা থেকে) ১১৬
নাত ( স্বরচিত ) ১১৬
পৃথিবীর প্রেমাষ্পদ সা. স্মরণে নাত ১১৭
সৃষ্টিকুলশিরোমণির কাছে প্রত্যাশা ১১৮
মেরাজুন্নবী সা. স্মরণে ১১৯
সৃষ্টিকুলশিরোমণির কাছে প্রত্যাশা ১২১
সিরাতুন্নবী সা. মাহফিল উপলক্ষে নাতে রাসুল ১২৩
মেরাজুন্নবী সা. মাহফিল উপলক্ষে রচিত ১২৫
মেরাজুন্নবী সা. মাহফিল আগমন উপলক্ষে আরো একটি নাত ১২৬
শেষনবী সা.-এর বংশীয় মর্যাদা ১২৭
বিশ্বনেতা সা. - এর সিরাত ১২৮
নবীকুলশিরোমণী সা.-এর জীবনচরিত ১৩০
মেরাজধন্য নবীর প্রতি! ১৩২
মেরাজ-রজনী নিয়ে রচিত ১৩৪
কামালে মোস্তফা সা. ১৩৬
সৃষ্টিকুলশিরোমণী সা. স্মরণে নাত ১৩৮
মেরাজুন্নবী সা. এর শানে রচিত ১৩৯
রাসুল সা.-এর দরবারের মর্যাদা ১৪১
পৌঁছুক সালাম ১৪২
সাল্লে আলা মুহাম্মদ সা. ১৪৪
খোদার হাবিব মুহাম্মদ রাসুল সা. স্মরণে ১৪৫
রাসুল সা.-এর জন্মদিবস উপলক্ষে নাত (ফারসি ভাষায়) ১৪৭

## গজল

ভালোবাসা ১৪৯
অন্য ছন্দে ১৫০
ছলনা ও প্রীতি ১৫১
প্রণয়ীর বধ্যভূমি ১৫২
প্রেম ১৫৩
ভালোবাসার অনুযোগ ১৫৫
অসহায় প্রেমিক ১৫৬
অন্য কবি থেকে; স্বরচিত ১৫৭
সম্বোধন : সুকণ্ঠী যে গজলশিল্পী চুপ হয়ে ছিলো, তার উদ্দেশ্যে ১৫৮

## দেশাত্মবোধক সংগীত

দেশের জন্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে রচিত ১৬০
মুসলিমদের প্রতি ১৬১
সেনাবাহিনীর প্রাণে দেশের শত্রুর বিপক্ষে প্রাণোৎসর্গের প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত ১৬২
কী নির্লজ্জ আমরা! ১৬৩
তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে রচিত ১৬৪

## বিদায়-কাব্য


ফাজিল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ........ ১৬৬
প্রাচীন ষটপদী ........ ১৬৭
স্বর্ণালি ছন্দমালা ........ ১৭০
দোয়া ও অসিয়ত ........ ১৭১
কবিতা ........ ১৭৩
মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ........ ১৭৫
কিছু উপদেশ ........ ১৭৭
জ্ঞানের গুরুত্ব ........ ১৭৮
দোয়া ........ ১৮০
প্রত্যাশা ........ ১৮১
পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা ........ ১৮২
কিছু শব্দমালা ........ ১৮৩
উৎসাহব্যাঞ্জক কথামালা ........ ১৮৪
রচিত পঙক্তিমালা ........ ১৮৫
প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত ........ ১৮৬


## প্রশংসা কাব্য


প্রশংসা গাথা ........ ১৮৯
রচিত কবিতা ........ ১৯১
কুমিরাঘোনার জন্যে রচিত ........ ১৯২
আল্লাহু আকবর ........ ১৯৪
অন্য ছন্দে ........ ১৯৪
ছন্দমালা ........ ১৯৫
বায়তুশ শরফ ........ ১৯৯
ছন্দমালা ........ ২০২
নুযুলে কুরআন মাহফিল উপলক্ষে রচিত ........ ২০৫
পঙক্তিমালা ........ ২০৬
শবে বরাত ........ ২০৮
কাব্যমালা ........ ২০৯
তেল-খনি নিয়ে রচিত ........ ২১০


## সংবর্ধনা-কাব্য


সংবর্ধনা-কাব্য ........ ১১২
অভিনন্দনপত্র ........ ২১৩
অভিবাদনমালা ........ ২১৪
'ওয়েলকাম' ........ ২২০
প্রীতির সমীরণ ........ ২২১
ভোরের সওগাত ........ ২২২
সৌভাগ্যের নিদর্শন ........ ২২৩
পরিত্রাণ ........ ২২৪
হুমাপক্ষির ছায়া ........ ২২৫

ছন্দোবদ্ধ পঙক্তিমালা ২২৯
'মাখলুক খোদার পরিবার' ২৩০
বুলবুলিরা উৎফুল্ল ২৩১
শব্দমালা ২৩২
আলোকিত মন ২৩৪
অভ্যর্থনা কাব্য ২৩৫
একগুচ্ছ আবেদন ২৩৬
হাশেমিয়া বাগিচা ২৩৭
শরাফতের মুক্তা ২৩৯

## অভিবাদন-কাব্য

বিয়ের অভিবাদন ২৪২
অন্য ছন্দে ২৪৩
আরেকটি কবিতা ২৪৪
আরো একটি কবিতা ২৪৫
'হামদ ও নাত' ২৪৬
মূল বিষয়ে ফেরা ২৪৬
অন্য ছন্দে ২৪৬
বরের প্রতি ২৪৭
কনের প্রতি ২৪৭
শুভ কামনা ২৪৮
প্রণয়ের চরণতলে ২৪৯
আনন্দের ফোয়ারা ২৫১
শাদী মুবারক ২৫৩
আনন্দের উচ্ছ্বাস ২৫৫
মুবারকবাদ ২৫৬
স্বর্গোদ্যান ২৫৭
স্মরণীয় শুভক্ষণ ২৫৮
শুভ কামনা ২৬০
সাফল্যের ধন ২৬১
তুমি হও সফল ২৬২
নিমন্ত্রণ-পত্র ২৬৩
তৃষ্ণার্ত ভালোবাসা ২৬৪

## শোকগাথা

শব্দমালা ২৬৬
শোকের পঙক্তিমালা ২৬৮
ক'ফোঁটা অশ্রু ২৭১
দোয়া হিসেবে রচিত ২৭৩
যুগন্ধর মনীষী ২৭৪
ক'টি ছন্দিত শব্দমালা ২৭৬
শোক-কাব্য ২৭৮

## প্রার্থনা-কাব্য


প্রার্থনা-কাব্য ........ ২৮১
কাব্যিক দোয়া ........ ২৮৩
প্রার্থনা-কাব্য ........ ২৮৫
প্রভুর কাছে প্রার্থনা ........ ২৮৬
হে কলি ........ ২৮৬


## বিবিধ কাব্য


বিভিন্ন ভাবনা ........ ২৮৮
বিবিধ ........ ২৯০
বিবিধ ........ ২৯২
কবিমন ........ ২৯২
মুহাম্মদ হোসাইন হাপ্তুমিকে, সুন্দর লেখার জন্যে ........ ২৯২
গিয়াসউদ্দিনের উদ্দেশে ........ ২৯২
সূক্ষ্ম কথা ........ ২৯৩
পঞ্জুমের শিক্ষার্থী আহমদ কবিরের দেয়া ........ ২৯৪
শিশুদের মুখে ........ ২৯৫
যে শিক্ষার্থী ফুল উপহার দিলো, তার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা ........ ২৯৬
ঘরে মেহমান আগমন উপলক্ষে রচিত ........ ২৯৬
মনের অবস্থা ........ ২৯৭
ফুলের প্রতি ........ ২৯৮
শুরিশ উপাখ্যান ........ ২৯৯
নুযুলে কুরআন মাহফিল উপলক্ষে রচিত ........ ৩০০
আহমদ কবিরের দেয়া ফুলকে উদ্দেশ্য করে রচিত ........ ৩০১
সৈন্যদের জন্যে রচিত ........ ৩০২
দাওয়াতনামা ........ ৩০৩
আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক রচিত দু'টি বাংলা নাতে রাসুল সা. ৩০৪


## আরো কিছু অভিমত


মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ ........ ৩০৯
নাঈমুল্লাহ বিন মাওলানা আব্দুস সালাম ........ ৩১০
মাওলানা মুহাম্মদ আমিন নদভী ........ ৩২৩
মাওলানা মুহাম্মদ আবুতাহের কাসেমি নদভী ........ ৩২৮
মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ ........ ৩৩২
হাফেজ মাওলানা জাহেদ হুসাইন ........ ৩৩৫
মাওলানা আব্দুল হাই নদভী ........ ৩৩৭
মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শায়েক ........ ৩৩৯
মাওলানা মকসুদুর রহমান ফিরদাউস (রহ.) ........ ৩৪২

# অভিমত

## প্রাক-কথন

### মনীষী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা
### মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (মুদ্দা জিল্লুহু)-এর লেখা

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম।

*সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সা.)-এর ওপর এবং তাঁর সকল সাহাবি ও অনুসারীদের ওপর। অতপর:*

কুল্লিয়াত রচয়িতা হযরত আল্লামা মাওলানা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরিচিতি দেয়ার দরকার নেই। অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের সর্বগুণী ও সর্বযোগ্য মনীষীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। সহস্র বছরের ব্যবধানেই কেবল এরকম পরিপূর্ণ ও সর্বগুণী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন।

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

হাজারো বছর নার্গিস আঁধারেই কাঁদতে থাকে
বহুদিন পরে প্রষ্ফুটিত হয় বাগানে !

তিনি কেবল চক্ষুষ্মান ছিলেন না; বরং চক্ষুষ্মানদের জন্ম দিতেন। আরবি জ্ঞানশাস্ত্র, ইসলামি ফিকহ, তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর গভীরতা ছিলো অতুলনীয়। তিনি উর্দু-ফার্সির প্রখ্যাত কবিও ছিলেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে, উর্দু ও ফার্সিতে তাঁর যোগ্যতার সাক্ষী তাঁরই গদ্য ও পদ্য। বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও উর্দুভাষীর মতো অলংকারপূর্ণ ও প্রাঞ্জল উর্দুতে বলা ও লেখা সত্যিই ঈর্ষণীয় ব্যাপার। তাঁর কাব্যসমগ্র 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' ছেপে প্রকাশিত হলে পাঠকমহল তাঁর 'স্বভাব কবিত্ব' ও 'ভাষার স্বকীয়তা' সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশে যোগ্য মানুষদের মূল্যায়নের রুচি খুব কম মানুষদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। আসলেই সত্য বলা হয়েছে,

ع لعل قیمت کو پہنچتا ہے بدخشاں چھوڑ کر
মুক্তোর মূল্যকে বোঝা যায় বদখশাঁ শহর ছাড়লে!

আমার মতো অধম এর তাঁর কবিতার মূল্যায়ন কিংবা তাঁর প্রশংসার কিছু লেখার অধিকার নেই। কেননা হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব আমাদের শিক্ষক না হলেও শিক্ষকের চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক ও মুরব্বি কুতবে জামান হযরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব (আল্লাহপাক তাঁর কবরকে আলোকিত করুন) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা; শায়খুল

হাদিস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী; মুফতি শফী, মাআরিফুল কুরআন রচয়িতা; কারী তৈয়ব সাহেব, দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম এবং মুফতি আজম হযরত মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেব রহ. হাটহাজারী; হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুহতামিম ও থানভী রহ. এর খলিফা; খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব রহ.; হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব, পীর সাহেব গারাঙ্গিয়া এবং নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. প্রমুখের সমসাময়িক। এঁদের সবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। আমাদের আকাবিরের দৃষ্টিতে তাঁর শাস্ত্রগত ও সাহিত্যগত অবস্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিলো। পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্বপাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য হতেন। এবং পাকিস্তানের পতনের পর তিনি বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় মনীষীদের একজন ছিলেন, যাঁদের হাতের আঙুলে গণনা করা যেতো। তাঁর ইলমি পারঙ্গমতা ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা সম্পর্কে সেসব সৌভাগ্যবান আলেম ও ফাজেলই জানবেন, যাঁদের তাঁর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ হয়েছে।

রাসূল সা. এর ইরশাদ করেন:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

অর্থ: মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সকল আমলই বন্ধ হয়ে যায়। (সেগুলো হলো) সদকায়ে জারিয়া অথবা উপকারী জ্ঞান অথবা তার সৎ সন্তান, যে তার জন্যে দোয়া করে।

এই হাদিসের সত্যায়নেই তিনি পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় উপকারী জ্ঞানের ধারাও প্রবাহিত করে গেছেন এবং তদীয় সন্তান-সন্ততি জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ হওয়ার বদৌলতে উপকারী জ্ঞান এবং চরিত্রবান সন্তান যে তাঁর জন্যে দোয়া করবে- এ দু'টিরও উদাহরণ তিনি। বিশেষ করে এই সংকলনের সংকলক ও প্রকাশক আমার প্রাণপ্রিয় মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, তিনি তাঁর পিতার জ্ঞানজ প্রতিচ্ছবি! অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং লেখালিখির মাধ্যমে ইলমি খেদমত আঞ্জাম দেয়ার মধ্য দিয়ে তিনি স্বীয় পিতার নমুনা হয়ে আছেন। আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যয়নকালে সমসাময়িকদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। অতপর মুসলিম বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় নদওয়াতুল ওলামা লখনৌ থেকে সম্মানসহ ডিগ্রি অর্জন করেন। নদভী ঘরানায় এমন আলেম কমই থাকবে, যিনি আবু রেজাকে চিনবেন না। একইসময়ে তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনপূর্বক পঠন-পাঠনের সর্বশেষ সোপানে পা রাখেন। এবং বর্তমান তিনি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নর এবং ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার হিসেবে নিয়োগ দেয়। আমার স্নেহধন্য মৌলভী মুহাম্মদ হোছামুদ্দিনকেও

আল্লাহপাক দ্রুততার সাথে উন্নতির নানা ধাপ পেরুনোর সাহস দান করেছেন। বিশ্ববরেণ্যে ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর জীবনীর ওপর অভিসন্দর্ভ লিখে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আমার ধারণামতে, তাঁদের ক্ষেত্রে স্বীয় শ্রদ্ধেয় পিতার দোয়াই কাজ করেছে।

این سعادت بزور بازو نیست ☆ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এ সৌভাগ্য নয় রে বাহুর জোরে / যতক্ষণ না খোদা প্রদান করে!

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহপাক যেনো কুল্লিয়াত লেখকের সকল ভালো কাজ কবুল করে নিজের বিশেষ নৈকট্যে স্থান দেন এবং কুল্লিয়াতের প্রকাশক মাওলানা আবু রেজা সাহেবকে আরো বেশি বেশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও উন্নয়নমূলক কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

আল্লাহপাক রহমত বর্ষণ করুণ আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবির ওপর।

**মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী**
তারিখ: ২১/০৬/ ১৪৪৩ হিজরি।

# অভিমত

## হযরতুল আল্লাম মুফতি আব্দুল হালিম বুখারি রহ.

প্রধান পরিচালক: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

*বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম*

*সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে, রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আমিনের ওপর, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।*

অতপর, আমার জন্যে আনন্দের এবং পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আল্লামা কবি শায়খ ফজলুল্লাহ রহ.-এর মতো একজন মনীষীর ওপর দু কলম লেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি এ দেশের প্রথম সারির মনীষী ও শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম, এ মাতৃভূমি যাঁদের জন্ম দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে এবং যাঁদেরকে আল্লাহপাক সৃজনশীলতা দান করেছেন। কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও উসুলে ফিকহসহ শরিয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অম্লান হয়ে আছে যাঁদের কীর্তির ছাপ।

সাহিত্যে ও কাব্যে তিনি সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে গেছেন। যেহেতু তিনি তাঁর সাহিত্যশৈলী ও কাব্যপ্রতিভার কারণে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের জন্যেই যেনো এক আরব কবি বলে গেছেন:

فتى جمع الصفات الغر فيه    وكان له تواضعه نقابا

তাঁর মাঝে তিনি সকল গুণাবলি একত্র করেছেন
তবে তার বিনয় এসব কিছুকে করেছে আড়াল!

তিনি যেমন বিপুল পরিমাণ ও উল্লেখযোগ্য উপকারী ইলমি উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তেমনি তিনি যোগ্য পূর্বসূরীর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন সচেতন, সৎ ও স্বাধীনচেতা সন্তান। সেই সৌভাগ্যবান উত্তরসূরী হলেন, তাঁর সুসন্তান প্রাণপ্রিয় প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (জাতীয় সংসদ সদস্য)। ইতোমধ্যে যিনি নিজের জ্ঞানবান্ধব, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি তাঁর মরহুম পিতার কবিতা ও কসিদাসমূহ একত্র করে সুন্দরভাবে সংকলন আকারে বিন্যাস্ত করে নাম দিয়েছেন– 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' বা ফজলুল্লাহ সমগ্র।

আমার বিশ্বাস, প্রথমত এই কাব্যসংকলন আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ইলমি উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ হিসেবে কাজ করবে, যাতে বাংলাদেশীরা গৌরববোধের যথেষ্ট দৌলত পাবেন। দ্বিতীয়ত এটি সাহিত্য ও কাব্যের গ্রন্থাগারে শ্রী ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এবং এর দ্বারা শিক্ষিতমহল, সাহিত্যিকবৃন্দ, কবিকুল ও কাব্যামোদী আগ্রহী পাঠককুল উপকৃত হবেন।

মহান শক্তিধর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো 'কুল্লিয়াতের কবি'কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করেন এবং এই কুল্লিয়াতের সংকলককে সৃজনশীল এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা ও তাওফিক দান করেন। আমিন!

আল্লাহপাক রহমত বর্ষণ করুণ আমাদের নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবির ওপর।

## আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. -এর জীবনযাপন সম্পর্কে কিছুকথা

### ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস

সাবেক মুহাদ্দিস ও উচ্চতর শাস্ত্রের শিক্ষক: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম
বর্তমান মুহাদ্দিস ও তাফসিরের শিক্ষক: জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম।
শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা জমিরুদ্দীন রহ.
(খলিফা: হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.)-এর দৌহিত্র।

*সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, এবং তা-ই যথেষ্ট; এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের ওপর, যাঁদেরকে আল্লাহপাক নির্বাচিত করেছেন।*

আমার অসংখ্য দুর্ভাগ্যে-গড়া শিকলের এ-ও এক যন্ত্রণাদায়ক জোড়া (আন্টা) যে, জীবনে যুগশ্রেষ্ঠ এক মনীষীকে পাওয়া সত্ত্বেও আমি অল্পবয়স্ক হওয়ার ফলে তাঁর সাক্ষাত ও দর্শন থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। তা সত্ত্বেও তত্ত্ব-তালাশ, কষ্টস্বীকার ও মাশায়েখ – যে ত্রি-বস্তুতে জ্ঞানার্জন সীমাবদ্ধ, তাতে 'সত্য সংবাদ'-এর অবস্থান দুই নম্বরে। তার ওপর ভরসা করেই দু-চার কথা বলার সাহস করছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা!

তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলি, সুন্দরতা ও শুভ্রতা, প্রশংসা ও স্তুতি সম্পর্কে এতো বেশি শুনেছি যে, যা 'হদ্দে তাওয়াতুর' বা বর্ণনাক্রমে বিশ্বস্ততার স্তরে পৌঁছে গেছে। যদিও বা আমি আমার প্রথম যৌবন থেকেই এ মহান মনীষীর নাম শুনেছি, তবু আমি তাঁর বিস্তারিত অবস্থা ও পরিচিতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলাম। তাঁর যোগ্য ও সুযোগ্য সন্তান প্রাণপ্রিয় মৌলভী আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর মাধ্যমে অল্পবিস্তর যা জানতে পেরেছি, তা থেকে মোটাদাগে আমার ধারণা হলো, হযরত মরহুমের জন্ম যদি এই দেশে না হয়ে ভারত-পাকিস্তানে হতো, তাহলে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের উল্লেখযোগ্য খেদমতের বদৌলতে যেসব মনীষী বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের সারি থেকে হযরতের অবস্থান এক ইঞ্চিও পিছিয়ে থাকা ছিলো কল্পনাতীত। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো, তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল ফুনুন, সাদরুল মুদাররিসিন, ইমামুল উকালা ওয়াল হুকামা আল-আল্লামা, আল-মুহাক্কিক আল-মুদাক্কিক মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম বলয়াভী সাহেব (রহ.) যখন তাঁর চট্টগ্রাম সফরকালে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় গমন করলেন, তখন কথাবার্তার একপর্যায়ে তিনি কুতুবে জমান আল্লামা হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুল হক সাহেব (রহ.) প্রমুখের উদ্দেশ্যে বলেন, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক হযরত কুতবুল আলম, ফকিহুন নফস, আল-আল্লামা মাওলানা আস-সায়্যিদ জমীরুদ্দীন রহ. (ফকিহুদ-দুনিয়া কুতুবুল আকতাব, হযরত আল্লামা মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা) -এর জন্ম যদি বঙ্গে না হয়ে হিন্দুস্তানের কোথাও হতো, তাহলে হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরের প্রথম সারির ওলী-বুজর্গরাও তাঁর

রুওব-জালাল (প্রভাব-ব্যক্তিত্ব) ও আজমত-হাইবত (বড়ত্ব ও সমীহ) এর তাপ সহ্য করতে পারতো না! তারা বরং তাঁর নৈকট্যের পরিবর্তে দূরে-দূরে থাকাকেই নিরাপদ মনে করতো। অতপর তিনি বললেন, বঙ্গের স্যাতসেঁতে প্রকৃতিই তাঁকে দাবিয়ে রেখেছে এবং তাঁকে নিভৃত ও গোপন করে দিয়েছে।[১]

যাইহোক, হযরত আল্লামা মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব (রহ.) এর গুণাবলি ও বৈশিষ্টাবলির কিছুটা বর্ণনা শোনার পর উক্ত ঘটনা সজীব হয়ে আমার সামনে হাজির হলো। মরহুম মাওলানার প্রশংসা হিসেবে তাঁর বরকতপূর্ণ নামই যথার্থ ও পূর্ণরূপে অর্থবহ।

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

অর্থাৎ: এবং তা আল্লাহপাকের ফজল বা করুণা, যাকে ইচ্ছে দান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ বিপুল করুণার মালিক! (মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন)

আল্লাহপাকের দরবারে মরহুমের মর্যাদাবৃদ্ধির প্রার্থনার পাশাপাশি আমাদের এই দোয়াও করা চাই, যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমেত তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং আমাদের ধারণামতে যেসব গুণ ও মর্যাদা নিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে গেছেন, (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) আমাদেরকেও আল্লাহপাক দয়া ও করুণা করে এমন অতুলনীয় ও অপূর্ব তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন! – শাহা আয় চে আজব গর বনওয়াযন্দ গদা রা! (হে অধিপতি, এই ফকিরকেও তরালে, কী এমন অসুবিধে!)

برحمتك يا ارحم الراحمين

(আপনারই করুণায়, হে পরম করুণাময়!)

পুনশ্চ: খুব তাড়াহুড়োর মধ্যেই এ কয়েক কলম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। "فخذ ما صفا ودع ما كدر" যা ভালো তা গ্রহণ করুন, যা পঙ্কিল, তা প্রত্যাখ্যান করুন!

নোট: হযরত মরহুমের উপকারী সমস্ত গ্রন্থ ও রচনাবলি সার্বিক উপকারার্থে শিক্ষিত মহল ও বিজ্ঞ মহল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া জরুরি মনে করছি।

وما علينا إلا البلاغ المبين (সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব)

[১] তাযকেরায়ে আযীয পৃ.-৮

নাজেমে আলা হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ সাহেব রহ.-এর স্মরণে **হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন সাহেব রহ.** (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।) রচিত
**দু'টি শোকগাথা**

নাজেমে আলা আচমকা একলা করে সবাইকে
চলে গেলেন বেহেশত্-পানে বন্ধু-স্বজন ছেড়ে !

জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন তিনি
হায়, তিনি আজ মাটির তলে দরসে কুরান ছেড়ে!

স্বভাব-কবি, মহৎ মানুষ, সাহসী লেখক তিনি
ভাবনাবিহীন চলে গেলেন পৃথিবীর সবি ছেড়ে !

সিরাত ময়দান, সিরাত মাহফিল করছে আহাজারি–
মাহফিলের নাজেম কোথায় গেলেন বাঁধন ছিড়ে ?

সুবক্তা আর অসাধারণ আলোচক ছিলেন তিনি
সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্র; গেলেন অযুত গুণ ছেড়ে !

বংশের দিক দিয়ে ছিলেন সম্রান্ত , ধর্মপ্রাণ
চলে গেলেন খোদার দেয়া এসব নেয়ামত ছেড়ে!

বসন্তকাল বিলুপ্ত আজ এলো রুক্ষতার ঋতু
মালী যে আজ চলে গেলেন বুলবুলিদের ছেড়ে!

চোখে অশ্রু, বুকে দহন, ব্যথায় কল্‌জে যায় ছিঁড়ে
মাদরাসা আজ বিরানভূমি; গেলেন যে তিনি ছেড়ে!

মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের
অশ্রুতে ভাসিয়ে তিনি চলে গেলেন সব ছেড়ে!

যুগশ্রেষ্ঠ অলিকুল আজ অশ্রু ঝরায় একসাথে
মজনুসম শাহ সাহেব, সকল আশ্রয় ছেড়ে !

স্বপ্নে নিজের ভেদপ্রকাশ করলেন তিনি ওখানে
মাওলানা মুজাহেরকে; গেলেন উদ্যান ছেড়ে !

আপনার চেহারা হলো আলোতে পূর্ণিমা চাঁদ
প্রভুর মিলন আকাঙ্ক্ষায়– নিশির প্রদীপ ছেড়ে!

মাদরাসার উপস্থিতি, জাফরাবাদের জলসায়
এসে গেলো পরোয়ানা; আনন্দ-হরষ ছেড়ে !

সাতকানিয়ার পুণ্য ভূ-তে অযুত অমূল্য রতন
এবং সহস্য মুক্তো গেলেন যে তিনি ছেড়ে !

শাহ চুনতির মাদরাসার উদ্যান ও এই মাটির
জড় ও জীব সবকিছুই গেলেন তিনি ছেড়ে !

## প্রতীতির পুষ্পমালা

*নাজেমে আলা মরহুম **আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ** সাহেব রহ. এর যাপন, রচনা ও বক্তৃতা বিষয়ে সর্বগুণী বন্ধুজন মাওলানা আবু রেজা নদভীর অনুরোধ ও তাগাদায় (যিনি আমার ওস্তাদের যোগ্যসন্তান) এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন ড. মাওলানা শব্বির আহমদের বিশেষ ইঙ্গিতে রচিত*

প্রভুর ফজল, খোদার দয়া অবশ্যই
চুনতির নাজেমে আলা মেহেরবান!

অজরের ছায়া, মুক্তি বদ্ধ-গিঁটে
সবার সহায়, কি বৃদ্ধ, কি জোয়ান।

পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান, সর্বশাস্ত্রে পটু
ধীমান হাফেজ এবং বহু ভাষাতে যাঁর জ্ঞান।

তাঁরই নামে উদ্যানে আজ উঠছে রব
দুস্থ–অসহায়ে প্রেরণাসমান।

নিশিদিনের পাঠদানের প্রদীপ-আলো
হেদায়েতের ছায়াপথে তারকা দীপ্তিমান!

আলোচনাশৈলী মধুর, আলংকারিক
মনের সকল আঁধার-কালো তিনি মিটান।

রুস্তমের গাম্ভীর্য ও প্রভাব
ছোট-বড়ো সবার ক্ষেত্রে শার্দুল-সমান।

জাগায়-জাগায় চলছে সবক নিয়মিত
শেষ নিঃশ্বাসেও ছিলো স্রোত বহমান।

ব্যবস্থাপক ও প্রকাশক অসাধারণ
স্বভাব-কবি ছিলেন তিনি খোশবয়ান!

পূর্বসূরীর প্রতিচ্ছবি আর প্রমাণ
প্রোজ্জ্বল মুক্তা ও মুনাজেরে জমান।

কুতুবউদ্দীন অধম একজন ভক্ত তাঁর
সত্যের সেবক, সাধকের ধূলিচরণ !
*রচনাকাল: ২২ এপ্রিল ২০০১ইং, রবিবার।*

# আল্লামা ফজলুল্লাহ্‌র (রহ.) বহুমুখী কাব্যপ্রতিভা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ

ওস্তাযুল আসাতিযা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন বীর চট্টলার বিশ শতকের এক বহুমুখী প্রতিভাধর সন্তান। তাঁর প্রতিভা, ইসলামি জ্ঞানের ময়দানে সার্থক বিচরণ, হাদিস, তাফসির ও ইলমে দ্বীনের খিদমতে নিবেদিত তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের অনেক তথ্যবহুল রচনা স্মরণিকায় স্থান পাবে, যদ্দরুন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখার প্রয়াস পাবো না। এ প্রবন্ধে আমি শুধু আল্লামা ফজলুল্লাহর প্রতিভাধর কর্মময় জীবনের একটি বিশেষ দিকের ওপর আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো। আর তা হচ্ছে মরহুমের বহুমুখী কাব্যপ্রতিভা।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে আমি আমার আলোচনাকে নিম্নরূপ কয়েকটি শিরোনামে বিভক্ত করতে চাই। ১. কাব্যচর্চার সময়কাল। ২. কাব্যের ভাষা তথা কোন কোন ভাষায় তিনি কাব্যচর্চা করেছেন। ৩. কাব্যের শ্রেণি বিন্যাস। ৪.রচনাশৈলী তথা কবিতার মানগত স্থান। ৫. এবং উপসংহার। এবার প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়াস পাবো।

তিনি তাঁর ছাত্রজীবন কিংবা কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকেই অর্থাৎ ১৯২৩ কিংবা তারও পূর্বে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। হয়তো ছাত্রজীবনেই তাঁর কাব্যচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিলো- এমন সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তিনি চট্টগ্রামস্থ মুহসিনিয়া মাদরাসায় ফাযিল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করার পর উচ্চশিক্ষার্থে ভারতের সাহারানপুর জেলায় গমন করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশ তখন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো। উত্তর প্রদেশে তখন অনেক প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকের অবস্থান ছিলো। এমতাবস্থায় একথা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত কাব্যপ্রতিভা রয়েছে তিনি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন ও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এ যাবৎকাল সংরক্ষিত তাঁর বিশাল কাব্যভাণ্ডারের অধিকাংশই তিনি রচনা করেছেন ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৯ সালে তাঁর ইন্তেকাল পূর্ব সময় পর্যন্ত।

## * তাঁর কবিতার ভাষা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) রচিত কবিতাসমূহের প্রায় ৯৫% ছিলো উর্দু ভাষায়। গোটা দশেক ফার্সি, আরবি ও বাংলা কবিতা বাদ দিলে তাঁর কাব্যভাণ্ডার পুরোটাই ছিলো উর্দু ভাষায় রচিত। উর্দু এ অঞ্চলের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চা উর্দু ভাষায় কেনো হয়েছিলো তার প্রধান কারণ হচ্ছে,

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এদেশে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত উর্দু। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার পর ভারতের বিভিন্ন শহরে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহে সফর করতো অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। সে অঞ্চলে উর্দুই ছিলো জনগণের ভাষা। তদুপরি উর্দুকে উপমহাদেশের সর্বত্র দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি ওলামায়ে কিরামের ভাষা হিসেবেও বিবেচনা করা হতো। তাই মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) একজন বাংলা ভাষাভাষী হয়েও উর্দুকে তাঁর কাব্যচর্চার মূল মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

## * তাঁর কবিতার শ্রেণিবিন্যাস

আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর কাব্যভাণ্ডারে সমাবেশ ঘটেছে হরেক শ্রেণির কবিতার। যেমন হামদ বারি তা'আলা, নাতে রাসুল (সা.), মর্সিয়া বা শোকগাথা, হামাস বা জাগরণী কবিতা, গজল, শিক্ষামূলক, দার্শনিক তথ্য ও প্রশংসাগাথা, স্বদেশপ্রেম, দেশাত্মবোধক, তাওহিদ, তাসাউফ, ইতিহাস এবং স্বাগতিক উপলক্ষীয় কবিতা ইত্যাদি। তদ্রূপ আঙ্গিকের বিচারেও রয়েছে নানা জাতীয় কবিতা তথা মসনভী, মুছাল্লাছ, রুবাই, মুসাদ্দাস ও কিত'আ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে কিছু নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো-

## ক. হামদে বারি তা'আলা

**'হামদে এলাহি জাল্লা জালালুহু' শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-**

مطلع:

شان جمال جسکی ہر سو ہے آشکارا پیدا کیا ہے جس نے شمس و قمر ستارا
ہے تخت گاہ اس کی میرا یہ قلب مضطر  بندہ ہوں شیفتہ وہ معبود ہے ہمارا

مطلع:

جذبات جستجو کا سینوں میں ہو تلاطم # معشوق علم دیں ہو ہو دین ان کا پیارا

অন্য একটি হামদ কবিতার শিরোনাম হচ্ছে- لہ الحمد, এর প্রারম্ভিক ও শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করছি।

مطلع:

ای ذات پاک بیچوں ای خالق برایا # بے ضد وند وہمتا عالم کو ہے سجایا

صنعت تری نمایاں ہر برگ و بار میں ہے # ہر بحر و بر بنایا فرش زمیں بچھایا

مقطع:

ای فضل سر بسجدہ اقرار بندگی کر + حسن کلام جس نے تیری زباں پہ لایا

**খ. না'তে রাসুল (সা.) ফার্সি ভাষায় রচিত একটি নাতে রাসুলের প্রারম্ভিক দুটি পঙ্ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো।**

مطلع:

شمیم یثرب و بطحا صبا آوردہ است این دم + کہ آن حبیب کبریا آوردہ است این دم

دل گریان من سوز فراقش در بیاں آورد + کہ ابر کوہساری گریہ ہا آوردہ ست ایں دم

আরেকটি না'তের কয়েকটি লাইন এখানে উল্লেখ করছি যার শিরোনামে এ কথাগুলো লেখা ছিলো-

نعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حضرت کے اخلاق و معجزات بیان ہوئے۔

مطلع:

سکون قلب مضطر راحت دلدادگاں تم ہو + حبیب خالق عالم ہو پہر جان جہاں تم ہو

نہ ہوتے تم نہ ہوتی خلقت ارض و سما ہرگز + مُراد ہر دو عالم باعث کون و مکاں تم ہو

آخری بیت:

ہو جاری فیض تیرا گنبد خضراء سے ہر ہر دم چنوتی مدرسہ پر فضل پر خود فیض شاں تم ہو

মরহুমের রচিত না'তে রাসুলের সংখ্যা ২০/৩০ এর মতো। সব কটির উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। তবে নিচে আরেকটি না'তের দু'একটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করা গেলো না, যার শিরোনাম হচ্ছে-

حبیب پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مطلع:

لبوں پہ تبسم ہے چہرے میں جلوے # نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی

اک اک لفظ شیریں جوان کی زباں سے # ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی

مطلع:

ملے فضل کو ای خدا ایک قطرہ # ای بحر رحمت سے تیرے کرم سے
تو ہر دو جہاں اسکے ہوں گے اجالا # یہ منت مرے دل میں بستی رہی تھی

ফার্সি ভাষায় রচিত মরহুমের দু'টি নাত কলীম সাহসাহরানী সম্পাদিত ও ইরানি দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশে ফার্সি চর্চা শিরোনামের একটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তার কয়েকটি পঙ্ক্তি এখানে উল্লেখ করছি। একটি না'তের শিরোনাম হচ্ছে-

التجا بحضور خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم

ہمچو سیما بم سکون قلب گم کردہ منم + سوختہ اندوہگین وبس کہ آشفتہ سرم
ای امید عاصیان وراحت آشفتگاں + روز و شب در خواب و بیداری خیالت ہمدمم

آخری بیت:

راہ نومیدی مرو کاینجا بسے امید ہاست + مژدۂ لا تقنطوا منصوص ربّ ذوالکرم

অপর দুটি না'ত রুবাই কবিতা, এগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ-

ای آنکہ بحب تو مستانہ ہمہ عالم # وی آنکہ ز حسن تو دیوانہ دل وجانم
ای رحم مجسم تو آی لطف مُختّم تو # ای حسن متمم تو ای عزم مصمّم تو

ای خوی دلاویزت محبوب ہمہ عالم # ای گل کہ ببوی تو مجذوب ہمہ عالم
ای آنکہ بشغف تو آشفتہ سرم دائم # ای آنکہ بشوق تو حیرت زدہ ام ہائم

## গ. গজল তথা প্রেমকাব্য

মরহুমের কাব্যসম্ভারে গজল কবিতার উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সাধারণত গজল কবিতা বলতে যা বুঝায় তা হতে এ গজল কবিতাগুলোর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। সাধারণত দেখা যায় গজল কবিতা কোনো এক প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। এতে তার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা, দেহ সৌষ্ঠব ও কেশ বিন্যাসের বিবরণ এবং কবির সাথে তার প্রেমলীলার একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়ে থাকে কিন্তু মরহুমের গজল কবিতা এসব কিছু থেকে পবিত্র। গজলের চরিত্র চিহ্নিত করার জন্য যেসব শব্দমালা-বর্ণনা

উল্লেখ না করলেই নয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গজল কবিতার কিছু নির্বাচিত পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা হলো:

"**جفا ووفا**" শিরোনামে একটি গজল কবিতায় তাঁর অভিব্যক্তি হচ্ছে-

(مطلع) :

ہوں ناشاد دل میں تڑپتا رہا ہوں　　نگاہ کرم کو ترستا رہا ہوں
کہ عرصے سے فرقت کی آتش میں سوزاں　　غم دل میں ہر آں پگھلتا رہا ہوں
یہ کیفِ محبت 'نیاز اور منت　　یہ حال صداقت صبابت مودّت
وہ بزم حسیں میں بیاں کسطرح ہوں　　فریب حریفاں سے ڈرتا رہا ہوں
وہ حسن جفاخو' یہ عشق وفاجو　　وہ کبر خفاخو' یہ عجز رضاجو
ہیں ایسی ستمگاریاں نہ جیبوں کی　　جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں
نہ کر **فضل** نکتہ بیانی یہاں پر　　میں مدت سے غمگیں ہوتا رہا ہوں

## ঘ. মর্সিয়া বা শোকগাথা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যসম্ভারে মর্সিয়া বা শোকগাথার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যা তিনি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু উপলক্ষে রচনা করেন। এসব মর্সিয়ার তিনটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি।

(১) হযরত শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) বায়তুশ শরফ এক হজের সফরে ইন্তেকাল করলে তাঁর উদ্দেশ্যে যে মর্সিয়াটি রচনা করেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি-

(مطلع) :

اے گلستان ارم ارض حسین چاٹگام # اے جبال چاٹگام وسر زمین چاٹگام
اے بحار چاٹگام وماء وطین چاٹگام # اے مکان چاٹگام واے مکین چاٹگام
تیرا وہ فرزند اختر اختر تاباں کہاں ؟ # وہ چراغ خاندان میر نور افشاں کہاں؟

مقطع:

اے مکیں جنت معلّٰی کے مبارک باد ہے # وافرح! اماں خدیجہ کے قریب آباد ہے

ارض بطحا کی مبارک خاک میں دلشاد ہے # اور جوار رحمت رب میں توخوش آزاد ہے

پر تری فرقت میں ہر انسان کو ہے آہ و فغاں # ہر مرید و معتقد ہے غمزدہ نالہ کنا

(২) বিশিষ্ট শায়খুত তরিকত হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী'র (রহ.) মৃত্যুতে তিনি ৩০ পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ যে শোকগাথাটি রচনা করেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-

رخ زیبا تھا جن کا نور افشاں # نگاہیں جستجو میں انکی حیراں

گلستاں پر بہاراں جو رہا تھا # خزاں دیدہ ہے بے رونق ہے بیجاں

چلے معشوق کے دیدار میں تم # رلاکر سبکو ای محبوب رحماں

এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

رہی دنیا تری قدموں پہ لیکن # ترا دل خالق دنیا پر قرباں

تیرا فضل و کرم ہو یا آلہی # نہ ہو نسبت سے انکی ہمکو حرماں

(৩)চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনিপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ আমিন সাহেবের ইন্তেকালে তিনি যে মর্সিয়াটি রচনা করেন তার কয়েকটি নির্বাচিত পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

آہ ای گلشن دار العلوم # تیرا وہ باغباں اب ہیں کہاں؟

جن سے تھی تیری بہار مدام # باغ جناں کے اب مکن ہیں

مولانا محمد امین تھے # علم حدیث کے امین بھی

وہ کر چکے امانت ادا # با اسم و مسمّٰی آپ امین ہیں

تھے آپ نمونۂ سیرت نیک # پابند قوانین فرائض خود

محکم تھے آپ دین و دیانت میں # بیداغ معلم محمد امین ہیں

## ঙ. প্রাসঙ্গিক কবিতা

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যপ্রতিভার এক বিশেষ স্বাক্ষর হচ্ছে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কবিতা। এ জাতীয় কবিতার সংখ্যাই তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভারের অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। এ জাতীয় কবিতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা মাহফিলে সিরাতুন্নবী (সা.), মাদরাসার সভা, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন, বিয়ে-শাদি, কোন প্রিয়জনের ঘরে নবজাতকের আগমন, আপন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিদায়, হজযাত্রীদের বিদায় ও বরণসহ নানা উপলক্ষে রচিত কবিতা ইত্যাদি।

তাছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের ডি, ডি, পি, আই আলতাফ হুসাইনের চুনতি মাদাসায় আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা (১৯৬৪), ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট আফজল আগার সাতকানিয়া আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা (১৯৫৯), আজিজুদ্দিন ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আলহাজ বশির উদ্দিনের আগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা, মাওলানা ইকরামুল হকের কন্যা শাহানাজ লুৎফার বিয়ে উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা, মৌলভী আমির আহমদ চুনতি-এর বিয়ে উপলক্ষে রচিত ৪টি কবিতা, হাফেজ হারুনুর রশীদের বিয়ে উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। চুনতিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত সিরাতুন্নবী মাহফিলের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় বছরই কবিতা রচনা করেছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন মাদরাসার বার্ষিক সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে রচিত তাঁর অনেক অনেক কবিতা রয়েছে।

## চ. দেশাত্মবোধক ও ইসলামি জাগরণী কবিতা

মরহুমের রচিত কাব্যের মধ্যে এ জাতীয় কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যেমন (১) **وطن کے سپاہی** শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی # وطن کے نگہبان وطن کے سپاہی

بڑھے چل بڑھے چل چلن تیری دلکش # تو عزت کا ساماں وطن کے سپاہی

آخری بیت :

ہے **فضل** خدا تجھ پہ سایہ فگن اب # بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی

(২) **سپاہی سے خطاب** শিরোনামে আরেকটি কবিতার প্রথম দু'লাইন নিম্নরূপ:

آی فوج ارض پاک ترے دم سے ہے عیاں # شان وطن وطن میں ترے دم سے ہے اماں

یہ سرزمین پاک جواک جسم پاک ہے # تواس کی جاں ہے' قوم ترے دم سے شادماں-

(৩) خطاب بہ مسلمانان শিরোনামে একটি কবিতার নিম্নোক্ত কয়েকটি লাইন উল্লেখযোগ্য।

ای مسلمان تو بیدار مسلماں ہو جا # اور دل وجاں سے تو حامی قرآن ہو جا

ہے مسلمان تو ہے عالم ہستی تیرا # اوج افلاک کی خاطر تو پر افشاں ہو جا

فضل کی ہے یہ نصیحت تجھے پیارے سن لے # پیکر عمل بن اور مرد مسلماں ہو جا

(৪) ইসলামি জাগরণী কবিতাগুলোর মধ্যে তার বাংলা ভাষায় রচিত কবিতাও রয়েছে। যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!! বিশ্ব মুসলমান!!!
প্রেমপথের অভিযানে মহানবীর গুলিস্তানে
শরীআতের সংবিধানে তরীকতে হও আগুয়ান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!
বিশ্বের বাজারে তোরা জাতি ছিলে সর্বসেরা
তোদের প্রশংসাতে সারা দুনিয়া ছিল আত্মহারা
আজ কেন এই অন্ধকারে হাবুডুবু মুহ্যমান?
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!

## * নানা প্রসঙ্গে তথা উন্মুক্ত বিষয়ে রচিত কবিতা

যে কোনো বড়ো মাপের কবির অনুরূপ মরহুমের কাব্যসম্ভারে বেশ কিছু কবিতা দৃষ্ট হয় যেগুলোকে উন্মুক্ত কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় এগুলো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, অকারণে রচিত বরং এগুলো রচিত হয়েছে কাব্যস্পৃহার তাড়নায়। পূর্ব থেকে কোন বিষয় নির্ধারণ করে বা কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে নয়। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "Art for arts sake" তথা "শিল্পের তরে শিল্পচর্চা"।

এ জাতীয় কবিতার কয়েকটি উদাহরণ এখানে পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি।

(১) بزبان اطفال শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কিয়দাংশ দেখুন:

اے تارے آسماں کے' اے جگمگانے والے

ہم کو بھلانے والے' اے دل لبھانے والے

بچے سمجھ کے ہمکو' ناداں سمجھ کے ہم کو

چمکارہے ہو ہم کو دہو کے میں لانے والے

ہم شیر دل ہیں بچے منزل کو پاچکینگے

فضل خدا سے ہم ہیں مقصد کو پانے والے

(২) এ জাতীয় কবিতার মধ্যে নিচের মুসাদ্দাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

قول اقبال ہے ملا کی کہانی تو نہیں

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں

عمل وایمان ہے توآباد ہو برباد نہیں

وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہم بھی نہیں تم بھی نہیں

اسوۂ احمد مرسل کو اجالا کردو

تم پہ ہو فضل خدا اسکو دوبالا کردو

(৩) صبح سویرے مورخہ 19 جون 1965م ایک گل شگفتہ سے خطاب শিরোনামে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখযোগ্য:

اے گل یہ تیرا حسن دلکش کہاں سے آیا

یہ بو کدہر سے آئی یہ رنگ کیسے لایا

یہ لطف و یہ نزاکت من موہنی یہ صورت

کس نے تجھے ہے بخشی کس نے تجھے سجایا

اے **فضل** دل کے نقطے میں جلوہ ہو اسی کا

حسن و کشش میں جس نے نظم جہاں بسایا

(৪) "**متفرقات**" শিরোনামে একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখুন:

عندلیب خوشنوا کو کردیا خاموش کیوں

ہوشمند سمجھا تھا تم کو پر ہوا مدہوش کیوں
اسطرح گلشن تمہارا ہو گیا سنسان کیوں
منظر حسن دلارا ہو گیا بیجان کیوں ـ
اس زمانے میں مروت اور وفا کچھ بھی نہیں
دل کا دل زخمی ہوا پھر مدعا کچھ بھی نہیں-
بلبل خوش نغمہ خواں کو کردیا بیزار ہے
زاغ کے چنگل میں پھر تقدیر کی پیکار ہے -

(৫) "**عاشق بیچارہ**" শিরোনামে একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

جو دل میں تصور تھا تصویر نہیں بنتی # گو دل میں محبت ہے تحریر نہیں بنتی
اک چشم زدن میں انکا آنا چلے جانا # بجلی تھی جھلک تھی کیا تقریر نہیں بنتی

-------

ہو فضل خدا تم پر خوشحال رہو دائم # بے لطف خدا ہرگز تبشیر نہیں بنتی

(৬) "**حال دل**" শিরোনামে একটি কবিতার প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

وہ دعاؤں کا جو تھا سلسلہ قائم نہ رہا # دل کے جذبات میں پہلا سا تلاطم نہ رہا
بلبل نغمہ سرا کا جو گلا گھونٹ دیا # رنگ گل پر جو تھا اسکا وہ ترنم نہ رہا

(৭) "**پند چند**" শিরোনামে একটি কবিতার প্রারম্ভিক দুটি পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য:

ایک بلبل تھا گلستاں میں ہزاروں داستاں
پر نہیں اس کے ہوے تم جان و دل سے قدرداں
ای گل خاموش تیرا کون ہو اب نغمہ خواں
کون ہوگا نکتہ رس اور نکتہ سنج و نکتہ داں

(৮) "**گھر کی بات**" শিরোনামের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখুন:

سنگریزہ جس کو سمجھا وہ در نایاب تھا # حسن کا گہوارہ تھا پھر ماہر و مھتاب تھا

پر نظرانکی حقیقت بیں نہ تھی کیا قدر ہو؟ # ہے برابر خاک تھی یا گوہر باآب تھا

خامشی کر اختیار اے **فضل** گر کی بات سے # کیا کوئی سمجھے کہ تجھ میں موج تھی سیلاب تھا

(৯) "**تضمین**" তথা অন্য কোন কবির অভিন্ন বিষয় ও ছন্দ অবলম্বনে কবিতা রচনা উর্দু-ফার্সি কবিদের একটি বিশেষ রীতি হিসেবে চলে আসছে। মরহুমের কবিতাসম্ভারে এ জাতীয় কয়েকটি কবিতা কিংবা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে এখানে এর একটি উদাহরণ পেশ করা হলো-

জনৈক কবির একটি কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখকরত অভিন্ন **قافیه** তে রচিত একটি কবিতা দেখুন:

.چشم مستے عجبے تیر نگاہے عجبے　　　مئے پرستے عجبے فتنہ طرازے عجبے

স্বরচিত:

تیغ ابروہم او گلگلوں غدارے عجبے　#　صید انداز او مفقود قرارے عجبے

ناوک افگن نگہش ماہ لقائے عجبے　#　نازک اندام عجب خور نگارے عجبے

عاشق نازاو وارفتہ مزاجے عجبے　#　طالب وصل او درماندۂ حالے عجبے

آتش عشق بجاں شعلہ مزاجے عجبے　#　قلب آشفتۂ من آہ نوازے عجبے

*از غیر* বা অন্যের রচিত কবিতা:

دل میں کیا رکھا ہے اب الفت حضرت کے سوا

اڑ گئے رنگ سبھی رنگ حقیقت کے سوا

حق کو دیکھا ہے خدائی نے جس آئینے میں

کوئی لائیگا کہاں سے تیری صورت کے سوا

نور توحید سے بھٹکے ہوئے پروانوں کو

کوئی رہبر نہ ملا شمع رسالت کے سوا

উক্ত কবিতার ছন্দ ও বিষয় অবলম্বনে (از خود) শিরোনামে তিনি লিখেছেন-

امن کے نظم میں دنیا نے بہت غور کیا
کوئی نسخہ نہ تھا قرآں کی ہدایت کے سوا
بزم امکاں کی حقیقت کا تجسّس جو کیا
کوئی باعث نہ ملا ہستئ حضرت کے سوا
اہل دانش تو بہت ڈھونڈ چکے راہ نجات
نہ ملا کچھ شہ لولاک کی سیرت کے سوا

## জ. শিক্ষামূলক কবিতা

ওস্তাযুল আসাতিযা আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর কাব্যসম্ভারে শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক কবিতার সংখ্যাও নেহাত কম নয় এবং একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শিক্ষকতার ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অনাগত প্রজন্মের জন্য শিক্ষা, দর্শন ও আদর্শের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

(১) خطاب بطلبائے سابقین শিরোনামে একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তোলাবায়ে সাবেকীন তথা চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন। তাদের প্রতি ছিল মরহুমের প্রচণ্ড ভালোবাসা, অগাধ আস্থা এবং বিশাল আশাবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এরা শুধু চুনতি মাদরাসার কল্যাণে আত্মনিয়োজিত হবেন না বরং দেশ ও জাতির বৃহত্তর খেদমতে আত্মনিবেদিত হবেন।

বলাবাহুল্য, এ সংগঠনটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনও স্বীয় যাত্রাপথে চলমান আছে। এ সংগঠনের সদস্যরা শিক্ষা বিস্তার ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, তা চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসাকে একটি গৌরবের আসনে সমাসীন করেছে দৃঢ় বিশ্বাস।

২১ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীনের একটি সম্মেলনকে উদ্দেশ্য করেই তিনি এ কবিতা রচনা করেন?

اہل علم دین ہو تم خوش نصیب و خوش خصال
خوش رہو پھر کامراں مقصود میں ای نیک فال

اور نکو کاری نکو خوئی میں قائم لازوال

مدعائے علم دیں جو کچھ ہے اسکا ہو رہو

خدمت دیں میں جو کچھ کرنا ہے اسکا ہو رہو

دیں گنوا کر نام دنیا کانہ لو ای خوش خیال

ای گلانِ گلعذارانِ حکیمی گلستاں

خوشہ چینان دبستان نذیری بیگماں

منہمک اعلائے دیں میں تم رہو باحال و قال

مذہب اسلام تیری جان ہے تو جسم ہے

روح تیری جزبۂ ایمان ہے تو جسم ہے

یہ نہ ہوں اس قوم پر پھر ہے وبال اندر وبال

(২) "**خطاب بطلباے مدرسہ**" শিরোনামে এ জাতীয় আরেকটি কবিতার কিছু পঙক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। এতে তিনি লিখেন-

نوجواں مرد مسلماں مسلم باکار بن # سعی پیہم، فطرت جولان چوں پرکار بن

ہمچو پروانہ لپٹ جانور قرآن سے لپٹ # شوق سے چن چن لے نور اور مطلع انوار بن

بحر بے پایاں وہ قراں ہے رموز اسرار کا # آشنا اسکا تو ہو اور مخزن اسرار بن

علم ہے پاکیزہ وہ، پاکیزہ خوئی شرط ہے # چوں گل پاکیزہ بن، پاکیزہ خوش اطوار بن

------

(مقطع):

فضل ناکارہ ہے بس - لیکن تمنا ہے کہ تو

جان من باکار بن، باکار بن، باکار بن

*****

## জীবনের সর্বশেষ কবিতা

কিছুসংখ্যক কবিতার কথা বাদ দিলে আল্লামা মরহুম তাঁর কবিতার রচনাকাল উল্লেখের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তারপরেও বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু কবিতায় সন, তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। সৌভাগ্যবশত তাঁর ডায়েরিতে এমন একটি কবিতা পাওয়া গেছে যাতে রচনার সন এবং উপলক্ষের উল্লেখ আছে। বায়তুশ শরফ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদের উদ্যোগে প্রতি বছর কুমিরাঘোনা আখতারাবাদ-এ মাহফিলে ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে নিবেদিত মরহুমের একটি কবিতা পাওয়া গেছে যার রচনাকাল হচ্ছে ১৯৭৯*[1]। এ হিসেবে দেখা যায় যে উক্ত কসিদাটি মরহুমের জীবনের সর্বশেষ কবিতা। তাছাড়া উক্ত কসিদাটির সর্বশেষ পঙ্ক্তিতে এমন কিছু ইঙ্গিত আছে যাতে মরহুমের জীবনের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তথা ঈমানের সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা। কবিতার শিরোনাম হচ্ছে- برائے کمیرا گھونا.

নিম্নে উক্ত কসিদার নির্বাচিত কয়েকটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হলো:

کرشمہ تیرا یارب عالم ہستی بساتا ہے
کہ اس کے دور میں اک کارخانہ نظر آتا ہے

عجب حسن قدم کا ظاہر و باطن میں جلوہ ہے
دل عاقل کو اسکا حسن دیوانہ بناتا ہے

-------

یہی ہے برق عشق خود ہی اچھلکر مانگ لیتا ہے
امانت جس سے ڈر کر آسماں انکار کرتا ہے

ولایت میں رسالت کی امانت آگئی جس دم
ابو بکر و عمر عثمان علی ایک ایک بنتا ہے۔

**(آخری بیت):**

سوالی **فضل** یارب ان بزرگوں کے توسل سے
بھکاری خاتمہ بالخیر کا بنکر کے روتا ہے

---

[1] এ কসিদাটি তাঁর ইন্তেকালের প্রাক্কালে রচিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

## মরহুমের কবিতার শৈল্পিক মান

কোনো কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের শৈল্পিক মান নির্ধারণে তিনটি বিষয় প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। আর তা হচ্ছে-

ক. তাঁর রচনাশৈলী যাকে আরবি ও উর্দুতে اسلوب এবং ইংরেজিতে Style নামে অভিহিত করা হয়।

খ. বিষয়বস্তু বা তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য।

গ. সাহিত্য দর্শন বা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তার মান ও অবস্থান।

প্রত্যেক বড়ো মানের কবি-সাহিত্যিক এ তিনটি বিষয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একথা অবশ্যম্ভাবী নয় যে, তাঁদের প্রত্যেককে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিতে উচ্চমানের হতে হবে। ফলে কোনো কোনো কবি তাঁর রচনাশৈলীর কারণে বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

যদিও তাঁদের সাহিত্যকর্মে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান না থাকে কিংবা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁদের দর্শন অগ্রহণযোগ্য। এ জাতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বিখ্যাত জাহেলী কবি ইমরাউল কায়স, আব্বাসী কবি বাশার, উর্দু কবি গালিব এবং আধুনিক বাঙালি কবি শামসুর রাহমানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু বা সাহিত্যের প্রতিপাদ্য নিয়ে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে উমাইয়া কবি ফরযদক, ইংরেজ কবি মিলটন, উর্দু কবি হালী এবং বাঙালি কবি জসীম উদ্‌দীনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন দর্শন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তথা দার্শনিক আবেদনের কারণে যাঁদের কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে জাহেলী কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমা, আব্বাসী কবি আল মা'আররী, ফার্সি কবি রুমী, উর্দু কবি আকবর ইলাহাবাদী এবং বাঙালি কবি ফররুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য

আবার কোনো কোনো কবি আছেন যাঁদের বিচরণ সকল ময়দানে। অর্থাৎ উপরিউক্ত সব বিষয়ে তাঁরা দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে আল মুতানাব্বী, সাদী, শেক্সপিয়ার, ইকবাল ও নজরুলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

মরহুমের কাব্যসম্ভারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদিও কবি হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা তথা রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং দার্শনিক তথ্যের অবতারণা তাঁকে একজন বড়ো মাপের কবির সারিতে দাঁড় করাতে সক্ষম। মরহুম কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি কেনো এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) তিনি মূলত ছিলেন একজন শিক্ষক ও জ্ঞান-তাপস। তাই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বে তিনি কাব্যচর্চার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেননি।

(খ) মরহুমের অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল দেখা যায় ১৯৬২-১৯৭৯ পর্যন্ত। তখন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে উর্দুচর্চার এবং বিশেষ করে রচিত কবিতাসমূহ প্রকাশের উপযুক্ত কোন পরিবেশ ছিলো না।

(গ) মরহুম ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে প্রচারবিমুখ। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন তা নেহাত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে রচনা করেছিলেন। রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর এবং জনসমক্ষে একবার বা কয়েকবার পেশ করার পর তিনি কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি লাভ করেছেন বলে মনে করতেন। ১৯৬২-১৯৭৯ সালকে তথা ৮২ বছরের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষ দুই দশককে যে কাব্যজীবনের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা যায় তার যৌক্তিকতা এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় যে, এ সময়ে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে কণ্ঠ দেয়ার মতো চুনতি মাদরাসার কোকিলকণ্ঠী ছাত্রদের একটি দল সদা প্রস্তুত ছিলো, যারা বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত তাঁর বিভিন্ন কবিতার সুর দিতো এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের কাছে পেশ করতো। এতে তিনি বেশ তৃপ্তি লাভ করতেন। অতএব তা পত্রিকান্তরে বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন না। যেমনটি সন্তানসম্ভবা একজন জননী প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করার পর প্রসব করা সন্তানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নবজাতক সন্তানের চাঁদমুখ দেখেই সব যন্ত্রণার কথা ভুলে যান।

## মরহুমের না'ত কবিতা ও এর শৈল্পিক মান

মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর কবিতা সম্ভারের মধ্যে না'ত কবিতা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শৈল্পিক মানের বিচারেও তা উচ্চাঙ্গের কবিতাই বলা চলে। রচনাশৈলীর নৈপুণ্য, ভাবের গভীরতা ও ভাষায় মণিমুক্তার সমাহার ঘটানোর ক্ষেত্রে এগুলোর মান তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ। এগুলো একদিকে যেমন তাঁর উচ্চতর কাব্যপ্রতিভার দিক নির্দেশক, তদ্রূপ রাসুল (সা.) এর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসারও পরিচায়ক। এখানে নির্বাচিত কিছু নাতের কয়েকটি পঙ্ক্তির উল্লেখ করা হলো:

**মরহুমের রচিত একটি নাতের নিম্নোক্ত পঙ্ক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন-**

توسل با پناه بے پناہاں ہر زماں دارم # اجابت از در رحماں ندا آوردہ است ایں دم

এ পঙ্‌ক্তির প্রথমার্ধে রচনাশৈলীর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যা ( با پناه بے پنا هاں) তে গিয়ে চূড়ান্তে (Climax) উপনীত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রদর্শিত হয়েছে এক উচ্চাঙ্গের ভাব। যা মাটির মানুষকে মহামহিম স্রষ্টার পক্ষ থেকে সরাসরি হাম-কালাম হওয়ার মর্যাদা দান করেছে।

আরেকটি না'ত কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি প্রণিধানযোগ্য, যাতে শৈল্পিক মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সাথে ইতিহাসের বিশাল অধ্যায়কে একটি পঙ্‌ক্তির আবর্তে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ادہر تھا طور سینا میں وہ اعلان لن ترانی کا # ادہر مخصوص دیدار بصر کے بالعیاں تم ہو

এ ধরনের আরেকটি পঙ্‌ক্তি যাকে সুনিপুণ রচনাশৈলীর পাশাপাশি ভাবের গভীরতার এক উত্তম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়:

اہل دانش تو بہت ڈھونڈ چکے راہ نجات # نہ ملا کچہ شہ لولاکی سیرت کے سوا

আরেকটি না'ত কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো যা উচ্চাঙ্গের শৈল্পিক মানের অধিকারী:

سکون قلب مضطر راحت دلدادگاں تم ہو # حبیب خالق عالم ہو پہر جان جہاں تم ہو

تری رفتار و گفتار اور تری ہر ہر ادا دلکش # گل خندان گلزار وجود دو جہاں تم ہو

## হামদ কবিতার শৈল্পিক মান প্রসঙ্গ

না'ত কবিতার অনুরূপ হামদ কবিতাও মরহুমের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। না'তের তুলনায় হামদ কবিতা সংখ্যায় কম হলেও শব্দচয়ন, ভাষার লালিত্য ও ভাবের গভীরতা ইত্যাদি বিচারে মরহুমের হামদ কবিতা তথা মহামহিম আল্লাহর স্তুতি রচনাও না'ত কবিতার চাইতে কোনোভাবেই কম নয়। এখানে বিস্তারিত পর্যালোচনায় না গিয়ে দু'একটি পঙ্‌ক্তি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো। একটি হামদ কবিতায় তিনি লিখছেন-

کیسا ہوں کسطرح ہوں پھر جیتے جی ہوں کیسا # ڈوبا ہوں نعمتوں میں داتا ہے وہ ہمارا-

یہ جان و دل جگر خوں یہ شکل وردی گلگوں # سب ہی دہش ہے اسکی کچھ بھی نہیں ہمارا

**تشکر بیارگاہ الہی** শিরোনামের আরেকটি **حمد** কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন:

مومن کے گھر میں ہم کو پیدا کیا ہے اس نے # اسکی تجلیاں ہیں خود ضوء فشاں ہم پر

ایمان کی پر تووں میں ہے پرورش ہماری # ظلمت سے کفر کی ہے وہ نگہبان ہم پر

আনসারদের ভাষায় دعا بدربار آلہی শিরোনামে আরেকটি কবিতার নিম্নোক্ত লাইন দু'টি প্রণিধানযোগ্য:

الٰہی ہم میں خودداری 'وفاداری' شجاعت ہو # بلندی حوصلہ میں ہمت عالی عنایت ہو

رذالت 'پستی ہمت' خساست' سستی وغفلت # نہ ہوں ہم میں وہ خو جو قوم کے حق میں خجالت ہو

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাতে অভিনব অথচ উপযুক্ত শব্দচয়ন কাব্যের শৈল্পিক মানকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যেমন-

جان و دل ' جگر خوں ' شکل وردی' دہش ' ضوء فشاں 'ایمان کی پر تووں میں پرورش ' پستی ہمت وفاداری 'خودداری 'خساست ' سستی' وغفلت 'خجالت -

ইত্যাদি শব্দমালা বা বাগধারা।

## গজল কবিতার শৈল্পিক মান

উর্দু, ফার্সি ও আরবি সাহিত্যে গজল কবিতা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং শৈল্পিকমানের বিচারে এ গজল কবিতাই সর্বোচ্চমানের কাব্য বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এতে কবির জন্য ভাবের ডানায় ভর করে অন্তহীন দিগন্তে উড়ে বেড়াবার একটি স্বাধীনতা থাকে। ফলে যে কবির কাব্য যতো বেশি লাগামহীন তার কবিতা ততো বেশি উচ্চাঙ্গের বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ চয়ন ও বিষয়ের অবতারণায় উচিত, অনুচিত, করণীয়, বর্জনীয় ও রুচিশীলতার বাধ্যবাধকতা মেনে চলার পরও গজল কবিতার মান রক্ষায় মরহুমকে সফল ব্যতিক্রমের একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে।

### এ জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ নিচে পেশ করা গেল:

"جفا ووفا" শিরোনামে রচিত একটি গজলের দু'একটি পঙ্‌ক্তি দেখুন, যাতে শৈল্পিক মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে:

یہ کیف محبت ' نیاز اور منّت # یہ حالِ صداقت صباحت مودّت

وہ بزم حسیں میں بیاں کسطرح ہوں # فریب حریفاں سے ڈرتا رہا ہوں

وہ حسن جفاخو ' یہ عشق وفاجو # وہ کبر خفاخو ' یہ عجز رضاجو

ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں # کی جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں

ادھر عشق و شکوہ ' ادہر ناز و عشوہ # ادہر آہ و نالہ اُدہر لاابالی
یہ فقدان احساس و نامہربانی # زمانے سے دل دل مچلتا رہا ہوں

"محبت" শিরোনামে রচিত একটি কবিতার দু'একটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তির উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো:

علاج مرض کا ناصح تقاضا ہر زماں کرتے # مگر داروئ چشمِ خوں فشاں میں کر نہیں سکتا
اداسی چھا گئی ہے بزم حسن و عشق میں لیکن # خموشی ترنّم کیوں ؟ عیاں میں کر نہیں سکتا
مِلازاغوں کو رتبہ عندلیب نغمہ ساماں پر # بیانِ گردش و جورِ زماں میں کر نہیں سکتا

এ পঙ্‌ক্তিগুলোতে যেরূপ লালিত্যময় শব্দগুচ্ছের (Phrase and Dictions) ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কবিতার মানকে বিশেষভাবে উন্নীত হয়েছে। যেমন-

ملازاغوں کو رتبہ عندلیب "خموشی ترنم" "داروی چشم خوں فشاں" "بیان گردش وجور زماں" ইত্যাদি।

## প্রাসঙ্গিক কবিতা ও তার শৈল্পিক মান

মরহুমের কাব্যসম্ভারের এক বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে তার প্রাসঙ্গিক কবিতা। এ কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে, স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা অন্য কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই। সাধারণত এ জাতীয় কবিতার মান যে উচ্চাঙ্গের হবে তা আশা করা যায় না। কারণ এতে উচ্চমানের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তথা স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। কেননা এ সময়ে কবি অন্তরে ভাবের উদ্ভব ও তাতে আপ্লুত হয়ে কাব্য রচনা করেন না বরং সমুপস্থিত একটি প্রয়োজনীয়তা পূরণের দায়ে নেহাত আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে কাব্যচর্চা করে থাকেন। অধিকাংশ কবিই এ জাতীয় কবিতা রচনায় কাব্যের সাধারণ মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু মরহুম ছিলেন এতেও ব্যতিক্রম। বরং তিনি এ জাতীয় কাব্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈল্পিক মান রক্ষার প্রয়াসে সফলভাবে মানোত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মনে হয়।

এজাতীয় কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো যা শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বিচারে মানোত্তীর্ণ।

মৌলভী আমির আহমদের শাদী উপলক্ষে তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ স্থাপন করে চার চারটি কসিদা রচনা করেন। এগুলোর প্রত্যেকটি হতে একটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ:

دریا کو مہ سے الفت، بلبل کو گل سے الفت # اور حسنِ مہ جبیں سے ہے دردِ دل گوارا
ہیں دیدہ ہای عاشق مخمورِ مئ زالفت # مہرو کے دل میں بھی ہے اب جستجوئِ الفت
دہڑک رہاہے یہ دل انتظار ہے دشوار # لگن لگن ہے، ہے مخمور دل چوں میخواراں
موسم ہے دلکشا بس ہے لالہ زار عالم # اڑتا ہے ہر نواحی خوشبوں کا اب پہریرا

মৌলভী একরামুল হকের কনিষ্ঠা কন্যা শাহনাজ লুৎফার বিয়ে উপলক্ষে আল্লামা ফজলুল্লাহ একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এতে রচনাকাল উল্লেখ ছিলো ১৩ মে ১৯৬৪ খৃ., এ কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, শাহনাজ লুতফার স্বামী গোলাম কাদের বিগত ১৬/৫/২০০১ সালে ইহকাল ত্যাগ করেন।

بناکی اور بنی کی شان ہوں الفت نشاں دائم # ہے دل کی یہ دعا یارب کہ دل نالاں ہے اس دم
ہو ان میں دین کا جذبہ، ہوں دنیاوی میں بھی شاداں # دعائ فضل ہے یہ اور بھی اذعان ہے
اس دم

চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের পঙ্‌ক্তির উল্লেখপূর্বক তাঁর বহুমুখী কাব্যপ্রতিভার আলোচনা শেষ করা হলো।

ای گلستان حکیمی کے چمیدہ پھولو # ای چمنزار نذیری کے دمیدہ پھولو
اور ای گلزار چنوتی کے چنیدہ پھولو # بلبل ستان چنوتی کے شمیدہ پھولو

ایک نئ روح جو پھنک جائے تمہارے دم سے
جسم پژمردہ چمک جائے تمہارے دم سے

------

خودشناسی کا انہیں راز بتایا تم نے # سعی پیہم کا بھی دمساز بنایا تم نے
مرغ بے پر تھے تو شہباز بنایا تم نے # راز سربستہ، پرواز بتایا تم نے
بے جلادل ہے تواس دل کے مجلّی تم ہو
اور مربی ہو تم ان کے متولی تم ہو

درد ہے ملت بیضا کا تمہارے دل میں # حال ہے خشیتِ مولا کا تمہارے دل میں

عشق ہے سرورِ دنیا کا تمہارے دل میں # شوق ہے رتبۂ علیا کا تمہارے دل میں

شوق پرواز میں تم کو ہے پر افشاں ہونا

نیم رہ پر نہیں زیبا ہے جو ترساں ہونا

-----

عہد حاضر میں جو بچنا ہے مسلمانوں کو # علم قرآں کو بچانا ہے مسلمانوں کو

اہل باطل سے نمٹنا ہے مسلمانوں کو # دہریت سے بھی چھڑپنا ہے مسلمانوں کو

عصر حاضر کے فنوں بھی ہے پڑھنا لازم

جب ہی رکھ سکتے ہو ہستی کو تمہاری قائم

সন ১৯৪৫ এ চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভার সময় ফাযিল পরীক্ষা শেষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক উচ্চাঙ্গের পঙক্তির কিছু কবিতা:

روح کردار بنو' قابل اقوال بنو # فارغ از قال بنو' صاحب احوال بنو

دائرہ علم و حِکم جامع افضال بنو # پیکرِ خُلق حسن' صاحب اعمال بنو

درس خوانانِ وبستانِ حکیمی تم ہو

بادہ نوشانِ خمستانِ نذیری تم ہو

ہاں اکابر کو دعاؤں سے نہ بھولو ہرگز # خیر خواہوں کو ثناؤں سے نہ بھولو ہرگز

اہل شوری کو بھی جانوں سے نہ بھولو ہرگز # اہل قریہ کو بھی ناموں سے نہ بھولو ہرگز

پرورش یافتۂ راغِ چنوتی تم ہو

تخمِ اپناشتۂ باغ چنوتی تم ہو

বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত কসিদাটি অননুকরণীয় সরল কাব্যের (سہل ممتنع) একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া এখানে বিধৃত তাঁর আশাবাদ এবং দু'আ আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীনের প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয় ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের জন্য একটি উত্তম পাথেয়।

## মরহুমের আরবি কাব্যপ্রতিভা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- মরহুম আল্লামা ফজলুল্লাহর বিচরণ শুধুমাত্র উর্দুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং তাঁর কাব্যিক ভুবন ছিলো উর্দু, ফার্সি, বাংলা ও আরবি সব ভাষাতেই। তবে একথা সত্য যে, তাঁর আরবি কবিতার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তিনি আরবি ভাষাতে কয়টি কবিতা রচনা করেছিলেন তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি কি আরবিতে কবিতা লিখতে সক্ষম ছিলেন? এর জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি উদাহরণের উপস্থিতিই যথেষ্ট। কারণ এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আরবি ভাষায় কাব্যচর্চার ক্ষমতা রাখতেন। এমনিতেই আরবি ভাষার চর্চা আমাদের দেশে শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গের আলেমদের মধ্যেই সীমিত ছিলো। তদুপরি এসব আলিম সাধারণত কাব্যচর্চাকে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচনা করতেন না। তাছাড়া আরবিতে কাব্যচর্চার জন্য যে পরিবেশ পূর্বশর্ত তা ছিলো এখানে অনুপস্থিত। কারণ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ১০% জন আলিম এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০% জন লোক আরবি কবিতার অর্থ সরাসরি অনুধাবনে সক্ষম। এসব কারণেই আরবিতে কবিতা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মরহুম যখনই এমন একটি পরিবেশের সুযোগ নাগালের মধ্যে পেয়েছেন যাতে আরবি কবিতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে; তখন সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরবিতে কবিতাচর্চায় ব্রতী হন। বলা বাহুল্য, এ সুযোগটি ছিল ১৩৯৮ হিজরিতে তদানীন্তন সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল খতিবের চুনতিতে অনুষ্ঠিত সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলে আগমন এবং সময়টি ছিলো মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি নাজুক অবস্থা। তখন ইহুদীরা পবিত্র মসজিদুল আকসা দখল করার পর ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করে একের পর এক ইহুদি কলোনি তৈরি করে যাচ্ছিলো। সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদের উপস্থিতিতে পঠিত তাঁর রচিত ৬৫ পঙ্‌ক্তির আরবি কসিদার কয়েকটি নির্বাচিত পঙ্‌ক্তি এখানে উল্লেখ করা হলো:

تبا لحساد العرب تبا لهم　　　قوم اليهود وكل ذراري الشيطان
قد قدمتم وانتم أجلة في الشان　　　بقدومكم شرفتمونا كل السكان
لنحبكم بحب رسولنا المصطفى　　　و لنحبكم والله جزء الإيمان

---------

بشرى لنا ولكم بحفلة سي رة النبي هو باعث الأكوان
فيها الأسوة بحسن نظامها　　　لحياتنا و مماتنا كل زمان

---------

السيرة هي مرأة دين الإسلام من يبتغ غيره ضل بالبطلان

---------

أعداؤكم أعداؤنا وأحبابكم　　　أحبابنا فأقولها بالإيمان

উল্লেখ্য যে, এ কসিদাটি পরবর্তীকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আরবি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিলো। এ কসিদা ছাড়াও আরবিতে রচিত মরহুমের আরও একটি কিতআ' রয়েছে।

# অভিমত

## আবদুল মালেক হালিম আল আনসারী

খাদেম আল জামেয়াতুল আরাবিয়া বালক-বালিকা
হাইলধর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

আল্লামা মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন বাংলাদেশের একজন ক্ষণজন্মা আলিম, সাহিত্যিক ও ইসলামি বুদ্ধিজীবী। ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতা। আমার জীবনের সৌভাগ্য যে, আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরেছি। গত ২১/জিলহজ্ব/ ১৪৪১হি: ১১/আগস্ট/২০২০খৃ: আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ'র كليات فضل الله এর পাণ্ডুলিপি আমার দেখার সুযোগ হয়। সত্যিই তাঁর কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভার প্রতি আমার সুধারণা পূর্ব থেকে প্রবল ছিলো। তবে তা ছিলো ইসলামি সাহিত্যের 'নছর' তথা গদ্যের ব্যাপারে। কিন্তু "কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ" অধ্যয়নের পর উর্দু ও ফার্সি ভাষায় তাঁর উচ্চাঙ্গের কাব্য প্রতিভা দেখে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি।

হযরতে মরহুমের জীবদ্দশায় উচ্চতর বাংলা সাহিত্য শিখার জন্য খতীবে আজম আল্লামা ছিদ্দীক আহমদ রহ. আমাকে পটিয়া জামিয়া জমিরিয়া থেকে চুনতি হাকিমিয়ায় আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আমি কিছু দিন বাংলা শেখার ব্যাপারে তাঁর সামনে 'যানুয়ে তালাম্মুয' অর্থাৎ সাধারণ ছাত্র হিসাবে নিজেকে সপে দিয়েছিলাম। প্রথমত: হযরতের ইলমি গভীরতার ব্যাপারে মুফতি আজিজুল হক রহ. সহ দেশের অধিকাংশ আলেমে দ্বীনের ঐক্যমত; দ্বিতীয়ত শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর কর্মপদ্ধতি বিশেষ করে ইলম ও ইসলামি খেদমতে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা আমার দিব্য চক্ষে অবলোকন করত: সর্বদা তাঁর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হই। বাংলা সাহিত্যে পদার্পণে আমার ওপর তাঁর স্নেহপূর্ণ ও আন্তরিক অবদানের কারণে তাঁকে আমার একজন পূর্ণ ওস্তায হিসেবে আজীবন হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দিয়ে থাকি।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ'র "কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ" পড়ে তাঁর সমসাময়িক আলিম, কবি, সাহিত্যিক পটিয়ার মুফতি আজিজুল হক (রহ.) এবং হাটহাজারীর মুফতি আযম মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ. এর উর্দু ও ফার্সি কাব্য প্রতিভার কথা স্মরণ পড়ে।

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. এর ইলমি, ফিকরি মানসিকতা ও কাব্য প্রতিভা দেখে পটিয়ার মুফতি আজিজুল হক (রহ.) তাঁকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় খেদমতে নিয়োগ দেয়ার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁকে চুনতি হাকিমিয়া

মাদ্‌রাসা থেকে আনা সম্ভব হয়নি। আমাদের পটিয়া জামিয়া ইসলামিয়ার বিভিন্ন সমাবেশে মুফতি আজিজুল হক রহ. তাঁর জ্ঞান গরিমা, ইলম, আমল ও তাকওয়ার ব্যাপারে সবসময় বলতেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদিন আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) তাঁর সাথে সাতকানিয়ার মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (ইমাম ও খতীব, তিনপুল জামে মসজিদ) কে নিয়ে পটিয়া জমিরিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন আমি সহ বহু ছাত্র পটিয়ার দপ্তরে মুহাসাবায় তাঁকে দেখতে গেলাম এবং পটিয়ার মুফতি আজিজুল হক ও হাজী ইউনুচ সাহেব রহ. এর সাথে তাঁকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। কারণ ইতোপূর্বে তাঁর ব্যাপারে পটিয়ার বহু বড় বড় আলিমের মুখ থেকে বিভিন্ন প্রশংসামূলক মন্তব্য শুনে তাঁকে দেখার অধীর আগ্রহ মনে লালন করে আসছিলাম। পরবর্তীতে সে দিন বিদায় বেলায় আমি সহ সকল ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে পটিয়ার মুফতি আজিজুল হক (রহ.) বলেছিলেন, "আমি আল্লামা ফজলুল্লাহকে হাতে ধরেছি, তোমরা পায়ে ধরে দেখ উনাকে পটিয়ায় আনা যায় কিনা। যার শামায়িলে তিরমিযীর অনুবাদ তোমরা পড়তেছ, এই আল্লামা ফজলুল্লাহই এর সফল অনুবাদক"। এবং আমাদের সামনে পটিয়ার মুফতি আজিজুল হক রহ. আল্লামা ফজলুল্লাহকে "যুক্তির কষ্টি পাথরে ইসলাম" নামে একটি গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন।

আমি আল্লামা ফজলুল্লাহর নির্দেশে ষাট এর দশকে "ভ্রান্ত মতবাদ" যে বইটি লিখেছিলাম, সে বইয়ে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) যাকাত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

পরবর্তীতে সে বইটি হাতে পেয়ে প্রিন্সিপাল এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী যাকাত প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র বলো দেখি: এ প্রবন্ধটির প্রকৃত লেখক কে? আমি হাঁসি দিয়ে বললাম আপনিই বলেন, তখন তিনি বললেন এটা নিশ্চয় আল্লামা ফজলুল্লাহ সাহেব লিখেছেন! প্রিন্সিপাল এ এ রেজাউল করিম চৌধুরীর এই মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় একাধিক ভাষায় আল্লামা ফজলুল্লাহ'র সাহিত্য প্রতিভা কত গভীর ও উচ্চাঙ্গের ছিলো।

الشيء بالشيء يذكر হিসেবে হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) على تبحر (জ্ঞানগত গভীরতা), কবিতায় তাঁর আকর্ষণ ও নিয়াবতে রাসুলুল্লাহর দায়িত্ব আদায়ে আমি অধম তাঁর যা যোগ্যতা ও প্রতিভা স্বচক্ষে দেখেছি এবং দিব্য চক্ষে অবলোকন করেছি তাতে আমি মনে করি, তাঁর সমসাময়িক যুগে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন আলিম ও উর্দু ফার্সি কাব্য সাহিত্যের দ্বীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত নায়েবে রাসুল। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.

এর সোহবত লাভ করায় আল্লামা ফজলুল্লাহ উর্দু ও ফার্সি কবিতায় ইলমে তাসাউফ ও তাজকিয়ায়ে নফসের ঝলক উদ্ভাসিত হয়।

হযরতের জীবনী ও কাব্য প্রতিভার নানা দিক সম্পর্কে আরো অধিক আলোকপাত করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু আমার নানাবিধ শারীরিক দুর্বলতার কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। মহান আল্লাহর দরবারে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. এর "کلیات فضل اللہ" এর বহুল প্রচার প্রসার কামনা করি এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি কে মূল্যবান কাব্য সমাহারের এ গ্রন্থটির ১টি কপি আমার কাছে পাঠানোর অনুরোধ রাখলাম।

পরিশেষে আমি দোয়া করি তাঁর এ সুযোগ্য সন্তান "আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন" নামে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে শত শত মসজিদ প্রতিষ্ঠার মত যে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন তা الدال على الخير كفاعله হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পিতা আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. কেও তার প্রতিদান দান করুন। আমিন!

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান

**অধ্যাপক ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন**

(আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর কনিষ্ঠ সন্তান)-এর

## অভিমত

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। আমার শ্রদ্ধেয় বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহ'র (রহ.) ছাত্র চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ মরহুম মাওলানা কামালুদ্দিন মূসা খতিবী রহ. সহাস্য বদনে বাবার কাছে এসে বললেন যে, হুজুর, হোছামুদ্দিনতো পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। বাবা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি বললেন যে, পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া মুখ্য নয়, যথাযথ জ্ঞানার্জনই মূল কথা। আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে আবু রেজার মতো তাকেও আমি নাহু-সরফসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে শক্ত ভিত্তি স্থাপন করাবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এর ২/৩ মাস পরই ৪ মার্চ ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে বাবা ইন্তেকাল করেন। এর আগে ১৯৭৮ খৃস্টাব্দের শুরুতে বাবা আমাকে চুনতি মাদরাসায় জামাতে নাহুম (বর্তমান ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে) ভর্তি করিয়ে দেন। বাবার ক্লাস পাবার সুযোগ না হলেও তাঁর সকল ছাত্রের একই বক্তব্য, তা হলো হুজুরের ক্লাসের পড়া বাড়িতে এসে শিখার দরকার পড়তো না। হোক সে ক্লাসের একেবারে দুর্বল ছাত্র। বাবার ক্লাস পাবার সুযোগ না পেলেও একবছরে রুমে আমাকে যা পড়িয়েছেন তার স্টাইল, ভাষা সবই আলাদা। এখনো তা আমার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান। চুনতি মাদ্‌রাসার জাঁদরেল শিক্ষকগণকে প্রায়শ দেখেছি বিভিন্ন জটিল কিতাবি সমস্যার সমাধানের জন্য বাবার কাছে আসতেন। এখনো মনে আছে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন রহ. ও মুহাদ্দিসে সুওম শাহ মাওলানা আব্দুর রাশীদ রহ. দু'জনে সহিহ বুখারি হাতে নিয়ে এসে বাবাকে বলেন, হুজুর একঘণ্টা চেষ্টা করেও এই জটিল সমস্যার সমাধান পাচ্ছিনা। বাবা তৎক্ষণাৎ সমাধান দিলে উনারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। এরকম বহু বড় বড় ওয়ায়েজকে দেখেছি সিরাতুন্নাবীর সময় বাবার কাছে এসে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমাধান নিয়ে ফিরতেন। বাবার ইন্তেকালের পরও মাদরাসার শীর্ষস্থানীয় ওস্তাদবৃন্দ যথাক্রমে মাওলানা হাফেয মীর গোলাম মোস্তফা, অধ্যক্ষ শাহ মাওলানা হাবীব আহমদ, মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন, শাহ মাওলানা আব্দুর রাশীদ, মাওলানা কামালুদ্দিন মূসা খতিবী প্রমুখের মুখে যখনই কোন কিতাবাদি বা বড় ওলামাদের আলোচনা হতো তখন প্রায় শুনতাম যে, সবার মধ্যে নাযেমে আলা' আল্লামা ফজলুল্লাহর স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে তিনি হারফনী (সব বিষয়ে পারদর্শী) তার উপর তিনি যে কোন বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারঙ্গম ছিলেন। এছাড়াও তিনি আবার সহজাত কবি। চুনতির শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ, খতীবে আযম

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, বায়তুশ শরফের মরহুম পীর শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার, রেক্টর মাওলানা মুযহের আহমদ, শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রাহ.(হাজী সাহেব হুজুর পটিয়া), বড় মাওলানা আমীনুল্লাহ সাহেব, হাফেজুল হাদীস মাওলানা মাহমুদুল হক খতীবি, অধ্যক্ষ শাহ মাওলানা আতিকুল্লাহ খাঁন, মুফতি মাওলানা ইবরাহীম, বাইতুল মুকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা ওবাইদুল হক, শাহ মাওলানা কুতুবুদ্দিন, শাহ মাওলানা ইলাহি বখ্‌শ (বাঁশখালি), শাহ মাওলানা শফিকুর রহমান (বাঁশখালি), মুফতি মাওলানা সুলতান আহমদ, মুহাদ্দিস মাওলানা আফলাতুন কাইসার, অধ্যক্ষ (সিলেট আলিয়া) ও মুহাদ্দিস (ঢাকা আলিয়া মাদরাসা) মাওলানা ফখরুদ্দিন, শাহসূফী সাইয়েদ মাওলানা মুহাম্মদ দায়েমউল্লাহ (সূফী দায়েমউল্লাহ) ঢাকা, প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মাওলানা মুবারক আহমদ, প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মাওলানা আব্দুল গনী, মওলানা রশিদ আহ্‌মদ নদভী, মুহাদ্দিস মাওলানা নেসারুল হক, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মেসবাহ, হেকিম মাওলানা ইসমাঈল হেলালি (শায়ের), প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসূম (রাহ.) প্রমুখ আরো অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরামকে দেখেছি সকলে বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহকে খুবই সমীহ করতেন এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। ১৯৭৭ সালে কুমিরাঘোনা আখ্‌তারুল উলুম মাদরাসার সভায় মুফতি মাওলানা সুলতানসহ অনেক ওলামা উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে তখন আমি চিনতাম না। বক্তৃতার এক পর্যায়ে শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বারকে রহ.বলতে শুনেছি; এখনো কানে বাজে উক্তিটি **"দক্ষিণ চট্টগ্রামের সকল ওলামাকে এক পাল্লায় এবং নাযেমে আলা' হুজুরকে এক পাল্লায় দিলে তাঁর ইলমের পাল্লাই ভারী হবে।** খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রাহ.) তাঁর বেয়াই, আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ ডাক্তার মাওলানা হাবীবুল্লাহর (রহ.) বাড়িতে বেড়াতে এলে আমি ও বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা আবু জিয়া তিরমিযী শরীফের তরজমার পাণ্ডুলিপিটি (তখন সেটা কি আমরা বুঝতেছি না বিধায়) তাঁকে দেখাই। তিনি বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে পড়ে বললেন, এটি ছাপাতে পারলে বেশি ফায়দা হবে। সাথে সাথে মন্তব্য করলেন, "এই দইন চাটগাঁত তেঁইর নান হলম শক্ত আলেম আর কেয়ায় নেই" (দক্ষিণ চট্টগ্রামে তাঁর মত ভাল লেখক সমকালীন আলেমদের মধ্যে আর কেউ নেই)। সময়ের ব্যবধানে বাবার লেখাগুলো যখন পড়তে এবং বুঝতে শুরু করলাম তখনই উপরোক্ত উক্তিগুলোর কিছুটা মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হলাম যে, সমকালীন সময়ে আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. শুধু চট্টগ্রাম নয়,পুরো বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম। তবে সেভাবে প্রচারিত নয় বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.। এর দু'টি কারণ: বাবার একজন কৃতিছাত্র বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড.আবু বকর রফিক বলেন, "আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. ছিলেন নেপথ্যচারী তথা প্রচারবিমুখ,

যেমন তিনি একটি কবিতা লিখে কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েই প্রশান্তি লাভ করতেন। সেটি আর প্রকাশের প্রতি মনোযোগী হতেন না"। বাবার আরেক কৃতী ছাত্র ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ) বলেন, "আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. আলিম ও শিক্ষাবিদ হিসেবে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি লেখালেখির ময়দানেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সমকালীন সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রামের অন্যান্য অনেক ওলামা লেখালেখির মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জন করলেও আল্লামা ফজলুল্লাহর প্রচারণা সেভাবে হয়নি। কারণ, তাঁরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করলেও আল্লামা ফজলুল্লাহ অবস্থান করতেন চট্টগ্রাম শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চল চুনতি গ্রামে। তৎকালে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিলো একেবারেই অনুন্নত। যে কারণে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করা, গ্রন্থরচনা ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য ছিলোনা। তারপরও তাঁর সাহিত্যের তাড়না, জাতির চিন্তা ও বাঁধভাঙ্গা প্রতিভা সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তিনি মসি চালিয়েছেন। প্রকাশকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁর হাত দিয়ে রচিত হতো আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ"।

বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর রহ. সাথে চুনতি মাদরাসা ছাত্রাবাসে এক বছর থেকে যে সকল ইসলামি ব্যক্তিত্বকে দেখেছি এবং তাঁর ইন্তেকালের পর ওস্তাদবৃন্দ, বিভিন্ন মাহফিলের শীর্ষস্থানীয় ওলামাগণের তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিকমানের চেতনা, উদারতা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে শুনে আসলেও বাবাকে পরিমাপের সে যোগ্যতা তখনো গড়ে উঠেনি আমার। কিন্তু বিভিন্নজনের কাছ থেকে জেনে বাবার রচিত বেশ কিছু বই, পাণ্ডুলিপি, ৫০/৫৫ বছর পূর্বে প্রকাশিত কিছু বইয়ের কপি এবং তাঁর রচিত কিছু শে'র (কবিতা) সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এরপরও বাংলায় রচিত একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি, লাহোর থেকে প্রকাশিত كشف الجلالين ও ايساغوجي এবং শিকওয়া ও জাওয়াবে শিকওয়ার কপি সংগ্রহ করা যায়নি। তাঁর রচিত আমার দেখা ও শোনা অনেক কবিতা ডায়েরীতে নেই। বাবার ইন্তেকালের মাত্র মাস দুয়েক আগে মাদরাসার সভায় শোনা বাবারই আবৃত্তি দুটি পঙক্তি:

ایک طرف ہے شمع روشن ایک طرف ہے شمع رو

بیچ میں دو شمع کے جگنو بنو کیا ضو فشاں

তখন আমি স্টেইজ থেকে ৪টি ইভেন্টে পুরস্কার গ্রহণ করেছি। ইন্তেকালের পূর্বরাতে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে বাবার ছাত্র মাওলানা ছরওয়ার কামালের আবৃত্তি-

محمد محمد و نور محمد کہ جس سے خلائق بر ستی رہی تھی

এছাড়াও কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধি এসে বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর রহ. কাছ থেকে আমার দেখা ১৯৭৮ সালে অন্তত ৫/৬ টি উর্দু ও বাংলায় রচিত কবিতা নিয়ে যেতে দেখেছি যা বাবার ডায়েরীতে নেই, আমাদের সংগ্রহেও না।

জানতে পেরেছি কয়েকশ শে'রের একটি ডায়েরী নাকি বাবার সময়ই উইপোকা নষ্ট করেছে। যাহোক, বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহ কত উঁচু স্তরের আলিম, লেখক, মুফতি মুহাদ্দিস, কবি, সাহিত্যিক, এবং যুগসচেতন ইসলামি চিন্তাবিদ এবং বিশ্ব মুসলিম দরদী ছিলেন তাঁর লেখনী পড়ার মাধ্যমে কৈশোরে বাবার ব্যাপারে বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে শ্রুত উপরোক্ত কথাগুলোর যথার্থতা মোটামুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। তবে তাঁর লিখনীর ভাব ও ভাষা, চিন্তা ও চেতনা এত উচ্চাঙ্গের যে, বোদ্ধাজনরাই তা পুরোপুরি অনুধাবনে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে তাঁর শে'রসমূহ।

তবে শে'রসমূহ সহজবোধ্য নয় বটে; অবোধ্য নয়। ভাষাজ্ঞান যাদের সীমিত তাঁদের জন্য তাঁর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা দুর্বোধ্য। তাঁর বর্তমান কবিতামালার ছাপানো বই প্রায় ২৩৬ পৃষ্ঠার হতে পারে মূল শে'র। তাঁর কাব্যভাণ্ডারে হরেক শ্রেণির কবিতার সমাহার রয়েছে। যেমন, হামদে বারি তাআ'লা, না'তে রাসুল সা., মুনাজাত, মুসলমানদের প্রতি আহ্বান, মযলুম কাশ্মিরী মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা, মর্সিয়া বা শোকগাথা, দেশাত্মবোধক, ইসলামি জাগরণী কবিতা, শিকওয়া ও মুহাব্বত, নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতি অনুরাগ, উপলক্ষীয় কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ, চমৎকার ও আকর্ষণীয় কবিতা রচনা করেছেন তিনি। ছন্দ, ঝংকার, আঙ্গিক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলংকরণ প্রভৃতি দিক দিয়ে তাঁর কবিতাগুলো অতি উচ্চাঙ্গের আরবি, ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের সাথে তুলনীয়।একজন বাঙ্গালী হয়ে ভিনদেশী ভাষায় এত স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতিতে কবিতা রচনা করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। তাঁর কবিতা পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে বিষয়বস্তু ও সাহিত্যের প্রতিপাদ্য,জীবন দর্শন ও জগৎ এসকল ময়দানে আল-মুতানাব্বি, শেখ সা'দী, শেক্সপিয়র,ইকবাল ও নজরুল'র মতো আল্লামা ফজলুল্লাহও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উর্দু কবিতাসমগ্র ইকবাল, গালিব, আকবর ইলাহাবাদি ও জোশ মালিহাবাদির সমপর্যায়ের।

নিচে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচিত তাঁর কবিতার কিছু পঙক্তি উল্লেখ করছি।

## حمد باری تعالی হাম্‌দ বারি তা'আলা

اے ذات پاک بے چوں اے خالق برایا☆ بے ضدو ند وہمتا کونین کو سجایا
صنعت تری نمایاں ہر برگ گل وبر میں ☆ بحر اور بر بنایا فرش زمیں بچھایا

## نعت رسول ﷺ না'তে রাসুল (সা.)

سکون قلب مضطر راحت دلداد گاں تم ہو☆ حبیب خالق عالم ہو پھر جان جہاں تم ہو
نہ ہوتے تم نہ ہوتی خلقت ارض وسماہر گز☆ مراد ہر دو عالم باعث کون ومکاں تم ہو

## অন্য একটি না'ত

لبوں پہ تبسم ہیں چہرے میں جلوے نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی
اک اک لفظ شیریں جو ان کی زباں سے ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی
ور فتار و گفتار و عادات واطوار و گفت وشنید وریاضت، رفاقت
ہر اک چیز دشمن کا دل موہ لیتی محبت سبھی دل میں بستی رہی تھی

## غزل গজল

وہ حسن جفاخو، یہ عشق وفاجو☆ وہ کبر خفاخو، یہ عجز رضاجو
نہ کر فضل نکتہ بیانی یہاں پر☆ میں مدت سے غمگین ہوتا رہا ہوں

## مرثیہ মর্সিয়া বা শোকগাথা

اے گلستان ارم ارض حسین چاٹگام☆ اے جبال چاٹگام وسرزمین چاٹگام
اے بحار چاٹگام وماء وطین چاٹگام☆ اے مکان چاٹگام وائے مکین چاٹگام
تیر اوہ فرزند اختر اختر تاباں کہاں ؟☆ وہ چراغ خاندان میر نور افشاں کہاں

## দেশাত্মবোধক وطن کے سپاھی

بڑھے چل خراماں وطن کے سپاہی ☆ وطن کے نگہبان وطن کے سپاہی
بڑھے چل بڑھے چل چلن تیرے دلکش☆ تو عزت کا ساماں وطن کے سپاھی

## خطاب بطلبۂ مدرسہ শিক্ষামূলক কবিতার দুটি পঙক্তি

نوجواں مرد مسلمان مسلم باکار بن ☆ سعی پیہم، فطرت جولان چو پر کار بن
ہمچو پروانہ لپٹ جانور قرآن سے لپٹ ☆ شوق سے چن چن لے نور اور مطلع انوار بن

## خطاب بہ مسلماناں ইসলামি জাগরণীমূলক কবিতার দুটি পঙক্তি

اے مسلمان تو بیدار مسلماں ہو جا ☆ اور دل وجان سے تو حامئ قرآں ہو جا
ہے مسلماناں تو ہے عالم ہستی تیرا ☆ اوج افلاک کی خاطر تو پر افشاں ہو جا

## آہ ونالہ برائے برادران اہل کشمیر
## কাশ্মিরী মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতামূলক কবিতার কয়েকটি পঙক্তি

آہ ان کشمیر والوں پر ستم اندازیاں ☆ آہ ان پر ہیں درندوں کی زبس خونخواریاں
آہ جو کشمیر دولہن حسن کا گہوارہ ہے ☆ کر رہے ہیں وہ ستمگر اس پہ دست اندازیاں
وہ مجسم حسن ہے کشمیر ہے جنت ہے وہ ☆ قدرت خلاق کی ہیں اس میں سب گلکاریاں

## خطاب بہ گل شگفتہ একটি প্রস্ফুটিত ফুলকে সম্বোধন

اے گل تیرا یہ حسن دلکش کہاں سے آیا ☆ یہ بو کدھر سے آئی یہ رنگ کیسے لایا
بے جان تو ہے خود پھر یہ دلبری ہے کیسی ☆ جانوں کو موہ لینا یہ گن ہے کس سے پایا
یہ لطف و یہ نزاکت من موہنی یہ صورت ☆ کس نے تجھے ہے بخشی کس نے تجھے سجایا
ہنستا ہے تو چمن میں گلشن کو بھی ہنساتا ☆ بے جان شئ ہو کیسے بلبل کو پھر رلایا

## ইসলামি জাগরণী কবিতা

বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!! বিশ্ব মুসলমান!!!
প্রেম পথের অভিযানে মহানবির গুলিস্তানে
শরীআ'তের সংবিধানে, তরিকতে হও আগুয়ান
বিশ্ব মুসলমান! বিশ্ব মুসলমান!!
বিশ্বের বাজারে তোরা জাতি ছিলে সর্বসেরা
তোদের প্রশংসাতে সারা দুনিয়া ছিল আত্মহারা
আজ কেন এই হাবুডুবু মুহ্যমান
বিশ্ব মুসলমান ! বিশ্ব মুসলমান !!

## কবিমনের অবস্থা : দুটি পঙক্তি حال دل

وہ دعاؤں کا جو تھا سلسلہ قائم نہ رہا☆ دل کے جذبات میں پہلا سا تلاطم نہ رہا

بلبل نغمہ سرا کا جو گلا گھونٹ دیا☆ رنگ گل پر جو تھا اس کا وہ ترنم نہ رہا

## কতেক উপদেশ پند چند

ایک بلبل تھا چمن میں ہزاروں داستاں☆ پر نہیں اس کے ہوئے تم جان ودل سے قدرداں

اے گل خاموش تیرا کون ہو اب نغمہ خواں☆ کون ہوگا نکتہ گو ونکتہ سنج ونکتہ داں

اپنے گن پر حسن پر بیخود رہا نازاں رہا☆ یاد رکھ ہے حسن ظاہر چند روزہ میہماں

### আরবি ভাষায় রচিত দীর্ঘ স্বাগতিক কবিতার কয়েকটি পঙক্তি كلمة الترحيب

تبا لحساد العرب تبا لهم * قوم اليهود وكل ذراري الشيطان

قد قدمتم و أنتم أجلة في الشأن* بقدومكم شرفتمونا كل السكان

لنحبكم بحب رسولنا المصطفى * ولحبكم والله جزء الإيمان

لنوقر سكان ديار حبيبنا * ويعزهم كل من اهل الاتقان

কবিতা ছাড়াও তাঁর হস্তলিখিত কয়েকটি চিঠি রয়েছে সংক্ষিপ্ত হলেও যার ভাষা অত্যন্ত উঁচুমানের এবং এতে এমন উপদেশাবলী রয়েছে যাতে একজন মানুষ ভাল মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় মূল উপাদানগুলো বিদ্যমান। চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার তোলাবায়ে সাবেকীন তথা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের ১৯৬২ খৃস্টাব্দের একটি সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি উর্দু ভাষায় ১৫ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি লিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এ ভাষণ উর্দু সাহিত্যে তাঁর কল্পনাতীত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। অপরদিকে এতে রয়েছে তাঁর ঈমানি চেতনা, আন্তর্জাতিক চিন্তাধারা, সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা এবং ইতিহাস বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতার বিশেষ প্রকাশ। উক্ত ভাষণকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক বলা চলে।

হযরত উমর'র রা. খলিফা হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণের সূত্র টেনে আল্লামা ফজলুল্লাহ রাহ. বলেন,

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

এই আয়াত অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম রাসূলে মাকবুল সা.এর, তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কিরামের এবং তাবে তাবেয়ীগণ তাবেয়ীগণের একনিষ্ঠ অনুসরণ করেন।

অর্থাৎ তাঁরা কুরআনের বাস্তব প্রতিচিত্র ও রাসুলের আদর্শের জীবন্ত নমুনা হয়ে ইসলামের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লামা ফজলুল্লাহর বক্তৃতার একটি খণ্ডিত অংশ নিম্নে উল্লেখ করছি,

یہ حضرات تعلیمات قرآن کے پیکر عمل ہو کر اور اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر بن کر اس دار العمل دنیا میں اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر چاروں طرف بکھر پڑے، ان کی ہر ادا محبوب و مرغوب تھی، اور شیوہ دلاویز تھا ایمان و اتقان، اخوت واتحاد، مساوات ومواسات، ایثار واعتبار، امانت و دیانت، صداقت ومحبت، زہد و تقوی، خشیت وعبادت، عزم واستقلال، سخاوت وشجاعت، عدل و انصاف، رحم و کرم، نصیحت وخیر خواہی، حسن معاملات و نجستگی، اداب معاشرت، ودیگر تمام خوبیاں اسلام کی ان کے اسلوب زندگی کے اندر نمایاں تھیں، ان کے تمام جد واجتہاد، رزم وجہاد اپنی کسی غرض نفسانی کی خاطر نہ تھے بلکہ ان کا شیوہ (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) تھا. ان کے دلوں میں علوم الہیات کے ساتھ سوز محبت تھی یعنی جذبات ایمانی موجزن تھے، اس لئے ان کے اعضاو جوارح سے کوئی ایسا کام صادر ہونا مشکل تھا جو رضائے الٰہی کا خلاف ہو کیونکہ قلب مدبر جسم ہے۔

علم مسلم کامل از سوز دل است ☆ معنی اسلام ترک آفل ست
چوں ز بند آفل ابراہیم است ☆ در میان شعلہ ہا نیکو نشست (اقبال)

হৃদয় জ্বলন পূর্ণ করে মুসলমানের জ্ঞান * পতিত হওয়ার ভয় পরিহার করাই ইসলাম
ইবরাহীম গেলেন যখন ভয় ছাড়া পড়ে * স্ফুলিঙ্গের মাঝেই থাকেন আরামে বসে।
(ইকবাল)

"তিনি বলেন, তাঁর প্রতিটি চলন-বলন, আচার-আচরণ, অভ্যাস-অভিরুচি ছিলো আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। ঈমান-অবিচলতা, ভ্রাতৃত্ব-সংহতিবোধ, সাম্য ও পরার্থপরতা, শিক্ষা ও সততা, ধার্মিকতা ও সত্যবাদিতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া-পরহেযগারি, ইবাদত, খোদাভীতি, দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ও বীরত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার, দয়া ও মহানুভবতা, সদুপদেশ ও জনহিতৈষণা, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও কল্যাণকামিতা, অনুসন্ধিৎসা, সৌজন্যবোধ এবং অন্যান্য ইসলামি গুণাবলীতে তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। তাঁর দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা, লড়াই-সংগ্রাম কোনোটাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিলো না।

বরং তাঁর জীবন চরিত ছিলো কুরআনের বাণী "বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত" এ আয়াতের প্রতিবিম্ব। এসব মনীষীর আল্লাহর জ্ঞানজ্যোতির পাশাপাশি ভালোবাসার উত্তাপ অর্থাৎ ঈমানের স্পৃহা থাকে তরঙ্গমুখর। ফলে তাঁদের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এমন কোন কাজ সংঘটিত হওয়া বড়ই কঠিন যা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত হয়। কারণ, অন্তর তো শরীরের নেপথ্য সঞ্চালক।"

সবশেষে, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনে'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপির নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে "كليات فضل الله" অতি শীঘ্রই আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম, কাদিয়ানিবাদ (বাংলায়), سنن الترمذي- الدر البهىّ فى (উর্দু) এর كتاب الطهارة ও كتاب الصلوة অংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা الدروس النحوية (বাংলায়) الدروس الصرفية شرح الجامع للامام الترمذي (বাংলায়) এগুলোর মত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-রচিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলি এবং প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি-রচিত القواعد الفقهية (আরবিতে) কুয়েত ধর্ম-মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থখানি বর্ধিত কলেবরে 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনে'র মাধ্যমে দ্রুত প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ চলছে। উপরোক্ত গ্রন্থাবলি বিজ্ঞ পাঠকমহলের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

মহান আল্লাহ উক্ত প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং শ্রদ্ধেয় বাবা আল্লামা ফজলুল্লাহর (রহ.) লিখনিসমূহের বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান দান করুন। আমিন!

# অমূল্য তোহফা

*উপমহাদেশের প্রতিভাবান ইসলামি ব্যক্তিত্ব, বাংলার কৃতী সন্তান, উচ্চমার্গের লেখক, কবি ও ইসলামি চিন্তাবিদ হযরতুল আল্লাম মাওলানা ফজলুল্লাহ রহ.-এর কাব্যসংকলন 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'-র মুদ্রণ ও প্রকাশনা উপলক্ষে*

## অনুভূতিপ্রকাশ

**মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলীল**

উপপরিচালক এবং হাদিস ও উচ্চতর সাহিত্যের ওস্তাদ, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আসলো জোশে হঠাৎ করে পরম প্রভুর দয়া
দেখো, উজাড় উদ্যানে ওই এলো বসন্ত-বাহার!

সুদীর্ঘ কাল ধরে চলেছে উর্দু চর্চা এ বাংলায়
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শতো-শতো পুষ্প যার !

উর্দু-খুনির মুখ থেকে আজ রব উঠেছে অপূর্ব
উর্দুর অনিন্দ্য বদন হয়েছে প্রতীয়মান !

আনন্দের স্রোতধারা বইছে প্রেমিকদের মনে
বহুদিন পরে আসবে সেজন হৃদয় দিওয়ানা যার।

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ অমূল্য তোহফা, সুহৃদ
বোদ্ধামহলের তরে এ উর্দুভাষায় উপহার !

যুগশ্রেষ্ঠ ফজলুল্লাহ উচ্চমাপের জ্ঞানী
দ্বীনি ইলমে সুদক্ষ ও অভিজাত বংশ তাঁর।

তাফসির, হাদিস, মানতিক, হিকমত শাস্ত্রে আর
নিঃসন্দেহে ছিলেন তিনি শাহসওয়ার কবিতার!
পুরো জীবন পার হয়েছে অধ্যাপনায়, রচনায়
কিংবা ধর্ম প্রচারে কেটেছে দিনরাত্রি তাঁর !

মধ্যপন্থী লেখনি তাঁর, প্রজ্ঞাভরা সব কথা
অমূল্য কবিতা এবং অসাধারণ গজল তাঁর।

রচনাতে রয়েছে যে বিভিন্ন ইলমি কিতাব
গবেষণাধর্মী লেখা ও অযুত কসিদা তাঁর!

বিবিধ শাস্ত্রের টীকাভাষ্য রয়েছে অসংখ্য
তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ অসাধারণ কীর্তি তাঁর।

শেষনিঃশ্বাসেও ছিলেন চুনতির প্রাণপুরুষ
'নাজেমে আলা' তিনি, 'শায়খুল হাদিস' অভিধা তাঁর।

নিষ্ঠাপূর্ণ প্রভাবক এক সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন
উচ্চস্তরের পাঠদানে ছিলেন প্রিয় সবার।

তাঁর যতো শিষ্য এখন আছেন নানা অঞ্চলে
দেশে ও বিদেশে– অসংখ্য সংখ্যা তাঁর !

সাধুবাদ ***আবু রেজাকে***, যিনি সু-পুত্র তাঁর
যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কর্মবীর ব্যক্তিত্ব যার।

দেশ-জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী, বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব
নিঃসন্দেহে অহংকার ও গর্ব তিনি এ বাংলার।
কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর মতো যতো রচনা
ওসবও ছাপা হোক গ্রন্থাকারে বারংবার !

দাও প্রভু প্রতিদান তুমি লেখক আর প্রকাশককে
***ফুরকানের*** প্রার্থনা এ-ই– পরম প্রভু আমার!

আকাশ তোমার কবরে ঝরাক রহম-শিশির
আলোকমালা এ ঘরের থাকুক পাহারাদার।

(ইকবাল)

# অভিমত

## মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর (রহ) অতুলনীয় কাব্যপ্রতিভা

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ. (আহসান সাইয়েদ)**
উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চট্টগ্রাম তথা দেশ-বরেণ্য আলিম, শায়খুল হাদিস, শায়খুত তাফসির, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রের পণ্ডিত ও খ্যাতনামা কবি মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। আমি ১৯৭২-১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন ঐতিহ্যবাহী চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় তাঁর ছাত্র ছিলাম। হুযুরের অগাধ জ্ঞান, ছাত্রদের প্রতি অপরিসীম স্নেহ এবং গল্পকথার মাধ্যমে ক্লাসে পাঠদান ইত্যাদি আমাকে মুগ্ধ করতো। হুযুর মাদ্‌রাসার হোস্টেলের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত একটি কক্ষে থাকতেন। হুযুরের সাহচর্য লাভ, উপদেশ গ্রহণ ও দোয়া নেয়ার উদ্দেশ্যে আমি মাঝে-মাঝে তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম। হুযুর কোনো কাজ করে দিতে বললে আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা করতাম। কোন একসময় দেখতাম হুযুরের কবিতার খাতা। দু'একটি কবিতা হুযুর পড়তেন, আমি শুনতাম। আবার কখনও বলতেন: নাও, এটা সুন্দর করে পড়ো। আমি কিছুটা ভয়ে ভয়ে হুযুরের ডায়েরি হাতে নিয়ে পড়তাম। পড়তে গিয়ে আমার হাত কাঁপতো, কারণ ওই কবিতাগুলো নিরেট উর্দুতে রচিত নয়। উচ্চাঙ্গের ফারসি ও আরবি শব্দমালা উর্দুর সাথে মিশিয়ে লেখা। তৎক্ষণাৎ কবিতার পাঠোদ্ধার করতে পারতাম না বলে উচ্চারণে মাঝেমধ্যে ভুল হয়ে যেতো। উপলব্ধি করতে পারতাম: আমি ইতোপূর্বে যদিও বিভিন্ন লেখকের প্রচুর উর্দু কবিতা পড়েছি তথাপি হুযুরের এ কাব্যের মূলভাব অনুধাবন করা সহজ নয়। তখনই আমার ধারণা হয়- এই আম-কাঁঠাল, লিচু বাগান, সারি সারি গর্জন গাছ পরিবেষ্টিত পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত নেহায়েত গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান চুনতি মাদ্‌রাসায় এই হুযুরের অবস্থান হলেও ইনি কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি নন। এরপর থেকে আমি হুযুরের ভক্ত হয়ে যাই।

১৭৮০ সালে বড় লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদরাসার গোড়াপত্তনের পর মুসলমানদের ইসলামি জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৬৬ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ মাওলানা কাসেম নানুতবীর নেতৃত্বে 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানগণ নব উদ্যমে ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চায় এগিয়ে আসে।

দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে ১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী'। এভাবে মুসলিম সমাজ ক্রমশ: ইসলামি শিক্ষার আলোকে আলোকিত হতে থাকে। এমনি

এক পরিবেশে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আবির্ভূত হন বিখ্যাত আলিম, গবেষক ও স্বভাব-কবি মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ। (১৮৯৮-১৯৭৯) তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানাধীন বাবুনগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত আলিম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা নুরুল হুদা ছিলেন জ্ঞানী-গুণী আলিম এবং মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর প্রিয়ভাজন ছাত্র। মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর পুত্র প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী একজন উঁচু স্তরের আরবি ভাষাবিদ, বরেণ্য ইসলামি শিক্ষাবিদ এবং সুবক্তা। একই সাথে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সেকালের প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত 'মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা (বর্তমানে সরকারী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ)' ও ভারতের বিখ্যাত মাদ্‌রাসা মাযাহির-এ-উলূম সাহারানপুরে লেখাপড়া করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের থানাভবন গমন করে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ ১৯২৩-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার আকড়া কুদসিয়া মাদ্‌রাসায় হেড মাওলানা, শায়খুল হাদিস ও অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষকতা করেন। তিনি চট্টগ্রামের চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায়ও "নাযিমে আ'লা " পদে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। একই সাথে শিরক, বিদআত ও নানা ধরনের কুসংস্কারে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন ভরে গিয়েছিল। এমনি এক পরিবেশে মাওলানা ফজলুল্লাহ ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি ও সমাজ-সংশোধনে এগিয়ে আসেন। তিনি মানুষকে ইসলামের উদারতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মাদ্‌রাসার পাঠ্যতালিকাভুক্ত সকল প্রকার গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। অধিকন্তু ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। তাঁর সমকালে বাংলাদেশে বরেণ্য আলিমের অভাব ছিলো না। এতদসত্ত্বেও স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভার কারণে তিনি সকলের মাঝে অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সে সময়কার চট্টগ্রামের অন্যান্য খ্যাতনামা আলিম এবং পীর মাশায়িখগণও তাঁর শিক্ষা ও লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হতেন। প্রসিদ্ধ পীরদের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের বায়তুশ শরফের পীর সাহেব, মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (১৯০৮-১৯৭১ খ্রি.) তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতেন। তৎপরবর্তী বায়তুশ শরফের পীর খ্যাতনামা আলিম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার (১৯৩৩-১৯৯৮ খ্রি.) তাঁকে খুবই ভক্তি করতেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়নে তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। বায়তুশ শরফের পীর সাহেব বাহরুল উলূম মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র

ছিলেন। এক আলাপে পীর সাহেব আমাকে বলেন, হুযুর মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের জ্ঞান-প্রতিভা অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ আলিম বিরল। তাঁর পাঠদান-পদ্ধতি ও উপস্থাপনা-শৈলী খুবই সুন্দর।

মাওলানা ফজলুল্লাহর খ্যাতি শিক্ষাবিদ হিসেবে যেমন, তেমনি সুলেখক ও কবি হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল খ্যাতি রয়েছে। তাঁর রচনাসমূহের আবেদন অদ্যাবধি অম্লান। 'শামায়িলে তিরমিযী' (অনুবাদ গ্রন্থ), 'কাশফুল জালালাইন' (তাফসীর জালালাইন শরীফের উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ), 'আদ-দুরুসুস সরফিয়্যাহ', 'আদ-দুরুসুন নাহবিয়্যাহ', 'বঙ্গানুবাদ কসীদাতুল বুরদা', 'বঙ্গানুবাদ গুলজারে সুন্নাত, শরহে ঈসাগুজী', 'আসান উর্দূ তালিম', 'উর্দূ কায়েদা', আদ-দুররুল বাহিয়্যু ফী শারহিল জামে লিল ইমাম আত-তিরমিযী', (উর্দূ পাণ্ডুলিপি) 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম', 'বঙ্গানুবাদ শেকওয়া ও জাওয়াবে শেকওয়া', 'আল-ইনসাফ', 'ইয়াদে মুহসিন', 'ফতওয়া সংকলন' ইত্যাদি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ।

মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ একজন বড় আলিম, শিক্ষাবিদ ও লেখক। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর যে পরিচয়টি সামনে এসে যায় তা হলো তিনি একজন উচ্চপর্যায়ের কবি। কাব্যচর্চায় তিনি সহজাত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি হামদ, নাত, মদহিয়া (প্রশংসাগাথা), মরছিয়া (শোকগাথা) ও ইসলামের বিভিন্ন বরকতময় রাত যেমন শবে বরাত, শবে মিরাজ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। এছাড়া সমকালীন সমাজ জীবন, রাজনীতি, প্রেম, প্রতারণা ইত্যাদি তাঁর কবিতার উপজীব্য। তাঁর অধিকাংশ কবিতা ১৬/১৮ চরণে লেখা। তিনি কবিতা লিখেছেন উর্দু ভাষায়; তবে সেই ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁর কোন কোন কবিতার ভাষা এতই উন্নত ও বিচিত্র যে, পাঠোদ্ধার করতে কয়েকবার পাঠ করতে হয়। উর্দু ও ফার্সি ভাষায় যাদের ভাল জ্ঞান নেই তাদের পক্ষে কবিতাগুলোর বিষয়-বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে কবিতার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও শব্দের সৌন্দর্য, অনুপ্রাস, অন্তমিল সর্বোপরি ব্যঞ্জনামধুর কাব্যঝংকারে পাঠক সহজেই মুগ্ধ হয়। একজন বাংলা ভাষাভাষির কাছে অন্য ভাষা সম্পদ ও ভাবসম্পদের এই বিপুল সমাহার সকলকে বিস্মিত করে। কবিতার সমালোচকগণ বলেন, মাওলানা ফজলুল্লাহর কবিতা সহজবোধ্য না হলেও একেবারে অবোধ্য নয় এবং তাঁর কবিতার সুরলহরি ও ভাবগাম্ভীর্য পাঠকের অন্তরে দারুণ রেখাপাত করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল কাব্যাকাশের যে নক্ষত্ররাজির আলোকে উদ্ভাসিত ছিলেন, মনে হয় তেমনি মাওলানা ফজলুল্লাহর কল্পনা ও কাব্যাকাশের নক্ষত্রেরা বর্ণালি আলোকে আলোকিত। পাহাড়ী ঝরনার একটা ছন্দ আছে, একটা গতি আছে, একটা সুষমা আছে, তেমনি তার কবিতায়ও একটা দুর্দান্ত গতি আছে, ছন্দ আছে, আছে সুষমা।

তাঁর কবিতা পাঠান্তে আমাদের মনে হয়েছে কেটেকুটে সংশোধন করতে হয়নি। যা লিখেছেন সেই প্রথম লেখাটিই হয়েছে চমৎকার সুন্দর কবিতা। এখানে তাঁর দুটি কবিতার বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হলো।

**১। একটি ফুলের প্রতি**

হে ফুল মনকাড়া এরূপ তোমার কোথা হতে এলো
এ সুবাস এলো কোথা হতে কিভাবে পেলে এই রঙ।
নিজে প্রাণহীন তুমি ফের প্রাণ জয় করো কিভাবে
প্রাণের মোহ হবার এ গুণ পেলে কার থেকে
এই প্রীতি এই ছলনা মনোমোহিনী এই রূপ
কে করলো দান, কেবা সাজালো তোমায়।
হাসো তুমি বাগানে আর বাগানকেও হাসাও
নিষ্প্রাণ হয়েও তুমি বুলবুলিকে কাঁদাও।

(লেখক অনূদিত)

**২। ভালোবাসা**

ভালোবাসা সে কেমন বুঝাতে পারবো না আমি
বুক পুড়ে যায় তবু করতে পারি না ম্লান।
সকল রোগের চিকিৎসক আছে জানি
চোখ থেকে যখন রক্ত ঝরে সে চিকিৎসা করবে কে?
সময় সুন্দর প্রীতিময় আর হৃদয় উদাস আমার
নীরবে গুন গুন করে কেনো কাঁদে অবিরাম
যুগের যন্ত্রণা কী করে করি প্রকাশ?

(লেখক অনূদিত)

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রায়ই 'কাব্য মজলিস' বসত। আল্লামা ফজলুল্লাহকে ঘিরে সে সময় এক কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এ সকল কবিদের শায়ের বলা হতো। তৎকালের নাম করা উর্দু কবিদের মধ্যমণি ছিলেন আল্লামা ফজলুল্লাহ। তাঁর রচিত কাব্যমালায় ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম সংস্কৃতি, মানবতাবোধ ইত্যাদিসহ অনেক বিষয়ে মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া কবিতার নান্দনিক সৌন্দর্য ও ভাষা সৌকর্য তো আছেই। সুতরাং কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে সংকলনপূর্বক সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন। আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যসমূহ যদি বাংলায় অনুবাদ হতো তাহলে বাংলা ভাষাভাষী কাব্যবিষয় ও কাব্যরসে নতুন জগতের সাথে পরিচিত হতে পারতো।

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ: একটি পাঠ-পর্যালোচনা

আফতাব আলম নদভী
(ধনবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত)

উমহাদেশের ভারত-পাকিস্তানের মাটি পৃথিবীজুড়ে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, অধ্যাত্ম-মারেফাত, কাব্য-সাহিত্য, চিকিৎসা-দর্শন, হাদিস-তাফসির, ফিকহ-ফাতাওয়া, সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শাস্ত্র, দেশপরিচালনা ও বিশ্ববিনির্মাণের রহস্য ও কৌশলবোদ্ধা মনীষীদের লালনপালনে বিশেষ এক আসনের অধিকারী। গ্রীকের গৌরব, ইরানের ঈর্ষা এই পবিত্র ভূমি সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণতার নদী বইয়ে দিয়েছে। দূর অতীত থেকে নিকটাতীতের সকল যুগ এই অসাধারণ মনীষীদের চিত্তাকর্ষক গল্পগাথায় ভরপুর। ভারত-পাকিস্তানের মাটির এ গৌরবের অধিকার রয়েছে যে, সে বলবে:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ / পারলে তাঁদের মতো দেখাও !
এই মহান মনীষীদের নানা স্তরের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে তাঁদেরকে বর্তমান যুগের সামনে তুলে ধরা অপরিহার্য। এবং এটি বোদ্ধামহল ও লেখককুলের দায়িত্ব। কেননা যে জাতি নিজের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; তার ভবিষ্যতও ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে ওঠে। একারণেই কবি বলেন:

گاہے گاہے باز خواں ایں قصۂ پارینہ را
تازہ خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را

মাঝে মাঝে পড়ো তুমি, পূর্ব-ইতিহাস যতো
চাও যদি রাখতে তাজা হৃদয়ের সব ক্ষত!

এ অঞ্চলকে (ভারত-পাকিস্তান) অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলেই এখানকার অসাধারণত্ব স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই উপমহাদেশ সংস্কার আন্দোলন (মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর দ্বারা) দুই শহিদের বিপ্লব (সৈয়দ আহমদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ রহ.) এবং খেলাফত আন্দোলনের মতো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের বিশ্বস্ত নেতৃত্ব দিয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বড়ো-বড়ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আত্মশুদ্ধি ও দাওয়াতি কার্যক্রমে বিশাল জামাত এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রসমূহ এবং এসবের আলোকিতহৃদয় প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের অনুপ্রেরণাদায়ী কাহিনী পৃথিবীর চারদিকেই সর্বজনবিদিত।

বিখ্যাত চিকিৎসকগণ, শুভ্র সুফিকুল, প্রখ্যাত মুফাসসিরীন, সূক্ষ্মজ্ঞানী ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিন, উর্দুর প্রতিনিধিপ্রমুখ এবং এ অঙ্গনের নিজের সরব উপস্থিতির জানান-দেয়া সুধী মহল হায়দারাবাদ, দিল্লি ও লখনৌর উর্দু মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানে এবং এ অপরূপ ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য নৈপুণ্যপ্রদর্শনকারী মনীষী,

ঐশীশক্তিতে বলীয়ান গজললেখক, শোকগাথার কথিকাস্রষ্টা, নাতে রাসুলের পুত-পবিত্র বৈশিষ্ট্যের কোকিলেরা ভাষার বিভিন্ন অঙ্গনে সরব ছিলেন। হৃদয়ে উষ্ণতা, প্রেরণায় উন্মত্ততা এবং চিন্তাভাবনায় সৌন্দর্য ও রঙ-রূপ দান করতে থাকলেন। আমরা এখানে এ উদ্যানের একটি ফুলশাখা, এ কুঞ্জের প্রস্ফুটিত পুষ্পকুলের একটি পাপড়ির ভোর-সৃষ্টি ও গন্ধবিস্তারের বর্ণনায় স্বীয় লেখনীকে সুরভিত করার মাধ্যমে বোদ্ধা পাঠকমহলের করোটিকে সুরভিত করার প্রয়াস পাবো।

আমার উদ্দেশ্য আজ, চট্টগ্রামের (বাংলাদেশ) প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং প্রসিদ্ধ শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.। যাঁর যোগ্যতা ও ভাষাজ্ঞানের একটি উদাহরণ 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' বা 'ফজলুল্লাহ সমগ্র'। তিনি যদিও বা বাংলাদেশের বাসিন্দা ছিলেন; কিন্তু তাঁর উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন হয় ভারতের সাহারানপুরে।

আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরদের মূল বিচরণক্ষেত্র এবং প্রয়াসের প্রকৃত জায়গা হলো তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, উসুলে হাদিস ও উসুলে তাফসির প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও শাস্ত্রাবলি। এর পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা, দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক অসংগতি বিদূরিত করা, আল্লাহর পারলৌকিক পয়গাম অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া, দেশমাতৃকাকে সাম্রাজ্যবাদের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে জিহাদ করা, সত্য ধর্মের ওপর আরোপিত যাবতীয় আপত্তি ও সংশয়ের উত্তর দেয়া, বিশ্বাসীদের মন-মস্তিষ্ক থেকে সন্দেহ-সংশয় বিদূরিত করা, মোটকথা এই যে– সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ ও গঠন এবং সর্বশেষ ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা-সাধনা করা, ত্যাগ স্বীকার করা এবং নিজের যাবতীয় যোগ্যতাকে এই মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেয়াই এসকল নববী উত্তরসূরীর গুরুদায়িত্ব এবং স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনই তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আলেমদের জন্যে আরবি ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। যেহেতু পবিত্র হাদিস, হাদিসে নববী এবং অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলি (রেফারেন্স বুকস) আরবিতেই রচিত। এ ভাষায় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন ব্যতিরেকে ইসলামি জ্ঞানে দক্ষতা, কুরআন-হাদিস এবং মৌলিক তাফসিরগ্রন্থ ও ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলি থেকে উপকৃত হওয়া অসম্ভব। একারণেই দেখা যায়, উপমহাদেশে এমনও অনেক আলেম তৈরি হয়েছেন, যাঁদের আরবি ভাষাজ্ঞান ও আরবি কাব্যচর্চার স্বীকৃতি খোদ আরবরাই দিয়েছে। হাসান মুহাম্মদ সাগানি, আবুল ফজল, আল্লামা মুহাম্মদ তাহের পাটনী, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি, আজাদ বলগ্রামি, আমির খসরু, মাওলানা ফজল হক খায়রাবাদি, মুফতি সদরুদ্দিন আযরদা, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ, মুহসিন তরহটি, মাওলানা আব্দুল হাই হাসনি, আল্লামা শিবলী

নুমানি, মাওলানা এজাজ আলি আমরুহি, মাওলানা যুলফিকার দেওবন্দি, আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভি, আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সুরতি, মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগরি নদভি, আল্লামা আব্দুল আজিজ মায়মুনি, আব্দুল মজিদ হারিরি, হাসান খাঁ টুঙ্কি, মাওলানা আবু মাহফুজুল করিম মাসুমি, মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি, মাওলানা মাসউদ আলম নদভি, মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি, মাওলানা মুহাম্মদ আল-হাসানি, মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি, মাওলানা সাঈদুর রহমান আজমি, মাওলানা সালমান আল-হুসাইনি, মাওলানা নুর আলম আমিনি, মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভি, ডক্টর আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভি এবং বর্তমান সময়ের সেসকল আলেম, যাঁদের বেড়ে-ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে আরব ভূখণ্ড থেকে সহস্র মাইল দূরের উপমহাদেশে। কিন্তু আরবি লেখায় ও বলায় তাঁরা এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন যে, আরবরা পর্যন্ত আরবি ভাষায় তাঁদের পাণ্ডিত্যকে সমীহ করেন!

উর্দুর প্রাথমিক যুগে দৃষ্টিপাত করলে, বিশেষত উর্দুর গদ্যসম্ভার অধ্যয়ন করলে আনন্দে বুক ফুলে ওঠে এই ভেবে যে, উর্দু গদ্যসাহিত্যের যাবতীয় মৌলিক ও প্রধান রচনাবলি আলেমদের হাতেই রচিত! স্যার সৈয়দ, হালি, ডেপুটি নজির আহমদ দেহলভি, মাওলানা হুসাইন আজাদ, আল্লামা শিবলী নুমানি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদি প্রমুখের উর্দু সাহিত্যে যে সুউচ্চ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে, তা সম্পর্কে উর্দু সাহিত্যের শিক্ষার্থীমাত্রই অবগত আছেন।

উর্দু কেবল একটি ভাষা নয়; বরং তা একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বটে। এ ভাষায় যে মাধুর্য ও মিষ্টতা এবং এতে যে হৃদয়গ্রাহী ও মনোহরী শক্তি পাওয়া যায়, উর্দু ভাষার শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবেন না। এ ভাষার লালনপালন ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে যেমন সমকালীন রাজা-বাদশা, আমির-ওমারা, সাহিত্যিক মহল, কবিকুল, ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণিকদের ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সুফি-সাধক, আলেম-ওলামা এবং ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেরও মৌলিক অবদান রয়েছে। এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় উর্দু ভাষার শোভাবর্ধন ও প্রচার-প্রসার হচ্ছে আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেই। উর্দুর উৎকর্ষসাধনে মাদরাসার ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে ড. শাকিল আহমদ লিখেন:

"উর্দুর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাববিস্তারের শতাব্দীব্যাপী অভিজাত পথচলায় দরবার, প্রতিষ্ঠান, খানেকাহ এবং বাজার সবকিছুরই ভূমিকা রয়েছে; কিন্তু যে গোষ্ঠী ও মহল উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি ঋদ্ধ ও প্রভাবক হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তারা হলেন ধর্মীয় আলেম সমাজ, মাদরাসা ও ইসলামি প্রকাশনাজগত।"[১]

---

[১] রোজনামচা, রেশটেরিয়া সাহারা, দিল্লি, ৩১ মার্চ ২০০৭ ইং

উর্দুকে আমজনতার ভাষা করার কৃতিত্বও আলেমদেরই। নদওয়া, দারুল মুসান্নিফিন, দেওবন্দ, নদওয়াতুল মুসান্নিফিন প্রভৃতি প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো উর্দুর প্রসারে ও সমৃদ্ধিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। তারা নিজেদের শাস্ত্রীয়, সাহিত্য ও গবেষণামূলক রচনা ও প্রকাশনার মাধ্যমে উর্দুকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। উপমহাদেশের সকল প্রধান মাদরাসা উর্দু মিডিয়ামের। এসব মাদরাসায় স্বদেশের এবং অন্য দেশের এমন সব অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা আগমন করে, যারা উর্দুর সাথে তেমন সম্পৃক্ত নয়। এখানকার শিক্ষার্থীরা পাঠ্যসূচির প্রয়োজনে এবং উর্দুময় পরিবেশে অবস্থান করে উর্দু রপ্ত করে নেয় এবং স্ব-স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পর উর্দু প্রচারে ভূমিকা রাখে। এসব মাদরাসার গ্র্যাজুয়েটদের আপনারা আফ্রিকা, নেপাল, বাংলাদেশ, মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং রাশিয়া ইত্যাদি দেশে দেখতে পাবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে মাদরাসায় সাধারণত খুব যত্নসহকারে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম উর্দু ভাষা।

উর্দু প্রচলনের ক্ষেত্রে তাবলিগ জামায়াতের ভূমিকাও বাদ দেয়ার মতো নয়। শুধু এশিয়া-আফ্রিকাই নয়; বরং পশ্চিমা দেশগুলোতেও উর্দু সংস্কৃতি ও ভাষার প্রদীপ তারাই প্রজ্জ্বলিত করেছেন। উর্দু ভাষায় ওলামা ও মাদরাসার অবদান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হলে বড়ো বড়ো খণ্ড প্রয়োজন পড়বে। ওসব দ্বীনি মাদরাসাসমূহের বদৌলতেই বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোতেই শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও উর্দু। এসব মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম দিকের শিক্ষকবৃন্দ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মাদরাসা থেকেই পড়ালেখা সম্পন্ন করতেন। ওখানকার আলেমসমাজ এখনও শাস্ত্রীয় বিষয়াদি অধিকাংশই উর্দুতেই লিখে থাকেন। এমনকি ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ নামে পাকিস্তান থেকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতালাভের মাধ্যমে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়; তখনও বিরোধের প্রধান বিষয়গুলোর অন্যতম ছিলো ভাষা। এবং উর্দুভাষীদের সমালোচিত কর্মকাণ্ড ও ব্যবহারের ফলে আমজনতাও উর্দুবিদ্বেষী হয়ে গেছিলো। এমন ক্রান্তিকালেও মাদরাসাগুলোতে উর্দুর প্রচলন অব্যাহত থাকে।

শায়খুল হিন্দের শিষ্য প্রসিদ্ধ বিপ্লবী আলেম মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানের কাবুল শহরে উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এখন সেসব ব্যক্তিও স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন, যারা আলেম-ওলামা ও মাদরাসার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেন, তারা বলেন, হিন্দুস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে উর্দুর অস্তিত্ব অনেকটাই মাদরাসাসমূহের একান্ত অবদান। হক্কানি আল-কাসেমির ভাষায়:

---

[১] ত্রৈমাসিক দিওয়ানে পাটনা, সংখ্যা: ৩-৪

মাদরাসা ঘরানার লোকেরাই উর্দুর ভাষার শব্দভাণ্ডার ও অভিধানে নতুন কিছু সংযোজন করেছেন। এবং উর্দুকে তারা নিজেদের জ্ঞান, শাস্ত্র ও বিবিধ বিষয় দ্বারা প্রিয় করে তুলেছেন। যা অতিঅবশ্যই উর্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক ভাণ্ডারে মূল্যবান এক সংযোজনের ভূমিকা রাখে। এবং এর মাধ্যমে উর্দু ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ও সমৃদ্ধি ঘটেছে।

তবে এও এক সত্য যে, মাদরাসাসমূহে কেবল প্রাথমিক স্তরেই উর্দু পড়ানো হয়ে থাকে, এবং উচ্চ স্তরগুলোতে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উর্দু ভাষার শিক্ষা দেয়া হয় না মাদরাসাগুলোতে। হ্যাঁ, মাদরাসাসমূহে পঠন-পাঠনের মাধ্যম এবং কথাবার্তা এবং লেখালিখি ও সংকলনের ভাষাও সাধারণত উর্দুই। সেখানে মীর তকি মীর, খাজা মীর দর্‌দ, গালিব ও মুমিন, নাসেখ ও আতিশ, যওক ও সাহবাঈকে পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় না। ওসব ইলম ও শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব সুউচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম ও শাস্ত্র পড়ানো হয়ে থাকে, বাস্তবতা হলো, তাতে উর্দুচর্চার সুযোগও হয় না। কিন্তু স্বেচ্ছায় ও স্ব-উদ্যোগে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উর্দু সাহিত্য বিষয়ক পড়াশোনা করে থাকেন। এবং এদের মধ্যে যাদের রক্তে কবিত্ব থাকে, তারা কবি হয়ে যান!

এটি সর্বস্বীকৃত কথা যে, কবিত্ব বিষয়টি নিতান্তই খোদার দান ও অনুগ্রহমাত্র। কেউ যদি মনে করে, ছন্দশাস্ত্র ও অলংকারজ্ঞান অর্জন করেই কবি হয়ে যাবেন, তাহলে তা হবে কেবলই খামখেয়ালি। কবিত্বের জন্যে প্রথম শর্ত হলো, স্বভাবগত ছান্দসিক হওয়া। কেউ যদি স্বভাবগতভাবে ছান্দসিক হয়, তাহলে তিনি একেবারে অশিক্ষিত হলেও কবিতা ঠিকই ছন্দোবদ্ধ করতে পারবেন। হ্যাঁ, হয়তো তার কবিতা খুব বেশি উন্নত হবে না; উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অনন্যতা থাকবে না; কিন্তু তার কবিতা ঠিকই ছন্দোবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি স্বভাবগত ছান্দসিক বা কবিত্বের অধিকারী না হন, তখন তিনি যতোই অলংকার, ছন্দ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সাহিত্যে অনন্য হোন না কেনো, একটি কবিতাও তিনি লিখতে পারবেন না। তিনি কবি হয়ে ওঠেন, যাকে সৃষ্টির আদিতেই কবিত্বের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদাপ্রদত্ত এই গুণ তাকে কবিতা লিখতে বাধ্য করে। তিনি যেখানেই লালিতপালিত হন না কেনো, কবিতা লিখবেনই। জ্ঞান-গবেষণা, সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ, কবি-সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য, নদীর প্রবহমানতা, সমুদ্রের কূলহীনতা, ঝরনার কলতান, পাখির কুঞ্জন, ধূমকেতুর ছলনা, নিপীড়িতের আর্তনাদ, বিধবার বিপদ ও বিপন্নতা ইত্যাদির চিত্র অবলোকন করলে কবিত্ব জেগে ওঠে, কবি জ্বলে ওঠেন। এসব বিষয় কবিতারচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং কবিতাকে দান করে উচ্চতা ও কালজয়ী শক্তি; কিন্তু এসব জিনিসের কিছুই যদি না ঘটে, তখনও যদি কারো রক্তে কবিত্বের বীজ থেকে থাকে, তাহলে তিনি কিছুতেই কবিতাচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবেন না।

কুল্লিয়াতের লেখক আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. এর পড়ালেখা সম্পন্ন হয়, ১৯২২ সালে সাহারানপুর (ভারত) থেকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. এর শিক্ষক ও মুরব্বি মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী এবং আব্দুল লতিফ সাহারানপুরী এর মতো জ্ঞানী-গুণী মনীষী। মাওলানা যাকারিয়া রহ.-ও তখন শিক্ষার্থী ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাযাহির উলুম সাহারানপুর যদিও বা একই সৌভাগ্য-বৃক্ষের দুটি শাখা; তবে প্রত্যকটিরই এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যার কারণে প্রতিষ্ঠান দুটি পরস্পর থেকে আলাদারূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। মাযাহিরের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম হলো, প্রথম থেকেই সেখানকার পরিবেশ জ্ঞানচর্চার অনুকূল ছিলো, পঠন-পাঠন ছাড়া অন্যকোনো কর্মকাণ্ডে তারা সংশ্লিষ্টতা রাখতেন না। পক্ষান্তরে দারুল উলুম দেওবন্দের রাজনীতির সঙ্গেও বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। এবং মাওলানা যুলফিকার দেওবন্দি, মাওলানা ফজলুর রহমান ওসমানি, মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী ও স্বয়ং মাওলানা কাসেম নানুতভী কবিতাচর্চায় বিশেষ আসনের অধিকারী ছিলেন। এসব মনীষীর সৌজন্যে রক্তে কবিত্বধারী লোকদের জন্যে দেওবন্দের পরিবেশ মুজাহেরুল উলুমের তুলনায় অধিক অনুকূল ছিলো।

আলোচ্য কুল্লিয়াতের লেখক আল্লামা ফজলুল্লাহ কেবল যে খোদাপ্রদত্ত কবিত্বের অধিকারী ছিলেন তা-ই নয়; বরং উর্দু গদ্যও তিনি লিখতেন খুবই প্রাঞ্জল শৈলীতে। আমার সামনে তাঁর সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত দীর্ঘ এক বক্তব্য রয়েছে, যা তিনি ১৯৬২ সালে এক অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ হিসেবে লিখেছিলেন। এ লেখাটিতে উর্দু গদ্যসাহিত্যে তাঁর গভীরতা ও যোগ্যতার সুস্পষ্ট সাক্ষর রয়েছে। লেখাটি পাঠান্তে এ-ও অবগত হওয়া যায় যে, কালের বিবর্তন ও মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক উত্থান-পতন সম্পর্কেও তিনি আদ্যোপান্ত জানতেন। ভাষার মেদহীনতা ও পরিচ্ছন্নতা, প্রবহমানতা ও হৃদয়গ্রাহিতা আশ্চর্যসুন্দর! এটি এক আলেমসুলভ, ঐতিহাসিকসুলভ, চিন্তাবিদসুলভ ও পণ্ডিতসুলভ রচনা। যাতে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের ইসলামের সামনে মাথানত করার কারণ ও কারক সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এবং তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের পতন ও পরাজয়ে বিপন্ন হওয়ার নেপথ্যকারণ কী ছিলো, তা-ও লেখাটিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুস্তানের উর্দু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের আলেমদের রচনার মতোই আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর রচনা। এবার তার নমুনা দেখা যাক:

"جب حضرت عمر نے کہا: اگر میں کسی امر میں سنت رسول ﷺ یا طریقۂ خلیفہ اول
کے خلاف کروں تو تم کیا کرسکتے ہو؟ فوراً ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر نیام سے

شمشیر نکالی اور کہا: اسی تلوار سے تمہاری گردن اڑادوں گا، حضرت عمر فرط مسرت میں ہنس پڑے اور کہا: الحمدللہ، اسلام زندہ ہے، یہی اتباع تھی، جس کی وجہ سے شان محبوبیت ان میں پیدا ہوگئی تھی، جدھر گئے، مدد الٰہی شامل حال رہی، پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اور تبع تابعین نے تابعین کی اتباع کی، یہ حضرات تعلیمات قرآن کے عملی پیکر بن کر اوراسوۂ رسول کی مجسم تصویر بن کر دنیامیں اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر ہر طرف بکھر گئے، ان کی ہر ادا محبوب ومرغوب تھی اور شیوہ دل آویز تھا، ایمان واتقان، اخوت واتحاد، مساوات ومواسات، ایثار وقربانی، امانت ودیانت، صداقت ومحبت، زہد وتقوی، خشیت وعبادت، عزم واستقلال، سخاوت وشجاعت، عدل وانصاف، رحم وکرم، نصیحت وخیر خواہی، حسن معاملات ومعاشرت جیسی خوبیاں ان کی زندگی میں نمایاں تھیں"۔

**অনুবাদ:**

'যখন হযরত ওমর রা. বললেন: যদি আমি কোনো ক্ষেত্রে রাসুলের সুন্নাহ বা প্রথম খলিফার পদ্ধতির বিরোধিতা করি, তখন তোমরা কী করবে? তৎক্ষণাত এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে বললেন: এই তরবারি দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবো। হযরত ওমর আনন্দের আতিশয্যে হাসিমুখে বললেন: আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম এখনো জীবন্ত রয়েছে।' এই অনুরসরণের কারণেই, তাঁদের মাঝে প্রিয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তাঁরা যেখানেই গেছেন, আল্লাহর অনুগ্রহ মিলেছে। অতপর তাবেঈগণ সাহাবায়ে কিরামের এবং তবে তাবেঈগণ তাবেঈগণের অনুসরণ করেছেন। এসব মনীষী কুরআনি শিক্ষার বাস্তব নমুনা ও রাসুলের আদর্শের সাক্ষাত চিত্র হয়ে পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী প্রচারের লক্ষ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের প্রতিটি ধরনই প্রিয় ও আকর্ষণীয় ছিলো এবং অভ্যাস ছিলো হৃদয়গ্রাহী। বিশ্বাস ও প্রতীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য, সাম্য ও সৌহার্দ, হিতৈষিতা ও আত্মত্যাগ; আমানত ও পূততা, সততা ও মমতা, দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীরুতা, নিষ্ঠা ও ইবাদত, প্রতিজ্ঞা ও অবিচলতা, বদান্যতা ও সাহসিকতা, সুবিচার ও ইনসাফ, দয়া ও অনুগ্রহ, পরোপকারিতা ও শুভার্থিতা, লেনদেন ও সামাজিক আচারের সুন্দরতা প্রভৃতির মতো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি তাঁদের জীবনে প্রতীয়মান ছিলো।'

এই প্রাঞ্জল, গতিময় ও মসৃণ রচনাটি এমন এক মানুষের, যাঁর জন্ম বঙ্গের চট্টগ্রামে, বেড়ে উঠেছেন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে, কেবল কয়েকবছর উর্দু মিডিয়াম একটি দ্বীনি মাদরাসায় আরবি ও দ্বীনি বিষয়াদি পড়ার লক্ষ্যে কাটিয়েছেন; তা সত্ত্বেও তাঁর উর্দু ভাষা উর্দু সংস্কৃতির ধারকবাহকদের মতোই!

মাওলানা ফজলুল্লাহ মাযাহির উলুমের ফাজেল হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর স্বভাবগত কবিসত্তা ও কাব্যপ্রীতি তাঁকে উচ্চমানের এক কবি হিসেবে গড়ে তুলেছে। হালীর মতোই মাওলানা ফজলুল্লাহ নিজের ভেতর সংবেদনশীল হৃদয় ধারণ করেন। পাশাপাশি তাঁর স্বভাবে দুঃখধারণ ও বেদনা বয়ে চলার সামর্থ্যও কম ছিলো না। তাঁর কাব্যে, সংগীতে, গজলে, হামদ ও নাতে– সর্বত্রই তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের আলোক দেখতে পাবেন আপনারা। তাঁর সাহিত্যভাবনা ছিলো খুবই উন্নত। আরবি ও ফারসি সাহিত্যের পাশাপাশি উর্দু সাহিত্য ও ক্লাসিক কবিদের তিনি ভালোভাবেই পড়েছিলেন। তাঁর কাব্যের পাঠক কোথাও বা সাবে মুআল্লাকাত, হযরত হাসসান বিন সাবিত এবং মাওলানা রুমী, ফেরদৌসি, হাফিজ-খৈয়াম ও সাদী সিরাজীর প্রভাব দেখতে পাবেন; এবং কখনো বা স্বগতোক্তি করবেন এই বলে যে, এ কথা তো ইকবালও বলেছেন, কোথাও বা হালীর সাক্ষাত মিলবে, কোথাও আধুনিক কবিদের স্বর-ধ্বনি শোনা যাবে; এসব চৌর্যবৃত্তি নয়। আসলে আপনি যখন কাউকে পাঠ করেন ও স্বীয় চিন্তাচেতনার কাছাকাছি অনুভব করেন, তখন নিজের অজান্তেই তাঁর ভাবনা ও বিভূতি আপনার মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাচেতনার অংশ হয়ে যায়। যিনি-ই কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ পাঠ করবেন, তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মাওলানা ফজলুল্লাহ কেবল কবিতাচর্চার আবশ্যিক বিষয়গুলেই ভালোভাবে তা-ই নয়; বরং তিনি কবিতার সূক্ষ্মতা ও রহস্যের ব্যাপারেও সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে আবেদন ও আকর্ষণ, তা মূলত ক্লাসিক সাহিত্যসম্ভার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সংবেদনশীল হৃদয়েরই ফলাফল। মাওলানা ইরফান গোপামভি, যিনি ফারসি সাহিত্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন, এবং নিজেও যিনি ফারসিতে কবিতা লিখেন, তাঁর মতে মাওলানা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ফারসি কাব্য উর্দুর তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও জীবন্ত। তাঁর সৃষ্টিশীলতার আলোকসম্পাত ও রসস্বাদী হৃদয়ের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্যে তাঁর ফারসি কাব্যের সাধারণ পাঠও যথেষ্ট। তাঁর কাব্যপাঠ একদিকে যদি তাঁর ভাষাজ্ঞানকে তুলে ধরে, তাহলে অন্যদিকে বর্ণনার সুন্দরতা, কল্পনার সৌন্দর্য ও সৌকর্য, সহজ প্রকাশভঙ্গিতে চিন্তার গভীরতা ও সামগ্রিকতা এবং যুগসচেতনতার পাশাপাশি সুপ্ত সংবেদনও ঝলমল করে। এখন আসুন, কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর পাঠপূর্বক হৃদয়েন্দ্রীয়কে সুরভিত করি।

কুল্লিয়াতের ছোট্ট একটি গজলের বর্ণিল সুন্দরতা ও হৃদয়গ্রাহিতার ওপর সাধারণভাবে চোখ বুলানো যাক এবং আহত হৃদয়কে প্রশান্ত করার চেষ্টা করা যাক:

محبت شئ ہے ایسی، جو عیاں میں کر نہیں سکتا
جلن ہے گرچہ سینے میں بیاں میں کر نہیں سکتا
علاج مرض کا ناصح تقاضا ہر زماں کرتے
مگر داروی چشم خوں فشاں میں کر نہیں سکتا
اداسی چھا گئی ہے بزم حسن و عشق میں لیکن
خموشی بے ترنم کیوں؟ عیاں میں کر نہیں سکتا

**কাব্যানুবাদঃ**

ভালোবাসা এক এমন জিনিস বর্ণনা যার পারি না কো দিতে
বুকেতে আমার দহন যদিও পারি না যে তাহা গোপন রাখিতে!

সকল কালই চিকিৎসা চায় এই তো কালের রীতি হে কবি
কিন্তু যে হায়, লালিম চোখের চিকিৎসা আমি পারি না করিতে।

রূপমহল ও প্রেমজলসায় উদাসিনতা ছাওয়ার পরও
গীতিহীন এই নিরবতা কেনো? পারি না কারণ উন্মোচিতে!

কবিতাটিতে খেয়াল করুন, প্রথম চরণেই কবি ভালোবাসার আটলান্টিক সাগরে ডুব দিয়ে তার অতল গভীরতা ও অকূল সীমানার কেমন সুন্দরম বর্ণনা দিয়েছেন। ভালোবাসার অকূল সমুদ্রে না জানি কতো যে ডুবুরী ডুব দিতে দিতে অস্থায়ী থেকে চিরস্থায়ী আসনে আসীন হয়েছেন; কিন্তু এই অবগুণ্ঠিত রহস্য উন্মোচনে অক্ষমই রয়ে গেলেন যে, ভালোবাসা জিনিসটা কী ? আরেক কবি কলিম আজেয-এর ভাষায় শোনা যাক:

محبت کیا بلا ہے؟ چین لینا ہی بھلا دے ہے
ذرا سی آنکھ جھپکے ہے تو بے تابی جگا دے ہے

ভালোবাসা কী এক জ্বালা ? বিশ্রামই ভুলিয়ে দেয়
একটুখানি পলক পড়তেই, অস্থিরতা জাগিয়ে দেয়!

এখানেও কবি ঠিক ওই অদ্ভুত জায়গাতেই হারিয়ে গেছেন, যেখানে পূর্বোক্ত কবিও বোহেমিয়ান ছিলেন। দ্বিতীয় কবিতায় প্রেমরোগীর অস্থিরতা ও হৃদয়বেদনের জ্বালা

কিছুটা বেশিই অনুভূত হয়। যা চোখ থেকে রক্তাশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে। আর সামনে এগুলে সুন্দর ও প্রেমের রহস্যাবৃত নীরবতা বর্ণনাতীত হয়ে পড়ে। এবং পরিশেষে সময়ের যোগ্যতর হৃদয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমূল্যায়নের একটা অভিযোগ দেখা যায়। যা সংবেদী ব্যক্তিমাত্রেরই রয়েছে, এবং যার সর্বশেষ প্রকাশ কবিতাতেই প্রকটিত হয়।

কবি অন্য কবিদের ছন্দেও প্যারোডি গজল ও নাত রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ফারসি গজলের একটি কবিতা এই:

اے گل ز تو خوشنودم تو بوئے کسے داری

وے سرو ز تو نازم قدت بکسے مانی

হে ফুল, তোমাতে মুগ্ধ আমি, তোমার পাপড়িতে কার ঘ্রাণ
তোমার আকাশচুম্বী সৌষ্ঠবে, গরব আমার, বলো এ কার দান ?

অর্থাৎ: হে ফুল ! তোমায় দেখে আমি খুবই আনন্দিত। তোমার দর্শনে ঋদ্ধ হচ্ছি। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়ের সুঘ্রাণ বয়ে বেড়াও। আর হে আকাশচুম্বী সৌষ্ঠব, তোমাকে নিয়েই গর্বিত আমি। তোমার অস্তিত্ব আমার প্রশান্তির মাধ্যম মনে করি; কেননা তোমার অবয়বও আমার প্রিয়ের অবয়বের সঙ্গে সাদৃশ্য ধারণ করে। কবি এই শৈলীতেই নাতের কবিতা রচনা করে তার অর্থ ও ব্যঞ্জনকে আরো উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়েছেন। কবি লিখেন:

اے آں کہ باں روزے کس رانہ کسے باشد

واری تو ز بہر ما ارزان نگہبانی

وے آں کہ ز اخلاقت آباد ہمہ گیتی

تو نور زمین استی تو نور سماواتی

সে তো কঠিন দিন, যেদিন হবে না কো হায়, কেউ কারো
তুমিই সেদিন শুধু, হবে সহায়, আমাদের তরে সহজতরো।
তুমি তো সে পুরুষ, যাঁর চরিত্রমাধুরীতে মুখরিত যতো গান
তুমি যে এই পৃথিবীর আলো, তুমি যে আলো ওই আকাশেরও।

অর্থাৎ: হে পবিত্র সত্তা, হাশরের ময়দানে যখন, কেউ কারো হবে না, তোমার অনুগ্রহে তোমারই আঁচলে আশ্রয় চাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। হে পবিত্র সত্তা, যে তুমি স্বীয় পবিত্র চরিত্রে সারা পৃথিবীকে আবাদ করেছো। তুমি এমন আলো। যাতে আলোকিত এই ভূলোক-দ্যুলোক।

নাতে রাসুলের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেলো, তাহলে কবির নির্বাচিত নাতাংশ ও বৈশিষ্ট্যও কিছুটা তুলে ধরা যাক:

ہمچو سیمابم سکون قلب گم کردہ منم سوختہ اندوہگین وبس کہ آشفتہ سرم

اے امید عاصیاں وراحت آشفتگاں روز وشب در خواب و بیداری خیالت ہمدمم

یافتم بارے درت صد حیف در چشم زدن صحبتت آخر شد و من زاں فغاں ہامی کنم

## কাব্যানুবাদ:

পারদের মতো আমি, হারিয়েছি হায় হৃদয়ের প্রশান্তি
বিরহানলে দগ্ধ আমি, বিরহব্যথায় অস্থিরমতি।
হে পাপীদের ভরসা, হে প্রেমীদের প্রশান্তি
শয়নে-স্বপনে দিনরাত আমি, তোমাকেই ভাবছি!
সুযোগ হলো তো শুধু একবার তোমার দরবার দেখার
তোমার সে সান্নিধ্য বিরহেই, করি আজ আহাজারি।

কবি নবীর দরবারে কায়মনোবাক্যে নিজের অসহায়ত্ব ও অস্থিরতার অবস্থা তুলে ধরে বলেন যে, হৃদয়ের প্রশান্তি উড়ে গেছে। পাগলামি সীমা অতিক্রম করেছে। হে সে-ই মহান সত্তা, যিনি পাপী ও গোনাহগারদের ভরসা ও অস্থিরমতিদের প্রাণের দাওয়াই। দিবস-রজনী তোমার স্মরণই আমার জীবনের প্রকৃত প্রতীতি হয়ে গেছে। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হতে পেরেছি; তবে আক্ষেপের আহাজারি হলো, মিলনের এই মুহূর্ত ও দৃষ্টিপাতের এই ক্ষণ একটুপরেই হারিয়ে গেছে। এবং আমি অস্থিরই পড়ে রইলাম! হে আমার প্রেমাষ্পদ! যদি দ্বিতীয়বার আমার এই সুযোগ হয়, তাহলে আমি বর্তে যাবো। আনন্দ ও খুশিতে আটকানা হয়ে যাবো। সেই উপস্থিতির কল্পনাতেও এমন আনন্দ ও খুশি লাভ করি যে, অশ্রু ছলছল করে ওঠে! হৃদয়বেদনের এই উপাখ্যানের বর্ণনা দিতে দিতে আমার মুখ দিয়ে 'আহ!' শব্দ বের হয়ে যায়। এবং ক্রন্দসী বুলবুলির মতোই আমার ভাষা আদ্যোপান্ত ফরিয়াদ ও প্রার্থনার রূপ পরিগ্রহ করে।

لبوں پہ تبسم، ہیں چہرے میں جلوے، نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی
اک اک لفظ شیریں جوان کی زباں سے ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی
محبت، عطوفت، صداقت، عدالت، رعایت، ہدایت تھیں اخلاق ان کے
بوقت تکلم جو ہوتے در افشاں تو بجلی سی منہ سے چمکتی رہی تھی

وہ رفتار و گفتار و عادات و اطوار و گفت و شنید و ریاضت رفاقت
ہر اک چیز دشمن کا دل موہ لیتی، محبت سبھی دل میں بستی رہی تھی

**কাব্যানুবাদ:**

> ঠোঁটে তাঁর মুচকি হাসি, চেহারায় দীপ্তি আর চাহনিতে স্নেহ ঝরছিলো
> তাঁর মুখনিঃসৃত, একেকটি মিষ্টি শব্দ শ্রবণে সৃষ্টিকুল ব্যাকুল ছিলো।
> ভালোবাসা-প্রীতি, সততা-নিষ্ঠা, মমতা ও হেদায়ত ছিলো তাঁর মধ্যে
> কথার সময় তিনি যেনবা মুক্তা, বিজলির মতো যাতে চমক ছিলো।
> তাঁর চলন-বলন, উঠাবসা আর, কথাবার্তা আর, সাধনা ও প্রীতি
> প্রত্যেক জিনিসই শত্রুকেও বশ মানাতো, মন ছিলো যে প্রীতিপূর্ণ।

এই নাতে যে আবহ ও আনন্দ, হৃদয়জ স্বাদ ও প্রাণের প্রশান্তির উপকরণ রয়েছে, তা বোদ্ধামহলের কাছে সুপ্ত নয়। অন্যান্য কবিতাতেও এই শৈলী ও প্রকরণের উদাহরণ বিদ্যমান। কবি হামদ রচনার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা-ও অনন্য এবং উচ্ছ্বাসের হৃদয়গ্রাহীতায় অসাধারণ ও অতুলনীয়। কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় উদ্ধৃতি টানছি না। কুল্লিয়াতে সে সমস্ত কবিতা রয়েছে। পাঠকমহলের জন্যে তাতে হৃদয়ের স্ফূর্তি ও প্রাণের প্রশান্তির উপকরণ বিদ্যমান।

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ প্রকাশিত হওয়ার পর এই প্রত্যাশা রাখা চাই যে, বিদগ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক মহল আল্লামা ফজলুল্লাহর কাব্যের ওপর স্ব-স্ব দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং কবি হিসেবে তাঁর স্থান ও আসন নির্ধারণ করবেন। আল্লামা ফজলুল্লাহর যোগ্য সন্তান, যিনি তাঁর ইলমি উত্তরাধিকারও বটে, মাওলানা ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী সাহিত্য পরিমণ্ডলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। তিনি যেমন স্বীয় প্রসিদ্ধ পিতার ইলমি রচনাবলিকে প্রকাশনার অলংকার পরিয়ে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনিভাবে তাঁর সাহিত্যকীর্তিসমূহকেও সবার সামনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহপাক তার সহায় ও সহযোগী হোন। আমিন!

# আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর কুল্লিয়াতের ওপর একটি পর্যালোচনা

**-প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী**
চেয়ারম্যান: হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
সাবেক ডীন: শরীয়াহ্‌ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

*সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুলের ওপর, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর। এবং যারা যথার্থভাবে তাঁদের অনুসরণ করবেন কিয়ামত পর্যন্ত, তাদের ওপর। অতপর!*

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর দিওয়ান তথা কাব্যসংকলনে পর্যালোচনা (অভিমত) লিখতে পারাটা নিঃসন্দেহে গর্ব ও পুলক অনুভবের ব্যাপার। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ এই কবির সঙ্গে সৃজনশীল এই সেতুবন্ধ আমার জন্যে সৌভাগ্য বটে। যদিও বা তাঁর জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি; কিন্তু তাঁরই সুযোগ্য পুত্র প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (সংসদ সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) এই সংকলন নিয়ে গবেষণামূলক যে ভূমিকা রচনা করেছেন, আমার জন্যে সেটিই ছিলো আমাদের প্রয়াত এই কবিকে দেখার আয়নাস্বরূপ। তার মধ্যে দিয়েই আমি তাঁর কবিতা শ্রবণ করি। তাঁর খোঁজখবর নেই। এবং তাঁর সম্পর্কে জেনে আমার সকল কৌতূহল নিবৃত করেছি।

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী তাঁর অমূল্য ভূমিকায় অসাধারণ এ কবির জীবন তুলে ধরেছেন। এবং বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন তিনি তাঁর উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত হামদ, নাত, মরমী কবিতা, দেশাত্মবোধক ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রচিত কাব্যকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তেমনি তিনি আলোচনা করেছেন নীতিকাব্য, শোকগাথা, প্রেরণাকাব্য, দেশাত্মবোধক কাব্য প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের ওপর। এবং তিনি আলোচনা করেছেন দর্শন, অধ্যাত্মবাদ, সুফিবাদ, উপদেশ প্রভৃতির মতো চিন্তা ও পরিশুদ্ধিমূলক বিষয়ের ওপর। এভাবে তিনি আলোচনা করেছেন গজল বিষয়েও। তাঁর কবিতা অধ্যয়নের সময় পাঠকহৃদয় পুলকিত হয়। তাঁর কাব্যে ইকবাল, রুমী ও সিরাজী প্রমুখ কবির কবিতার স্বাদ আস্বাদন করা যায়।

তাঁর বিশ্বস্ত সন্তান ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এ কাব্যসংকলন তথা 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ রহ.-' প্রকাশের মাধ্যমে, উর্দু ও ফারসি ভাষাভাষী সংস্কৃতিসেবী, কাব্য, দর্শন ও সাহিত্যপ্রেমী মহলের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এক কার্য

সম্পাদন করেছেন। কবির কথা ভাবলে, পাঠকসমাজের সামনে তাঁর কাব্যসংকলন প্রকাশ পেয়েছে। পাঠকসমাজ তাঁর অনন্য সেই শাস্ত্র ও সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে জানতে পেরেছে, যেখানে তাদের জন্যে প্রত্যাশিত কাব্যগীতির প্রাঞ্জলতা, মিষ্টতা ও হৃদয়গ্রাহিতা স্বমহিমায় উপস্থিত। এবং যাতে রয়েছে শ্রদ্ধেয় কবির হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, দয়ার্দ্রতা ও আত্মার পরিশুদ্ধতার পরশ। রয়েছে, কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, তাঁর সৃজনশীলতাকে সম্মানজ্ঞাপন, তাঁর সাহিত্যকে মূল্যায়ন এবং তাঁর সংস্কৃতির স্বীকৃতিপ্রদান।

কুল্লিয়াতের সংকলক মহোদয় তাঁর মূল্যবান ভূমিকায় কবি-জীবনের ওপর আলোকপাত করেছেন। এর মাধ্যমে পাঠককুল, কবির প্রতি শতোভাগ সুবিচার, কবির সৃজনশীলতার মূল্যায়ন, কবির চরিত্রমাধুরী এবং মানবজাতির প্রতি কবির ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয় অনুভব ও স্পর্শ করতে পারবেন। সংকলক এই কাজটি না করলে, কবির কাব্যসম্ভার অবহেলিতই থেকে যেতো। কেউ সেদিকে হাত বাড়াতো না। মানুষ তাঁর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতো না। পরিবারের কথা বললে, কবি সেখানে বেড়ে ওঠেছেন। তাঁর কবিতা সম্পর্কে সবাই জেনেছেন। তাঁর কাব্যকথা ছড়িয়ে পড়েছে। নিকট-দূরের আত্মীয়-স্বজন তা পাঠ করেছেন। 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ রহ.' নামে এই সংকলন প্রকাশিত না হলে এসব সম্ভবই হতো না। সংস্কৃতিসেবী ও সৃজনশীল মহলও এই কাব্যসংকলন পাঠের সুযোগ পেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। যাতে রয়েছে তাদের জন্যে বিপুল লাভ ও অসাধারণ শাস্ত্রীয় উপকার। সমগ্র বাংলাদেশের কথা বললে, আমজনতা জানতে পারলো যে, বাংলাদেশ একজন কবিরও জন্ম দিয়েছিলো, যিনি বিশ্বসাহিত্য সমাজে স্থান করে নিয়ে সাহিত্য ও কাব্যে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন।

এবং আমি বিশ্বাস করি, যদি কবিবরের সুযোগ্য যদি কবির অবস্থান তুলে না ধরতেন, কবির কাব্য, সাহিত্য ও সৃজনশীলতাকে ভালো না বাসতেন, তাহলে তিনি এই শুভকাজে এগিয়ে আসতেন না। বস্তুগত লাভলোকসানে এখানে কিছু আসে যায় না; যেহেতু কবিপরিবার যা পেয়েছেন, তা বস্তুগত লাভের চেয়েও অনেক বড়ো ও সুন্দর।

সংকলক মহোদয়ের আদেশ শিরোধার্য করেই আমি কিছু লিখলাম। এবং আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, অনন্যসাধারণ কবি আল্লামা ফজলুল্লাহর 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ রহ.' - আমার অকিঞ্চিৎকর পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্তির জন্যে। পাশাপাশি প্রত্যাশা করছি, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহপাকই তাওফিকদাতা।

## যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ, মুহাদ্দিস
## আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ্ রহ.: প্রতিভাবান ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

**-ড. গিয়াসউদ্দীন তালুকদার**
অধ্যাপক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

*সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের ওপর, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর। অতপর!*

আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর আলোচনা মানেই এদেশের ক্ষণজন্মা এক প্রতিভাবান মনীষীর কথা বলা। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃতী সন্তান ও অগ্রগণ্য আলেমদের অন্যতম। পিত্রালয় ও মাতুলালয় উভয় দিক থেকেই তিনি অভিজাত বংশের অধিকারী। আল্লাহপাক তাঁকে সুন্দরভাবেই প্রতিপালন করিয়েছেন, তাঁর হৃদয়ে খোদাভীতি, দুনিয়াবিমুখতা ও শুভ্রতা ঢেলে দিয়েছেন। ছোটকাল থেকেই তিনি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। দেশের স্বনামধন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন। একপর্যায়ে তিনি ইলম ও মারেফাতের তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষালয় ও খানকায় গমনপূর্বক সঠিক ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হন। আল্লাহর রহমতে অতি অল্পসময়েই তিনি নিজের ইলমি ব্যক্তিত্বের এমন এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণে সক্ষম হন, যার ভিত্তিপ্রস্তর ছিলো খোদাভীতি ও সৌম্যভাব এবং উপযোগী পুরাতন ও উপকারী নতুনের সমন্বয়ক উদার মানসিকতা। তাঁর ধী-শক্তি ছিলো প্রবাদপ্রতীম। যা পড়তেন, যা শুনতেন, ক্যামেরার মতো সংরক্ষিত হয়ে যেতো করোটিতে। একাডেমিক পড়ালেখা যখন শেষ করেন, তখন তাঁর সামনে স্বচ্ছল ও বিলাসবহুল জীবন গড়ার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিলো। তা সত্ত্বেও তিনি পঠন-পাঠন ও দ্বীনের প্রচারকার্যকেই প্রাধান্য দেন। দাওয়াত ও তাবলিগকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। অতপর তিনি দ্বীনি মাদরাসা ও ইলমি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ প্রয়াস ও প্রত্যয়ে শিক্ষকতার মহান পেশায় ব্যাপৃত হন। এরই প্রেক্ষিতে তাঁর ইলমি প্রাসাদে গড়ে উঠেন এদেশের অগ্রগণ্য বহু আলেম ও দাঈ।

তিনি ছিলেন জীবন্ত জ্ঞানকোষ ও চলন্ত গ্রন্থাগার। তাঁর সহকর্মীদের পাঠদানকালে কোনো মাসআলা মুশকিল মনে হলে কিংবা কোনো গূঢ়ার্থ উদ্ধারে সমস্যার সম্মুখীন হলে, তাঁরা নিশ্চিন্তে তাঁর দ্বারস্থ হতেন এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হতেন এবং তাঁর জ্ঞানমূলক সমাধান ও সন্তোষজনক উত্তরে তারা আশ্বস্ত হতেন। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্রশৈলী ও পূতচরিত্রের অধিকারী স্বভাবকবি। তাঁর কবিতা উঠে আসতো হৃদয়ের গহীন থেকে, কল্পনার চিত্রায়নে, কবিতার রূপায়নে নির্মেদ সাহিত্য আকারে। ইসলামি সমাজের বাস্তবতা চিত্রায়নে, জাতির ব্যাধি চিহ্নিতকরণে ও তার প্রতিষেধক নির্দেশে, ঐতিহ্যবাহী অতীত ও ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতা অর্থের গভীরতা ও উন্নত চিন্তাবাহী হওয়ার পাশাপাশি মন্দ ও অশ্লীলতা পরিহারের

ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল। তাছাড়া তাঁর কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল অর্থ ও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কৃত্রিমতামুক্ত। ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষা করতে গিয়ে কোথাও তিনি কবিতার অর্থচ্যুতি ঘটাননি। কোথাও কষ্টকল্পনা কিংবা অতিরঞ্জনের আশ্রয়ও গ্রহণ নেননি।

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. ছিলেন শান্তসৌম্য, মিতভাষী ও সতত চিন্তাশীল মানুষ। সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন শুকতারাতুল্য। যার প্রমাণ তাঁর ইলমি উত্তরাধিকার ও তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি। যা তাঁকে ইতিহাসে অমরতা দান করেছে এবং দেশের আলেমসমাজে সমীহের বিশেষ এক আসনে সমাসীন করেছে। যে-ই তাঁর গ্রন্থাবলি পাঠ করবে, তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি দেখে বিস্ময়াভিভূত ও অবাক হয়ে যাবে এই ভেবে যে, কীভাবে তিনি নাস্তিক ও প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সন্দেহ-সংশয়গুলোকে বিন্যস্ত করলেন এমন এক যুগে, যখন রেফারেন্সবুক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা ছিলো একেবারেই অপ্রতুল। তিনি এটুকুতেই ক্ষান্ত দেননি; বরং তিনি নাস্তিক ও প্রাচ্যবিদদের যাবতীয় দার্শনিক সংশয় ও আপত্তি নিরসন করেছেন অকাট্য প্রমাণ এবং গবেষণালব্ধ ও ফিলোসফিক্যাল জবাব প্রদানের মাধ্যমে। তেমনি তিনি অভিজ্ঞ জহুরীর মতো ইসলামে অনুপ্রবেশকারী সকলপ্রকার ভ্রান্তি, ভেজাল ও মিশ্রণকেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর রচনাবলি ইসলামি রেনেসাঁর ক্ষেত্রে প্রেরণাদায়ী বার্তা হিসেবে কাজ করে। তা মুসলিম জাতির জন্যে অমূল্য সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের উদ্দেশ্যে আধুনিক পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোতে তাঁর রচনাবলি অনূদিত হওয়া অতীব জরুরি।

আল্লাহপাকের প্রশংসা এ জন্যে যে, তিনি আল্লামা ড. আবু রেজা নদভীকে তাঁর উত্তরাধিকারী করেছেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দিয়েছেন। কেউ তাঁকে পিতার সঙ্গে তুলনা করলে, তা অবিচার হবে না। কথায় বলে, 'এটি ওই সিংহেরই শাবক!' ড. সাহেবকেও আমরা তাঁর পিতার প্রতিচ্ছবি আকারেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন জ্ঞানে, ধী-শক্তিতে, খোদাভীতিতে, ইলম ও সহিহ আকিদার প্রচারে, প্রজন্ম বিনির্মাণে এবং সমাজ ও দেশের সেবার ক্ষেত্রে। তিনি বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও মুসলিম সমাজের ঐক্যের প্রতীক। তাঁর পার্লামেন্টে যোগদান এদেশের আলেম-ওলামার জন্যে গৌরব ও সম্মানের ব্যাপার। সংসদে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলাম ও মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সাহসী সিংহের মতো তিনি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না পেয়ে সত্য তুলে ধরার পাশাপাশি গঠনমূলক রাজনৈতিক পরামর্শ পেশ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দৃঢ় সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও অসহায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসার পথকে সুগম করেছে।

অতএব আল্লাহপাক আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর রহ.-কে তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমত ও ইলমি উত্তরাধিকারের উত্তম প্রতিদান দিন। এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তানকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁর দেখানো পথে হেঁটে দ্বীন-ধর্ম ও দেশ-জাতির খেদমত করে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

# ভূমিকা

# কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ রহ.-এর ভূমিকা

**প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী**
সংসদ সদস্য, ২৯২ চট্টগ্রাম-১৫ আসন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. (১৮৯৮-১৯৭৯ইং) ছিলেন, বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, সর্বপ্লাবী, প্রভাববিস্তারী এক মনীষী। যে কেউ তাঁর আকস্মিক সাক্ষাতে যেমন প্রভাবান্বিত হতেন, তেমনি একাধিক সাক্ষাতে হয়ে পড়তেন তাঁর বিশেষ ভক্ত। এমন বহুমাত্রিক যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ উপমহাদেশে খুব কমই জন্মেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানতুল্য, জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভাণ্ডার, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি, স্বভাবজাত সাহিত্যিক, কবি ও ইতিহাসবোদ্ধা।

শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর সঙ্গে আমার প্রথম ইলমি পরিচয় ঘটে ১৯৭৭ সালে। আমি তখন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী। আমার আবাসন ছিলো আব্বার সঙ্গেই সাধারণ ছাত্রাবাসে। আমার অনুজ সহোদর ড. আবুল আলা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন এবং অগ্রজ আবুল আতা মুহাম্মদ ইমাদ উদ্দীনও তখন চুনতি মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিলেন।

আব্বার জ্ঞানের গভীরতা এবং শাস্ত্রীয় দক্ষতা ও জানাশোনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে আমাকে বহু পর্যায় পাড়ি দিতে হয়েছে।

**প্রথম পর্যায়:**

১৯৭৭ সাল, আমি তখন জামাতে শশুমের ছাত্র। সেই প্রথম আব্বার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে 'উসুলুস শাশী' পড়ার স্বর্ণালি সৌভাগ্য হয় আমার। ক্লাস নেয়া হতো মসজিদে।

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة : ٢٢٨)

উক্ত আয়াতে 'করউন' শব্দ দ্বারা 'তুহুর' উদ্দেশ্য না কি 'হায়েজ'; বিষয়টির বিশ্লেষণে তাঁর সম্মোহনী পাঠপদ্ধতি আজও আমার স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল। তাঁর পাঠদানপদ্ধতি এতোই অসাধারণ ছিলো যে, ক্লাসেই সবার পড়া মুখস্থ হয়ে যেতো। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তাঁর এমন যোগ্যতা ছিলো যে, তাঁর পুরনো-নতুন, আগের-পরের যতো ছাত্র, সবাই একবাক্যে আব্বার এই বিষয়টি স্বীকার করেন।

তাঁর জ্ঞানের বিশালতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটি আমার প্রথম পর্যায়। তবে আমার অল্পবয়সহেতু এ পর্যায়টি বলতে গেলে একশ ভাগের দশ ভাগ মাত্র।

### দ্বিতীয় পর্যায়:

তখন আমি (১৯৭৮-১৯৮৩ইং এর প্রথম দিক পর্যন্ত) জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা পটিয়া) শিক্ষার্থী। এখানকার শিক্ষাজীবনে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় (বার্ষিক, কেন্দ্রীয়) মুমতাজে আউয়াল তথা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতাম। উত্তরপত্র লেখতাম প্রমিত আরবি ও উর্দু ভাষায়। আব্বার কাছে আরবিতে পত্র লেখতাম। তিনি তাতে খুবই খুশি হতেন, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের দেখাতেন। আমার জন্যে এটি ছিলো আব্বার পক্ষ থেকে 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়া'র মতো দোয়া! যার বদৌলতে আমি আজ মানুষ হয়েছি। তেমনি আমার আম্মা মরহুমা রহিমা খাতুনের শেষরাতের দোয়াও ছিলো আমার প্রতি। এটি আমার ঐতিহাসিক এক পর্যায়, যে পর্যায়ে এসে আমি শ্রদ্ধেয় পিতার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে একশ ভাগের চল্লিশ ভাগ অনুধাবন করি।

### তৃতীয় পর্যায়:

এটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এটি আমার স্বর্ণালি যুগ। এ পর্যায়ের সময়কাল ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ ইং। এই সময়টায় আমি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ, ভারতের নদওয়াতুল ওলামা লখনৌর শিক্ষার্থী ছিলাম। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানি নদভি রহ. এর সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলাম। যাঁর স্নেহচ্ছায়া আমার ওপর সবসময় ছিলো। এখানকার শিক্ষাজীবনে আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় অবগাহন করি। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, সেমিনার ও কনফারেন্সের সঙ্গে পরিচিত হই। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সাহিত্যসভার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। নদওয়াতুল ওলামার ঐতিহাসিক 'আল্লামা শিবলী নুমানী গ্রন্থাগার'-এর মাধ্যমে প্রভূত উপকৃত হই। নদওয়াতুল ওলামার প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে থেকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। নদওয়াতুল ওলামার শাখা গ্রন্থাগারগুলোর মাধ্যমেও বেশ উপকৃত হই। কেনো হবো না, নদওয়াতুল ওলামা তো বিশ্বব্যাপী শিক্ষা-সাহিত্য, মনন-মিশন, ইতিহাস, সিরাত ও অধ্যাত্মচর্চায় নিজের উদাহরণ নিজেই। নদওয়াতুল ওলামার বর্তমান রেক্টর হযরত আলী মিয়া রহ.-এর ভাতিজা, মুসলিম পার্সোনাল ল্য বোর্ড অব ইন্ডিয়ার সভাপতি মহোদয়ের স্নেহচ্ছায়া তখন থেকে অদ্যাবধি আমার ওপর রয়েছে।

নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষাজীবনে আমি বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কি আল্লামা শিবলী নুমানীর সাহিত্যকর্ম, কি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সাহিত্যকর্ম, কি আল্লামা ইকবালের, কি মির্জা গালিবের, কি খাজা আলতাফ হোসাইন হালীর কবিতা, অথবা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, হযরত মাওলানা আলী মিয়া কি নদওয়াতুল ওলামার অন্যান্য ওস্তাদের সাহিত্যকর্ম- এঁদের প্রতেক্যের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে

কমবেশি পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে আমার। এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, যাঁর কারণে নদওয়াতুল ওলামায় গিয়ে জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে আমার মাঝে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ-উদ্দীপনার ঢেউ ছলকে ওঠে, আমার অস্তিত্বজুড়ে যাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ, আমার চিত্তজুড়ে যাঁর প্রতি অগাধ আস্থা, তিনি হলেন আমার সম্মানিত শিক্ষক, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, যাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দারুল মা-আরিফের মতো এক বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এ পর্যায়ে এসে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহকে নতুন করে অধ্যয়ন শুরু করি। আমার হৃদয়ে দিনদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা বেড়েই চললো। কেননা, তিনি যদিওবা মাযাহির উলুম সাহারানপুরের ফারেগ (দাওরায়ে হাদিস এবং তাখাসসুস ফিল্ ফুনুন) ছিলেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বেঠভী রহ. এবং হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহারানপুরী রহ. এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মুরিদ ছিলেন। এবং তাঁর সমসাময়িক ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ., হযরত কারী মুহাম্মদ তৈয়ব কাসেমি রহ., মুফতি মুহাম্মদ শফি ওসমানি রহ., হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব রহ. প্রমুখ। এঁদের সবার জন্মসন আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মতোই, ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ ইং এর কাছাকাছি সময়ে। বাংলাদেশে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ রহ. (পীর সাহেব গারাঙ্গিয়া), হযরত মাওলানা আহমদুর রহমান সাহেব (পীর সাহেব চুরামনী, হযরত মিয়া আসগর হোসাইন দেওবন্দি রহ. এর খলিফা), হযরত মাওলানা বদিউর রহমান সাহেব (শায়খুল হিন্দ, হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দির শিষ্য), হযরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া), খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব, হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব সাতকানভী প্রমুখ।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে নতুনভাবে অধ্যয়নের এ পর্যায়ে আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে, তিনি ছিলেন সকল শাস্ত্রীয় ও তত্ত্বীয় জ্ঞানে সম্যক জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ইতিহাসবোদ্ধা, বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ (যেমন: আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা– এসব ভাষায় গত সত্তর বছর আগ থেকেই তার রচনাকর্ম (প্রকাশিত, অপ্রকাশিত) রয়েছে), কাব্য ও সাহিত্যে পূর্ণ দখল, বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পড়াশোনা ও গভীর জানাশোনা। আজ থেকে ষাট বছর আগেই তিনি ইসলাম ও প্রাচ্যবিদদের ওপর প্রবন্ধ রচনা করে প্রাচ্যবিদদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচির নতুন-

পুরাতন ধারার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর নির্দেশনায় কলকাতা আকড়া কুদসিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক, মুহাদ্দিস এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করা (১৯২৩-১৯৪২ইং পর্যন্ত), এবং সেখানকার হিন্দু পণ্ডিত ও খৃস্টান পাদ্রিদের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাজারা করে বিজয়ী হওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসব উল্লেখ করে আমি বলতে চাই, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আপন সত্তায় দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহির উলুম সাহারানপুর ও ওলামায়ে দেওবন্দের নীতি-আদর্শ এবং নদওয়াতুল ওলামার চিন্তাচেতনাকে এভাবে ধারণ করে নিয়েছিলেন যে, দেখে মনে হতো, তিনি যেনো দীর্ঘদিন আল্লামা শিবলী নুমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। হযরত মাওলানা আলী মিয়া যেমন মাওলানা মুনাজির আহসান গিলানী রহ. সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি যদিও দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান, তবু তার চিন্তাচেতনা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি নদভী মানসিকতার।' এসব বৈশিষ্ট্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মধ্যে ছিলো। এখানে আরেকটা কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ফকিহ আলেম আল্লামা আব্দুল হাই চাটগামী। যার জীবনীগ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' আটখণ্ডে বেরিয়েছে। তিনি ছিলেন আল্লামা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লির কাছে হযরত আলী মিয়া রহ. এর পিতা মুহতারম আল্লামা আব্দুল হাই হাসানীর সহপাঠী। আব্দুল হাই ফিরিঙ্গি নিজের ফতোয়ায় স্বীয় শিষ্যের রেফারেন্স দেন এভাবে, 'আব্দুল হাই চাটগামীর রায়ও এটাই'। পরে তিনি হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহি রহ.-এর মুরিদ হন। এটা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, এই আব্দুল হাই চাটগামীর বিয়ের আকদ পড়িয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা আল্লামা নুরুল হুদা চাটগামী (ইসলামাবাদী)। আমার দাদাও ছিলেন হযরত গঙ্গোহির মুরিদ। এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর পাঁচটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে (১৪২ বছর আগের)।

উপর্যুক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ফারায়েজ, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ফতোয়া, রচনা-সংকলন, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার পূর্ণ দখল ছিলো। উল্লিখিত সব বিষয়ে তাঁর রচনাকর্ম রয়েছে (প্রকাশিত-অপ্রকাশিত)। চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় যখন কামিল বা দাওরায়ে হাদিস খোলা হলো, তখন সিহাহ সিত্তার প্রায়সব কিতাব দীর্ঘদিন ধরে পড়িয়েছেন আমার এই বয়োজেষ্ঠ বুজর্গ পিতা। এ পর্যায়ে এসে আমি আমার পিতার জ্ঞানের গভীরতার সাথে সত্তর ভাগ পরিচিত হই।

## চতুর্থ পর্যায়:

এ পর্যায়ের ব্যাপ্তি আমার শিক্ষকতা জীবন থেকে বর্তমান পর্যন্ত। এতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত।

ক.শিক্ষকতা জীবন কাটে দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এ। যেখানে সহিহ মুসলিম শরিফ, তাফসিরে বায়যাভী, হুসামি, ইলমে উসুলে ফিকহ, মুখতারাত মিন আদাবিল আরব, কাতরুন নিদা, আরবি ইনশা, আল-আদব ওয়ান্ নুসুস, আল-কাওয়ায়েদ আল-ফিকহিয়্যা, আল-ইসতিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন ইত্যাদি কিতাব ও বিষয় আমার অধ্যাপনায় বণ্টিত ছিলো।

খ. অজস্র বিদেশসফর, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সসমূহে অংশগ্রহণকরত প্রবন্ধ উপস্থাপন।

গ. লেখালিখি, অভিসন্দর্ভ ও প্রবন্ধ রচনা এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে তা প্রকাশ করা। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার অপ্রকাশিত কিতাবাদির পুনর্পাঠ, সম্পাদনার কাজ, বিশেষত তিরমিজি শরিফের উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ, শামায়েলে তিরমিজি এবং উর্দু, আরবি, ফার্সি ও বাংলায় লিখিত তাঁর কবিতাসমূহ। একটি কথা না বললেই নয়, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কিতাবাদির পুনর্পাঠ করার সময়, তাঁর সাহিত্য ও কবিতাবলির সম্পাদনাকালে আনন্দে ও গর্বে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! তাঁর শাস্ত্রীয়, চৈন্তিক ও সাহিত্যিক রচনাকর্ম পাঠ করতে গিয়ে আমি অবাক ও হতবাক হয়ে পড়ি। এ পর্যায়ে এসে আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে নব্বই ভাগ চিনেছি। যা ১৯৮৯ ইং থেকে অদ্যাবধি চলমান। উল্লেখ্য, আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

## কিতাব (কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ) নিয়ে কিছুকথা:

আলোচ্য কিতাব অর্থাৎ 'কুল্লিয়াতে ফজল', যার উদ্দেশ্যে এ ভূমিকা লিখছি। এটি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার কবিতাসংকলন। যেটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন, মিশন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতনের উপাখ্যান ও কারণ, যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাসে সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের এক সাহিত্যসম্ভার।
তিনি কখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তার সঠিক তারিখ আমার জানা নেই। তবে উত্তরপ্রদেশের শহর লখনৌ, সাহারানপুর এবং দেওবন্দ যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ, এবং এসব শহরে যেহেতু আমার আব্বার শিক্ষাজীবন কাটে এবং এখান থেকে তিনি বেশ উপকৃত হয়েছিলেন। তাই বলা যায়, তাঁর কবিতাচর্চার সূচনা হয় পড়ালেখা শেষ করার পর, ১৯২২ কি ১৯২৩ সালে। তাঁর

বেশ কিছু কবিতায় রচনাকাল উল্লেখ রয়েছে। সেখানে খুব পুরনো একটি কবিতায় দেখা যায়, কবিতাটি লিখেন তিনি ১৯৩৫ সালে।

তাঁর সমস্ত কবিতা পাঠ করে দেখলাম, তাঁর ৯৫ ভাগ কবিতাই উর্দু ভাষায়। তখনকার উপমহাদেশে যেহেতু উর্দু ভাষার চর্চা সবচেয়ে বেশি ছিলো, তাছাড়া কবিতাচর্চার জন্যে উর্দু যথার্থ মাধ্যম। ভাষা হিসেবে উর্দু বেশ গীতল ও সম্মোহনী। এবং তাঁর বাকি কবিতাগুলো ফারসি, বাংলা ও আরবি ভাষায় লেখা।

তাঁর কবিতার বিষয়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে দেখতে পাই, এমন কোনো বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি কবিতা লিখেননি। যেমনঃ হামদ, নাত, শোকগাথা, প্রেরণামূলক, বিপ্লব ও জাগরণের কবিতা, শের, গজল, শিক্ষামূলক কবিতা, দার্শনিক কবিতা, প্রশংসাকাব্য, ধর্মীয় মাহফিলের কবিতা, দেশাত্মবোধক কবিতা, জাতীয় কবিতা, ইমানজাগানিয়া কবিতা, চরিত্রসংশোধনী কাব্য, একত্ববাদের কবিতা, আত্মশুদ্ধিমূলক কবিতা, অধ্যাত্ম ও সাধনাকাব্য, ধর্মপ্রীতি ও আত্মমর্যাদাবোধের কবিতা, মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, বড়ো-বড়ো ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে রচিত অভিনন্দনকাব্য, বিবিধ বিষয় ইত্যাদি। এসব বিবয় তাঁর কবিতায় বর্তমান।

ছন্দের ক্ষেত্রেও বেশ নিরীক্ষাধর্মী ছিলেন তিনি। লিখেছেন দ্বিপদী, ত্রিপদী, চারপদী, ষটপদী এবং কাতা ইত্যাদি রীতিতে। তাঁর যোগ্য শিষ্য, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রফেসর ড. আবুবকর রফিক সাহেব আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর বহুমাত্রিক জীবনের একটি দিক অর্থাৎ কবিতাচর্চা বিষয়ে ২১ পৃষ্ঠা সম্বলিত দীর্ঘ এক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি গবেষণার শতোভাগ দায় মিটিয়েছেন। কবিতার শৈলীসূক্ষ্মতা, শাস্ত্রীয় আলোকপাত এবং বিশ্বসাহিত্যের (উর্দু, ফারসি) কবিকুল, যেমন আল্লামা ইকবাল, খাজা আলতাফ হোসাইন হালী, আকবর ইলাহাবাদী, শেখ সাদী সিরাজী, জালালউদ্দিন রুমী প্রমুখের কবিতার সঙ্গে তুলনামূলক পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথোপযুক্ত এবং অসাধারণ আলোচনা করেছেন। অতপর তিনি তাঁকে (আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.) উপর্যুক্ত কবিদের সমতুল্য বলে মত ব্যক্ত করেন।

শ্রদ্ধেয় আব্বা হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর কবিতাবলি আমি যখন পুনর্পাঠ করি, ছাপার উদ্দেশ্যে অক্ষরে-অক্ষরে, চরণে-চরণে পড়ি এবং রিভাইজ দেই, তখন আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অবস্থার সৃষ্টি হয়! তাঁর প্রতি আমার আস্থা ও বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবি, আমিও তো ভারতের জ্ঞান, মনন ও সাহিত্যের কেন্দ্রসমূহে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। ওখানকার সাহিত্যের স কিছু না কিছু পরিচিত হয়েছি। তা সত্ত্বেও তাঁর বহু কবিতা ও শব্দ আমি কষ্টসাপেক্ষেই বুঝতে পারি! উর্দু ও ফারসি কবিতায় তাঁর স্বতন্ত্র শৈলী, যথার্থ শব্দচয়ন (গদ্য বা পদ্য), পর্বে পর্বে মিল এবং বাক্যগঠনের রীতি অভূতপূর্ব। অতিসত্বর তাঁর কবিতাসংকলন ছেপে পাঠককুলের হাতে তুলে দেয়া হবে। তখন ভাষা ও সাহিত্যপ্রিয় বন্ধুরা তাঁর কাব্যপ্রতিভার ঝলক প্রত্যক্ষ করবেন।

তারপরো এখানে আমি তাঁর কিছু নির্বাচিত কবিতা এবং কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষ ক'টি শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরছি।

হজ করে এসে হারামাইন শরিফাইন ও রওজা পাকের জন্যে তার হৃদয়ে ভীষণ ব্যাকুলতা, বিরহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। গাড়িতে থাকাবস্থায় তাৎক্ষণিক তিনি দীর্ঘ একটি কবিতা লিখে ফেলেন। সে কবিতার কিছু চরণ, ধারাবাহিকতা ছাড়াই এখানে উল্লেখ করছি। চরণক'টি পড়েই আপনারা তাঁর সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান বুঝতে পারবেন। কবিতাটি ফারসি ভাষায় লিখিত।

ہمچو سیمابم سکون قلب گم در دہ منم　　سوختہ اندوھگین وبس کہ آشفتہ سرم
آے امید عاصیان دراحت آشفتگاں　　روز وشب در خواب وبیداری خیالت ہمدمم
واژگوں بختم مرا از درگہ تو دور داشت　　نالہ باؤآہ ہا از سوز وساز دل کنم
کن کرم بر فضل خستہ غرق دریائے گنہ　　از ندامت شرمگیں خجلت زدہ خود دمبدم

পারদের মতো আমি, হারিয়েছি হায় হৃদয়ের প্রশান্তি
বিরহানলে দগ্ধ আমি, বিরহব্যথায় অস্থিরমতি।
হে পাপীদের ভরসা, হে প্রেমীদের প্রশান্তি
শয়নে-স্বপনে দিনরাত আমি, তোমাকেই ভাবছি!
দুর্ভাগ্য আমাকে তোমার কাছ থেকে রেখেছে দূরে
সে দুখে এ মন আহাজারি আর হা-হুতাশে মরে।
দয়া করো এই ফজলের পরে, পাপের সাগরে ডোবা সে
লজ্জায় আমি লজ্জিত আজ, কুণ্ঠিত আমি শ্বাসে-প্রশ্বাসে!

সর্বত্র বেপর্দা, উলঙ্গপনা, আত্মসম্মান ও ঈমানি সম্ভ্রমশূন্যতা ও বস্তুপূজার সমালোচনা করে তিনি লিখেন:

زلزلہ ایوان میں مادہ پرستوں کے پڑا　　قصر میں الحاد کے ہوگا ستون دین کا گڑا
عورتیں سر پر چڑھیں اپوا کی بے حرمت ہیں ہم　　رقص عریانی ہنر ہے کیسے بے غیرت ہیں ہم

মজলিসে শুরু হলো বস্তুপূজারীর ভূকম্পন
ঘরের খুঁটি নাস্তিক্য, ভাঙলো ধর্মের ভবন
মেয়েরা উঠলো মাথায়, আমরা কেমন লজ্জাহীন
উলঙ্গপনাই মহা এক গুণ, আমরা এমন মর্যাদাহীন!

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, ঈমানী মর্যাদাবোধ ও চরিত্রগঠন বিষয়ে রচিত দীর্ঘ কবিতার দু লাইন এখানে উল্লেখ করছি:-

ای گلستان حکیمی کے چمیدہ پھولو    ای چمنزار نذیری کے دمیدہ پھولو
اور ای گلزار چنوتی کے چنیدہ پھولو    بلبل ستان چنوتی کے شمیدہ پھولو

হে হাকিমি বাগিচার বিচরণশীল পুষ্পদল
হে নজিরি বাগানের আত্মবিশ্বাসী পুষ্পদল
হে চুনতি উদ্যানের নির্বাচিত পুষ্পদল
চুনতি উদ্যানের মধুভরা হে পুষ্পদল!

তাঁর রচিত 'ছলনা ও বিশ্বস্ততা' নামী গজলের এক অন্তরার চার লাইন পড়া যাক:

وہ حسن جفاخو' یہ عشق وفاجو' وہ کبر خفا ہو یہ عجز رضاجو
ہیں ایسی ستمگاریاں مہ جبینوں کی جو میں خموشی میں سہتا رہا ہوں
ادھر عشق وشکوہ' ادھر ناز عشوہ' ادھر آہ ونالہ' ادھر لاابالی
یہ فقدان احساس و نامہربانی زمانے سے دل دل مچلتا رہا ہوں

সে ছলনাপ্রেমী, এ বিশ্বাসপ্রেমী, সে সুপ্ত অহং, এ মনোরঞ্জন
চন্দ্রমুখীদের এমন সব আঘাত আমি, সইছি তো খুব নিরবে।
এদিকে প্রেম-অনুযোগ,ওদিকে দম্ভ-গৌরব,এদিকে তাপ-ক্রন্দন,ওদিকে 'ভয় করি না!'
এই অনুভূতিহীনতা ও নির্দয়তা, বহুদিন ধরে আমি পুষছি মনে!

সর্বত্র মনুষ্যশূন্যতা, জুলুম-প্রহসনের প্রবৃদ্ধি, নষ্ট রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত এবং ইসলামের মধ্যপন্থা নীতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিন লাইন পেশ করছি, তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা থেকে:

رات ودن دور قلابازی وغداری کا    مردمی گم ہے تو غلبہ ہے سیہ کاری کا
جور ہے ظلم ہے چرچا ہے ستمگاری کا    گرم بازار سیاست ہے تو مکاری کا
کہیں افراط عیاں اور کہیں تفریط عیاں    معتدل کوئی بھی مسلک نہیں جاری بجہاں

ধোঁকাবাজি ও গাদ্দারির দিন শেষ
মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত মানেই ভণ্ডামীর উন্মেষ।
চর্চিত আজ জোর, জুলুম ও নিপীড়ন
রাজনীতির বাজারে সরগরম প্রহসন।
কোথাও বেশি, কোথাও কম দৃশ্যমান
পৃথিবীতে নেই আজ মধ্যপন্থা চলমান!

জনৈক কবির দু লাইনের অন্ত্যমিলের বিপরীতে আমার আব্বার চার লাইন (ফারসি ভাষায়) দেখা যাক:

تیغ ابرو ہم او گلگوں غدارے عجبے　　صید انداز او مفقود قرارے عجبے
ناوک افگن نگہش ماہ لقائے عجبے　　نازک اندام عجب حور نگارے عجبے
عاشق ناز او وارفتہ مزاجے عجبے　　طالب وصل او درماندہ حالے عجبے
آتش عشق بجاں شعلہ مزاجے عجبے　　قلب آشفتئَ من آہ نوازے عجبے

তার তরবারি ও ঘোড়া, চরম ধূর্ত, আফসোস
তার শিকারের দুরভিসন্ধি বাতিল, আফসোস!
তার তীরন্দাজ দৃষ্টি চন্দ্রসখী, আফসোস
কোমল সৌষ্ঠবী হুরপরীর দৃষ্টি, আফসোস!
তার গর্বিত প্রেমিকের ম্রিয়মাণ মেজাজ, আফসোস
তার মিলনপ্রার্থীর অবস্থা শোচনীয়, আফসোস !
প্রেমের আগুন শিখা জ্বাললো হৃদয়ে, আফসোস
পাগল মন আমার, করছে আহাজারি, আফসোস!

দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগানিয়া তাঁর দীর্ঘ এক কবিতার কতিপয় চরণ এরকম:

حرص زر 'خوف عدد' یا شہوت و جبن و کسل　　گر تجھے چاہے ٹلانے 'کوہ بن کہسار
آندھیاں طوفاں حملے دین پر آنے لگے　　پر خطر پیش عدو چوں خالد جرار بن
فضل ناکارہ ہے بس لیکن تمنا ہے کہ تو　　جانِ من باکار بن باکار بن باکار بن

ধনের মোহ, শত্রুর ভয়, প্রবৃত্তি, ভীরুতা কিংবা অলসতা
তোমাকে টলাতে চাইলে, তুমি পাহাড় হও, পাহাড়ের চূড়া হও!
ঝড় বা তুফান, দ্বীনের ওপর আসলে কোনো আঘাত
ভয়ংকর শত্রুর সামনে তুমি সেনাপতি বীর খালেদ হও!
ফজল তো তুচ্ছ, তবু আশা রাখি এই
হে আমার বৎস! যোগ্য হও তুমি, যোগ্য হও তুমি, যোগ্য হও!

১৯৪৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উপদেশপ্রদানের নিমিত্তে রচিত দীর্ঘ ষটপদী কবিতার কিছু চরণ দেখা যাক:

روح کردار بنو قابل اقوال بنو　　فارغ از قال بنو' صاحب احوال بنو
والئ علم و حکم جامع افضال بنو　　پیکر خلق حسن' صاحب اعمال بنو
درس خوانان دبستان حکیمی تم بنو　　بادہ نوشان خمستان نذیری تم بنو
فرقہ بازی' حسد و نفس پرستی نکرو　　دین فروشی و دغا بازی و سستی نہ کرو
حیلہ و حرص و ریا عادت پستی نہ کرو　　چھوڑ دو ان کو کبھی' ان میں درشتی نہ کرو
مدح خوانانِ روایات حکیمی تم ہو　　قصہ گویانِ حکایات نذیری تم ہو

সপ্রাণ হও, কথার যোগ্য হও
আঁতলামি ত্যাগ করো, কাজের মানুষ হও।
জ্ঞানী ও ধ্যানী হও, সর্বগুণে গুণী হও
সৎচরিত্রবান আর কাজের মানুষ হও।
হাকিমি শিক্ষানিকেতনের শিক্ষার্থী তোমরাই
নজিরি পানশালার সুধা পানকারী তোমরাই।
দলবাজি, হিংসা আর প্রবৃত্তির পূজা করো না
ধর্মব্যবসা, ধোঁকাবাজি আর অলসতা করো না
ধান্ধা, লালসা, লৌকিকতা আর নীচতা করো না
এসব ছেড়ে দাও, এসবের সাথে সম্পর্ক করো না।
হাকিমি বর্ণনার প্রশস্তি গাইবে তো তোমরাই
নজিরি আখ্যানের গল্প শোনাবে তো তোমরাই!

আমি আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদদের বলতে শুনেছি, আল্লামা শিবলী নুমানী রহ. ও আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রহ. রচিত 'সিরাতুননবী' বিশাল এক জ্ঞানভাণ্ডার। যেখানে যাবতীয় শাস্ত্র ও বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তেমনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কবিতাসমূহ যদিওবা পদ্য ও শের এর সম্ভার, কিন্তু এখানে সবরকমের তথ্য-উপাথ্য বিদ্যমান এবং প্রতিটি কবিতা যেনো জ্ঞানকোষ। তিনি তাঁর কবিতায় যে অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা ছিলো যথার্থ ও অবিকল্প চয়ন। দীর্ঘদিন লখনৌ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবিতার বহু শব্দের অর্থ উদ্ঘাটনের জন্যে আমাকে 'ফিরুজুল লুগাত' দেখতে হয়েছে। এমনকিছু শব্দ এখানে দেখা যাক:

*আশেকে গুলজি, নেক ফরজাম, জারুব কশ, সুর মাওর, জর্ গিরান, রাগ চুনুতি, শাখে চান্নার, জিশত আসর, দমন দমন, বগাহ, খোশ লেকা, গুর, কশাকশ, দুররে গায়রে সুপতা, গুলফামে হাসিন, ইশওয়া নিগাহি, নিগাহে নাওক আফগান,*

*গুলানে গুলজারান, হুন বরসনা, তন ওয়াহান, বন ঠন, ছনা, কায়স চোঁ, শেতাবান, কুহকন, কাকল, গদগদানা, শেনাওর ইত্যাদি।*

উপর্যুক্ত আলোচনা ও কথাবার্তা তাঁর কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে। তাঁর গদ্যের মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয়, তাঁর গদ্যও তাঁর কবিতার চেয়ে কম অলংকারপূর্ণ নয়। তাঁর গদ্যভাষাও ছিলো বেশ উঁচু দরের এবং উন্নত শৈলীর। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার ছাত্রপরিষদের সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি যে ভাষণ দেন, তা ১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তার একাংশের কয়েক লাইন আমি এখানে উল্লেখ করছি। যেখানে মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও পতনের কথা রয়েছে। এবং যার সমাপ্তি টানা হয়েছে প্রাচ্যের কবি ইকবালের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে।

*'পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা পা রাখতো, বিজয় ও সাহায্য, জয় ও শাসনভার, রাজ্য ও রাজনীতি, নেতৃত্ব ও সরদারি, গৌরব ও প্রিয়তা তাঁদের পায়ে চুমো খেতো। যে দেশে তাঁদের শাসন কায়েম হতো, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা, জীবন-জীবিকা, রিজিক এবং জীবনোপকরণ এতোই সহজলভ্য হয়ে যেতো যে, পৃথিবীর আর কোথাও তার উদাহরণ পাওয়া ছিলো দুষ্কর। ধর্মের ভিন্নতা, হিংসে-বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমজনতা নিজেদের পুরাতন শত্রুতা ভুলে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। মানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম। গ্রহ-নক্ষত্র, ভূচর-খেচর, জড়-উদ্ভিৎ, কীট-পতঙ্গ, গিরি-সমুদ্র এবং পশুপাখির ওপরও তাদের হুকুমত চলতো। পৃথিবীবাসী তাদের বিদ্যুৎগতির উন্নতিতে বিস্মিত, ইহুদি পাদ্রীরা হিংসা ও ঈর্ষায় অস্থির, খৃস্টান পোপেরা গা জ্বলুনির কারণে পানিহারা মাছের মতো, রাজ্যপতিরা নিজেদের স্থিতির চিন্তায় পারদের মতো স্থৈর্যহারা! যাইহোক, কী এমন যাদু ছিলো, যা তাদের এই ভূমণ্ডলে নয় বরং নভোমণ্ডলেও অকল্পনীয় উন্নতি-উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো।'*

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی　　ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
فریاد زافرنگ و دلاویزئ افرنگ　　فریاد زشیرینی و پرویزی افرنگ
عالم ہمہ ویراں زچنگزی افرنگ　　معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز　　از خواب گراں خیز

মুসলিম জাহানের আকাশ আজ রক্তিম
নক্ষত্র যার পথের সাথী, সে কাফেলা তুমিই!
অনুরোধ ফিরিঙ্গি আর ফিরিঙ্গি পারিষদের প্রতি
অনুরোধ ফিরিঙ্গি দুগ্ধপোষ্য আর বিজয়ীর প্রতি
পৃথিবী উজাড় করেছে ফিরিঙ্গি নিপীড়ন

হারমের পুনর্নিমাণেই পৃথিবীর পুনর্জীবন!
ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে, ঘুমের ঘোর থেকে জাগো
ঘুমের ঘোর থেকে জাগো!

তাঁর কবিতাবলির বিষয় বেশ বিস্তৃত। তাতে শোকগাথা, প্রশংসাকাব্য, অভিনন্দনকাব্য এবং স্বীয় প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও উপদেশমূলক কাব্যও রয়েছে। এসব কবিতায় সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও ইসলামি ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানও পাওয়া যায়। বর্ণিত বিষয়গুলোতে তিনি অনুজ, অগ্রজ, সমবয়েসি হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতিটি শোকগাথা, অভিনন্দনকাব্য এবং প্রশংসাগীতিকা রচনা করেছেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. উল্লেখ করেছেন 'সমকালিনতাই বৈরিতার মূল'। কিন্তু আমার আব্বা মরহুম এই বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। এটি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দূরদৃষ্টি আর উদারচিত্তের প্রমাণ বহন করে।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ইন্তেকালের পর দীর্ঘ একটা সময় পার হয়ে গেছে। এই কবিতাসংকলন (ফজলসমগ্র) বহু আগেই প্রকাশ করা জরুরি ছিলো। কিন্তু 'বিলম্বে হলে বিশুদ্ধ হয়' এই নীতির প্রেক্ষিতে অতিসত্বর এটি কুল্লিয়াতে ফজল (ফজলসমগ্র) নামে প্রকাশিত হবে। এভাবে তাঁর অন্যান্য রচনাবলিও আল্লাহ চাইলে ধারাবাহিকভাবে মলাটবদ্ধ করা হবে। ইনশাআল্লাহ, তাঁর এই কুল্লিয়াত (কাব্যসংকলন) পাঠকদের মাঝে সাড়া জাগাবে।

**পরিশেষে**, আমি তাঁদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় পিতার যাবতীয় রচনাকর্ম (অপ্রকাশিত) মলাটবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, হযরত মাওলানা কারী ইলিয়াস সাহেব (শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা জমির উদ্দীন রহ. (গঙ্গোহি রহ. এর খলিফা) এর নাতি, জনাব মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলীল সাহেব (উপ-পরিচালক: দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া) এবং জনাব মাওলানা হাফেজ জাহেদ হোসাইন সাহেব। এঁরা প্রত্যেকেই 'কুল্লিয়াতে ফজল'-এর জন্যে অভিমত লিখেছেন। আমি জনাব মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার পুরনো ডায়েরি থেকে সমস্ত কবিতা কম্পোজ করার মতো কষ্টসাধ্য কাজটি আঞ্জাম দিয়েছেন।

## আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুলাহ রহ.-এর প্রকাশিত রচনাবলি

১. **ترجمة الشمائل للإمام الترمذي مع التعليقات الهامة** বাংলায় এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে বেশ কয়েকবার ছাপা হওয়ার পর ২০১৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে কিতাবটি নতুন আঙ্গিকে ছাপা হয়। পাঠক চাহিদার কারণে ই.ফা.বা একের পর এক সংস্করণ ছেপে যাচ্ছে। কিতাবটি খুবই উন্নতমানের ছাপা ও বাঁধাইয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

২. **ترجمة القصيدة البردة للبصيري** বাংলায় এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম ১৯৬৫ সালে ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে ছাপা হয়। একই প্রেস থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণও যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৯৩ সালে ছাপা হয়। অতপর ২০১৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নতুনরূপে এটি প্রকাশ করে এবং খুবই যত্নসহকারে উন্নত ছাপা ও বাঁধাইয়ে তারা কিতাবটি প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

৩. **الدروس الصرفية** একালের মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্যে তিন খণ্ডে রচিত 'সারফের কাওয়ায়েদ' তথা শব্দতত্ত্বের ব্যাকরণ সম্বলিত কিতাবটি খুবই উপযোগী ও সহজবোধ্য। উর্দু ভাষায় রচিত এ কিতাব একসময় সরকারি মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত ছিলো। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্রেস থেকে ১৩৮৭ হিজরিতে। ইতোমধ্যে এর বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। আরবি অনুবাদও করা হবে ইনশাআলাহ, আবার যাতে মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত করা যায়।

৪. **كشف الجلالين** এটি উর্দু ভাষায় রচিত **'তাফসিরে জালালাইন'** এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ। কিতাবটি সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালে লাহোরের কাশ্মিরী বাজারের শায়খ গোলাম আলীর প্রতিষ্ঠান **'সাইয়েদ এন্ড সন্স'** থেকে ছাপা হয়।

৫. **'শরহে ইসাগুচি'** উর্দু ভাষার এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৯৫৪ সালে লাহোরের **'সাইয়েদ এন্ড সন্স' প্রকাশন** থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. **'তরজমাতু কিতাবে গুলজার সুন্নাত'** হযরত মাওলানা মিয়াঁ আসগর হোসাইন দেওবন্দী রহ. এর ছোট কলেবরের এই কিতাব আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এটির আনুমানিক প্রকাশকাল ১৯৫৪ইং।

৭. **'আসান উর্দু তালিম'**পূর্ব পাকিস্তানে এই কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত ছিলো।

৮. **'উর্দু পাক গ্রামার'** পূর্ব পাকিস্তানে এটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৯. **الإنصاف** এটি বাংলা ভাষায় রচিত, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত মাসায়েল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। এই পুস্তিকায় আন্দরকিলা শাহী জামে মসজিদের সাবেক খতিব আওলাদে রাসুল হযরত শায়খ আব্দুল করিম আল মাদানী রহ. লিখিত ভূমিকা রয়েছে। তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া

পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মুফতি আযীযুল হক রহ. এর জানাজা পড়িয়েছেন।

**১০. ইয়াদে মুহসিন**

**১১. তরজমাতু শিকওয়া ওয়া জওয়াবে শিকওয়া।**

এ কিতাব দু'টিও ছাপা হয়। দুঃখজনকভাবে এ দু'টির বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানা নেই!

## অপ্রকাশিত রচনাবলি

১. **الدر البهي في شرح الجامع للإمام الترمذي** তিনি যখন উর্দু ভাষায় তিরমিযি শরিফের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখছেন, তখন আমি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থী। সম্ভবত এটি ১৯৭৭ সালের কথা, এই বয়োবৃদ্ধ বুজর্গ তখন কোনোরকম ক্লান্তি ছাড়াই খুবই মনোযোগসহকারে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখে চলেছেন। আর আমরা তরুণ শিক্ষার্থীরা অবাক দৃষ্টিতে তাঁর এই কর্মযজ্ঞ দেখতাম! তিরমিযির মুকাদ্দামা যেহেতু খুবই দীর্ঘ, তিনি হয়তো তাই এটির কাজ আরো আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। জীবন তাঁকে সঙ্গ না দেয়ায়, ১৯৭৯ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ায়, তিনি মুকাদ্দামাসহ কিতাবুস সালাত পর্যন্ত লেখা শেষ করেন। এটিকে সুবিন্যস্ত ও সুচারু রূপে ছাপানোর লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে।

২. **الإسلام في ميزان العقل 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম'**। আলাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ এবং ইসলামের সত্যতাকে দালিলিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় এটি একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। এটি তিনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে রচনা করেন। এ গ্রন্থের বহু প্রবন্ধ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র **মাসিক আত-তাওহীদ**-এ প্রফেসর ড. রশীদ সাহেব রহ. এর সম্পাদনায় ছাপা হয়। এর বহু পৃষ্ঠা হারিয়ে যাওয়ার পরও এখনো ২৫০ পৃষ্ঠামতো অক্ষত রয়েছে। এগুলোকে বই আকারে প্রকাশের জন্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

৩. **الدروس النحوية**এটি দুখণ্ডে রচিত কিতাব। **الدروس الصرفية**-এর মতো এ কিতাবে তিনি সহজ ও সাবলীল ভাষায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্যে ইলমে নাহব এর কাওয়াদ তথা আরবি বাক্যতত্ত্বের ব্যাকরণ উর্দুতে রচনা করেছিলেন। এটির বঙ্গানুবাদ হয়ে গেছে। আরবি অনুবাদের জন্যেও আমরা কাজ শুরু করেছি।

৪. **'ইসলাম কা ইকতিসাদি নিজাম'** মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভি রহ.-এর এই কিতাব খতিবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ রহ. এর আগ্রহে

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা বাংলায় অনুবাদ করেন। দুঃখজনকভাবে অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে গেছে!

৫. **'কাদিয়ানিয়াত'** বাংলা ভাষায় তিনি সংক্ষিপ্তাকারে অথচ খুবই পূর্ণাঙ্গরূপে এ কিতাবটি রচনা করেন। এ বইয়ে তিনি কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন।

৬. **'কুলিয়াতে ফজলুল্লাহ'** এটি তাঁর উর্দু, ফারসি, আরবি ও বাংলা ভাষায় রচিত শের ও কবিতার সংকলন। এটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ইনশাআলাহ!

৭. এসব ছাড়াও তাঁর রচিত সিলেবাস সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা এবং ফারায়েজ ও ফাতাওয়ার একটি সংকলন রয়েছে।

**-আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এমপি**
২৭ শাবান, ১৪৪১ হিজরি।
১২ এপ্রিল ২০২০ খৃস্টাব্দ।

# হামদে বারি তা'আলা

সৃষ্টিকর্তার কর্মকৌশল, লা শরীকের নিদর্শন
সব কিছুতেই বিদ্যমান। কাঁটার ভেতর ফুলের গঠন।

## হামদে বারি তা'আলা
### (প্রশংসা আল্লাহরই)

হে অনন্য পূত সত্তা, হে সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা
একাই তুমি তুলনাবিহীন, এই পৃথিবী সাজালে!

সৃষ্টিশৈলী পষ্ট তোমার সকল পত্র পল্লবে
জল-স্থল গড়লে তুমি মাটির ফরশ বিছালে।

সব কিছু যে আলোর আধার, সকল দেহ উজালা
মহাকাশকে আর্‌শেপাকের বাগান তুমি বানালে।

কী আর আমি বলবো তাঁহার কুদরতের গুণকাহন
ফুলকলীদের হাসিয়ে তুমি বুলবুলীদের কাঁদালে।

ঝিনুক বুকে পানির কাতরা লালন-পালন করে কে?
জলকে বালী কে তোমাকে মুক্তা রূপে সাজালে?

গোলাম আমি তাঁরই শুধু, মাওলা আমার তিনিই
অন্তর তুমি সৃষ্টি করে বেদনাটুকু শেখালে।

এলাম যখন মায়ের পেটে পিতার পৃষ্ঠ ছেড়ে
কে যে দিলেন আমার প্রাণ এই দেহটির ভেতরে?

সৃষ্টিকর্তার কর্মকৌশল, লা শরীকের নিদর্শন
সব কিছুতেই বিদ্যমান। কাঁটার ভেতর ফুলের গঠন।

পানি থেকে মুক্তামালা, আর মাটি থেকেই সোনার গঠন
পাথর হতেই মোতির জনম তাতে আছে নানান রং।

বৃক্ষ শাখা হতে কে যে রসালো ফল বানালেন?
মহিমা তাঁর অনন্য, এসব যিনি সাজালেন।

***ফজল*** তুমি সিজদা করে স্বীকৃতি দাও গোলামীর
তিনিই সুন্দর কথামালা তোমার মুখে শেখালেন।

# হামদে ইলাহি

(জাল্লা জালালুহু ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু)

চারদিকে যার রূপের স্বরূপ ছড়ায় বিভূতি
সৃজিলেন যিনি সূর্য ও চাঁদ অসংখ্য তারা।

অস্থির এই হৃদয় আমার আবাস-আসন যাঁর
আমি তো তাঁর পাগল গোলাম, তিনি উপাস্য খোদা।

আমি কে? কীভাবে এলাম আমি, 'আমি' শব্দই বা কী
আপাদমস্তক আমি তো তাঁর, তিনি আমাদের স্রষ্টা।

কীভাবে হলাম, কীভাবে আছি, যাপনই বা কীরকম
ডুবে তো আছি অসংখ্য করুণায়, তিনি আমাদের দাতা।

এই মনোপ্রাণ, হৃৎপিণ্ড, এই আকৃতি ও নানা চেহারা
সবকিছু তাঁরই দান, কিচ্ছু যে নেই আমাদের গড়া !

হে মন, তুমি কেমন পাষাণ, কেমন তুমি বেয়াড়া
কীভাবে তুমি পারলে ভুলে থাকতে তাঁহার কথা।

এ কেমন ছলনা, কেনো তুমি ভীত নও, ফেরার ব্যাপারে
সাবধান, সেখানে আশ্রয় নেই, নেই বেঁচে-যাওয়া।

অকর্মা-অকাজের, ইলম-আমলহীন, অলস এবং
নিরুপায় ও লজ্জিত যদিও আমি, তবু তোমারই বান্দা!

নিরুপায়-অসহায় আমি, পরম দাতা তুমি, করো করো ক্ষমা
আমার উপায় তো প্রভু, তোমার পবিত্র বাণী, 'নিরাশ হয়ো না'!

বেদনার্ত-অস্থির আমি, প্রাণের ব্যথায় করি ছটফট
বেদনার কর্পুর আমি, আমি তোমার প্রেমের বেদনা।

শুকিয়ে গেছি যদিও, তবু তো ছিলাম, তোমার এক তাজা ফুল
তোমারই বাগিচায়, ছিলো তো প্রভু, আমারও ঠিকানা।

ক্ষমার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না, **ফজল** তুমি
তোমার প্রতিপালক খোদাই যে তোমার ত্রাতা !

এই চুনতি মাদরাসাকে তুমি কবুল করে নাও
প্রভু, এখান থেকে বয়ে যাক সর্বজ্ঞানের ঝর্ণা।

সপ্রতীভ হোক এখানকার শিক্ষার্থী ছেলেরা
প্রিয় হোক তারা, লভুক সবাই চরিত্রমাধুরিমা।

মানুষ ভালোবাসুক তাদের আর তারা ধর্মকে
তাদের প্রতেক্যে হোক, ইসলামের উজ্জ্বল তারা।

তাদের হৃদয় প্রভু, হয় যেনো রহস্যসাগর
তারা একেকটা কণা, তাদের করে দাও সেতারা!

তাদের হৃদয়ে থাক, অন্বেষণের ঊর্মিমালা
জ্ঞানপ্রেমী হোক তারা, ধর্ম হোক তাদের পেয়ারা।

# কুদরতের দৃশ্যাবলি

(প্রশংসা তাঁরই)

কুদরতের নিদর্শনের দিকে যদি তাকাই ভেসে আসছে মাহবুবের পরিচয়
শক্তিধরের চিহ্ন প্রকাশমান সর্বত্র, তারই সন্ধান দিচ্ছে প্রতিটি বস্তুনিচয়।

চন্দ্র আর সূর্য নভোমণ্ডল তারকারাজি, সাগর-মহাসাগর আর এ বিছানো ভূমি
মনটি আমার উৎসর্গিত তোমার প্রতি সবকিছুর নেপথ্যে রয়েছো তুমি।

এই যে ফুলের সৌন্দর্য, এই যে মনমাতানো দৃশ্যাবলি আর ফুলকলিরা দিচ্ছে সাক্ষ্য
এই যে বসন্তের অপরূপ দৃশ্য প্রস্ফুটিত কাননের সৌন্দর্য এর পেছনে তুমিই তো মুখ্য।

এই যে ফুলরূপী গণ্ডদেশ, চাঁদরূপী চেহারা, ছলভরা আচরণ আর যাদুময়ী চাহনী
লাইলীর রক্তিম ওষ্ঠে ভেসে-উঠা মজনুর প্রেম, সবকিছু শুধুই আমার মরম সম্মোহনী।

জুলেখা হোক বা পূর্ণিমামুখ ইউসুফ, হৃদয়ের প্রশান্তি ধৈর্য্য ও প্রেমের দহন
সবই মোরে করেছে সিক্ত, মদীনা থেকেও শুরু হয়েছে খুশবোর আগমন।

এই রূপ এই সুঢৌল গড়ন, এই আলো এই দেহমন প্রিয়তার দায়বদ্ধতা
এসব তাঁরই দান আর অপার করুণা, হৃদয়ে জাগছে শুধু সুপ্ত প্রেমের কথা।

সে তো পাথর, অনুভূতিহীন যে হৃদয় জ্বলে না তোমার প্রেম বিরহের জ্বালায়
তোমার ফজলকে প্রভু আপন করে নাও, দিয়ে দাও কিছু এ ভিখারীর থালায়।

আমি সদা অস্থির মতি, উত্থাল উর্মিমালা আর তোমারই প্রেমের দাস
নবীজীর গোলামটিকে আপন করে নাও প্রভু, আসছে মদীনা থেকে সুপারিশের বাতাস।

নেই যদিও আসল, নিষ্ঠা আর তাকওয়া, আছে তবে হৃদয়ে নিখাদ এক প্রেমের উচ্ছাস
স্রষ্টা তুমি ক্রেতা হৃদয়ের, অভিনব তোমার বেচাকোনার রীতি-অভ্যাস।

ওস্তাদ মরহুমের প্রবর্তিত এ ছাদাকা, চুনতির এই হাকীমি কানন
প্রভু হে, তৌফিক দিও মোরে সঠিক সেবার উজাড় করে দেহ-মন।

হুজুরের দুআ আর নবীজীর অসিলায় বেড়া পার তোমার, নেই তাতে 'শক'
সঠিক শিক্ষা ও নিখাদ প্রশিক্ষণের শক্তি দাও তুমি, হে খোদা 'বরহক'।

পাপীষ্ঠ বান্দার খালেস তাওবা যা নাকি তোমার প্রিয়, অদ্ভুত এই প্রেম
আমি উৎসর্গিত মনে অন্তর থেকে তাওবা করি, আশা রাখি তোমার করুণা-রেহেম।

উছীলা সেই সবুজ গম্বুজের অধিপতির, সুপারিশের মালিক যিনি, নেতা ও দাতা
ভেতর-বাহির সজ্জিত হোক মোর, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনুচ্চারিত মনের কথা।

আমি কারো নহি কেউ যে নহে আমার; আমি তোমার, শপথ আমি তোমার
আমি এক পাপীষ্ঠ জন আমার অন্তর থেকে আসছে নিনাদ, তবুও তো আমি তোমার।

আমার অন্তরের ভালবাসার কেন্দ্র তুমি আমার দেহমন সবই তোমার
শপথ তোমার সত্তার, আমার অন্তর সাক্ষী আমি শুধুই তোমার।

ওস্তাদ মরহুমের সুযোগ্য উত্তরসূরী **হাবীব আহমদ**, যিনি এক প্রতিভাধর জ্ঞানী
কমিটির সেক্রেটারি নিরলস সেবায় সর্বদাই নিবেদিত তিনি।

আর **শামসুল খান** সভাপতি, **মাহফুজ**, **আযহার** ও **আতহার** হলেন মেম্বার
দ্বীনি শিক্ষার আরেক প্রেমিক **মুসলিম খান** হলেন এক নিরলস ওফাদার।

# সূর্য

(জল ও রোদপূর্ণ সূর্যকে লক্ষ্য করে হামদে বারি তা'আলা ২৩ জুন ১৯৬৫ইং)

বিশ্বলোকের প্রদীপ ওহে, কোথায় পেলে এই আলো?
আলোর আধার অবয়বে কে তোমাকে বানালো?

হে উষ্ণ-শীতল শান্ত-রুদ্র, উজ্জ্বলতায় রবি
কে তুমি? কত অহস ভুলে কেমনে এলে, কীরূপ তোমার ছবি?

ভোরবেলাতে মুখ দেখানো, সন্ধ্যা বেলায় বিলোপ
আজব তোমার চরিত্র দেখি, দিবারাতের স্বরূপ।

পারদরূপী অস্থিরমতি, বিরতি নেই তোমার
প্রতিনিয়ত ঘূর্ণয়নের কে শেখালো সাঁতার?

সকালবেলার চেহারা তোমার কী অপরূপ আনন
দুপুরবেলায় দেখি তোমায় রুদ্ররূপে ধারণ।

তোমার মাঝে আছে প্রীতি আছে আবার নিষ্ঠুরতা
পালাবদলের এই খেলা কে দিলো তোমায় বারতা?

ঊষালগ্নে এসে তুমি সেই ধরাকে জাগালে
এলো ভেসে মিষ্টি আযান, কিচিরমিচির গাছের ডালে।

প্রভাত সমীর মাতিয়ে দিল বুলবুলিদের বাগান
পাখপাখালি ধরলো এখন ভালোবাসার গান।

সাঁঝের আকাশ সাজিয়ে দিলো রক্তিম আভা দিয়ে
চেহারা তুমি লুকালে কেনো রূপের ঝলক দেখিয়ে?

এভাবে প্রেম নিবেদন যার বিরহের খেল্‌ দেখালে,
ঝলক এমন দেখিয়ে কেনো কবির মনটি বিষালে?

আগমনে তোমার সব কিছুতে ফিরে নবপ্রাণ
জাগলো ধরার কাফেলা সব জল-স্থলের আসলো জান।

জাগলো যতো জলরাশি, আকাশ-বাতাস, মাটি অনল
ফুটলো কুঁড়ি মনের সুখে গান ধরলো পাখি সকল।

জাগলো যতো সবুজ-শ্যামল সবুজেরই সমারোহ
বিশ্বজুড়ে জাগিয়ে দিলো ঝলক তোমার অহরহ।

তোমার তরেই দৃশ্যমান আজ জমির বুকে উর্বরতা
তোমার তাপে তপ্ত হয়ে প্রাপ্ত হলো পরিপক্কতা।

লাবণ্যময় চেহারা এবং রুদ্রমূর্তি আকার
লাল-সাদা আর কী যে বলি সকল রূপের বাহার।

বিকিরণে তোমার হয় যে শুরু প্রাণচঞ্চলতা
ফিরে পায় কর্মস্পৃহা, ফিরে পায় তৎপরতা।

আদিকালের সৌন্দর্য আর শক্তিমত্তার এই তো শান
ঝলক তোমার পড়লো যখন তারকারাজি নিষ্প্রাণ।

সৃষ্টিকুলের কারখানাতে আমি দেখি এক অধম
দেখছি তোমার অনুগ্রহ তারই কাছে 'দমবদম'।

কে সে তুমি? তুমি তো এক গোলাম এবং মিসকিন
করুণা তাঁর, দিলেন যিনি অস্তিত্ব সর্বাঙ্গীন।

হে দিল! তুমি তো হলে আযল-ক্ষণের আরশপতির দান
তাইতো তুমি প্রাপ্ত হলে আরশতুল্য সম্মান।

# প্রার্থনাগ্রহণকারী প্রভুর প্রতি প্রত্যাশা

(ইসলাম ও নাস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বমুখর মুহূর্তে
মুসলমানদের ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত)

অদ্ভুদ এক ফেতনার যুগে জন্ম নিলাম, হে প্রভু
চারদিকে উদ্ধত কুফর, ধর্মদ্রোহ, হে প্রভু
ধর্ম নেই, নাস্তিক্যের ব্যবসা আছে, হে প্রভু
পরের রীতিনীতিতেই পাগল আমরা, হে প্রভু !

পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা বাড়িয়ে দাও
পৃথিবীতে কুরানের আলো জ্বালিয়ে দাও !

কেউ বা রূপের মোহে আজ পাগলপারা
কেউ বা রাশিয়ার ফাঁদে আটকালো পা
কেউ বা ধর্মদ্রোহের নেশায় হুঁশহারা
ধর্ম ও ঈমানের ওপর বিরক্ত কেউ বা !

পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা বাড়িয়ে দাও
পৃথিবীতে কুরানের আলো জ্বালিয়ে দাও !

সমাজতন্ত্রের মূলেই কুফরি-বস্তুবাদ
মারো-কাটো, জ্বালাওপোড়াওয়ে জন্ম তার
হাঙ্গামা ও হট্টগোলই তার স্বভাব
লুটপাট আর ডাকাতিতে সে ওস্তাদ !

ইসলামের সুনাম বাড়িয়ে দাও, হে প্রভু
ইসলামের শত্রুর মুখে চুনকালি দাও, প্রভু!

সমাজতন্ত্রী বলে, বের করো কুরান এখান থেকে
এবং ইসলামের প্রতীক মিটিয়ে দাও, এখান থেকে
নবীচরিতের নিদর্শন বের করে দাও, এখান থেকে
ইসলামি শরিয়তের বিধান বের করো, এখানে থেকে।

ইসলামের সুনাম বাড়িয়ে দাও, হে প্রভু
ইসলামের শক্রুর মুখে চুনকালি দাও, প্রভু!

তোমার ঈমানি আত্মমর্যাদা কোথায়, মুসলমান ?
তোমার তাওহিদ ও ইসলামের উচ্ছ্বাস কই, মুসলমান?
হে প্রিয়, তোমার ঈমানের সৌর্য আজ কোথায় ?
হে প্রিয়, তোমার সেই বিশ্বগড়ার বৈশিষ্ট্য কোথায়?

ইসলামের প্রতি সমীহ বাড়িয়ে দাও, প্রভু
শক্রুর শক্তিকে বিচূর্ণ করে দাও, প্রভু !

ধর্ম ও খোদার সাথে তাদের শক্রুতা, সীমাহীন
ইসলামের রাসুলের সাথে তাদের হিংসা, সীমাহীন
তাওহিদের কালেমার অসম্মানও তাদের, সীমাহীন
কুরানের সঙ্গে তাদের শক্রুতাও, সীমাহীন।

পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা বাড়িয়ে দাও
কুরানের শক্রুর মুখ কালো করে দাও !

হে মুসলমান, তুমি জাগ্রত মুসলিম হয়ে যাও
স্বীয় ইসলাম ও ঈমানের রক্ষক হয়ে যাও !
নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যাও, কুরানের ধারক হও
কোনো শক্তি নেই রুখে তোমায়, তুফান হয়ে যাও!

হে খোদা, ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দাও
ইসলামের কালেমাকে কালজয়ী করে দাও!

# প্রভুর কাছে মিনতি

(মুসলমানদের ওপর নানাধরনের পরীক্ষা এবং অকথ্য পরিস্থিতির বর্ণনা)

বিপদগুলো এমন প্রভু! বর্ণনাদান সম্ভব নহে
বুকের ভেতর জ্বালা এমন প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

*এই তো দেখি ফিৎনার যুগ, সবখানে তা আপতিত*
মুসলিম বিশ্বের ওপর, দূর করা তা সম্ভব নহে।

মনের ভেতর এই জ্বালাটি হৃদয় তাতে ছিন্নভিন্ন
প্রতিকার তার কবে যে হবে, কল্পনা তার সম্ভব নহে।

যখন দেখি কাকদের দল সনদ পেলো কোকিলকণ্ঠীর
কালের জুলুম অত্যাচারের বর্ণনাই তো সম্ভব নহে।

তামাম কাফির, অবিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ মিটিয়ে দিতে
মুসলিমদেরে, জানটি নিয়ে বাঁচাই দেখি সম্ভব নহে।

প্রভুব ওহে, করছি স্বীকার আমরা হলাম আমলবিহীন
এখন এতোই লজ্জিত মোরা, ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নহে।

ভিক্ষা করি ক্ষমা তোমার, আশা তব মেহেরবানি
তোমায় ছেড়ে কারো কাছে আর্তনাদ যে সম্ভব নহে।

প্রভু! তোমার কুদরতি হাতে মিটিয়ে দাও শত্রুদেরে
তাহা বিনে বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে।

প্রভু মোদের, তোমার দয়ায় ফিরে আসুক সোনালি যুগ
চালু করো সেই মুদ্রা, চলন যাহার সম্ভব নহে।

বিশ্বাসের করতলে একচ্ছত্র মালিক তুমিই
তোমার মত কেউ কি হবে? কল্পনা তার সম্ভব নহে।

*বিলীন করো চাইবে যাকে*, বহাল রাখো চাহ যাকে
বিধান তোমার ছেড়ে দিয়ে শাসন ক্রিয়া সম্ভব নহে।

সরে দাঁড়াক শয়তানের দল, খোদাদ্রোহী নিরুদ্দেশ
এ নীতিটি ছেড়ে দিয়ে ধরার শোধন সম্ভব নহে।

মিরাজ রাতের বরকতে হোক ***ফজল*** করম প্রভু তোমার
প্রার্থনা হোক কবুল মোদের নিরাশ হওয়া সম্ভব নহে।

আলোকিত আখতার শাহের মান-মর্যাদা উন্নত হোক
এই যে মোদের উদ্বেগটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

সর্বকালে প্রতিষ্ঠান  তব থাকে যেন কল্যাণময়
তাহা বিনে গোপন রোগের চিকিৎসা কভু সম্ভব নহে।

মুসলমানদের অন্তরে যদি লগন থাকে খোদার প্রতি
প্রশিক্ষণ ও যিকিরচর্চা ভুলিয়ে থাকা সম্ভব নহে।

বায়তুশ শরফ থাকুক সদা হিদায়ত ও পথের দিশা
পারদর্শী মুর্শিদ বিনে পরিশুদ্ধি সম্ভব নহে।

মসজিদ মাদ্রাসার রওনক যেন বেড়েই চলে তাঁরই হাতে
**আখতার শাহের** কর্মনীতি ত্যাগ করা সম্ভব নহে।

## প্রভুর প্রতি মিনতি

(ইসলাম ও মুসলিমদের সুরক্ষা এবং
কুরআনের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে রচিত)

আজব এক ফিৎনার যুগে রয়েছি মোরা হে প্রভু!
চারিদিকে ফিরিঙ্গী রং যে দৃশ্যমান হে প্রভু।
ধর্ম বিতাড়িত আর অধর্মের বাজার গরম হে প্রভু!
পাশ্চাত্য রীতির পাগল এবং ভক্ত আমরা হে প্রভু!

ইসলামের মান মর্যাদা এ বিশ্বে দাও বাড়িয়ে।
কুরআনের আলো পৃথিবীতে দাও জ্বালিয়ে।

নোংরা আত্মার গোলাম যেন না হই আমরা,
জুলুম-পাপের তাপে যেনো না হই নোংরা,
লোভের ফাঁদে পড়ে না হই যেন অশান্ত আমরা,
দুশ্চরিত্রের শিকার যেন না হই আমরা।

যে পথে চললে তোমার প্রিয়জন হবো তাই করে দাও
যে পথ ধরলে তোমার স্নেহভাজন হবো তাই করে দাও।

কুরআনের সেবার প্রেরণা হোক আমাদের মনে,
ঈমানের শক্তি তরঙ্গায়িত হোক আমাদের মনে,
প্রেম-উচ্ছ্বাসের তুফান উঠুক আমাদের মনে,
উড্ডয়ন বাসনার পাথেয় সৃষ্টি হোক আমাদের মনে।

পূর্বসুরীদের মত আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দাও,
তোমার জয়গান গাওয়ার সৎ সাহস আমাদের যুগিয়ে দাও।

কোথাও দেখছি সীমালঙ্ঘন আবার কোথাও সংকীর্ণ মন
পৃথিবীর কোথাও নেই যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন
ফ্যাসাদের পঙ্কে আটকা পড়েছে গোটা এই ধরণী,
নিরাপত্তার বুলি জপে সকলে, বিলুপ্ত তবে শান্তির বাণী।

হে প্রভু! চলমান এ যুগে কুরআনের নেতৃত্ব দাও,
বিশ্বাসহীনতার এ সময়ে কুরআনের কর্তৃত্ব দাও।

আপন কুদরতের কারিশমা দেখিয়ে দাও হে প্রভু!
কুরআনের উচ্চাসন বিশ্বকে দেখিয়ে দাও হে প্রভু!
কুরআনকে ক্রীড়নক বানালো তোমার বান্দারা হে প্রভু!
গড়পড়তা তোমার বান্দারা এমনটি হয়েছে হে প্রভু!

ফজলের দিলের ফরিয়াদ শুনো, শুনো হে প্রভু!
ধর্মকে আজ ধ্বংস করেছে, শুনো, শুনো হে প্রভু!

ধোঁকাবাজি আর গাদ্দারি চলছে যেন অহর্নিশি
মনুষ্যত্ব আজ বিলুপ্তপ্রায় ভণ্ডামীরই অসি-মসি
সবখানেতে চর্চা দেখি জুলুমবাজি, নিপীড়ন
রাজনীতির বাজার এখন প্রহসনে সরগরম।

দুনিয়াতে সৎ মানুষের জীবন যেনো বিপন্ন,
সম্ভ্রান্ত আর শরীফেরা নাভিশ্বাসে বিষণ্ন।

## প্রভুর দরবারে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ

বিশ্বনিয়ন্তা বড়োই দয়াবান আমাদের ওপর
খোদারি করুণা ছায়াদার শামিয়ানা আমাদের ওপর।

আমাদেরে তিনি জন্ম দিলেন মুমিনের ঘরে
তাঁরই করুণা বিস্থিত, বিকিরিত আমাদের ওপরে।

ঈমানের ছায়াতলে লালিত হয়েছি আমরা সবে
কুফর হতে বাঁচাতে মোদেরে সযত্ন তবে।

হৃদয় মোদের ঈমানি জযবাতে শুকরগোযার
নিঃসন্দেহে করুণা তোমার ধারণাতীত, বেশুমার।

প্রতিটি মুহূর্তে জীবিত হয়ে-হয়েও মরি যদি তাঁর তরে
আদায় হবে না তথাপি তাঁর যা হক আমাদের ওপরে।

# যিকরে সরওয়ারে কায়েনাত

মুহাম্মদ তো এলেন হেথা খোদারই নুর হয়ে
নিখিল ধরায় এলেন তিনি নিশীথের চাঁদ হয়ে।

# বিশ্বনিয়ন্তা প্রভুর প্রিয় রাসুল সা.

ঠোঁটে তাঁর মুচকি হাসি, চেহারাতে দীপ্তি আর চাহনিতে স্নেহ ঝরছিলো
তাঁর মুখনিসৃত মিষ্টিময় শব্দমালাতে সৃষ্টিকুল ব্যাকুল ছিলো।

সকল তাঁহার চলন-বলন, রীতি-নীতি কথন-শ্রবণ সাধনা আর সাহচর্য
সবই যেন শত্রুদের অন্তর নিতো কেড়ে, আর মনটি ভালোবাসায় ভরে দিচ্ছিলো।

বাতিল খোদার প্রেমিক যারা এতদিন, আর স্রষ্টাতে ছিলো অজ্ঞ
দেখাবেন কীভাবে সত্যপথ, তাঁর মনে সদা সে চিন্তাই বিরাজ করছিলো।

যে গর্দান ছিলো বক্র, অন্তর উদ্ধত, অহংকার গোমরাহীতে ছিলো নিমজ্জিত
তাকেই তিনি করলেন অনুগত প্রভুর প্রতি, যদিও সে তখন দ্বিধা করছিলো।

প্রীতি আর ভালোবাসা, সততা-ন্যায়নীতি আর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত তাঁর চরিত্র
শব্দমালা নহে, যেনো মুক্তা ঝরতো তাঁর মুখে, আর বিজলীসম চমক ঝরছিলো।

তাঁর দেহ-নিসৃত ঘর্ম ছিলো সুগন্ধিময়, শ্রেষ্ঠ আতরের চেয়েও খুশবুদার
দীর্ঘক্ষণ ধরে সুগন্ধি ছড়াতো, যে পথ দিয়ে, তাঁর গমনাগমন ছিলো।

স্বভাবে তাঁর লুক্কায়িত দয়ার এক সমুদ্র, "নিখিলের করুণা" হলো উপাধি তাঁর
বিপদে পতিত কাউকে দেখতেন যখন তিনি, মনটি তাঁর বিষণ্ন–ব্যাকুল ছিলো।

হে প্রভু! তোমার দয়াতে যেন *ফজল* পায় একটি কাত্‌রা সে সমুদ্র হতে,
তাতেই হবে আলোকিত তাঁর দু'জাহান, এ আকাঙ্ক্ষাই অন্তরে বাসা বাঁধছিলো।

## নাতে রাসুল সা.

(এই নাতে নবীজির চরিত্রমাধুরী ও মুজিজা বর্ণিত হয়েছে)

ব্যাকুল মনের শান্তি তুমি, আশিক কুলের আরাম তুমি,
সৃষ্টিকর্তার বন্ধু তুমি, সৃষ্টিকুলের পরান তুমি।

তুমি বিনে হতো না কভু দ্যুলোক-ভূলোক সৃষ্টি কিছুই
উভয়কুলের লক্ষ্য তুমি, বিশ্বলোকের কারণ তুমি।

লওহ কলমের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলে তুমি অবাক কিসের?
ইশারাতে দুভাগ হলো পূর্ণিমা চাঁদ, নবী তুমি।

চলন-বলন, সব আচরণ, সবই তোমার হৃদয়কাড়া
হাস্যরত পুষ্প তুমি, দু'জাহানের কারণ তুমি।

আহমদ নামের কেতন তোমার, পাপীকুলের 'শাফী' তুমি
মহান-চরিত ভূষণ তোমার, সবার প্রতি দয়াল তুমি।

রোজ হাশরের কঠিন দিনে হবে না কেউ কারো যখন
উম্মতিদের আশ্রয়দানে শামিয়ানার ছায়া তুমি।

বিশ্ববাসী হাঁপাচ্ছিলো রাজতন্ত্রের নিপীড়নে
দিলে তুমি ইনসাফ-নীতি, সবার প্রিয় মানুষ তুমি।

বান্দাকে তার আসল খোদার তুমিই দিলে পরিচিতি
প্রেমিককুলের প্রিয় তুমি সাধককুলের প্রদীপ তুমি।

থাকুক তোমার গম্বুজের ওই ফল্গুধারা সদা জারি
চুনতির এ মাদ্রাসা এবং ফজলেরই শক্তি তুমি।

সৃষ্টিকুলশিরোমণী নবী সা.-এর কাছে

## নিবেদন

(১৯৬৪ সালে ১১ এপ্রিল তারিখে রচিত)

পারদের মতই আমি হারিয়েছি হায়, হৃদয়ের প্রশান্তি
বিরহ-অনলে দগ্ধ আমি, বিরহ ব্যথায় ভুগছি অশান্তি।

হে পাপীষ্ঠদের ভরসা! হে প্রেমিকদের প্রশান্তি!
শয়নে-স্বপনে, দিবানিশি সর্বক্ষণে তোমাকে ভেবে পাই শান্তি।

সুযোগ শুধু একবার হয়েছিলো তোমার দরবার দেখিবার
তোমার যে সান্নিধ্য বিরহেই মনটি আমার বিচলিত, হাহাকার।

আবার কখনও যদি পূর্ণ হয় বাসনা হে মোর অধিপতি!
বিজলীর মতো হাসবো আমি, ঝরাবো অশ্রু অতি।

আপন মনের দুঃখ-গাঁথা পাঠ করে বাড়াবো বিরহের জ্বালা
বিরহের গান গাহিবো আমি ধার করে বুলবুলের গলা।

চেহারাতে মোর মেখে নেবো যদি পাই রওযার কিছু মাটি
অতঃপর সযত্নে রেখে দেবো তা পবিত্র সুরমারূপে খাঁটি।

কখনও মাখিবো সিনায়, কখনও মাথাতে করিবো ধারণ
কখনও বুকেতে রেখে খুঁজে বেড়াবো অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্ত মন।

প্রাণসখা হে! আমার এ প্রাণ উৎসর্গিত হোক তোমারই তরে
বারে বারে এসে চুমো দেবো আমি, শুঁকবো মাটি তোমার দরবারে।

হায়! আমাকে তোমা হতে রেখেছে দূরে নিয়তির পরিহাস!
সে দুখে মন আজ করে আহাজারি, করে হাহাকার।

দু'জাহানের বাদশাহ ওহে! কোথায় তুমি, কোথায় আমি নালায়েক অধম?
তোমারে প্রেমে মুখরিত হবো? লাজে মরি, শরমিন্দা হরদম।

নিখিলের করুণা নিধি। দয়াতে তোমার মনুরাজি আজ সিক্ত প্রাণ
তোমারই কৃপা-ভরসায় হয়েছি আমি দুঃসাহসী এক পাহলোয়ান।

নিপীড়িত দুঃস্থ মানবের হে আশ্রয় দাতা, হে সমব্যথী!
মহত্ত্বের অধিকারী তুমি, তুমি যে চরিত্রবান অতি।

দয়া করো তুমি এ ফজলের পরে ডুবন্ত সে তো পাপের সাগরে
অতিশয় লজ্জিত আমি, মাথা হেঁট আমার, কৃত গুনাহের তরে।

পাপীদের সহায় হে অনন্য নবী! শেষ বিচারের দিনে
নাহি গো আমার কোনই ভরসা শুধু তোমাকে বিনে।

সাবাস হে ফজল! তুমি সুখবর নাও, দুশ্চিন্তায় পড়ো না ভারী
আমার খোদা যে বড়ই ক্ষমাশীল, রাসুল আমার সুপারিশকরী।

নিরাশ তুমি হয়ো না কভু, আশা বন্ধু রাখো সদা
নৈরাশ্য যে কুফরের নামান্তর, এ তো তোমারই জানা কথা।

নৈরাশ্যের পথে বাড়িওনা পা, আশাবাদের বহু যুক্তি আছে জানি
"নিরাশ হয়ো না" এই যে ঘোষণা, তাহা তো খোদ খোদারই বাণী।

সর্বশেষ নবী আল্লাহর রাসুল
## মুহাম্মদ সা. স্মরণে নাত

রসুলে খোদার মর্যাদা ছিলো সুমহান অনন্য
রসুলরূপে তিনিই ছিলেন বিশ্ববাসীর বরেণ্য।

মোদের তরে আশার বাণী এই যে এলো সুসংবাদ
রোজ হাশরে সুপারিশ তাঁর হবে নাকি অগ্রগণ্য।

খোদায়ী রাজের প্রচলন, করেন তিনি বাস্তবায়ন
সম্মান আর মর্যাদা তাঁর, শানই বুঝি অসামান্য।

বাহুবলে চেয়েছে দমাতে ইসলামেরই শত্রু যারা
মুসলমানদের শক্তি-সাহস তবু ছিলো অদম্য।

খোদার প্রতি ভরসা তাদের ছিলো দেখি অতুলনীয়
অটল ছিলো মনের বল, সাহস ছিলো অনন্য।

দৃঢ় তাঁদের কদম ছিলো, নজীরবিহীন, তুলনাহীন
সমরকালে বীর সেনারা উজাড় করে অরণ্য।

আরবজাতি পাল্টে দিলো এ দুনিয়ার ইতিহাস
আজব তাদের প্রশিক্ষণ, আর নবী হলেন অনন্য।

দয়া-মায়ায় বিরল ছিলেন হর-হামেশা, হারকদম
মানবতায় অতুল ছিলেন, স্নেহ তাঁহার বরেণ্য।

কচি-কাঁচার প্রতি তাঁহার আচার ছিলো অতুল্য
অতুল ছিলো স্বভাব তাঁহার চরিত ছিলো অনন্য।

সৃষ্টিকুলের প্রতি তিনি ছিলেন অনেক মেহেরবান
কোমলতায় ছিলেন অতুল, ইনসাফ তাঁর অসামান্য।

পরার্থপর ছিলেন তিনি পরের তরে সব বিলাতেন
বদান্যতার পাহাড় ছিলেন দয়া-মায়ায় বরেণ্য।

মার্জনা আর ক্ষমার গুণে নেই কেহ তাঁর জুড়ি
সাহাবীদের প্রতি তাঁহার সখ্য ছিলো অনন্য।

সহজ পথে আমল করার নীতি ছিলো বিবেচ্য,
উম্মাহ্, যাতে কষ্ট না পায় তাই যে ছিলো অগ্রগণ্য।

নবীজীর উছীলা আর ফজলে খোদার মেহেরবাণী,
চুনতির, এ মাদ্রাসাটির অবস্থান হলো অনন্য।

নযীরী এ কাননে যেন সদা থাকে বসন্ত,
শিক্ষা এবং দীক্ষা দানে অসাধারণ অসামান্য।

## জনৈক কবির (নাত)

হে ফুল, তোমাতে মুগ্ধ আমি, তোমার পাপড়িতে কার ঘ্রাণ
তোমার আকাশচুম্বী সৌষ্ঠবে, গরব আমার, বলো এ কার দান ?

## একই ছন্দে ফজলের কবিতা

সে তো কঠিন দিন, যেদিন হবে না কো হায়, কেউ কারো
তুমিই সেদিন শুধু, হবে সহায়, আমাদের তরে সহজতরো।

তুমি তো সে পুরুষ, যাঁর চরিত্রমাধুরীতে মুখরিত যতো গান
তুমি যে এই পৃথিবীর আলো, তুমি যে আলো ওই আকাশেরও।

## অন্য ছন্দে

ওহে তোমার প্রেমের টানে পাগলপারা বিশ্ববাসী
ওহে তোমার রূপের ছোঁয়ায় মনমাতানো রবি-শশী।

তুমি হলে করুণা-নিধি, নিখাদ তোমার মমতা
তুমি হলে রূপের আধার, দৃঢ় তোমার সংকল্পতা।

তোমারি এ মোহন চরিত প্রিয় বটে সৃষ্টিকুলে
তোমার ঘ্রাণে পুষ্পরাজি মনমাতানো বিশ্বলোকে।

ওহে যাঁহার প্রেমের টানে মাতোয়ারা সারাক্ষণে
ওহে যাঁহার আসক্তিতে বিভোর হয়ে ঘুরছি বনে।

## নাত

(অন্য কবির রচনা থেকে)

হৃদয়ে কী রেখেছো এখন হযরতের প্রেম ছাড়া ?
সকল রূপই উড়ে গেলো; হাকিকতের রূপ ছাড়া!

যে আরশিতে এই পৃথিবী দেখলো পরম সত্যকে
কোত্থেকে কী আনিবে কে? তোমার প্রতিচ্ছবি ছাড়া!

দু'জাহানের বাদশা নবীর দেউড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে
প্রেমিক হৃদয় পায়নি কিছুই একবুক আক্ষেপ ছাড়া!

তাওহিদের রোশনি-ভোলা হতভাগা পতঙ্গদের
মিললো না কোনোকিছুই রিসালতের বাতি ছাড়া!

## নাত (আমার লেখা)

শান্তি বিধান করতে হেথা বহু ফিকির করলো তারা
পেলো না কেউ পথের দিশা আল-কুরানের বিধান ছাড়া।

সৃষ্টিকুলের মহা সভায় চললো যখন কারণ খোঁজা
মিললো নাতো কোনই কারণ মহানবীর সৃষ্টি ছাড়া।

রোজহাশরে বনী আদম খুঁজবে যখন সুপারিশ
থাকবে না কেউ এই দিবসে সুপারিশের নবী ছাড়া।

এই ধরাতে শাসনরীতি কেমন হবে খুঁজছে সবে
রীতি-নীতি নাই তো কোথাও সীরাতেই পন্থা ছাড়া।

পণ্ডিতেরা খুঁজছে অনেক মুক্তির দিশা আছে কোথায়?
শেষ অবধি বুঝলো সবাই কিছুই নাহি সিরাত ছাড়া।

দু'জাহানে চাইবে যারা সফলতার পরশ পেতে
সফলতা নেই কোথাও পরশমনি কুরআন ছাড়া।

# পৃথিবীর প্রেমাস্পদ সা. স্মরণে নাত

কার কল্পনা প্রতিটি হৃদয়ে, জীবনের পাথেয় বুঝি?
মন-মস্তিষ্কে শিরা-উপশিরায় সদা দৃশ্যমান আজি।

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য যে তিনি, এ কেমন প্রেমের খেলা?
সৃষ্টিকুলের প্রতিটি কণায় তাঁহারই নিদর্শন মেলা।

ভূলোকে মুহাম্মদ জগৎপ্রিয়, দ্যুলোকে আহমদ মহা বরণীয়
তারার মেলাতে কি বা সৌরজগতে, তিনিই তো শুধু স্মরণীয়।

যতসব নীতিমালা আর সাম্যের বিধান শুধু তাঁহারই অবদান
এই বিশ্বলোকে খোদার বান্দারা গাইছে তাঁরই জয়গান।

এই যে জ্যোতি খেলা, রূপের ছটা, সংকল্পের দৃঢ়তা আর অব্যর্থ কৃপাণ
তাঁরই দেয়া ন্যায়নীতির প্রতি সকলের রয়েছে সুদৃঢ় ঈমান।

ক্ষমা, বদান্যতা আর চরিত্র গুণে সকলেই তাঁহার প্রশংসারত,
তাঁহারই প্রেমের টানে বিমোহিত দেখি প্রাণের দুশমন কত।

আফসোস হায়! '***ফজল***' তোমার যতই মুসলিম তারাই যে বিষণ্ন,
কুরআনের শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে তারাই হল ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন।

## সৃষ্টিকুলশিরোমণির কাছে প্রত্যাশা

*(মুসলমানদের পতন ও চারিত্রিক অধপতনের কথা
তুলে ধরে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে রচিত)*

হে অধিপথি সবুজ গম্বুজের! হে বাদশাহ কমলিওয়ালা!
হে ইয়াসরিবের বাসিন্দা! হে বিশ্বাস করণেওয়ালা!

মোরা ফিতনার এই যুগে, লোভ লালসায় আড়ষ্ট
এ বিশ্বের রং-রূপ আর গন্ধে সবাই দেখি নিবিষ্ট।

অলসতা, বিলাসিতার নেশা আর নৈতিক অধঃপতনে
কর্ম হতে বিমুখ আমরা, ব্যস্ত সদা বাজে কথনে।

অনুভূতিহীন মৃতপ্রাণ আর বেহুঁশ- বেখবর মোরা,
আমরা যে হায় বাপদাদাদের এহেন বর্ণ-চোরা।

হে পৃথিবীর প্রিয়তম! তাকাবেন কী মোদের পানে?
অনুসারী মোরা তব, বাঁচি তোমার স্নেহের টানে।

তাওহীদেরি যে তরঙ্গ খেলছে মোদের সীনার ভেতর
নির্ভিকতায় খালিদতুল্য, বিরাগ বাদে আবু যর।

দ্বীনের কেতন করবো উঁচু, আর বাড়াবো দেশের মান
সদা যেন বৃদ্ধি করি স্বজাতিরই সম্মান।

নব প্রতিষ্ঠিত এ বাংলাদেশের আমরা হলাম নবজাতক
দেশের মান আর মর্যাদা বাড়াতে ভূমিকা হোক চূড়ান্ত শেষতক।

আপনার উছীলাতে মিনতি এই করছি এখন
আল্লাহর অনুগ্রহ যেন মোদের থাকে সারাক্ষণ।

# মেরাজুন্নবী সা. স্মরণে

(সৃষ্টিকুলশিরোমণি সা. এর প্রতি)

সালাম হে দু'জাহানের রহমত! তুমি যে বিশ্বের প্রাণ,
সৃষ্টিলোকের কারণ তুমি, বিশ্বলোকের শ্রেষ্ঠ-মহান।

সালাম হে সৃষ্টির লক্ষ্য, সবুজ গম্বুজের অধিপতি!
দু'জাহানের লক্ষ্য তুমি, মানব-দানবের নেতা নৃপতি।

লওহকলমের কেন্দ্রে তোমার আনাগোনা আজব নয়
ইঙ্গিতে যার চন্দ্রে ফাটল, তা কি মু'জিযা না হয়?

তিমিরাচ্ছন্ন এ ধরাটি করলে তুমি আলোকিত
তুমিই তো সেই পূর্ণিমা চাঁদ, রবি আলোক উদ্ভাসিত।

মানবমনে জাগালে প্রেম সন্দেহ নেই তাতে
প্রেমিককুলের প্রদীপ তুমি, আরেফকুলের সাথে।

মহান রবের প্রিয়তম, মোস্তফা যাঁর নাম
মহাপ্রভুর বিবেচনায় উচ্চ তোমার মান।

মি'রাজ রাতে উর্ধ্বলোকে যাত্রা অসীম পানে
মেহমানরূপে ডাকা হলো খোদার আয়োজনে।

সিনাই বুকের ঘোষণা শুনি: "দেখবে না কেউ মোরে",
মেরাজ রাতে খোদাই বলেন: "দেখা দিলাম তোরে।"

জিবরীল এলেন সাথে নিয়ে 'বোরাক' বিজলী গতি,
বরিতে তোমায় সবাই প্রস্তুত, তুমি প্রিয়তম অতি।

যুক্তি বলে: মাটির দেহ কী ঊর্ধ্বলোকে উঠতে পারে?
পলকেই তুমি পৌঁছলে গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে।

অসম্ভবের গোলক ধাঁধায় ফাসলো যারা তাদের ছাড়ো
এদেরি সম্বিৎ ফেরাতে তোমার মুজিযা অনেক বড়ো।

যুক্তিবাদের দুর্গে দেখি মি'রাজ ঘটালো এক প্রকম্পন
চিন্তার জগতে দেখালে তুমি এক অমোঘ সত্য চিরন্তন।

চলো মোরা চেয়ে নেই ক্ষমা, এবং *ফজল* খোদার
এই মজলিশে বসে রয়েছেন জ্ঞানী আর প্রিয়জন তোমার।

# সৃষ্টিকুলশিরোমণির কাছে প্রত্যাশা

(মুসলিম উম্মাহর অধপতনের বর্ণনা)

ওহে সবুজ গম্বুজের অধিপতি! ওহে কম্বলধারী সম্রাট!
ওহে ইয়াসরিবের অধিবাসী! যার মেহেরবাণী বিরাট।

লোভ লালসাতে বিভোর হয়ে আজ উম্মত তোমার
প্রতারণার মরিচিকায় মত্ত, যত রূপ এবং দুনিয়ার।

চরিত্রে অধঃপতিত, অনুভূতিহীন মন-মস্তিষ্ক
কাজে-কর্মে অলস তারা, ফাঁকা বুলিতে সিদ্ধ হস্ত।

দুষ্কর্মের কুফল এখন ঘুরছে তারা মাথায় নিয়ে
সংকটের ঘনঘটা ছাড়বে তাদের জানটি লয়ে।

মন্দ কাজের কুফল এবং ভালো কাজের দেখবে সুফল
পরম্পরায় বুকে পাবে, যাইবে না কুচ বিফল।

সবদিকে আজ মন্দ কপাল বাঁচার নাহি উপায়
দুর্ভাগাদের আশ্রয়দাতা অসহায়ের সহায়।

সুপারিশের অধিকারটি পাবে তুমিই শুধু
তুমি বিনে সুপারিশের নেই 'ইজাযত' আদৌ।

ওহে দয়াল একবার কি তাকাবে না আমাদের পরে?
আমরা এখন বিপদঘেরা, করুণা করতো মোদের তরে।

আয়-রোযগারে দৈন্য-দশা, রোগ-শোকেতে বিপন্ন,
নানাবিধ দুঃশ্চিন্তায় সবাই মোরা বিষণ্ন।

ওহে প্রভু! সংকোচিত অভাবগ্রস্ত মোদের জীবনধারা
আশা, নবীর উছিলাতেই মুক্তি পাবো মোরা।

অশান্তির দাবানলে জ্বলছি মোরা অহর্নিশি
ঢেউ খেলছে মুছিবতের হর-হামেশা, দিবানিশি।

প্রভু মোদের! ক্ষমা করো ছাড়াও মোদের দশা
রহম করো নবীর তরে, এই তো মোদের আশা।

হে প্রভু মোদের! দয়া করো ওই লোকদের পরে
দিচ্ছে যারা অকাতরে এই প্রতিষ্ঠান তরে।

ওহে প্রভু! থাকে যেন অব্যাহত এ মাদ্রাসার উন্নয়ন
শিক্ষার্থীরাও দেখে যেন সফলতার বিকিরণ।

শুভার্থী যারা এ প্রতিষ্ঠানের ফজল করো তাদের প্রতি
কাজে এবং কায়-কারবারে সাফল্য দাও তাদের অতি।

## সিরাতুন্নবী সা. মাহফিল উপলক্ষে নাতে রাসুল (১৯৭৫ইং)

*(এ নাতে রাসুল সা.-এর উৎকৃষ্ট চরিত্রের বিভিন্ন দিক ও সিরাতুন্নবী সা. মাহফিলের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণিত হয়েছে)*

'আযল' ক্ষণের বাহার দেখি আলো ছড়ায় বিশ্বজোড়া
মারিফাতের পথিকেরা সৌভাগ্য দেখে দিশেহারা।

স্বর্গবাগের বুলবুলিরা কিচিরমিচির করছে যারা
প্রশংসাতে মাতোয়ারা, শোকর করে খুশি তারা।

সীরাতেরই আরশি দিয়ে শেষনবীজীর শানটি দেখো
মনকাড়া এক পদ্ধতিতে দীন বাঁচাবার চেষ্টা দেখো।

শেষ নবীজীর মু'জিযা তো বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান
কুরআনেরি ঝলক দেখি সবখানেতে দৃশ্যমান।

এ সীরাতেই শরীআত, এতে আছে তরীকত আরো আছে হাকীকত
আসল কথা হতেই আছে আল-কুরআনের আঁকা পথ।

আল কুরআনের প্রতিচ্ছবি আল কুরআনের দর্শন
আল কুরআনের হিকমাহ জানি আল কুরআনের প্রশিক্ষণ।

সিরাত হলো মানবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ
মডেল মানব তারাই হবে যারা করে অনুসরণ।

এ সিরাতই বিশ্ববুকে ন্যায় ইনসাফের মূলনীতি
এ সিরাতই জীবনপথের পাথেয় এবং সুকীর্তি।

খোদ খোদা তাঁর হাবীবেরি ভালবাসায় নিমজ্জমান
এ মাহফিলের প্রতিষ্ঠাতা শাহ হাফেজ এক মহৎপ্রাণ।

প্রভু ওহে! শাহকে করো দীর্ঘজীবী, সুস্থ-সবল
সিরাত মাহফিল থাকুক খোদা বিশ্ববুকে সদা সচল।

বিদ'আত হতে মুক্ত থাকাই এ মাহফিলের বিশিষ্টতা
ফিৎনা হতে মুক্ত রাখুন, বজায় রাখুন সার্থকতা।

মুসলমানদের অন্তরে হোক তোমার প্রতি ভালোবাসা
নবীজীরই পদাঙ্কে হোক সকল মানুষ অনুস্রোতা।

উম্মতিদের অন্তর হোক ভালোবাসার ঢেউ-উতলা
খোদাপ্রেমের শরাব দিয়ে তারা যেন হয় মাতলা।

***ফজলেরই*** আর্জি খোদা কবুল করো মেহেরবান
অথৈ দয়ার সাগর তুমি করুণানিধি রহমান।

আমি পাপী, অধম বেড়াই পাপের বোঝা বয়ে
'লা-তাকনাতুর' ঘোষণা তোমার বাঁচায় আশা লয়ে।

এ মাহফিলে আসলো যারা রহম করো তাদের পরে
এবং যারা সহযোগী দয়া করো তাদের তরে।

## মেরাজুন্নবী সা. মাহফিল উপলক্ষে রচিত

*(রাসুল সা.-এর বিবিধ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে এই নাতে)*

শোকর করি কোন্ ভাষাতে, অশেষ তোমার মেহেরবানি
সসীম আমার প্রকাশভঙ্গী, অসীম তোমার করুণা জানি।

নাত আমি কেমনে রচি নবীকুলের ইমানের
'ত্বা-হা' এবং 'য়াসীন' লকব তব কুরআনেরি।

মি'রাজ রাতের মর্যাদা আর মাহাত্ম্য আজ কেমনে বলি
অসীম অশেষ বরকতময় এ রজনীর গুণাবলি।

মিরাজ রাতের ফল্গুধারায় প্লাবিত সব মুমিন হৃদয়
সাগরসম তরঙ্গমালা ঈমানী জযবাতে হয়েছে উদয়।

মিরাজ রাতে জীবন্ত সব হৃদয় থাকে বিশেষ 'হালে'
আন্দোলিত উজ্জীবিত সবই প্রভুর নুরের তালে।

মুমিন লোকের দৃষ্টিসীমা ভূলোক থেকে আরশ পরে
হৃদয় থাকে নিবেদিত মহাপ্রভুর মর্ম-ভাণ্ডারে।

নবী যখন হলেন শায়িত সবুজ গুম্বজ তলে
পড়লো সাড়া ঊর্ধ্বাকাশে 'আহলান ওয়া সাহলান' বলে।

নবী চলেন আরশ পানে খোদাতালার আহ্বানে
চর্মচক্ষে দেখা দিলেন চূড়ান্ত নৈকট্যে টেনে।

হিজরতেরি আগের বছর ঘটেছিলো এ মি'রাজ
ধরার বুকে নিলেন প্রস্তুতি ঘটাতে খোদাঈ রাজ।

ছিলেন নবী খোদাঈ রাজের মন্ত্রীপ্রধান জানি
দিলেন হাজিরা দুনিয়াবী রীতির বিধান মানি।

সেথায় পেলেন চূড়ান্ত এক দুনিয়ার শাসন-নীতি
হিজরত পরে করলেন কায়েম খোদারই রাজনীতি।

প্রভু হে! কবুল করো এই পংক্তিমালা তোমার ***ফজল*** দিয়ে
করো ক্ষমা এর বরকতে, তোমারই রহম দিয়ে।

মেরাজুন্নবী সা. মাহফিল আগমন উপলক্ষে

## আরো একটি নাত (১৯৭৫ইং)

*(এতে মুসলিম উম্মাহকে নববী আদর্শ ও কুরআন মতে জীবনগড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে)*

হে মুসলিম তুমি নিষ্কলুষ মুসলিম হয়ে যাও
আহমদ মুখতারের সীরাতের তরে উৎসর্গিত হয়ে যাও।

দু'জাহানের সফলতা যা নাকি তোমার লক্ষ্য
হে প্রিয়জন আমার! তুমি 'শাহে লওলাক' এর অনুসারী হয়ে যাও।

মরু-দুলালের মহা মর্যাদা দেখে নাও এই মি'রাজেতে
ভক্তির আতিশয্যে তুমি সালমান সদৃশ হয়ে যাও।

সীরাতের আরশিতে দেখো তুমি আল-কুরআনের রহস্য
আমলের প্রতিভূ হও আর মুসলিম ব্যক্তিত্ব হয়ে যাও।

আল-কুরআন সে তো রবিতুল্য, এর উদ্‌যাপন হলো নবীর সিরাত
একে করো সমুজ্জল, আর তিমিরের প্রদীপ হয়ে যাও।

ইহ-পরলোকের সম্রাট, তাঁর সিরাতকে জনপ্রিয় করে তুমি
চেতনাহীনতার এ ক্রান্তিলগ্নে হিদায়তের পাথেয় হয়ে যাও।

আল-কুরআন, যা নাকি অনন্ত জীবনের এক মহা আহ্বান
অলসতা ছেড়ে তুমি আল-কুরআনের পতাকাবাহী হয়ে যাও।

সবুজ গম্বুজতলে শায়িত যিনি, তাঁর অনুরক্ত হও তুমি
মারিফাতের পতাকাতলে তুমি আগোয়ান হয়ে যাও।

নবীজীকে যেজন করলো অস্বীকার সে তো অন্ধ-নির্বোধ শুধু
ছাড়ো তাকে তারই অবস্থানে, আর তুমি ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাও।

প্রভু হে! শাহে চুনতির এ চমৎকার মাহফিল যেন
চালু থাকে সদা, আর তুমি এর রক্ষক হয়ে যাও।

প্রভু হে! শাহে চুনতির জীবনকালের তুমি দাও বহু বিস্তৃতি
হে মুসলমান! প্রত্যেকে অন্তর থেকে প্রার্থনাকারী হয়ে যাও।

হে খোদা! তুমি *ফজল* করো, আর করো কবুল এ প্রার্থনা
এ ক্রান্তিকালে তুমি মুসলিম জাতির মহারক্ষক হয়ে যাও।

## শেষনবী সা.-এর বংশীয় মর্যাদা

বংশ তাঁহার আদম হতে এলো পীঠে খলীলুল্লাহর
তথা হতে এ রত্নটি পৃষ্ঠদেশে হাবীহুল্লাহর।

সম্ভ্রান্ত এ বংশধারা পৌঁছলো শেষে আব্দুল্লাহ্‌তে
সৌভাগ্যবান এ রত্নতে শোণিত দুই যবীহুল্লাহর।

অভিনব এ সৃষ্টিটি গণ্য হলেন মানবকুলে
খোদা তাঁকে করেন খরীদ দু'বার করে ধরাতলে।

## বিশ্বনেতা সা.-এর সিরাত

মহানবীর সিরাত হলো সৎ পথিকের প্রদীপ বাতি
নাজাতপথের কেতনবাহী, বিশ্বাসীদের পথের সাথী।

এই যে সিরাত মিলবে তাতে সত্যপথের ঠিকানা
সিরাত থেকে মিলবে তোমায় উচ্চমানের আস্তানা।

উত্থান কিংবা পতন বলুন, সীরাতেরই কল্যাণে
আল্লাহ রবে মুখরিত স্থান-পাত্র সবখানে।

এ সীরাতেই চালু হলো, যিকির রীতি খোদার নামে
সিরাত যখন ছাড়া হবে কেয়ামত হবে ধরাধামে।

সিরাত যদ্দিন থাকবে চালু যিকির থাকবে বাকী তাঁহার
প্রলয় মতে বাঁচবে ধরা সন্দেহাতীত ঘোষণা খোদার।

আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকালোকে যাহা আছে
সবই সৃষ্টি তাঁহার ভরে, কৃতার্থ সব তাঁরই কাছে।

সিরাতেরি ফয়েজ বিনে সবাই শুধু বেচারা
মানব কিংবা দানব এবং নভোমণ্ডল-বসুন্ধরা।

এই যে আকাশ সীরাতের, তারকা তার জীলানী,
চার আকাশের সূর্য যেন তাঁরই কাছে স্থান জানি।

সিরাতের নকশা যখন যাবে মুছে দেখতে পাবে
না আমি আর তুমি রবে, এ ধরাটি ধ্বসে যাবে।

এ সিরাতের গুল বাগিচায় লাখে ফুলের বাহার দেখো
তাঁর অস্তিত্বে আলোকিত সুরভিতের সমাহার দেখো।

আকাশেতে তারার মেলা সূর্য এবং চন্দ্ররাশি
আহমদ হলে সৃষ্টিকুলের অনুরাজির আলোকরশ্মি।

সাহাবা, তাবেঈন আর অনুসারীদের প্রতি দাও নেত্র
এরাই হলেন জ্ঞানাকাশের উজ্জ্বল সব নক্ষত্র।

তাকাও তুমি সিরাত লিখক, আর সুন্নাহ রাবীদের প্রতি
জ্ঞান গরিমার এরাই ইমাম, সুন্নত রক্ষায় দৃঢ়মতি।

বু হানীফা, আহমদ মালিক আর শাফিঈ সকল ঈমাম
সিরাতবাগের ফুলকলিরা, জেসমীন তথা পুষ্প তামাম।

বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, আর তিরমিযী– সব ইমামগণ,
আর নাসাঈ, বিন মাজাহ প্রমূখ সিরাতপথের যাত্রী সারাক্ষণ।

বায়েজিদ, আল-রাযী, রুমী, জুনাইদ আর বখতিয়ার,
মুঈনউদ্দীন আর নিজামুদ্দীন, প্রেমিক দলের ঘোড়সওয়ার।

শামস তাবরীযী, আব্দুল বারী এবং হামেদ আজমগড়ী
শাহ নজীর, সালাম আরাকানী এরাই এ মাহফিল প্রতিষ্ঠাকারী।

মা'রিফাতের মহাসাগরে এরাই হলেন অমূল্য রতন
এরাই হলেন সিরাতবাগের প্রস্ফুটিত সুশোভিত কানন।

এ যামানায় সীরাতের উত্থান ইসলামের এক মু'জিযা
এর পেছনে অবদান যাঁর তিনি এক শাহ প্রথিতযশা।

চুনতি শাহের অন্তর যেনো তরঙ্গায়িত এক মহাসাগর
'লওলাক' এর ভালোবাসায় নিবেদিত এক প্রেমিক অনন্তর।

নবীকুলশিরোমণী সা.-এর

## জীবনচরিত

সৃষ্টিসেরার সিরাত জানি আল-কুরআনের রূপায়ন
সিরাত হলো মহান চরিত আল ফুরকানের সত্যায়ন।

তাওরাতের নবী মুসা দিলেন বার্তা যার আগমন
তাঁর বিষয়ে সংবাদ দিয়ে করলেন ঈসা ঊর্ধ্বারোহন।

জন্ম দিলো নবীর সিরাত খালেদ-তারেক-মুসা দেরে
হাবশী বেলাল প্রাপ্ত হলেন মর্যাদা বেশ উঁচু দরে।

এই সিরাত সাজাবে তোমায় মহান চরিত-মানবতায়
যুক্ত তোমায় করবে সিরাত ভ্রাতৃত্বের গূঢ়কথায়।

সিরাত তোমায় মুক্তি দেবে লাঞ্ছনা-গহ্বর হতে
এই সিরাত বাঁচাবে তোমায় বিধ্বংসের শংকা হতে।

এই সিরাত বাঁচাবে তোমায় জাহান্নামের অনল থেকে
ফেরাবে তোমায় এই সিরাত দুনিয়াদারীর কহর থেকে।

এই সিরাত উদিত করবে সৌভাগ্যের ঊষালগন
করবে বারণ এই সিরাত দুর্ভাগ্যের পদচারণ।

এ টাকশালেই নির্মিত সব কুতুব আব্দাল আওতাদেরাই
এ পথেরই পথিক নোমান, শাফিঈ, আহমদ আর মালিকেরাই।

সিরাত হলো শরীআত ও তরীকত, সরল পথ আধ্যাত্মিকতার
এ সিরাতই সবক দিল পূর্ণাঙ্গ এক মানবতার।

এ সিরাতকে ধারণ যদি কর তোমার জীবন পথে
সাফল্য তোমায় হাতছানি দেবে বাস্তবতার হাকীকতে।

প্রভু! তাওফীক দাও মোদের আমলের তোমার বিশেষ কুদরতে
হই যেন মুমিন খাঁটি মানবসেবা আর চরিতে।

প্রভু! যার কল্যাণে সৃষ্ট তোমার এসব সৃষ্টি কারখানা
মাথার পরে এ আকাশ যেন সবুজ গম্বুজ শামিয়ানা।

যার কল্যাণে সজ্জিত আকাশ কোটি তারকা নিয়ে
মর্যাদা তাঁর কত বিশাল, যদিও সৃষ্টি মৃত্তিকা দিয়ে।

এ মাহফিল হতে দরূদ সালাম পৌঁছুক নবীর পাকদরবারে
সিরাত মাহফিলের হাদিয়া পৌঁছুক বিবরণসহ সবিস্তারে।

## মেরাজধন্য নবীর প্রতি!

ওহে মিরাজধন্য! তুমি হলে সেই আলোকবর্তিকা
তোমাতেই আলোকিত পুরো মহাকাশ আর মৃত্তিকা।

অন্তর যাকে নিয়ে জীবন্ত সে আশাবাদ হলে তুমি
যে ধরাতলে বাস করি তুমি হলে সে পূণ্যভূমি।

'আলাস্তু'র জবাবে শব্দহীন সীনাতে ঘটে গেলো যে বিস্ফোরণ
সে আদি জ্যোতির উজ্জ্বলতা হলো তোমারই কারণ।

এ অস্তিত্বের কানন সুশোভিত শুধু তোমারই হাতে
তুমি যে বাদশাহ দু'জাহানের সন্দেহ আছে কি তাতে?

সকল সৃষ্টির অস্তিত্বের মূলে আসল কারণ যে তুমি
সকল লক্ষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলে তুমি।

যেখানে গমনের চেষ্টাতে ভষ্ম হতো জিব্রীলের ডানা
তার গোপন রহস্য আর বাস্তবতা শুধু তোমারই জানা।

সসীম হয়েও তুমি গিয়ে পৌঁছলে অসীমের সীমানায়
ওহে নবীজি, ইসরার পথচারী গন্তব্য তোমার খোদারি আস্তানায়।

ধরাতে আর কেইবা আছে 'রাহমতুললীল আলামীন' তুমি বিনে?
যার নেই কোনো তুলনা, সে অনন্য ব্যক্তিটি কে আছে তুমি বিনে?

পদস্খলনে পতিতদেরকে থামিয়ে দিলো যার হাত,
ওহে তুমিই তো হলে ইয়াসরির আর মরু উপত্যকার সম্রাট।

অন্তরের মর্মবেদনা আর কাকে করা যায় ব্যক্ত তোমায় বিনে?
এই উম্মত তো আশ্রয়স্থলরূপে শুধু তোমাকেই চিনে।

আপনিই তো হলেন বাবা আদমের খলীফা, মুকুটধারী
আদমের বংশধারায় অনন্য রত্নের সৌভাগ্য অর্জনকারী।

যে উচ্চমর্যাদা প্রদত্ত যাহাকে অনন্তকাল ধরে,
সে তো শুধু তুমিই, সৌভাগ্য যাঁকে নিয়ে গেছে সুউচ্চ আরশ পরে।

মাহাত্ম যাহার হয়েছে ঘোষিত 'আস্‌রা-বি 'আব্দিহী' বলে
তাঁরই উচ্চ মর্যাদার সাথে কাহারও কি তুলনা চলে?

'সিদ্‌রা' পাড়ি দিয়ে এগুলেন যিনি 'লা-মাকানের' পানে
ঊর্ধ্বগামী রফরফপৃষ্ঠ উপযোগী শুধু তোমারই উপবেসনে।

সৃষ্টিকুলে তাকিয়ে দেখি, নেই তাতে কেউ সমকক্ষ তোমার
তুমি বিনে আর কারো ভাগ্যে জুটেনি 'লওলা-ক'-এর অধিকার।

অন্তর যার নবীজির ভালোবাসা শূন্য তাতে নেই খোদার প্রেম
খোদাপ্রেমের নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র তো শুধু তোমারই প্রেম।

## মেরাজ-রজনী নিয়ে রচিত

*রচনাকাল: ১৯৭৬ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯৬ হিজরি*

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অধিপতি! এই যে তোমার শান,
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত তোমার তরে, সকল অন্তর্দৃষ্টিমান।

হে মি'রাজের অতিথি! স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত তোমার শান
হে মি'রাজের অতিথি! মর্ত্যলোকে অধিষ্ঠিত তোমার মান।

পর্বতমালা, উপত্যকা, মরু-প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত তোমার মান
বিশ্বলোকের প্রতিটি কোনায় দৃশ্যমান তোমার শান।

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অধিপতি! এই যে তোমার শান
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত আবতার সকল অন্তর্দৃষ্টিমান।

মর্ত্য থেকে স্বর্গব্যাপী সফর তোমার অব্যাহত
ভূলোক থেকে দ্যুলোক পরে আনন্দে সব মুখরিত।

বেহেস্তের হুরপাড়াতে আনন্দ খুশীতে নেমেছিলো ঢল
মেহমানের তরে 'খোশ আমদেদ' রবে চারিদিকে চল চল।

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অধিপতি! এই যে তোমার শান
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত তোমার তরে, সকল অন্তর দৃষ্টিমান।

প্রতিটি অন্তদৃর্ষ্টিমানের দিলের গভীরে বিদ্যমান তোমার নাম
ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'ওয়া রাফানা লাকা যিকরাক' এর পয়গাম।

তোমার কর্ম ছিলো যতসব এতীম-মিসকীন তাদের প্রতি ইহসান
বিশ্বলোকের আনাচে-কানাচে উদ্ভাসিত তোমারই গান।

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অতিথি এই যে তোমার শান
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত তোমার তরে সকল অন্তর্দৃষ্টিমান।

আযান, আত্তাহিয়াত আর ইকামতে অন্তর্ভুক্ত তোমার নাম
ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় অবশ্যম্ভাবী তোমার নাম।

তাওহীদ আর রিসালতের প্রচারে দৃশ্যমান তোমার নাম
স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার নির্দেশ হলো তোমার শান।

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অধিপতি এই যে তোমার শান
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত তোমার তরে সকল অন্তর্দৃষ্টিমান।

প্রতিটি খেজুর বৃক্ষ, গুল্ম ও কাঁটার প্রাণ হলো তোমার নাম
আলোকোজ্জ্বল সৌরজগতের রূহ হলো তোমার নাম।

প্রতিটি বৃক্ষ তরুলতা, পাথর নুড়ির প্রাণ হলো তোমার নাম
সৃষ্টিকুলের প্রতিটি রহস্যে মানানসই শুধু তোমার নাম।

হে চূড়ান্ত রসুল, মি'রাজের অধিপতি, এই যে তোমার শান
অন্তর দিয়ে উৎসর্গিত তোমার তরে সকল অন্তর্দৃষ্টিমান।

# কামালে মোস্তফা সা.

সুউচ্চ আরশের তুমি যে মেহমান, নূরের বদন, জ্যোতির্ময় চলমান
লা-মাকানের পথে আগোয়ান, নাহি যে কেহ তোমার সমান।
হয়েছে গুণে পর্বত শির কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর এর চরিত সব দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

সকল সৃষ্টি যে তোমারি তরে, ত্বা-হা আর য়াসীন খেতাব তোমার পরে
নভোচারী তুমি ঊর্ধ্বগগন পরে, সৃষ্টির সেরা তবে খোদারই পরে।
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

উপাধি তোমার হলো 'আব্দুহু', পদবী তোমার 'ওয়া রাসূলুহু'
অবস্থান তোমার যে 'হাবীবুহু', পরানের পরান ও'য়া রাসূলুহু'
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

মি'রাজের তুমি হলে যে মেহমান, প্রভুর দর্শন লাভে ভাগ্যবান
হলো তিরোহিত 'লান্ তারানী', উভয় জগতেই সফলকাম তুমি।
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

পরার্থপরতা তোমারই রীতি, জান-প্রাণ উৎসর্গিত তোমারই প্রতি
মর্যাদা তোমার কতই না সুন্দর, বিবরণের চেয়ে অনেক ওপর।
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

সুউচ্চ আরশের তুমি যে মেহমান, নূরের বদন, জ্যোতির্ময় চলমান
লা-মাকানের পথে আগোয়ান, নাহি যে কেহ তোমার সমান।
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

সকল সৃষ্টি যে তোমারি তরে, ত্বা-হা আর য়াসীন খেতাব তোমার পরে
নভোচারী তুমি ঊর্ধ্বগমন পরে, সৃষ্টির সেরা তবে খোদারই পরে।
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

শাহ চুনতির উদ্দেশ্য সিরাতের প্রচার একমাত্র
হয় যেনো জল-স্থলে জান কুরবান তোমাতে নবী !
হয়েছে গুণে পর্বত শির, কেটেছে রূপে রাত্রি তিমির
সুন্দর তব চরিত সব, দরূদ পড়ো সে মহানবীর।

# সৃষ্টিকুলশিরোমণী সা. স্মরণে নাত

*(এ নাতে ব্যক্ত করা হয়েছে নবীপ্রেমে টইটম্বুর ভক্ত-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)*

হে নবীজি! বাসনা আমার, যেন সবুজ গম্বুজে চলি
ইয়াসরিবের মৃত্তিকা হোক সুরমা, আমি চোখে-মুখে মলি।

জালিটির পাশে দাঁড়িয়ে আমি অশ্রু বইয়ে দিমু,
মরু প্রান্তরের মুকুটধারীর ভূমিতে আমি বসাবো চুমো।

কখনও বা মদীনার অলিগলিতে ঘুরবো সেজে বড্ড পাগল
নবীজীর দরবারে হাজিরা দিয়ে শুনাবো কাহিনী সকল।

মদীনার বুকে মাটি আছড়িয়ে সন্তান সাজবো কভু
সবুজ গম্বুজের সেই দৃশ্যপানে চাহিয়া থাকিবো তবু।

ইয়াসরিবের মাটি, পানি আর বায়ুকে আমি যেন শুনাতে চাই
বুকে ধারণ করা বিচ্ছেদব্যথা শুধু বলি আর বলি।

কখনও বা ঝরাবো অশ্রু ধারা মনের ব্যথাটুকু চাপিয়া রাখি
কখনও বা মস্তান সেজে বিজলীর মতন শুধু হাসতেই থাকি।

মনের ব্যথা বেরিয়ে আসুক যেন ক্রন্দনরত বুলবুল পাখি
পুনঃপ্রস্ফুটিত ফুলের মতন শুধু খুশবো ছড়াতেই থাকি।

হে রসুল! অসহায় আমি, ভাগ্য আমার যেন অপ্রসন্ন,
আমি আশাবাদী দু'জাহানের করুণানিধির মেহের হবে সুপ্রসন্ন।

কখনো ঝুঁকে নেব আমি নাকে নিয়ে বাত্বহা ভূমির সুমিষ্ট ঘ্রান
কখনো বা সুবাসিত বায়ুর পেছনে ঘুরবো পেতে নবপ্রাণ।

আমল বিহীন দুর্বলের প্রতি যেন দয়া হয় সে আশাটুকু রয়েছে আমার
আর করি সুপারিশ, কল্যাণের পথে যেন হয় প্রাণসংহার।

দু'জাহানের করুণা, তিনি তো প্রিয়তম সে মহাপ্রভুর
আপনার পানে তাকিয়ে রয়েছি, এ আশা নিয়ে করছি সবুর।

হেথায় মহা গুণীজনের উপস্থিতিতে আমি করি তাওবা হে রসুল
***ফজলের*** এ প্রার্থনা যেন তাঁহার উসিলাতে হয়ে যায় মকবুল।

## মেরাজুন্নবী সা.-এর শানে রচিত
## (১৯৭৭ইং)

যাতে মন হয় প্রাণবন্ত, দিল্ হয় জীবন্ত সে আশাই হলে তুমিই
যে আধ্যাত্মিকতায় অন্তরগুলো আলোকিত, সে আলোই তো হলে তুমিই।

যে বিশ্ব শূন্য থেকে অস্তিত্ব করেছে লাভ, তার কারণটুকু জানা আছে কী?
সৃষ্টির সে আদি আলো 'য়াক্বীনের' সে 'ছাহেবে লাওলাক্' তো হলে তুমিই।

অস্থিত্বের এ জৌলুসপূর্ণ আসরের প্রদীপ হলো তোমার অনন্য সত্তা
দু'জাহানের পথপ্রদর্শক নেতা, অস্তিত্ব হতো না কিছুর যাকে বিনে সে তো তুমিই।

তুমিই তো সৃষ্টিকুলের সে অনন্য রত্ন, নাহি যার কোনো জুড়ি
জিব্রীলের ডানা যেথা হতো ভষ্ম, সে গন্তব্যের অভিজ্ঞ অভিযাত্রী তো হলে তুমিই।

তোমার কারণেই সকল সৃষ্টি, শুভসূচনা তো হলে তুমি
কুল মখলুকাত, সংখ্যায় যা-অষ্টাদশ সহস্র এর মূল লক্ষ্য তো হলে তুমিই।

এ মর্ত্যলোক পেরিয়ে আরশ তক যার গন্তব্য সে তো হলে তুমি
যার সেবায় নিবেদিত জিব্রীল, বোরাক আর রফরফ সে অনন্য সত্তা তো হলে তুমিই।

সসীমের গণ্ডি ছাড়িয়ে অসীমের মহান অতিথি তো হলে তুমি
সে মূর্ত আলোকবর্তিকা, পূর্ণিমা চাঁদ, ইস্‌রার অভিযাত্রী তো হলে তুমিই।

তোমার সিরাত দেখালো দিশা কোন্ পথে হওয়া যায় খোদার প্রিয়ভাজন
যিনি বিশ্বের বুকে করিলেন ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সৃষ্টির যে প্রিয়জন হলে তুমিই।

নিজেদের দুর্দশার বিবরণ শুনাবো কাকে? তুমিই তো হলে সে কাণ্ডারী
রোজহাশরের বিভীষিকায় সকলের একক আশ্রয় তো হলে তুমিই।

এ মি'রাজ মাহফিল শাহে চুনতির অসম সাহসিকতার এক অলৌকিক নিদর্শন
উম্মতের ভালোবাসার একক কেন্দ্র যিনি সে 'বাত্‌হা নৃপতি' তো হলে তুমিই।

ওহে করুণাময়! চুনতির শাহ হাফেজ হোন যেন দীর্ঘজীবি তোমার দয়াতে
আদি সৃষ্টিরূপের ভালোবাসার জাঁকজমক, খোদ সুন্দরের প্রতীক তো হলে তুমিই।

খোদার ফজলে এ মাহফিল হোক চিরস্থায়ী আলো বিচ্ছুরণকারী চর্তুদিগন্তে,
সবুজ গম্বুজের সিংহাসনে যাঁকে দেখি সমাসীন সে তো হলে তুমিই।

# রাসুল সা. এর দরবারের মর্যাদা

হুঁশিয়ার হে মুসলমান, এ যে দরবার মুহাম্মদের
সাবধান হে মুসলমান, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

সিরাতের এই মাহফিল, এ যে দরবার মুহাম্মদের
আদব-কায়দা রক্ষা করো, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

আদববিহীন এসো না কেউ পবিত্র এই জলসায়
সম্মান-সম্ভ্রমসহ এসো, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

বিশ্বাসী হৃদয়ে বসো, সিরাতের এই মাহফিলে
নিখাদ তাওবা করে এসো, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

ওয়াজ শোনো সবাই হেথা, এবং তাহা রেখো মনে
বিশুদ্ধ নিয়তে এসো, এ যে দরবার মুহাম্মদের !

প্রতিটি মনে যেনো থাকে প্রেম-সম্মান মুহাম্মদের
নিয়ে এসো ভগ্ন হৃদয়, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

নিরব হয়ে বসো হেথা, করো না কো শোরগোল
এবং হও মনোযোগী, এ যে দরবার মুহাম্মদের !

নিয়ামত মনে করো একে, এবং করো এর কদর
সবিনয়ে সঁপো হৃদয়, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

বেয়াদবি-উচ্ছৃংখল স্বভাবে নষ্ট হয় নেক আমল
ভয় ও আশা নিয়ে এসো, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

উঠে উঠে যেও না পালিয়ে, বসো সবাই শান্ত মনে
নবীপ্রেম নিয়ে এসো সবে, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

তোমাদের সাথে আছে এখানে অসংখ্য ফেরেশতা
লাজুক মনে এসো তাই, এ যে দরবার মুহাম্মদের!

## পৌঁছুক সালাম

প্রভু হে! ইয়াসরিবের মহান দরবারে
আমার সালামের অর্ঘ্যটুকু যাক পৌঁছে।

মরু বাত্‌হার রাজাধিরাজ সমীপে
সালামের এই তোহফাটুকু যাক পৌঁছে।

এই যে মাহফিল সীরাতের
প্রচেষ্টা তোমারই উম্মতের।

আল-কুরআনের প্রচার সর্বত্র
তাঁরই এ পূর্ণাঙ্গ আলো যাক পৌঁছে।

খোদাদ্রোহিতার যে যামানা চলছে এখন
সবখানে দেখি এরই যেন প্রচলন।

বস্তুবাদের এই যে তুফান বইছে হেথা
সংস্কারের চেষ্টা যাচ্ছে ব্যর্থতায় পৌঁছে।

পড়ছে এখন হৈ-চৈ চারদিকে বিশ্বজুড়ে
শান্তি-কেতন এই ধরাতে কেমনে উড়ে।

বাস্তবে কেউ করছে না যে সেই কাজ
যে কাজে তারা গন্তব্যতে গিয়ে পৌঁছে।

নবীজীর সিরাত যখন করা হবে আপন
এ ধরাতেই হবে জান্নাতি পরিবেশ বাস্তবায়ন।

এই যে তোমার উম্মতের নিরলস প্রচেষ্টা
বিশ্বের চতুর্দিগন্তে এ বার্তাটি যেন পৌঁছে।

নিষ্ঠার যে চরম অভাব মোদের মাঝে আজ
এ অবস্থার উত্তরণে আমরা দু'আর মুহতাজ।

সুফল তোমার সিরাতের হোক সবখানে
সারা বিশ্বের বুকে এর বার্তা যেন পৌঁছে।

সিরাতের প্রতিষ্ঠাকল্পে তোমাদের এ অবদান
বিশ্ব রাজনীতিতে এর সুফল করে দেখো সন্ধান।

বিরাজ করে যেন সারাটি বিশ্বে বেহেশতি পরিবেশ
শান্তি ও নিরাপত্তার গন্তব্যে সকলে যেন পৌঁছে।

## সাল্লে আলা মুহাম্মদ সা.

প্রভু গো ওহে! প্রভু গো ওহে! দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।
দরূদ পড়ুন হাবীরের তরে, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

সিরাত হলো নবীর শান, কোরান হলো তাঁরই জান
এইতো হলো মুমিনের ঈমান, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

করুণা তিনি বিশ্বলোকের, নুবুওয়তপূর্ব আল-আমিন
জিব্রীলের তিনি গন্তব্যস্থান, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

মোস্তফা সত্তার নূরই তিনি, দ্বিপ্রহরের রবি, নিশীতের শশি
বাস্তবে যিনি সৃষ্টির সেরা, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

ওই যে সূর্য আর এই যে চন্দ্র, অতঃপর এই নক্ষত্ররাজি
সবই আহমদের নূর হতে সৃষ্ট, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

খোদারি করুণা সকল, যাহা বিশ্বের বুকে স্থির সারাক্ষণ
প্রতিটির মাধ্যম হলেন নবীজী, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

আহমদের সিরাত ছেড়ে তোমরা যাচ্ছ কোথায়? দৌড়ে পালিয়ে?
অজ্ঞ কোথায়, করো না এ আচরণ, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

সিরাত তোমার জীবনের পরান, সিরাত তোমার জীবন সায়ান
সিরাত তোমার মুক্তির দিশা, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

খোদার প্রেম ঈমানের মূল, নবীর প্রেম নিখুঁত ঈমান
এ কথাটুকু সিরাতের ঘোষণা, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

শাহে চুনতির চূড়ান্ত আশা, সিরাত হোক চির উন্নত
সারা বিশ্ব হোক আলোকিত, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

প্রভু হে! ***ফজল*** করো এ উম্মতের তরে, কর্ম যেন হয় সিরাতের পরে
সংযুক্ত হোক নবীর নূরে, দরূদ পড়ুন নবীজীর পরে।

## খোদার হাবিব মুহাম্মদ রাসুল সা. স্মরণে

মুহাম্মদ তো এলেন হেথা খোদারই নূর হয়ে
নিখিল ধরায় এলেন তিনি নিশীথের চাঁদ হয়ে।

বিশ্ব ছিল নিমজ্জিত গোমরাহীর এক অন্ধকারে
এলেন তিনি তিমিরনাশী দ্বিপ্রহরের সূর্য হয়ে।

বিশ্বপ্রভুর বিশ্বস্ত আর দু'জাহানের করুণা তিনি
এলেন তিনি বিশ্বপ্রাণ ও প্রেমিককুলের প্রিয় হয়ে।

তাঁহার থেকে প্রাপ্ত হলো খোদাপ্রেমের অমৃত সুধা
এলেন তিনি মিলন প্রতীক, দয়ার্দ্রতার শাহবাজ হয়ে।

সকলেই তো আসক্ত বটে তাঁর প্রতিটি কীর্তি-কর্মে
এলেন যিনি মহৎ চরিত-মহানত্বের আদর্শ হয়ে।

বাগ-বাগিচা নেশায় বিভোর ফুল মদিরার মোহে
যখন তিনি এলেন ধরায় কোকিল কণ্ঠে বুলবুল হয়ে।

সৃষ্টি যখন ছিল তৃষিত, পাগলপারা তৃষার তোড়ে
তখন তিনি এলেন ধরায় বদান্যতার বারি হয়ে।

ছিল যতো দুস্থ, এয়াতিম, বিধবা আর দুর্দশাগ্রস্ত
এলেন তিনি এদের সবের ত্রাণকর্মের কর্তা হয়ে।

পাগলপারা ভূলোক-দ্যুলোক নবীপ্রেমের শৃংখল
পরে ঘটলো তাঁহার শুভাগমন উজ্জ্বলতার প্রতীক হয়ে।

আমরা পতিত যখন ভয়াবহ ঝড়ের কোলে
এলেন তখন খোদার হাবীব সে তরিটির মাল্লা হয়ে।

অনুতপ্ত ***'ফজল'*** এখন নবীর কাছে হাত পাতিয়ে
এলো যে আজ অনুগ্রহ আর অনুকম্পার প্রার্থী হয়ে।

কাবাগৃহ যাহা ছিলো তিমিরাচ্ছন্ন এক মন্দির
এলেন তিনি কাটতে আঁধার বিশ্বপ্রভুর আলো হয়ে।

এই ধরাধাম যখন ছিল অন্ধ খোদার প্রেম হতে
এলেন তিনি খোদাপ্রেমের মহান এক দাঈ হয়ে।

এই যে গীতি, যা নাকি ছিল মুসিবতের মহাকাব্য
এলেন তিনি সে অবস্থায় বিপদ-বালাইর উপশম হয়ে।

পয়গাম্বরদের ইমাম তিনি আর যে তিনি চূড়ান্ত রসুল
এলেন তিনি ধরাধামে নবীকুলের সর্দার হয়ে।

ছিলেন তিনি আদি আলো, সৃষ্টিকুলের সূচনাতে
সর্বশেষে এলেন তিনি মাঝ-আকাশের সূর্য হয়ে।

বিশ্বলোকের সবকিছু তো তাঁর কারণেই সৃষ্ট
এলেন তিনি মহাপ্রভুর প্রিয়ভাজন লোকটি হয়ে।

খলীলুল্লাহর দু'আ এবং বাপ আদমের গর্ব তিনি
এলেন তিনি শেষ যমানায় নবীকুলের শ্রেষ্ঠ হয়ে।

সবাই যেন পাথর-নুড়ি, এরই মাঝে 'মোতি' তিনি
আদিকালের বাছাই করা, এলেন 'মুজতবা' হয়ে।

মানবতরে তিনি হলেন সর্বোত্তম এক আদর্শরূপে
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এলেন তিনি সৃষ্টিকুলের সেরা হয়ে।

হেদায়তের সন্ধান পেতে বিশ্ব যখন ছিল কাতর
ক্রান্তিকালে এলেন তিনি আলোকপথের রশ্মি হয়ে।

দুনিয়াজোড়া শাসকগোষ্ঠীর সবাই যখন জালিম ছিলো
তাদের সাথে লড়তে এলেন মহাপ্রভুর অসি হয়ে।

যে কাননের 'হালত' ছিল করুণ, শুধুই প্রাণনাশী
এলেন তিনি প্রাণসঞ্চারী ভোরের হাওয়ার প্রতীক হয়ে।

যখন ছিল মুমূর্ষুতায় সারাজাহান আচ্ছন্ন
এলেন তিনি জীবনদানের সঞ্জীবনী সুধা হয়ে।

রাসুল সা. এর জন্মদিবস উপলক্ষে

## নাত (ফারসি ভাষায়)

*চুনতি মাদরাসায়, ১৮ জুলাই ১৯৬৫ইং*

এই যে এখন প্রভাত সমীর নিয়ে এলো মদীনার সুঘ্রাণ
তাইতো আমি করছি এখন হাবীবে কিবরিয়ার স্মরণ।

ক্রন্দসী মনটি আমার তাঁরই বিরহ-ব্যথা করছে ব্যক্ত
ক্রন্দন হয়ে পর্বতচূড়ায় ঝরছে আমার আঁসু এখন।

পাকনবীজীর জন্মক্ষণের স্মৃতি মনে তুলছে ঢেউ
সুললিত কণ্ঠে আমার জারী হলো না'ত তখন।

কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা ও তদীয় বৎসের স্বপ্ন দেখি
সমারোহে লক্ষ আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলছে এখন।

মারয়াম-তনয়ের ঘোষণা ও সৃষ্টিকুলের সূচনা তিনি
শত জৌলুসে ধরাপৃষ্ঠে আলো তাহার ছড়ালো এখন।

দেখেছি মোরা ধরার বুকে, বহু মুজিযা তাঁর জন্মক্ষণে
অসংখ্য ফেরেশতারা তাঁর জন্মের বার্তা নিয়ে এলো যখন।

গণক জ্যোতিষী, রাব্বী আর পাদ্রী সকল হয়ে গেল ভীতসন্ত্রস্ত
চূড়ান্ত রসুলের আগমন ঘটলো অজস্র মুজিযা নিয়ে যখন।

কতই না আনন্দিত ফারান পর্বতচূড়া পারস্য প্রাসাদের পতন
পরম্পরায় প্রকম্পিত ভূলুণ্ঠিত আর মুখ থুবড়ে পড়লো যখন।

আমরা অনাথ যারা খুঁজে থাকি আশ্রয় প্রভাবশালীদের কাছে
করুনাময়ের দরবার হতে প্রার্থনা কবুলের আশা রাখি এখন।

এই যে দরসগাহ, আমার ওস্তাদের স্বহস্তে গড়া এক প্রতিষ্ঠান
তাঁর মহান ব্যক্তিত্বে স্মৃতিচারণে আমার হৃদয় কাঁদছে এখন।

প্রভু! তোমার ***'ফজলে'*** এই মাদ্রাসাতে সমৃদ্ধি দাও
দু'ঠোঁট দিয়ে নিঃসৃত এ দু'আ কবুলের আশা রাখি এখন।

# গজল

ভালোবাসা এক এমন জিনিস বর্ণনা যার পারি না কো দিতে

বুকেতে আমার দহন যদিও পারি না যে তাহা গোপন রাখিতে!

# ভালোবাসা

ভালোবাসা এক এমন জিনিস বর্ণনা যার পারি না কো দিতে
বুকেতে আমার দহন যদিও পারি না যে তাহা গোপন রাখিতে!

সকল কালই চিকিৎসা চায় এই তো কালের রীতি হে সুধী
কিন্তু যে হায়, লালিম চোখের চিকিৎসা আমি পারি না করিতে।

রূপমহল ও প্রেমজলসায় উদাসিনতা ছাওয়ার পরও
গীতিহীন এই নিরবতা কেনো? পারি না কারণ উন্মোচিতে!

বায়সের দাম বেশি দেখি আজ গীত-পাখি বুলবুলির চেয়ে
কালের জুলুম ও নিষ্ঠুরতা পারি না যে হায় মুখ খুলে বলিতে!

## অন্য ছন্দে

সে কেমন বেদন হৃদয়ের, হৃদয়কে যা দীর্ণ করতে পারে না
হৃদয়কে যা কুচি-কুচি আর টুকরো টুকরো করতে পারে না।

বেদনায় পথ্য কেনো বন্ধু? বেদনাই তো প্রিয় সবচেয়ে
মনোবেদনার বিদায় তো খোদ মনই কিছুতে সইতে পারে না।

প্রেমোবেদনা ও ছলনার কথা বর্ণনা করে কী লাভ তোমার
দুখের যেসব বর্ণনা-কথা ফুলপরী প্রিয়া সহিতে পারে না।

যে দৃষ্টিতীর ভেদ করে গেলো কলিজা আর হৃৎপিণ্ড
কী পথ্য তার, আমি যে তাহার কূলকিনারা করতে পারি না।

আমি আমার করুণ কালের কথা বলতেই বললো তো সে
আমি তো তোমার, হৃদয়কে আমি পাষাণ পাথর করতে পারি না।

যেই আমি যাই প্রিয়ের সভায়, তখনই সে বললো হেসে
আমার দিওয়ানা তুমি, তোমাকে নি-ঠাঁই করিতে পারি না।

দীর্ঘ একটা সময় গেলো দূরত্ব আর বিকর্ষণেই
ছিলো আকর্ষণ, তবু সে তাহার সুরাহা করতে পারতো না।

আজ অবধি যদিও আমি রূপ ও প্রেমের গীত গেয়ে যাই
তারপরো তার স্মরণ আবার, আমি যে করতে পারি না!

খোদার ফজল! হলো যে ছল, ফুলপরী ওই প্রিয়ার দ্বারাই
আমি যে ওই আলকাতরা কিছুতেই মাখতে পারি না!

# ছলনা ও প্রীতি

ভগ্নহৃদয়ে হা-হুতাশ করি, করুণাদৃষ্টি খুঁজে-খুঁজে মরি
বহুদিন আমি বিরহ-দগ্ধ, ক্ষণে-ক্ষণে হায় মনোতাপে গলি!

প্রেমের, আগ্রহের, অনুগ্রহের এ রীতি, সততার, প্রণয়ের, মমতার এই হাল
রূপসমাবেশে ক্যামনে দিই বর্ণনা, সাথীদের ধোঁকার যে আশংকায় মরি।

সে ছলনাপ্রেমী, এ বিশ্বাসপ্রেমী, সে সুপ্ত অহং, এ মনোরঞ্জন
চন্দ্রমুখীদের এমন সব আঘাত আমি, নিঃশব্দে যাই সহি!

সে দয়ালু হলে, সমস্যা কোথায়, প্রেমবন্দীর রয়েছে তো অধিকার
তবে আমি তার কী দেবো দাওয়াই, দুর্বল দেখলে তাকে অন্যের প্রতি!

এদিকে প্রেম-অনুযোগ,ওদিকে দম্ভ-গৌরব,এদিকে তাপ-ক্রন্দন,ওদিকে 'বেপরোয়াপনা!'
এই অনুভূতিহীনতা ও নির্দয়তা, বহুদিন ধরে মনে গোপন রেখেছি।

সত্যচেনার শক্তি এখন উধাও, এর সনে যা প্রেম ছিলো সব অপচয়
এমন হলে এরপরে কও রূপের কী বা মূল্য থাকে, এ কথাই আজ ভাবছি!

যুগে তো আছেই বেয়াড়াপনা, পক্ষপাত নিয়ে তাই কোনো প্রশ্ন নেই
করো না **ফজল**, এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, এখানে তো আমি বিষণ্ন বহু দিনই!

## প্রণয়ীর বধ্যভূমি

প্রণয়ীর বধ্যভূমিতে, আমি রক্তক্ষরণ করেই যাবো
আমি তো প্রেমেরই শহীদ, সে আনন্দ উদযাপিবো !

হে আমার প্রাণসখা, প্রেমপ্রীতি তুমি জানো না তো
ভুলেও এই নাছোড় প্রেমীর, মন ভোলাতে পারো না তো!

তুমি যদি তীর ছোঁড়ো তা, এই এ বুকে পুষে নেবো
তোমার ভ্রু-তীরের আঘাত আমি হাসিমুখে সয়ে যাবো!

আহত এক পাখির মতো, যখন আমি কাতরে ছিলাম
তখনো তার অধরজুড়ে, মুচকি হাসির আভা ছিলো।

মহাপ্রলয় পর্যন্ত ছটফট আমি করেই যাবো!
প্রীতি এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ আমি দেখিয়ে যাবো।

এই এ মনের কিছু ব্যথা তাকে আমি শুনিয়ে যাবো
মতিহারা এ মনের কিছু কেচ্ছা তাকে বলেই যাবো।

তার হৃদয়ে রেখাপাত হোক, কিংবা না হোক কী কাজ তাতে
অসহায় প্রেমী, জরুরি তো তার, আপন যাপন আলোকপাতে।

## প্রেম

হৃদয়টা কার জন্যে ব্যাকুল, আনন্দহারা
অষ্টপ্রহর ছটফটায় আর কান্না করে সদা!

বুকের ভিতর দহন-জ্বলন, কল্‌জে ছিঁড়ে যায়
বিচ্ছেদে তার ব্যাকুল আমি, প্রেমানলে পোড়া!

ব্যথায়-ব্যথায় পূর্ণ হৃদয় প্রিয়ার প্রেম-বিরহে
ছলনচালে হেলেদুলে যায় চলে ওই প্রিয়া!

কে জানে এ প্রেমের আগুন কেমন এক জিনিস
পুড়ে-পুড়ে ভস্ম আমি, বুকে কাঁপন-জ্বালা।

যাদুময়ী চাহনিতেই আমার যতো ভয়
প্রেমপিয়াসের ঝড়ে যে খুব ভয়াবহতা!

পলে-পলে প্রতি পল-ই হৃদয়হরণী
ক্ষণে-ক্ষণে আঘাত আমায় করে যে প্রিয়া!

পলে-পলে মরি আমি, আকুল হাজারবার
প্রবহমান লহুর সাগর, উছল্‌ ঊর্মিমালা!

বিলিয়ে দিলাম আমার আরাম, ধৈর্য, স্থিরতা
মম অস্থির নেত্রমণ্ডলে নীল্‌ রক্তধারা!

ছিলো হেলা, জুলুম, ঘৃণা, ছিলো পরিহাস
টুকরো-টুকরো ছিলো হৃদয়, ছিলো নিরাশা!

দোসর আমার হলো এখন উপদেশদাতা
সেও এখন আমার প্রেমের রহস্যজ্ঞাতা।

বুঝে গেছে সে আমার মনের ব্যথার হাল্
রইলো না আর রোগ সারার কোনো সম্ভাবনা!

এই প্রেম-নেশা এতোই ওপরে চড়লো যে
নিচে নামাতে পারবে না কারো তিক্তকথা!

এখানে তো ফজলের সেই হাল্ হয়েছে প্রভু
ধৈর্য উধাও, প্রতীয়মান নতুন অক্ষমতা!

## ভালোবাসার অনুযোগ

না সে আমার মন কাড়তো, না আমি মতিহারা হতাম
না সে আমায় জ্বালাতো ফের, না আমি অশ্রু ঝরাতাম!

ওই যাদুময়ী সুতীক্ষ্ণ নয়ন শিকার না করে নিলে
না যাদুভরা দৃষ্টি হতো, না এ বিসংবাদ হতো !

প্রেমের সহজাত শোভা, সৃষ্টির ভক্তিভরা ললাট
না ওটি হৃদয়গ্রাহী হতো, না এটি আকুল হতো।

কোথাও রূপ ও ছলনা, কোথাও নিখাদ প্রেম না হলে
না বিশ্বস্ততা চিহ্ন হতো, না এ সফলকাম হতো !

অহম শয়তানের অভ্যাস ও এতে কালের লাঞ্ছনা না হলে
না শয়তান অহংকার করতো, না সে পাথরে পিষ্ট হতো!

হৃদয়ে নেই প্রেমের মূল্য, তার মাঝে নেই সহমর্মিতা
না সে কোনো খবর নেয়, না সে জানায় সমবেদনা !

স্থৈর্যে অভ্যস্ত হলে, ছটফট করতে না তুমি **ফজল**
না এ রহস্য হতো ফাঁস, না তোমার এ লজ্জা হতো!

## অসহায় প্রেমিক

হৃদয়ে যা কল্পনা ছিলো, চিত্রিত তা হয় না তো
মনে যদিও প্রেম আছে তা লিপিবদ্ধ হয় না তো!

একপলকেই আসা তার আর একপলকেই যাওয়া
ছিলো বুঝি তড়িৎ-ঝলক? বর্ণনা তার হয় না তো!

সুন্দর সেই মুখের ছবি, হৃদয়পটে অঙ্কিত তবু
আফসোসের ধোঁয়াশায় তা আলোকিত হয় না তো!

চন্দ্রমুখীর ছবিজুড়ে মনভোলানোর আকুতি
প্রকাশিতে পারে না তো, জানাজানি হয় না তো!

উপায় আমি যা-ই করি, কিছুই তাতে হয় না তো
ভাগ্যের সে লিখন কভু বদলানো যায় না তো!

হৃদয় সঁপে আমি তাকে কৈফিয়ত কী চেয়েছি?
চেষ্টা তো কম করিনি তবু, মুখে বলা যায় না তো!

কাগজ তো নিলাম হাতে লিখে কিছু জানাতে
তবু সেটাও হয় না তো, লেখাও কিছুই হয় না তো!

আমি তার পাগল ছিলাম জানতো সে সে কথা
হয়তো সে কারণেই কোনো প্রভাব হয় না তো !

ঠোঁটে তার হাসি তবে হৃদয় নিদারুণ কঠিন
তাকে বোঝা খুব জটিল, ছবি আঁকা যায় না তো !

বলি যবে বিদায় প্রিয়, যাচ্ছি এবার খোদা হাফেজ
কোনো আসর হয় না তো, কোনো প্রভাব পড়ে না তো!

খোদার ফজলে তুমি সুখে থেকো সবসময়
খোদার কৃপা ছাড়া কভু, শুভসংবাদ আসে না তো !

আমি চেয়েছিলাম মিলন, সে চেয়েছে বিচ্ছেদ
ললাটলেখন ভিন্ন হলে চেষ্টায় কাজ হয় না তো!

## অন্য কবি থেকে

মদমত্ত আঁখি আর মদপুজারী আজব অতি !
তীর্যক ও ফিতনাপ্রসারী নজর আজব অতি !

## স্বরচিত

অসিসদৃশ ভ্রু, পুষ্পসম চেহারা তার আজব অতি
শিকারের ধরণ, হৃত স্বস্তি তার, আজব অতি!

তীরনিক্ষেপী দৃষ্টি তার যেনো চাঁদ আজব অতি
প্রেমময় অবয়ব সূর্যসদৃশ আজব অতি!

তার সঙ্গপ্রার্থীও করুণ দশা আজব অতি
ফিরে গেলো তার কেনো না মেজাজ,আজব অতি!

পরানে প্রেমানলের শিখা জ্বলে, আজব অতি !
প্রেমপাগল হৃদয়ে আহাজারি, আজব অতি!

## সম্বোধন

*(সুকণ্ঠী যে গজলশিল্পী চুপ হয়ে ছিলো, তার উদ্দেশ্যে)*

হে ফুটন্ত পুষ্প তোমার, এই নিরবতা কেনো
হঠাৎ এমন মনখারাপ হলো তোমার কেনো

কেনো দুখী, পেরেশান, কেনো তুমি একপাশে
ছন্দ ও সাড়াহীন তোমার জীবন কেনো?

তোমার সেই খুশি-উচ্ছ্বাস, কোথায় গেলো সবি
মনে তোমার বিষণ্নতা ছেয়ে গেলো কেনো?

সেই সুর-ছন্দ আর সেই গীতিকা কোথায় গেলো
বাগিচার শাখায়-শাখায় নৈঃশব্দ্য ছড়ানো কেনো?

হে আমাদের বাগ-বুলবুল, কেনো দুখী তুমি
কে সে মনে দুঃখ দিলো, তুমি এমন দুখী কেনো

ফুলের সনে বিচ্ছেদ হলো নাকি হয়েছে ভাব
সেই প্রেম-কামনা আজ ম্রিয়মাণ হয়েছে কেনো

কী এক শূন্যতায় আজ দেখছি তোমাকে প্রিয়
পারদতুল্য চাঞ্চল্যে তোমার আজ কমি কেনো ?

কোথায় সেই হৃদয়গ্রাহী গীতিকা আর শৈলী তোমার
ওহে বনের বুলবুলি, এমন উদাস ভাব কেনো ?

তোমার মনের মূল্য বোঝে সংবেদী কবির হৃদয়
কাব্যগানের হে প্রিয়মুখ, এমন হেঁয়ালি কেনো

পুরো বাগান গানে-গানে জাগাও আবার তুমি
হে অপরূপ শিল্পী, তোমার এমন নিরবতা কেনো

***ফজলের*** অনুযোগ এ-ই, দূরে-দূরে থাকছো তুমি
বলো তোমার মাঝে এই প্রেমহীনতা এলো কেনো ?

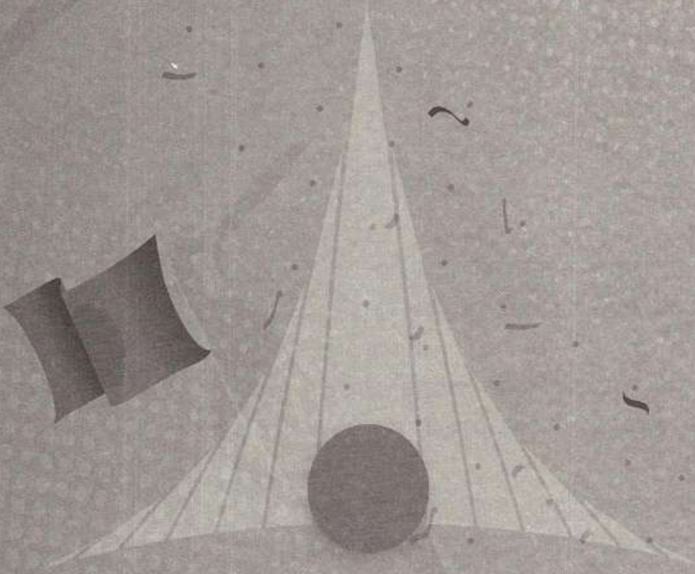

# দেশাত্মবোধক সংগীত

দু'জাহানের বাদশার আদর্শ উজ্জ্বল করে
ফেতনার এ যুগে তুমি শান্তির দূত হয়ে যাও!

## দেশের জন্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য করে রচিত

এগিয়ে চলো প্রাণোচ্ছল হে দেশের সিপাহী
এই দেশের রক্ষী তুমি, এ দেশের সিপাহী!

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো চলন তব মনোগ্রাহী
মর্যাদার প্রতীক তুমি, এ দেশের সিপাহী!

শান্তি-নিরাপত্তা ও সম্মান-গৌরব তুমি
মুসলিম যুবক তুমি এ দেশের সিপাহী!

অপূর্ব শান তোমার দৌড়ঝাঁপে যায় বোঝা
রণশার্দুল তুমি, এ দেশের সিপাহী!

বীরত্ব অভ্যাস তোমার, আছে খোদায় ভরসা
আল্লাহ হেফাজতকারী, তুমি দেশের সিপাহী!

প্রাণময় উচ্ছ্বাস আর সাহসিকতা তোমার
ভয়ে কাঁপে শত্রু ওই, তুমি দেশের সিপাহী!

'নাসরুম মিনাল্লাহ' আর 'ফাতহুন করিব' বাণী
দেশপ্রেমের সুসংবাদ, তুমি দেশের সিপাহী!

সাহসী পদক্ষেপ আর কঠিন প্রত্যয়ী গুণ
তোমার সাথেই মানায়, তুমি দেশের সিপাহী!

আকাশের নক্ষত্ররাজি উৎসর্গ তোমাতেই
তুমি পরম কর্মঠ, তুমি দেশের সিপাহী!

খোদার ***ফজল*** এখনো ছায়া দেয় তোমাকে
বীরদর্পে এগিয়ে চলো, তুমি দেশের সিপাহী!

# মুসলিমদের প্রতি

মুসলিম তুমি, জাগ্রত মুসলিম হয়ে যাও
মনেপ্রাণে তুমি কুরান-রক্ষী হয়ে যাও!

তুমি মুসলিম এবং এই বিশ্বসৃষ্টি তোমারই
উর্ধ্বগগনের ন্যায় ছায়াবিস্তারী হয়ে যাও!

উচ্চ হোক সাহস, চিন্তা হোক উন্নত, সখা
কে আছে রুখবে তোমায়,তুমি তুফান হয়ে যাও!

সৃষ্টিজগত হাস্যোজ্জ্বল, উজ্জ্বল আসমান-জমিন
ইসলাম-কুঞ্জের কলি তুমি, ফুল হয়ে যাও!

কুরআনের আলো আর আলোকের উৎস তুমি
স্বকালে সমাসীন আর রাতের প্রদীপ হয়ে যাও!

দু'জাহানের বাদশার আদর্শ উজ্জ্বল করে
ফেতনার এ যুগে তুমি শান্তির দূত হয়ে যাও!

অনন্ত জীবনের সুসংবাদ এই এ কুরান
বাতিলকে ভেঙে তুমি কুরানের দাঈ হয়ে যাও!

স্বর্গীয় পাখি তুমি, কর্ম তোমার উড়াল শুধু
সাত আসমানে পৌঁছে তাদের বন্ধু হয়ে যাও!

হাকিকতের উত্থাল সমুদ্র হোক তোমার সিনা
মারেফতের মনজিল-পথের পথিক হয়ে যাও!

***ফজলের*** এই নসিহত তোমায়, শোনো হে প্রিয়
কর্মবীর হয়ে তুমি সাচ্চা মুসলিম হয়ে যাও!

# সেনাবাহিনীর প্রাণে দেশের শত্রুর বিপক্ষে প্রাণোৎসর্গের প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত

যোদ্ধারা এগিয়ে চলো, সাহসীরা এগিয়ে চলো
দায়িত্ব পালনে তোমরা এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

জাতির প্রাণপ্রিয় তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো
স্বদেশের মর্যাদা তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

আত্মবিশ্বাসে হও আগুয়ান, আপন চালে তোমরা চলো
দেশবাসীর প্রিয় তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

শেষ করো শত্রুদের, তোমরা তো বীর, এগিয়ে চলো
সাহসে সিংহ তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

বিশ্বাসে মুসলিম তোমরা, হিম্মতে অনন্য, এগিয়ে চলো
বীরত্বের প্রতীতি তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

বিজয়ী হবে মাতৃভূমির এ প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলো
জয়ধ্বনি করে তোমরা, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

ঠাডা ফেলো শত্রুর ওপর, হে জোয়ান, এগিয়ে চলো
তোমরা শত্রুর মৃত্যুদূত, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

রণক্ষেত্রে এবং হাওয়াই মিঠাই তৈরি করে ছুঁড়ে মারো
শত্রুকে চূর্ণ করে , এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

তোমাদের আছে হায়দরি হাঁক, সাহসীরা এগিয়ে চলো
বীর খালিদের স্মারক, সবে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

খোদার **ফজল** পাবে সর্বদা, এগিয়ে চলো
ঈমানের বলে বলীয়ান দল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

## কী নির্লজ্জ আমরা!

*মুসলমানদের মধ্যে সাহস ও ধর্মীয় অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রচিত*

চড়লো মাথায় নারী 'আপওয়া*'র মানহারা আমরা
উদোম বুদ্ধির নৃত্য এ যে, আমরা কেমন লজ্জাহারা!

কেড়ে নেয়া হলো গণতন্ত্রও, আমরা এমন সাহসহারা
বিকৃত করলো কুরান, আমরা কেমন হাত-পা-হারা!

তাদেরই ধড় হাওয়ায় উড়িয়ে দিবে তোমরা
গদি থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিবে তোমরা।

রক্ষা করলে ধর্মতত্ত্ব তোমরাই তো এযুগে
বাতিলের বিরুদ্ধে তোমরাই প্রমাণ এযুগে

মনপূজারীরা খুববেশি লাগামহীন এযুগে
প্রবৃত্তিনাশী তোমরা, পূর্ণিমা চাঁদ এযুগে

ধর্মহীনতার যুগে, তুমিই নেতা; হুঁশিয়ার
ধর্মদ্রোহীর তরে শার্দুল-পৌরুষ তোমার !

অর্থলিপ্সা, শত্রুভীতি পারে না তোমায় টলাতে
প্রবৃত্তি, ভীরুতা ও আলস্য পারে না তোমায় হটাতে।

জেল-জুলুম ও নিপীড়ন, না পারে তোমায় দাবাতে
পদ-পদবী না পারে তোমায় লোভ-লালসা বাড়াতে।

'সিদ্দিকী প্রত্যয়' দিক, তোমাদেরকে খোদা
'ফারুকী প্রেরণা' দিক, তিনিই সাহায্যকর্তা!

---

**টীকা:'আপওয়া'** *(APWA) ALL PAKISTAN WOMEN'S ALLIENCE অর্থাৎ নিখিল পাকিস্তান সম্মিলিত নারী সংগঠন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি গঠন করেছিলেন আততায়ীর হাতে নিহত পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল লিয়াকত আলী খানের বিধবা স্ত্রী রানা লিয়াকত। এ সংগঠনের অনেকগুলো ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দফার মধ্যে ছিলো সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। বলতে গেলে এর আলোকেই আইয়ুবের আমলে পাকিস্তানের সংবিধানে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' নামে ইসলামবিরোধী আইনটি সংযোজিত হয়। এর প্রতিবাদে ইসলামি দলগুলো তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। এতে নিখিল পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য। সেই সময় আল্লামা ফজলুল্লাহ এ কবিতাটি রচনা করেন। তিনি তখন নেজামে ইসলামের নেতা ছিলেন।*

# তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে রচিত

ইলমে দ্বীনের আশিক আমরা হৃদয়ে উত্তাল ঊর্মি
নবীজি থেকে পেয়েছি ঈমানের রৌশনি!

পারদের মতো তাড়না পেয়েছি নুর-নবীজির ফয়েজেই
কুরবান আমরা তাঁর তরে, সৃষ্টিকুলের প্রিয় তিনি!

বিশ্বকর্তা মেহেরবান আমাদের ওপরে
দয়া করে মুসলমান বানালেন আমাদের তিনি!

ঈমানের সুশীতল ছায়ায় বেড়ে-উঠা আমাদের
আমাদের পরে সর্বদাই ঈমানের ঝলকানি!

কষ্ট করে শিখে যাবো দ্বীন ও দুনিয়ার ইলম
সত্যিকার আলিম হবো, হবো মুসলিম সাহসী!

মোদের ওপর খোদার **ফজল** হতে থাকবে বর্ষণ
হৃদয়ে রয়েছে সর্বদা প্রেরণা-জোশ ঈমানী!

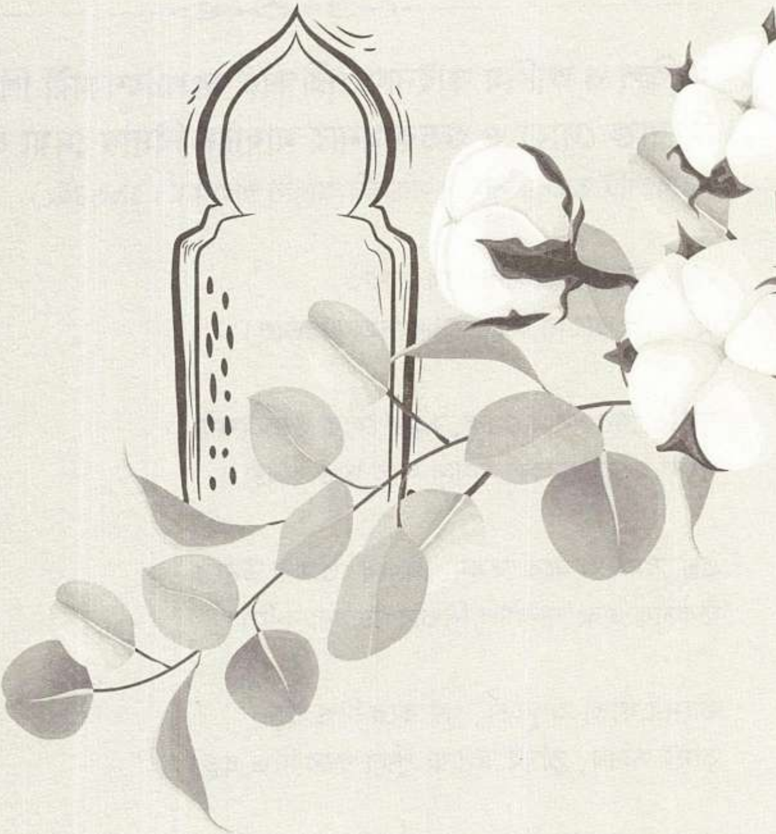

# বিদায় কাব্য

কর্মবীর হও এবং তোমরা কথার উপযুক্ত হও

প্রলাপমুক্ত এবং সময়সচেতন বিজ্ঞ হও

## ফাজিল ও আলিম ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত দোয়া ও শুভকামনার মাধ্যমে বিদায় দেয়া হয়।

(কবিতাটি তাদের সামনে সরাসরি আবৃত্তি করা হয়। ১৯৬৪ইং)

প্রভু, আমার সন্তানদের পথ দেখাও
এ কাজে তাদের করো সকল সহযোগিতাও!

বুঝ্ তাদের যথার্থ হোক, সহজ হোক উত্তর লেখা
সফল হওয়ার সকল সামান করে দাও ব্যবস্থা !

প্রশ্ন যেমন আসবে তেমন, লিখবে তোমরা উত্তরে
ঠিকঠাক এবং সাবলীল লিখবে তোমরা বর্ণনে!

তাদের যতো অপূর্ণতা, পূর্ণ করে দিও প্রভু
তুমিই সহায়, তুমিই উপায়; পূরণ করে দিও প্রভু!

আমরা পাপী, অযোগ্য ও জানি না তো কিছু
আমরা তোমার প্রিয়নবীর উম্মত প্রভু, তবু !

শোনো প্রভু এই মোনাজাত, তুমিই সকলশ্রোতা
মকবুল হোক এই দোয়া, তুমিই সাড়াদাতা!

***'ফজল'কে*** আজ ক্ষমা করো, লজ্জিত শরমিন্দা সে
পাপী ফজল, তোমার দ্বারে সিজদায় যে পড়ে আছে!

# প্রাচীন ষটপদী

*এই কবিতা ১৯৪৫ সালের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী (ফাজিল) বিদায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশংসায় রচিত। কবি (**আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.**) তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।*

হে প্রিয়কুল, দোয়া করি, তোমরা সজীব-আবাদ থেকো
শীর্ষশাখার মতোই সদা উচ্ছ্বসিত, স্বাধীন থেকো
প্রস্ফুটিত পুষ্পসমান প্রসন্ন আর মুখর থেকো
কৃতঘ্নতা থেকে সদা তোমরা সবাই দূরে থেকো।
হাকিমি এ উদ্যানের সুউচ্চ বৃক্ষ তোমরাই
নজীরি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী যে তোমরাই!

তোমাদের ঘরে ফিরে যাওয়া বরকতপূর্ণ হোক
ফুল ও সুরভির মতো বাগিচায় ফিরে যাওয়া হোক
সুখে ও শান্তিতে তোমাদের সেথা থাকা হোক
সাগ্রহে বাতির সনে পতঙ্গসম দেখা হোক।
হাকিমি এই বাগানের নওল তরুণ তোমরাই
নজীরি পুষ্পোদ্যানের চামেলি ফুল তোমরাই!

আছে যেখানে ফাইয়াজ, তাহের এবং আছে সুলতানও
আছে ইলিয়াস, হাবিব এবং আছে হাকিমও
মুস্তাফিজ এবং হাসান এবং কাজী আছে সবাই
এস্তাফা এবং বশীর, স্নেহধন্য তারা সবাই!
এই বাগানের ফুটন্ত লাল গোলাপ যে তোমরাই
এই বাগানের বসন্তের সুরভি যে তোমরাই!

কর্মবীর হও এবং তোমরা কথার উপযুক্ত হও
প্রলাপমুক্ত এবং সময়সচেতন বিজ্ঞ হও
জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ এবং সর্বগুণে তোমরা গুণী হও
সচ্চরিত্রের ধারক এবং সবাই পুণ্য আত্মা হও।
এই হাকিমি মাদরাসার শিক্ষার্থী তোমরাই
এই নজীরি পানশালার শারাবপায়ী তোমরাই!

সত্য চিনতে গিয়ে কথাকে ভয় পেয়ো না
ন্যায়প্রতিষ্ঠায় জালিমের দর্পকে ভয় পেয়ো না
দ্বীন-ইসলামের খেদমতে কষ্টে ভয় পেয়ো না
বাতিলের বাহাদুরিতে কখনো ভয় পেয়ো না।
হাকিমি অধ্যাত্মবাদের প্রচারক তো তোমরাই
নজীরি এ ফল্গুধারার গ্রহীতা তো তোমরাই !

দলবাজি ও হিংসা এবং প্রবৃত্তিপূজা করো না
ধর্মব্যবসা, বিশ্বাসঘাতকতা, অলসতা করো না
কূটকৌশল, লোভ-লালসা-লৌকিকতা করো না
এসব অভ্যাস ত্যাগ করো, সীমালঙ্ঘন করো না!
হাকিমি বর্ণনাধারার প্রশংসাকারী তোমরাই
নজীরি কাহিনীর গল্পকথকও তোমরাই!

সর্বদা সমর্পণ ও সন্তোষের পথেই থেকো
বর্তমান ও আগামীর চিন্তামুক্ত থেকো
সবসময় তকদিরের ফয়সালায় খুশি থেকো
সাহস হারাবে না কভু, সদা সাহসী থেকো।
হাকিমি করুণাধারার প্রার্থী তো তোমরাই
নজীরি খোশবু-সুরভির গ্রহীতা তো তোমরাই !

দোয়ার সময় মুরব্বিদের কথা কভু ভুলবে না
শুভার্থীদের প্রশংসা করতেও কভু ভুলবে না
উপদেষ্টাবৃন্দকেও মনে করতে ভুলবে না
এলাকাবাসীদের নামও কক্‌খনো ভুলবে না।
চুনতি-কুঞ্জে লালিত-পালিত তো তোমরাই
চুনতি-বাগানে ফলপ্রসূ বীজ তো তোমরাই!

কর্মব্যস্ত থেকো এবং পাহাড়সমান অটল থেকো
বীরপুরুষ থেকো সদা,কর্মচঞ্চল থেকো
প্রত্যয় হোক সুউচ্চ, সেভাবেই চলতে থেকো
দেশপ্রেমী থেকো এবং জাতি-ধর্মপ্রেমী থেকো।
এ এলাকায় জা'গীর-থাকা তরুণ তোমরাই
চুনতি এ বাগিচার ফুটন্ত পুষ্প তোমরাই !

সুন্দর চরিত্র সদা তোমাদের লক্ষ্য থাকুক
মন্দলোক কখনো তোমাদের সাথী না হোক
ফেতনাবাজদের থেকে তোমাদের রক্ষা মিলুক
জ্ঞান-শাস্ত্রের পরম্পরায় তোমাদের সূত্র থাকুক।
চুনতির করুণাকোলে বেড়ে ওঠেছো তোমরাই
চুনতি-উদ্যানের নওল তরুণদল তো তোমরাই !

তোমার দরবারে খোদা, ***ফজলের*** এইসব দোয়া
কবুল হবে এই আশা ও ভয়ে থাকে ফজল সদা
তোমার থেকে হয় না নিরাশ কভু মুমিন আত্মা
অসীম-অপার খোদা তোমার করুণা-দয়া-কৃপা।
স্বকালে সফল চুনতির শিক্ষার্থী যে তোমরাই
চুনতির জ্ঞানী-গুণীতে উপকৃত তোমরাই!

# স্বর্ণালি ছন্দমালা

*চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত, ১৯৭৪ইং*
*[চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার ফারেগিন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে, ১৯৭৪ইং]*

আল-কুরানের ইলমে আজ সূর্যোদয় স্বর্ণালি
সারা বিশ্বের সবখানে আজ সে নুরেরি ঝলকানি !

আল-কুরানের জ্ঞানসাগরের হলো যেজন ডুবুরি
কোঁচড়-ভরে আনলো যে সে জ্ঞানের মুক্তো-মণি!

আমরা ছিলাম নজীরি এ বাগিচারই বুলবুলি
সবার প্রাণে রয়েছে এর অসীম টান ও প্রীতি !

মাদরাসার শিক্ষকদের ফয়েজ ও মেহেরবানি
কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে আজ আমাদের সাধ্য নাহি!

জ্ঞান-প্রজ্ঞার আসমানের নক্ষত্রতুল্য তাঁরা
দীক্ষাদানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রত্যেক-ই !

যাই যেখানেই আমরা, কভু ভুলবো না, ভুলবো না
বিশ্বস্ততা হোক সঙ্গী, তাকাব্বাল্ ইয়া ইলাহী !

কৃপা তোমার ওহে প্রভু, এই নজীরি বাগানে
থাকুক অপার, থাকে যতো কাল চন্দ্র ও রবি!

এ জীবনে আমরা কভু বন্ধুদের ভুলবো না
আছে যারা শিক্ষার্থী, এখানে পঠনপ্রেমী!

বহু ভুলচুক, বেয়াদবি হয়ে গেছে আমাদের
আমরা এখন ক্ষমাপ্রার্থী, অনুতপ্ত আজি!

দোয়া চাহি করজোড়ে আপনাদের সম্মুখে
আমরা তো আপনাদেরই রুহানী উত্তরসূরী!

তাওফিক দাও হে খোদা, পুণ্য কাজে মোদের
আমলে দাও ইখলাস আর ঝরাও নুরের বৃষ্টি!

# দোয়া ও অসিয়ত

চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসায় জনাব শাহ হাফেজ আহমদ সাহেব ও জনাব চৌধুরী মকবুল আহমদ সাহেব – হজযাত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে দোয়া ও অসিয়ত হিসেবে পঠিত কবিতা (তারিখ: ১০ নভেম্বর ১৯৭৪ইং)

কী আনন্দঘন মন আজ, পরমের জলসাঘর
প্রেমিক মন পাগলপারা, প্রভুপ্রেমের গূঢ়খনি !

মুমিনের দৃষ্টি বিস্তৃত মাটি হতে দূর আরশে
হৃদয় তাদের ঈমানী উচ্ছ্বাসে মহাসাগর-ই !

মুবারক হোক বায়তুল্লাহর উভয় হজযাত্রীর
প্রভুর দরবারে হাজেরি নিয়ে উচ্ছ্বাস রুহানি।

হৃদয়কাড়া লাব্বাইক-ধ্বনি মুবারক হোক, প্রভু
আশিককুলের ইহরাম যে রহস্যাধার রহমানি !

পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারত কী মুবারক
বায়তুল আতিকের জিয়ারত আল্লাহরই মেহেরবানি!

মুবারক হোক কাবার তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঙ্গ
ওকুফে আরাফাতে জ্ঞান ও মিনাতে ভেদ– কুরবানি!

ইশকের ঘরে পরমসত্য আশিককুলের উচ্ছ্বাস
থাকবে হয়ে ফলপ্রসূ আর ফুয়ুজ হয়ে নুরানি !

নিরাপদে হোক সফর, পথ ফুরাক সুস্থতায়
সবখানে সবসময় রক্ষাকারী হোক ইলাহি !

আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের কথা রাখবেন মনে
মুনাজাতে মগ্ন যখন হবেন হে প্রিয় হাজী !

পবিত্র স্থান আর বিশেষ-বিশেষ সময়ে
আমাদেরকে শরিক রেখে করবেন দোয়া-আর্জি!

মিলুক মকবুল হজ আর পূর্ণ হোক সব মানাসিক
সফরে মিলুক সাফল্য ও নৈকট্য রুহানি!

যখন যাবেন খোদার হাবিব প্রিয় নবীর দরবারে
সবুজ গম্বুজের ঘরে, মনজিল যা কুরআনি !

পাপীর সহায়, ধরার রহম নবীতে উৎসর্গ প্রাণ
শ্রেষ্ঠ রাসুল, উজালা সুরুজ, তিনি আল্লাহর হাবিব-ই!

পৌঁছে যেনো নবীর কাছে গোলাম আমাদের সালাম
বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে, ঈমানের ইখলাসে-ই !

শাহ হাফেজ আর চৌধুরী মকবুল যেনো খোদা
সহিসালামতে ফিরে আসেন দেশে দু'জনই !

ওহে খোদা, ফজল ও শাহ নামের দুই আলেমকে
বিশেষ অনুগ্রহ করো, বর্ষাও নুর আসমানি!

আমাদের সবার পরেও রহম করো, হে স্রষ্টা
অযোগ্যতায়-অথর্বতায় আমাদের তুল্ নাহি!

# কবিতা

*[বিদায়ী ফাজেল শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ ও আসন্ন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত। তারিখ: ২৩ এপ্রিল ১৯৬৯ইং]*

সর্বত্র সমুজ্জ্বল আলোঝলমল পদচারণ
নৈকট্যের আসনে অবাক, প্রত্যেকে হয়রান!

জগতোদ্যানের বুলবুলি মুখর আজ সবখানে
প্রশংসায় পঞ্চমুখ মেঘ ঝরায় বরিষণ !

তাদের সকল রীতিতে দৃশ্যমান নবীর শান
দ্বীন-রক্ষার অপূর্ব এক পন্থা হেথা দৃশ্যমান!

দ্বীনে আহমদীর অনন্যতা দৃশ্যমান সর্বত্র
জগতের সবখানে কুরানের নুর দীপ্তিমান!

দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী, মাদরাসাসমূহ বিদ্যমান
সম্ভব নয় পৃথিবী থেকে মোছা ইসলামের শান!

নজীরি বাগানের শান দৃশ্যমান সৌরভসমান
সুপরিচালনায় চালু এখনো, এ প্রতিষ্ঠান!

দিনে-দিনে এর হতে থাকুক উন্নতি, ইলাহি
যুগের সকল হুজুগ থেকে বাঁচাও একে, রহমান!

এর প্রচার ধারাবাহিক ও উপকার হোক স্থিত
এই বাগিচার সুরভি ছড়াক প্রফুল্ল আবহ-শান!

দ্বীনপ্রচারে এ মাদরাসা থাকুক উৎসসম
কুরানের আলোয় আলোকিত এখানকার ছাত্রগণ।

এর উপকার হোক নিখাদ, নিখুঁত ও সীমাহীন
দিগদিগন্তে জ্ঞানের সূর্য হোক ঔজ্জ্বল্যমান!

হাকিমিবাগে আমরা সবাই ইসলামের বুলবুলি
সাচ্চা ওয়াদায় বিশ্বস্ত এবং আমরা ধর্মপ্রাণ!

এখানকার ছাত্র-শিক্ষক সবাই সবার প্রাণপ্রিয়
আমরা কাউকে ভুলতে পারবো না তো কোনোদিন।

ভালোবাসার এই বাগান সজীব থাকুক হে খোদা
বৃক্ষতাহীন বসন্ত থাক এখানে, রহমান!

এই বিচ্ছেদ তো দৈহিক; কিন্তু মোদের মনোপ্রাণ
এখানকার প্রশংসায় রবে মুখর আজীবন!

করুণা ও কৃপাধন্য করো মোদের, হে প্রভু
সঙ্গে থাকুক কর্মনিষ্ঠা, সচ্চরিত্র, ঈমান!

## মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে

হে মুসলিম তরুণ দল, সুযোগ্য মুসলিম হও
আপ্রাণ প্রচেষ্টাতে পরিপূর্ণ কর্মী হও!

আল-কুরানের দিকে তোমরা ঝোঁকো পতঙ্গ সমান
সাগ্রহে আলো অর্জন করে আলোর উৎস হও!

রহস্য ও গূঢ়তত্ত্বের অকূল সাগর আল-কুরান
এর প্রেমিক এবং এর রহস্যের আকর হও!

জ্ঞান পবিত্র এবং এর জন্যে পূত চরিত চাই
ফুলের মতো পবিত্র আর পূত চরিত্রের হও!

সত্যকথা, পুণ্যকর্ম এবং বিনয় স্বভাবে
জাতির অহংকার এবং পুণ্যবানদের মতো হও!

আল-কুরানের জ্ঞানকুঞ্জে ভালোবাসায় বিলাও প্রাণ
হীনমন্যতা ভুলে পুষ্প এবং কুঞ্জ হও !

বিশ্বনবীর আদর্শের সৌন্দর্যের প্রেমিক হও
অতপর উৎসুখ প্রদীপ ও উদ্যানের গোলাপ হও!

ভালোবাসার পরীক্ষায় পিছু হঠো না কভু
আঁধারবিদারী তারা, প্রত্যয়ী মুসলিম হও!

আলস্য ও দৌর্বল্য তোমাদের থেকে থাক দূরে
সদাব্যস্ত এবং কর্মবীরের অনুসারী হও!

আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি তোমার নিখাদ লক্ষ্য হোক
আলী হায়দারের মতো ইখলাসে অটল রও!

কালের খেলা হয় যদি প্রতিবন্ধক প্রত্যাশায়
অনড় পাহাড় এবং স্বাধীনচেতা সাধু হও!

নিন্দুকের জিহ্বা কভু নড়ে উঠলে, তুমি
দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে, খাঁটি সত্যবাদী হও!

বস্তুবাদীরা যখন করবে ধর্মদ্রোহী কাজ
ধর্মরক্ষায় তুমি প্রস্তুত লৌহপ্রাচীর হও!

ধনের মোহ, শত্রু-ভীতি কিংবা প্রবৃত্তি-ভয়
টলাতে চাইলে তোমায়, তুমি হিমালয় হও!

টর্নেডো, ঝড়, হামলা যদি আসে ধর্মের ওপর
চরম শত্রুর সামনে বীর খালিদের মতো হও!

ধর্মহীনতার এ যুগ খুব ভয়ানক, সাবধান হও
ধর্মদ্রোহীর তরে তুমি অতন্দ্র সিংহ হও!

বোধে-জ্ঞানে-কর্মে এবং চিন্তা ও প্রমাণপেশে
সর্বশাস্ত্রে যোগ্য এবং দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী হও!

নফস ও মুখ নিয়ন্ত্রণে এবং যুহদে হে প্রিয়
অনুসরণযোগ্য এবং **কাকী** ও **আত্তার** হও!

***'ফজল'*** অধম বান্দা তবু,পুষে মনে এ আশা
প্রিয় তুমি, যোগ্য হও, দক্ষ হও, যোগ্য হও!

# কিছু উপদেশ

বাগানে এক বুলবুলি ছিলো হাজার কাহনে
তবু তোমরা মূল্য দাওনি তাকে মনেপ্রাণে!

হে নিরব ফুল তোমার গান গাইবে কে এখন
কে হবে ধারক আজ রহস্যে, বোধে-জ্ঞানে?

স্বীয় গুণে, সৌন্দর্যে রইলে তুমি উন্নাসিক
মনে রেখো, বাহ্যিক রূপ অস্থায়ী মেহমান দেহে!

গোপন সৌন্দর্য যদি থাকে তোমার, তা-ই দামী
কিন্ত তাহা যত্নবিনে হবে বর্ণিল কীভাবে ?

কোথায় সেই রহস্যজ্ঞানী, করবে যতন যে তোমার
ভেবেছো কি আপনা-আপনি হাস্যোজ্জ্বল হয়ে যাবে?!

ভোরের হাওয়া ছাড়া বলো, ফোটে কখন কলি?
হয় কি কভু সে বিনে সে সৌন্দর্য বাগানে ?

মনে রেখো, তোমার মতো ছিলো বহু কেউ রূপে
কিন্তু যতন বিনে তারা, চিহ্নহীন আজ এখানে!

প্রোজ্জ্বল মুক্তো তোমার প্রতিটি কথা, হে **'ফজল'**
সত্য তবু, এ মুহূর্তে, যাও তুমি চুপ হয়ে।

## জ্ঞানের গুরুত্ব

নিঃসন্দেহে এসেছে আল্লাহর ফরমান
শতো গর্বের পুঁজি, হয় কি রে এর সমান?

নবী বলেন, দরবেশকুলে কোনো জ্ঞানী
হাজার তারার মাঝে চাঁদের মতোন-ই !

ইবলিসের সামনে একজন ফকিহ
হাজার আবেদের চেয়ে শক্তিশালী !

জ্ঞান-আলো এলো খোদার নুর থেকেই
সন্দেহ নেই মূর্খতা তো অন্ধকারই !

দুনিয়ালোভী হবে যে আলেম-জ্ঞানী
হাদিসে তার উপাধি 'ভণ্ডের লিডার'-ই।

কীভাবে কও, জ্ঞানী-মূর্খ হবে সমান
হয় কি সমান অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান ?

জ্ঞানী এবং দরবেশের তুলনা এই
মুসলিম উম্মাহর মাঝে দেখো আমাকেই !

জ্ঞানেই সৃষ্টি হয় জেনো খোদার ভয়
জ্ঞানেই জ্ঞানী খোদাকে ডরায়; মিছে নয়।

জ্ঞানের তরে জান কুরবান করো প্রিয়
যেনো হতে পারো আল্লাহর প্রিয়।

ঠিক বলেছেন জালালুদ্দীন রুমী
অসাধারণ কাব্যে, নাম তার মসনভী !

জ্ঞানীসমাজের সম্মানে বলেছেন নবী
দরবেশ নয়, সম্মান অধিক জ্ঞানীর-ই!

নবীর বাণী, আমাকে যে চাও পেতে
জ্ঞানের সামনে দাও স্বীয় হৃদয় পেতে!

জ্ঞানীর হৃদয় রহস্যাধার, জ্ঞান-খনি
এবং জ্ঞানীর হৃদয় আলোক-উৎসারী!

জ্ঞান দিয়ে করো না নিয়ত দুনিয়াবি
পরিশেষে না পাও যেনো লাজ তুমি !

চাইবে খোদা, চাইবে তুমি পৃথিবী
এ হেঁয়ালি, এ অসম্ভব, পাগলামি !

উপদেশ নাও, খোদার করুণা যেনো
তোমার পরে বর্ষিত হয় অসংখ্য!

## দোয়া

*[দাখিল পঞ্চম (শুশুম) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দোয়া হিসেবে রচিত]*

শুশুমের শিক্ষার্থীরা, দোয়া করি, আবাদ থেকো
আনন্দে থেকো আর সকল বিপদ থেকে মুক্তো থেকো !

আলস্য-অবহেলা-গাফলতি করো না তোমরা
সবক বুঝে বুঝে আয়ত্ব করো এবং খুশি থেকো !

অবশ্যই তোমাদের চারজন পাবে পুরস্কার
আরো চারজন বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য, জেনে রেখো!

পূর্বপাকিস্তানের দাখিল পরীক্ষায় হও প্রথম
স্নেহভাজন ছাত্রগণ ফুলসম সুন্দর থেকো!

পোক্ত ইচ্ছে করে প্রতিজ্ঞ হও সবাই
লিখিত ওয়াদা দিয়ে আমায়, ওয়াদায় অটল থেকো!

**ফজলের** দাবি এই, করবে তোমরা উন্নতি
ভালো মানুষ হয়ে সবাই, কুরানপ্রেমী থেকো!

# প্রত্যাশা

*[দাখিল শশুম (পঞ্চম) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত]*

পঞ্চমের ছাত্ররা, প্রত্যাশা আমার এই–
দাখিল পরীক্ষায় পুরস্কার অর্জন করবেই !

তোমাদের তিনজন উপযুক্ত তার জেনো
আমার কথা যদি বিশ্বাস করো, যদি মানো!

আহমদ কবির, আশরাফ ও মুস্তাফা অবশ্যই
পঠনে-পরিশ্রমে পেয়ে দেখাবে তা নিশ্চয়!

এবং আরো দুজন আছো যোগ্য যারা বৃত্তিতে
আমার এ দাবি সত্য হোক, না হয় যেনো মিথ্যে!

সবাই মিলে পরামর্শ করে নাও, প্রিয়েরা
এবং ফজলকে বলো, কী তোমাদের নতিজা!

চেষ্টা করলে পাবে খোদার সাহায্যের নিয়ামাত
নবী মোস্তফার এমন, রয়েছে সুসংবাদ !

# পরিণাম সম্পর্কে সতর্কতা

কী আনন্দিত সে আজ, বাসন্তি বরণে
অধরে হাসির ছটা, হৃদয় প্রসন্ন বাগানে!

প্রীতির প্রত্যাশা করা ওই রূপ ও সৌন্দর্যে
যেনো নিরাপত্তা চাওয়া লেলিহান আগুনে!

পাতাঝরার চলছে ঋতু, ক্ষয়ে যায় রূপ
দেখবে সে বন্ধুদের মমতাহীন প্রস্থানে !

কিছু হৃদয়জ রূপের উদ্ঘাটন জরুরি
তবে তা সহজ নয়, অলস,অজ্ঞ জনে!

সুন্দর সমাপ্তির তরে অত্যাবশ্যক এই–
জাগরণে না দেয়া গুরুত্ব নিশিযাপনে!

গাধায়-ঘোড়ায় নেই এখানে কোনো ফারাক
*'ফজল'* তুমি চুপ থেকো, কঠিন তা জ্ঞানীজনে!

তোমার প্রতিটি কথাই সুগভীর অর্থবোধক
পাবে না কদর তবু সম্পদলিপ্সু মনে!

বন্ধুরাও বর্ণিল আজ, সেও খুব অপরূপ
কী রহস্য পাবে প্রকাশ, প্রত্যেক ছাত্রতরে!

বায়সকে দিলো সম্মান বুলবুলির গানের ওপর
কী নিদারুণ করুণা হায়, কালের প্রাজ্ঞজনে!

সম্পদে গরব তার, রূপে তার অহংকার
অদ্ভুত এক খেলা এ যে– বাসন্তি স্বপনে!

উন্নতির আশায় আকাশচুম্বী চিন্তা তার
তখন কি আর দৃষ্টি তার পড়বে হেমন্তে!

## কিছু শব্দমালা

*[তরুণ প্রজন্মের মাঝে দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার নিমিত্ত রচিত]*

দ্বীনি ইলম পড়বো আমরা, দ্বীনের মুজাহিদ হবো
ধর্মীয় শাস্ত্র ও সমরবিদ্যা শিখে যাবো !

দেশের তরুণসমাজ আমরা, আমরা দেশের প্রহরী
দেশের কোনো শত্রু এলে, তার সাথে লড়ে যাবো!

আমরা সবাই সাহসী, যুগশার্দুল, জাগরূকপ্রাণ
যে বিপদই আসুক, আমরা সাহসহারা না হবো !

চেষ্টা-সাধনা আছে, আছে প্রেম ও প্রত্যয়
প্রাণের আশা করবো পূরণ, পূর্ণ করেই দেখাবো।

আমাদের হৃদয় তো উত্তাল যেনো মহাসমুদ্র
অভিবাদন হৃদয়কে, প্রেরণার সাগর বানাবো !

মুসলিম আমরা, যোদ্ধা আমরা, আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী
কঠিনতর যে কাজই আসুক, হবো না বিরক্ত!

পরম সহায় ইলাহি, তুমিই ত্রাতা বান্দাদের
তোমার পরেই ভরসা– সকল কর্ম পারবো!

আপন লক্ষ্য অর্জন করবো আমরা এ ধরায়
মাটি ফুঁড়ে, আকাশে উড়ে, সমুদ্র ছেঁচে নেবো !

দয়া করে দিলে খোদা, আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়
তবেই আমরা অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবো!

বলছি না, তোমার কাজে যা কিছু হবে ভুল
অবসর আসলে, তাতে হারাবে কেনো কূল?

নেই আমার কর্মকীর্তি, মুখেও নেই যাদু
মনের অবস্থা তবু উলটপালট হে প্রভু!

যদিও সমাজ পরিত্যাগ নয় সহজ তোমার প্রিয়
তবে তার ক্ষতি তো তোমার সামনে প্রকাশ্য!

# উৎসাহব্যাঞ্জক কথামালা

*[শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক হওয়ার নিমিত্তে]*

ছাত্র আমরা দ্বীনি ইলমের, লক্ষ্য মোদের সে ইলম
দেশের প্রহরী আমরা– এ দেশ প্রিয় আমাদের!

জ্ঞানী হবো, কর্মী হবো, হবো দেশের প্রহরী
সব বিষয়েই দেখতে পাবে সাহস তোমরা আমাদের!

আমরা অকুতোভয় আর প্রতীজ্ঞ ও সাহসী
তুলনাহীন ইচ্ছেশক্তি দেখবে তোমরা আমাদের।

মাতৃভূমি বাংলাদেশ, দিলেন মোদের খোদাপাক
হৃদয়গ্রাহী অবাককরা ধ্বনি সাহায্যের মোদের !

তাওহিদের আমানত যখন আমাদের দিলে
অব্যাহত থাকবে সদা জয়যাত্রা আমাদের !

এই ভূমিতে কোনো শত্রু দেয় যদি কুদৃষ্টি
সেই শত্রুর সম্মুখে দেখবে বিজয় আমাদের!

ভরসা মোদের সর্বদা তোমার পরেই হে প্রভু
উন্নতি করতে থাকুক এ মাদরাসা আমাদের!

খোদার **ফজল** থাকে যদি আমাদের ওপরে
অনায়াসেই সফল হবে প্রতি পর্যায় আমাদের!

## রচিত পঙক্তিমালা

*[শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় উচ্ছ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে]*

দ্বীনি ইলমের পতঙ্গ ও কুরানের প্রেমিক মোরা
আমরা তার অন্বেষণে মোমের মতো গলে যাই!

আমরা রক্তের বদলে বেছে নেবো কুরানকেই
আমরা তাকে সমীহে হৃদয়ে রাখিতে চাই!

হৃদয়ে তার টান এবং প্রীতি ও জ্বলন মোদের
ছড়ায় তাতে তাওহিদ ও মারেফাতের রোশনাই!

উচ্ছ্বাসের টর্নেডো যা থাকে প্রেমিকের প্রেমে
প্রাণের জ্বলন আমাদের জ্বলে অগ্নিশিখায় !

সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়জুড়ে তুলছে ঢেউ
তড়পায় আজ আমাদের, আছি যারা মাদরাসায়!

প্রিয় স্বদেশ, প্রিয় তুমি অসম্ভব আমাদের
তুমি আমাদের সম্মান, আছি আমরা প্রহরায়!

দু'জাহানের সৃষ্টিকর্তা, তুমিই দাতা আমাদের
হৃদয়ে দাও জ্বলন এবং ঈমানের রোশনাই!

নুর নবীজির পদাঙ্কে চালাও সর্বদা মোদের
প্রতি পলে যেনো মোরা তোমার সন্তুষ্টি পাই!

***ফজল*** তুমি দোয়া করো মহান খোদার দরবারে
জিন্দাদিল্ ও তোমার পথে মুজাহিদ আমরা সবাই!

## প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত

*২১ নভেম্বর ১৯৬৫ইং*

তালিবে ইলম তোমরা, সৌভাগ্যবান, সৎ সকল
ভালো থেকো, স্বীয় উদ্দেশ্যে তোমরা হও সফল
ভালো কাজে, সু-অভ্যাসে থেকো সদা অটল !

দাবি যা-যা ইলমের, সেসবের সঙ্গে থেকো
দ্বীনি খেদমতে যা চাই, তাতে যুক্ত থেকো
দ্বীন ভুলে দুনিয়ার নাম নিও না তরুণদল!

সম্পদ অর্জনে তোমাদের বাধা দেইনি কভু
রিজিক তালাশের ক্ষেত্রে বাধা দেইনি কভু
কিন্তু খোদাকে যেনো ভুলো না, প্রিয়সকল !

তোমাদের দ্বারা ইসলামের মান বাড়ুক, এ-ই বাসনা
তোমাদের দ্বারা কুরআনের শান বাড়ুক, এ-ই চাওয়া
সিরাতপ্রেমী করুক তোমাদের, পরমপ্রভু জুলজালাল!

জলে-স্থলে এবং হাওয়ায় তোমাদের সেই বীরত্ব
শত্রুর ওপর ধ্বংসলীলা, তোমাদের সেই স্থৈর্য
সবি যে মুজেজা, হে ইসলামের তরুণদল !

পৃথিবীতে তোমাদের করলো যেজন বিখ্যাত
ময়দানে শত্রুদের করলো যেজন পরাজিত
ইসলামের গৌরব তিনি, ইজ্জত আল্লাহপাকের!

বুঝোনি কি তোমরা আজও ইসলামের সম্মান
দেখোনি কি তোমরা আজও স্বীয় ধর্মেরই শান
মুমিনের তরে সুখবর তা, কাফিরের বিপদ-অবাল!

হাকিমি উদ্যানের ঘ্রাণপ্রিয় হে পুষ্পদল
নজীরি বাগিচার হে শিক্ষার্থীসকল
দ্বীন প্রচারে থেকো সদা তোমরা সবাই অবিচল।

পরিষদের আছে যতো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
প্রত্যয়ে অর্জন করো, হয়ো না পশ্চাৎপদ
মুসলিমের আকাঙ্ক্ষা হবেই হবে সফল !

মুসলিমদের মানায় না হীনমন্য-ভাব কভু
কর্মে-পণে দুর্বলতা মানুষে মানায় না কভু
অসহায় না হয়ে, পাহাড়সম হও অটল!

ইসলামধর্ম প্রাণ তোমার, আর তুমি তার দেহ
প্রাণ তোমার ঈমানি জযবা, আর তুমি তার দেহ
এ-ই না হলে, এ জাতির পুড়বে আবার কপাল!

মাদরাসার বহু সেবা করলে তোমরা, ধন্যবাদ
নবীনদেরও প্রাণিত করলে তোমরা, ধন্যবাদ
অতীতের ন্যায় সুদৃষ্টি রেখো সামনে অটল!

***ফজলের*** দিল্‌ থেকে দোয়া, তোমরা ভালো থেকো
অন্তরে-বাহিরে তোমরা ফুলের মতোই থেকো
নাজিল হোক সর্বদা খোদার রহমত ও ফজল !

# প্রশংসা কাব্য

প্রভু তোমার দ্বারে যে আজ এসেছে এক ভিখারী
মাফ করে দাও, তার যতো পাপ, এসেছে এক ভিখারী !

## প্রশংসা-গাথা

*[হযরত শায়খ আব্দুল মজিদ সাহেব (পীর সাহেব রহ., গারাঙ্গিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম)-এর উদ্দেশ্যে]*

প্রশংসায় অপারগ ফেরেশতা ও জিন-ইনসান
নাগাল পাওয়া অসম্ভব, তবু স্বীকার ও ঈমান !

অসীম করুণা-দয়া, আমাদের পরে হে প্রভু
শোকর ও প্রশংসা করবো কী? আমরা নাদান !

সালাম পৌঁছে যাক আমাদের নুর নবীজির রওজাতে
আপনার উম্মত হয়ে আমরা সৌভাগ্যবান !

সাধককুলের মর্যাদা বলবো কী আর এই অধম
মর্তবা যে অতীন্দ্রীয়, সাগর মারেফাতের জ্ঞান !

আল্লাহর যে মেহেরবাণী বিস্তারে ছায়া সদা
যুগে-যুগে উম্মতের তারকা যে আয়ুষ্মান !

সকল কালে শেষ নবীর দৃশ্যমান মুজিজা
বেলায়েতের শতো-শতো সূর্য যে দীপ্তিমান।

হযরত আব্দুল মজিদ ধর্মগুরু এই দেশের
পথিকদলের চেরাগ তিনি, সাধকসভার লাইটসমান!

আত্মশুদ্ধি-তাযকিয়ার সুদক্ষ ডাক্তার তিনি
জাহেরি ও বাতেনি জ্ঞানে সাগরসমান।

দ্বীনি ইলমের মহাসাগর, সব সাগরের মোহনা
শাস্ত্রে সুদক্ষ তিনি, পণ্ডিত আর প্রজ্ঞাবান।

দ্বীনি ইলমের এই ধারা প্রবহমান থাক সদা
কিয়ামত তক এ পথচলা থাকুক প্রভু চলমান।

শিক্ষককুলের শিক্ষক তিনি জাহেরি ইলমে
শায়খুল মাশায়েখ তিনি মারিফাতে মহান !

# রচিত কবিতা

*[বড়হাতিয়া এশায়াতুল উলুম মাদরাসার বার্ষিক সভা উপলক্ষে রচিত] (যেখানে সর্বদা বায়তুশ শরফের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত ছিলো)*

প্রভু তোমার দ্বারে যে আজ এসেছে এক ভিখারী
মাফ করে দাও, তার যতো পাপ, এসেছে এক ভিখারী !

পাথেয় নেই পুণ্যকাজের এই অধমের; তবে
অসিলা মদীনার বাদশা প্রিয়তম নবীজি !

ঢেউ যদি হয় ভয়াল এবং হালকা যদি হয় রে নাও
এপার হতে ওপার যেতে লাগে অভিজ্ঞ মাঝি।

দ্বীনি জ্ঞানের প্রচার কিংবা বার্ষিক এই সম্মেলন
বেহেশতি এক বাগান হয়ে ছড়ায় ফুলের সুরভি !

পরমপ্রেমের পানশালার দয়া করে দাও দিশা
পতঙ্গে-পতঙ্গে ভরা বায়তুশ শরফের বাতি !

হাজারো তৃষিত ঠোঁট তৃপ্ত হলো এক ঢোঁকেই
এখানে সুস্থ হয়ে যায় জাহেরি-বাতেনি রোগী!

চিত্তাকর্ষক দৃশ্য এ যে, পাপী হাজার দিল্ দেখো
যাদুময়ী তরবিয়তে হয়ে ওঠে সাফ-সুফি !

হাজারো মৃত হৃদয় গাফেল ছিলো নিজ রোগে
আমাদের ফয়েজ-ফোয়ারা এই বায়তুশ শরফ-ই।

এক 'কুম বি-ইজনিল্লাহ'-তেই করে তাকে আলোকময়
মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে দূর উড়ালের ঈগল পাখি !

হাজারো অপ্রেমী মন, খুঁজে পেলো প্রেম আজি
বর্জ্যখেকো শকুনদলের দৃষ্টি তবু পাতালে-ই !

এক পেয়ালা অমৃতেই বানায় তাকে পতঙ্গ
***ফজল*** খোদার, হচ্ছে বায়তুশ শরফে উন্নতি।

পক্ষেই তো, নও বিরোধী, দাও বলে দাও হিংসুকে
পেঁচাই তো হয় সূর্যালোকের ওপর সদাই অখুশি!

# কুমিরাঘোনার জন্যে রচিত

(১৯৭৯ইং)

তোমার কৌশলই প্রভু, সৃষ্টিকুল বাঁচায়
সমকালেও তার এক কারখানা দেখা যায় !

অগ্রযাত্রার জাহেরি ও বাতেনি আলোর ঝলকানি
বুদ্ধিমান হৃদয়কে এর রূপের দিওয়ানা বানায় !

জাহেরকে যেমন করলে তুমি আলোকিত এ তারায়
বাতেনকেও সাজিয়ে তুমি দেখালে গোপন আভায় !

সিলসিলা যদিও দুটি, যদিও পৃথক পন্থাও
তবু সবি মুহাম্মদি নুর থেকেই আসে ধরায়।

ওখানে মুহাম্মদের নুর থেকে আসে সুন্দর আলোক
এখানে মানবহৃদয়ে বিজলির মতো তা ঝলকায় !

প্রেমের বিজলি এমনই সে নিজে-নিজেই উছলায়
সেই আমানত চায়– যাকে ওই আসমানেও ভয় পায়!

বেলায়েতে রেসালতের আমানত আসলে তখন
একেকজন আবুবকর, ওমর ও ওসমান হয়ে যায়।

সাহাবা ও তাবেঈন, ইমামগণ– সবাই তারকা
আলী থেকেই এ সিলসিলা মাশায়েখে চমকায় !

বড়ো পীরের সিনাতে চমকালো যেই বেলায়েত
সাথে-সাথে তৃষার্ত নৈকট্য পায় পেয়ালায়।

বংশে ও সম্পর্কে বেলায়েতের শাহেনশাহ
রাই পরিমাণ তুলনাতেও তাকে ঠিকঠাক মানায়!

কুতবে আলম, গাউসে আজম, মাহবুবে সুবহানি
কেনো হবেন না তিনি, তাতেই ইসলাম প্রাণ পায়!

জগতজুড়ে ছড়িয়ে আছে জিলানের আলো তবে
বীর চট্টলার মাটিতে তা *শাহ আখতারে* চমকায়!

জা-নশীনের সিনায় খোদা, ফয়েজ আরো বাড়িয়ে দাও
সকল প্রকার রোগীরা যে তার থেকেই ফয়েজ পায় !

***ফজল*** আজ ফকির খোদা, ওসব বুজর্গের নামে
ভিখারী আজ কান্না করে শুভ সমাপ্তির আশায় !

## আল্লাহু আকবর

*খানেকায়ে হামেদিয়া এবং সালামিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।*

শিক্ষা ও দীক্ষার ***মুবারক*** এই কেন্দ্র
১৯৫৬
আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের ঠিকানা।

উনিশ শত ছাপ্পান্ন ইংরেজি সনে
প্রতিষ্ঠিত হয় হামেদি এ খানেকা!

সফল হোক, তরতিলে কুরানের সভা
বিপদাপদ থেকে একে বাঁচাক খোদা।

প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম সালামিয়া
**সাধক আব্দুস সালামের** নামে হয় রাখা।

### অন্য ছন্দে

মুবারক হোক, আত্মশুদ্ধির আলোকময় এ ঠিকানা
খোদাপ্রেমী শিষ্যকুলের এ যে আস্তানা !

উনিশ শত ছাপ্পান্ন ইংরেজি সনে
জেনে রেখো, হামেদি খানকার প্রতিষ্ঠা।

কুরআনের এই শিক্ষালয়, হোক মুবারক
যুগের আপদ থেকে একে বাঁচাক খোদা !

সালামিয়া নামটি এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই
**সাধক আব্দুস সালামের** নামেই হলো রাখা।

এর প্রতি রেখেছেন স্বীয় সুদৃষ্টি
সূর্যসন্তান **শাহ আব্দুল মজিদ** সর্বদা !

## ছন্দমালা

*[বায়তুশ শরফ মসজিদের বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষে রচিত, ১৯৭৪ইং]*

প্রভু আমার, মালিক সম্মান-শরফের
উম্মতকুলে এ উম্মত মালিক শরফের।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবীপাক আমাদের মাওলা
তাঁর অসিলায় হকদার ইনসান শরফের।

মানবজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু যে
মুহাম্মদই কারণ ও মূল শরফের।

তিনিই এ বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ
তাঁর সত্তাই উৎস সকল শরফের।

তাঁর অনুসরণ মানেই খোদার গোলামী
এই তো সত্যপন্থা নিখাদ শরফের।

বুজর্গ আর শায়খদের অসিলা
নিশ্চয় মাধ্যম জয় ও শরফের।

সুরম্য এই মসজিদ বায়তুশ শরফের
আজব এক খানেকা বায়তুশ শরফের।

আছেন হেথা সূর্যসম শাহ আখতার
তাই তো এতো আলো বায়তুশ শরফের।

প্রাণের বন্ধু তরাবেন না কেনো প্রাণ
হেদায়েতের রোশনি বায়তুশ শরফ।

ফয়েজ-বরকতের এ যে দোলনা
শায়খের আসন যে এ বায়তুশ শরফ।

খেলাফতের জায়নামাজ তো এখানেই
দাওয়াতে প্রত্যয়ী নাম বায়তুশ শরফ।

জান্নাতের খাদেমের মতো খাদেম তার
জান্নাতের মতো যে বায়তুশ শরফ।

ওখানে রশীদের খলিফা সমাসীন
তাইতো আলোয় ভরা বায়তুশ শরফ।

সুসভ্য-মানবিক এখানকার সবাই
হেদায়েতের বাগিচা বায়তুশ শরফ।

কামেল ও প্রাজ্ঞ শায়েখ আছেন হেথা
চলো, তলকিনের তীর্থ বায়তুশ শরফ।

ইবাদত ও তেলাওয়াতের ধুম সেথা
প্রত্যাশার ঠিকানা বায়তুশ শরফ।

আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে যে পেরেশান
যাও, তোমার ওষুধ বায়তুশ শরফ।

শারীরিক অসুখে যে জন অপারগ
যাও, তোমার দোয়া বায়তুশ শরফ।

চাও যদি হোক মনের ময়লা পরিষ্কার
যাও তাহলে, ঠিকানা তার বায়তুশ শরফ।

থাকে যদি আত্মশুদ্ধির আশা
দিলের মকসুদের ঠাঁই বায়তুশ শরফ।

চরিত্রসংশোধন লক্ষ্য হলে
যথার্থ ঠিকানা তার বায়তুশ শরফ।

বড়োপীরের সুদৃষ্টি আছে হেথা
তাই তো ফয়েজপূর্ণ বায়তুশ শরফ।

আশিককুলের আশা এবং আস্তানা
বিশ্বস্ত মানুষের– তো বায়তুশ শরফ।

যুগশ্রেষ্ঠ শাহ জব্বারের সঙ্গী যে
আবাস তাহার এই বায়তুশ শরফ।

আছে হেথা তলকিন, ইরশাদ, তাওয়াজ্জুহ
দাওয়াতের দলিল যে বায়তুশ শরফ।

তেলাওয়াত আর দোয়া এবং দাওয়াতে
হৃদয়খোলার ঠিকানা বায়তুশ শরফ।

মহব্বতে চাও যদি হতে ফানা
তাইলে চলো, মনজিল বায়তুশ শরফ।

দ্বীনি জ্ঞানের ধারকদের সহযোগিতা
কৃত্রিমতা ছাড়াই করে বায়তুশ শরফ।

মসজিদ ও মাদরাসায় সহযোগিতা
চলছে করে, সে যে বায়তুশ শরফ।

সূর্যসন্তান শাহ আখতারের ফয়েজ
দেখতে চাইলে দেখো বায়তুশ শরফ।

ওখানে হচ্ছে ক্রমশ উন্নতি
করুণার বৃষ্টিধারা বায়তুশ শরফ।

মাদরাসা, মসজিদ আর গরীবের
সহযোগী-সমব্যথী বায়তুশ শরফ।

আছে হেথা বৃষ্টিসম খোদার **ফজল**
কারো মুখাপেক্ষী নয় বায়তুশ শরফ।

দারিদ্র্য গৌরবের বিষয় তারপরো
দানবীর বাদশা যে বায়তুশ শরফ।

চিরন্তন হোক এ প্রতিষ্ঠান, ইলাহি
সৃষ্টিকুলের ঠিকানা বায়তুশ শরফ।

দ্বীনি জ্ঞানের যে নৌকা চলমান
মাঝি তো তার এখন বায়তুশ শরফ!

## বায়তুশ শরফ

এই অপূর্ব মসজিদ-ই বায়তুশ শরফ
অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী এ বায়তুশ শরফ।

ওখানে আলো ছড়ায় অনন্য অরুণ
তুমি এক আলোকিত জায়গা, বায়তুশ শরফ!

হৃদয়ের মালিক কেনো হবে না প্রেমী
হৃদয়-উদ্ভাসের জায়গা যে বায়তুশ শরফ।

ফয়েজ ও বরকতের এক দোলনা
শাইখের আসন ওই বায়তুশ শরফ।

প্রতিবেশী এর প্রষ্ফুটিত পুষ্পসম
অনন্য উদ্যান যে ওই বায়তুশ শরফ।

এখানকার সবাই মানবিক,সহৃদয়
পবিত্র ভূমি যে ওই বায়তুশ শরফ।

ওখানে স্থলাভিষিক্ত তাঁর যোগ্য শিষ্য
তাইতো আলোকিত বায়তুশ শরফ।

সাধনা, যিকির-ফিকির, রোনাজারি
আশ্রয়ের জায়গা যে বায়তুশ শরফ।

সাফ যদি করতে হয় কলবের জং
চলো, তার স্থান বায়তুশ শরফ।

নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হলে
তাহলে তার শোধনাগার বায়তুশ শরফ।

প্রবৃত্তির ব্যাধিতে হলে পেরেশান
যাও, তুমি তোমার পথ্য বায়তুশ শরফ।

দৈহিক অসুস্থতায় অসুস্থ হলে
যাও, তোমার দোয়ার জায়গা বায়তুশ শরফ।

চরিত্র-সংশোধন লক্ষ্য হলে তোমার
যাও, হেদায়ত ও দিশার কেন্দ্র বায়তুশ শরফ।

বড়োপীরের সুদৃষ্টি আছে তার ওপর
তাতেই আলোঝলমল বায়তুশ শরফ।

আশিককুলের আশা-আশ্রয় এবং
শুদ্ধ মানুষের কেন্দ্র বায়তুশ শরফ।

শাইখে কামিল শাহ আব্দুল জব্বার
তাঁর সাধনাগার যে বায়তুশ শরফ !

আছে এখানে আলোচনা, শুদ্ধি, মনোযোগ
দাওয়াতের অনুকূল এ বায়তুশ শরফ।

আছে তেলাওয়াত, দোয়া আর দাওয়াত
শুভ্রতার ঠিকানা যে বায়তুশ শরফ।

ভালোবাসায় যদি ফানা হতে চাও
যাও, ঠিকানা তোমার বায়তুশ শরফ।

প্রদীপ্ত সূর্যালোক চাও যদি পেতে
যাও, যাও, যাও তুমি বায়তুশ শরফ।

মাদরাসা আর মসজিদের সহযোগিতা
ধারাবাহিক যেখানে, তা বায়তুশ শরফ।

খোদা, তুমি আপন ফজল ও দয়ায়
রেখো আলোকিত বায়তুশ শরফ।

পতঙ্গের মতো ধাবিত আশিকেরা
পূর্ণিমার চাঁদ যে এই বায়তুশ শরফ।

আমার প্রভু, মালিক মান-সম্মানের
এই উম্মতই সর্বশ্রেষ্ঠ, 'জো-শরফ'।

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আর নেতা মোদের
তাঁর থেকেই মানবজাতির শরফ।

তিনিই সৃষ্টিকুলের মূল, লক্ষ্য-মকসুদ
তিনিই আদি সত্তা, যার তরে সব শরফ।

আপনার অনুসরণ, অনুসরণ খোদার
এটাই ইবাদত এবং এটাই শরফ।

বুজর্গ আর অলিদের সাথে সম্পর্কই
সাফল্যের চাবিকাঠি, প্রদায়ী শরফ!

# ছন্দমালা

*[চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার*
*বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষে রচিত, ২৬ ফেব্রুয়ারি]*

ওই তারকারাজির সপ্তাকাশ, এই উদ্ভিদকুল সবি
গিরি-সমুদ্র এবং যাবতীয় জড়বস্তু সবি
এবং মানবজাতি, প্রাণীকুল, জিনজাতি সবি
এই দিবারাতি এবং কালের আবর্তন সবি
তোমার কুদরতের একেকটি চিহ্ন হে খোদা
তোমার প্রশংসায় মত্ত সবাই, মুখরিত সদা !

লায়লার সৌন্দর্য কি মজনুর পাগলামি বলো
ক্লান্তি-শ্রান্তি কিংবা মৃত হৃদয় বলো
কায়েসের বোহেমিয়ান স্বভাবকে মজনু বলো
লায়লার মনকেও জখম-খাওয়া বলো
সবকিছুই এক সুন্দরম যাত্রার অনন্য প্রমাণ
সকল ব্যবস্থাপক তার থেকেই তো জ্ঞানবান।

শূন্যের অন্ধকার থেকে সৃষ্টি আলোক দেখে
রাত্রির আঁধার থেকে সূর্যোদয় দেখে
দিগ-দিগন্তে পুষ্পরাজির সমাহার দেখে
সুন্দরের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য দেখে
কে আছে যে তোমার সম্মুখে হবে না নত ?
হবে না কে তোমার ইশকে শারাবি সতত ?

লাঞ্ছনা-গহ্বর থেকে বিশ্বকে বের করলেন যিনি
কুফরি-আঁধার থেকে দুনিয়াকে বাঁচালেন যিনি
জুলুম তাড়িয়ে এখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন যিনি
ধর্ম ও বিশ্বাসে সৃষ্টিজগতকে সাজালেন যিনি
তাঁর ওপর রহমতের বৃষ্টি ঝরুক, হে খোদা
আমাদের থেকে ভক্তির তুহফা পৌঁছুক, হে খোদা!

এই হাকিমিয়া মাদরাসাটি সবসময়ই মুখর
এখানে আছে বুজর্গদের ফুয়ুজ অষ্টপ্রহর
হযরত আব্দুল হাকিম কুতবে জমান ব্যক্তিত্ব
শাহ নজির আহমদ সমকালে সমুন্নত
পবিত্র সকল সত্তা ধাবিত এদিকে সদা
যুগ-যুগান্তর ধরে তো তাই আবাদ এ মাদরাসা !

স্বপ্নে সাক্ষাত ঘটুক হযরত ওস্তাদের সাথে
ঘুমের দেশে হোক দেখা হোক শিষ্যকুলের সাথে
যোগাযোগের মাধ্যম তো পবিত্র সাক্ষাতে
আদেশ ছিলো শব্দেই তাই নিবেদন চাওয়াতে
হে আমার সাধনাকাশের সূর্য শাহ আখতার
কেনো আজও পড়েনি এখানে দৃষ্টি আপনার ?

মূলত আদেশ ছিলো তার ওপর ওস্তাদের পরম
আপনার হৃদয়ে পড়লো তার প্রভাব চরম
শায়খে জমান করে নিলেন এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা
করে নিলেন সুবিন্যস্ত এর সকল ব্যবস্থা
হে খোদা, আলোকিত আখতারের প্রতিটি স্মৃতি
আপনারই দয়ায় সব– ইমারত ও নির্মিতি !

শুকরিয়া, জীবিত বুজর্গরাও করেন মুহব্বত
এর সহযোগিতায় সর্বদা করেন মেহনত
হযরত শাহ চুনতি করেন যিনি নির্বাহ
অন্যদেরও যোগান তিনি প্রেরণা-উৎসাহ
হযরত শায়েখ, বায়তুশ শরফের জা-নশীন
আব্দুল জব্বার এর বদান্যতা এখানে তুলনাহীন !

New Image

From Scanner

Click Scan

# নুযুলে কুরআন মাহফিল উপলক্ষে রচিত

*[লোহাগাড়া মাদরাসা, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৮ইং]*

নুযুলে কুরআনের মাহফিল, প্রভুর ফল্গুধারার বান
বিগত হলো কতো শতাব্দী, প্রদীপ্ত সূর্য তবু কুরান!

'আমিই এর রক্ষক'-বলে দিলেন আল্লাহ সুখবর
আমাদের ওপর ফরজ তাই, সে চেষ্টায় দিনগুজরান!

প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমাদের, প্রিয় সম্পদের চেয়ে
আমাদের ঈমানরক্ষক তা, আমরা তার নেগাহবান।

আলকুরানের অক্ষর আর বিন্দু-বিসর্গ রক্ষায়
আমরাই তার রক্ষক আর অর্থে তার উৎসর্গ-প্রাণ!

লোহাগাড়াবাসী আর শুভার্থী নাও, সুসংবাদ
তোমাদের পরে হবে সদা মদিনার ফল্গু-বরিষণ!

প্রতিবছর থাকবে এই মাহফিলেরই অপেক্ষায়
তোমাদের দ্বীনে ও ধনে ঋদ্ধি হবে, অসিলা কুরান!

কুরান দিয়ে আল্লাহপাক তরালেন কতো জাতিকে
বহু জাতিকে ডুবালেন, ছাড়লো যারা আল-কুরান!

খোদার ***ফজল*** ও দয়া তোমাদের পরে হতে থাক
তোমরা যে বোধে-বিশ্বাসে জ্বাললে কুরআনের শান!

'তোমরাই তো বিজয়ী'-আয়াত এ যে মিথ্যে নয়
প্রচার করবে এর সদা, আচরিবে এর বিধি-বিধান!

## পঙক্তিমালা

*[চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসার
বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষে রচিত]*

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা তুমি, পালনকর্তা পৃথিবীর
তোমারই ইবাদত করি, তোমারই সাহায্য চাই!

প্রশংসা ও তারিফের যোগ্য কেবল তুমিই তো
প্রভু তোমার সমকক্ষ কিংবা কোনো শরিক নাই।

তোমার কুদরতের নিশান সর্বদা বিকাশমান
মৌমাছির উদরকে করো মধুর আবাস তাই!

সকল নবী-রাসুলের মিশন-নেতা মুহাম্মদ
সৃষ্টিকুলের প্রদীপ তিনি, রহমত দুনিয়ায়!

কুরবান হোক আমার জান, শান্তি দাও প্রভু তাঁকে
তাঁর সিরাতের আলোতেই সারা বিশ্বে আলো ছড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুম ছিলো সবখানেই
সেই চক্রে পড়ে আজো পুরো পৃথিবী পস্তায়!

সত্য-ন্যায়কে করেছেন বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা
প্রভুর প্রেমাস্পদ তিনি, মুমিনের নেতা ও ভাই !

যুগে-যুগে অজর হোক, চুনতির এ উদ্যান
এ মাদরাসা দীর্ঘকাল নিবেদিত দ্বীনি সেবায়!

আলোকিত ছিলো জগত, যেসব ওলিদের দ্বারা
যারা তাঁদের করেন স্মরণ, তাঁদের ললাটও চমকায়।

মহান **আব্দুল হাকিম** আর **শাহ নজির আহমদ**
প্রত্যেকে উজ্জ্বল তারকা, শায়িত আজ কবরগায় !

অসংখ্য কীর্তি তাঁদের আজো আলোক ছড়ায়
যুগের শায়খ ছিলেন **আখতার**, শায়িত নুর মদিনায় !

প্রভু, সবার ওপরে হোক তোমার রহম-বরিষণ
অন্তবিহীন ফেরদৌসের প্রেমিক আমরা সবাই!

জিন্দা ওলী, চুনতির শাহ সাহেব, হে প্রভু
মাদরাসাপ্রেমী তিনি, দ্রষ্টা সিরাত-সূক্ষ্মতায় !

এবং এর তত্ত্বাবধান করেন মারিফতের শেখ
**আব্দুল জব্বার**, যিনি **শাহ আখতার**-এর জা'গায়!

প্রধান বক্তা এবং প্রিয় **শফিক** এবং **আজাদ**
**মাহমুদুল হক**, **মুবারক** আর **কুতুবুদ্দিন** সবাই।

দীর্ঘ করো এঁদের জীবন, দয়া করে হে প্রভু
প্রত্যেকে যে ইসলামের দুর্গসমান দুনিয়ায় !

**শামসুল হুদাকে** প্রভু, দাও আশু আরোগ্য
কঠিন রোগের কারণে সে চিন্তিত ও অসহায়!

মাদরাসার শুভাকাঙ্ক্ষী **হাবিব আহমদ**, হে প্রভু
শিক্ষকবৃন্দের প্রতিনিধি সে, এতে সন্দেহ নাই।

খোদার ***ফজলে*** আমার সকল দোয়া কবুল হোক
তুমিই পরমদাতা প্রভু, প্রতিপালক বসুধায়!

# শবে বরাত

উৎসর্গ হবো আমি তোমায় দয়ায় ইলাহি
অসীম তোমার রহম প্রভু, অশেষ নেয়ামতরাজি!

মহাপরাক্রম তুমি, অসীম দয়ালু তুমি
তুমি অতুল একক, তোমার কুদরতের তুল্ নাহি।

নিখুঁত দ্বীনে ইসলামকে বিশ্বে ছড়িয়ে যিনি
অপূর্ব এক শরিয়তের আঁকলেন সিরাত-ছবি!

নবীকুল শিরোমণী, দিলেন যে সওগাত মোদের
'আকমালতু দ্বীনাকুম'- এর ঘোষণা যে আসমানি।

সেই 'লায়লাতুল কদর' আর এই 'লায়লাতুল বারাআ'
শেষ নবীজির অসিলায় যে দিলেন উপহার ইলাহী!

অণু কিংবা পরমাণু অস্থিতিশীল ছিলো সবি
জোরজুলুমের অভয়ারণ্য ছিলো যে এ ধরিত্রী।

সাক্ষাত রহমত আহমদ, শেষনবীজি মুহাম্মদ
খোদার আলোর আগমনে আলোক পেলো পৃথিবী !

এ রাত যে রহমতের, এ রাত যে তাওবারও
অনুতপ্ত হয়ে যেজন করবে রোনাজারি !

এ রাত যে বরকতের, রিজিক বাড়ার এই রাতি
সবিনয়ে হও সবাই, খোদার দ্বারে ভিখারী !

আলকুরানের তেলাওয়াত ও জিকির কিংবা নামাজ
যা-ই পারো করো তোমরা, ভাবো দান এ খোদার-ই!

অধম আমরা, প্রভু তুমি, তোমারই দয়াতে
ক্ষমা করো সমস্ত পাপ, লাঞ্ছিত আমরা খুব-ই!

সন্ধ্যা থেকে সুবহে সাদিক, ক্ষমা করেন পাপীদের
শবে বরাতে মাফির সুযোগ, খোদার বিশেষ কৃপা-ই!

## কাব্যমালা

*[চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার
বার্ষিক সভা উপলক্ষে রচিত, ১৯৭৮ইং]*

নিদাগ খোদায়ী তোমার, হে প্রভু
তোমার সমকক্ষ আর কেউ নেই !

গণনাহীন প্রমাণ আছে তোমার একত্বের
খোদার নিদর্শন গণনা নয়, নয় সম্ভব

পৃথিবীতে রয়েছে যতোশতো বুদ্ধিমান
কারো পক্ষে কোনো অস্বীকার নেই !

সৃষ্টির আদি আলোক তিনি, এবং
প্রভুর প্রশংসায় তিনি, সবার সেরা

পৃথিবীর জন্যে দয়া ও রহমত আপনি
আপনার সমান ধরার বুকে কিছু নেই!

বিচারদিনে সুপারিশ জুটলে কপালে
জান্নাতের পথে আর কোনো বাঁধা নেই।

উম্মতের মাঝে সেইতো ভাগ্যবান
পাগলপারা হয়েছে যে নবীর প্রেমে

যেই হৃদয়ে থাকবে না নবীপ্রেম
হাশরে তারচেয়ে অধম আর কেউ নেই !

নবীপ্রেম তো এ উম্মতের গর্বের ধন
আমাদের ফলাফল হবে এই নবীপ্রেমেই।

প্রিয় আমাদের নবী এবং প্রিয় যে কুরান
এরচেয়ে প্রিয় আর কোনোকিছু নেই !

## তেল-খনি নিয়ে রচিত

*[জনাব আব্দুল্লাহ মাহমুদ (জলদি)-এর
আগমনের সময় তারিখ: ২৩ নভেম্বর ১৯৬৪ইং]*

পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রভু, সকল প্রকার শান্তি হোক
শান-শওকতে এ ভূখণ্ড জান্নাতের উদাহরণ হোক !

পাকিস্তানের ভূমিকে প্রভু, করো সমৃদ্ধ
খনিগুলোতে স্বর্ণ-রৌপ্য-সম্পদ মিলুক

দরিদ্রতা দূর হোক এখান থেকে প্রভু
খনিজ সম্পদ ফুরোলে অন্য সম্পদ আসুক।

এই রাষ্ট্রের না হোক পতন এবং ভঙ্গুরতা
শান্তি-নিরাপত্তা ও সামথ্য-শক্তি থাকুক।

পাক-মুসলিমদের মাঝে ঈমানি জযবা
ধর্মে অবিচলতা ও বুকে বীরত্ব থাকুক।

আজ এই তেলখনির উদ্বোধন হে প্রভু
একে তুমি চালু রেখো, এখানে তেল বাড়ুক।

গরীব আমাদের দিলে যখন এর সন্ধান
এতে আমাদের ঋদ্ধ করো, এটা সদা থাকুক।

এ খনির তেল হোক অফুরান, স্রোতবাহী
মোদের সাফল্য আসুক, তোমার সাহায্য থাকুক।

পাকিস্তানে আছে যেসব খনিজসম্পদ প্রভু
দয়া করে সন্ধান দাও, তোমার সাহায্য থাকুক।

দয়া করে দান করেছো, প্রভু এ পাকিস্তান
একে সর্বসামর্থ্য দাও, এর সৌন্দর্য বাড়ুক।

অধম ***ফজলের*** মুনাজাত, তোমার দরবারে প্রভু
দেয়া কবুল করো, মুসলিমের মর্যাদা বাড়ুক!

# সংবর্ধনা কাব্য

অপূর্ব এ বাগিচার বসন্ত হৃদয়হরা
কলিদের মুখে-মুখে হাসি, মালী আনন্দে-ভরা!

## সংবর্ধনা-কাব্য

*[শ্রমিকদের সাথে আলোচনাপূর্বক ধর্মঘট বাতিলের পর শ্রমিকদেরই অনুরোধে হাজী বশির সাহেবকে পুষ্পমাল্য অর্পণ উপলক্ষে উর্দুতে রচিত কবিতা]*

হৃদয়গ্রাহী আবহে আজ আমাদের বাগিচা
যাদুময়ী আজ আমাদের প্রীতি-ভালোবাসা!

অপূর্ব এ বাগিচার বসন্ত হৃদয়হরা
কলিদের মুখে-মুখে হাসি, মালী আনন্দে-ভরা!

সীমাবদ্ধতায়, চ্যালেঞ্জে আমরা ছিলাম পেরেশান
খোদার ফজলে সেসব এখন আমাদের সখা ।

নেই আর চিন্তা, আশার দারুণ হাওয়ায় এখন
পতপত করে উড়ছে আমাদের পতাকা !

এই ফ্যাক্টরীর মালিককে খোদা, দাও বরকত
তুমি তাঁর রক্ষক আর তিনি আমাদের কর্তা!

আমরা যারা শ্রমিক তারা কৃতজ্ঞ তাঁর প্রতি
তাঁর বদান্যতায় মন আমাদের পাগলপারা।

দেখতে পুষ্পমাল্য হলেও আসলে কিন্তু
আমাদের আনুগত্যের প্রকাশ ফুলের এ মালা!

তাঁর জন্যে দোয়া করে, সর্বদা হে খোদা
আমাদের প্রত্যেকেই– আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।

## অভিনন্দনপত্র

*[জনাব গভর্নর **খানবাহাদুর আব্দুল মুনঈম**-এর সাতকানিয়া কলেজে আগমন উপলক্ষে উর্দুতে পদ্যাকারে রচিত, যেখানে তিনি চুনতি মাদরাসার জন্যে আড়াই হাজার টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন]*

শাখায়-শাখায় বুলবুলিরা বলছে আজ মারহাবা
এখানে আজ আনন্দিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা!

সাহায্য-জয়-সমৃদ্ধি-মনোবলের আলোকছটা
খান বাহাদুর আব্দুল মুনঈম অতিথি আজ হেথা।

গভর্নর-পদ আপনার আলোতেই আলোকিত
সাম্রাজ্যের ছায়াপথে আপনি উজ্জ্বল তারা।

এই চুনতি মাদরাসার রয়েছে যে তীব্র তৃষা
**আব্দুল মুনঈম খান** তো মেঘ– বর্ষায় অঝোরধারা।

এ মাদরাসার পঁয়ত্রিশ গজ বিশিষ্ট একটি ভবন
বিগত তুফানে যেটা হয়েছে চূর্ণ-ভাঙা !

আপনার দানশীলতা প্রসিদ্ধ আজ সবখানে
আপনি তো এক বাসন্তী মেঘ– সবখানে দেন ছায়া!

***ফজল***, এবার দোয়া করো, সময় সংক্ষিপ্ত খুব
তাঁর ওপর থাক উন্নতি ছায়া হয়ে সর্বদা!

## অভিবাদনমালা

*[বাংলাদেশে সৌদি সরকারের প্রথম রাষ্ট্রদূত **শাইখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল-খতিব**-এর চুনতি সিরাত মাহফিলে আগমন উপলক্ষে আরবিতে পদ্যাকারে রচিত, ১৩৯৮ হিজরি]*

আপনি এসেছেন, আপনি অনেক সম্মানীয়
আপনার আগমনে সৌভাগ্যবান সবাই!

আপনাকে ভালোবাসি আমরা নবীর কারণে
আপনাকে ভালোবাসা ঈমানেরই দাবি!

আমাদের এই ভালোবাসা নিখাদ, অকৃত্রিম
নেই অতিরঞ্জন, উৎসারিত বিশ্বাস হতেই!

প্রিয় নবীর প্রতিবেশীকে সম্মান দেই আমরা
তাঁদের সম্মান করে যে প্রত্যেক মুমিনই!

জিব্রাইল যখন অবতরণ করলেন ওখানে
সাথে নিয়ে আলকুরানের আয়াত আর ওহি!

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খুশি হলো সবাই
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরাও উৎফুল্ল শিশুর মতোই!

অনুপম চরিত্রে শোভিত হে অতিথি
আসমানি আলোকে আলোকিত হে মনীষী!

নিঃসন্দেহে রয়েছে মর্যাদা আপনার
আপনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতিবেশী!

আপনার মর্যাদা তো চূড়ান্ত প্রমাণিত
আপনি যেহেতু কাবাঘরের প্রতিবেশী!

আপনি উদিত হলেন  এখানে সূর্যসম
আপনার আলোকে ছড়ায় কুরান সুর-ধ্বনি!

কতোই না ভাগ্যবান আরবদের ভাষা
কুরান আর বেহেশতের ভাষার মতোই!

অতপর আরবের অসাধারণ গৌরব
নবীজির জন্ম, যা গর্ব মানবজাতিরই!

হে আরব, তোমাদের তরে প্রীতি, সম্মান
খোদার সাহায্য তোমরা সত্বর পাবেই!

আরবের প্রতি হিংসুকদের তরে শুধুই ধ্বংস
ধ্বংস ইহুদি ও শয়তানের চেলাদেরই!

প্রভুর কাছে দোয়া করি, সৌদি বাদশার তরে
রেখো প্রভু রাষ্ট্রনায়ক তাঁকে দীর্ঘদিনই!

শত্রুদের ওপর থাকুক বিজয়ী তার সমীহ
তাঁর শাসনব্যবস্থা হোক সব শহরের উপযোগী!

খাদেমুল হারামাইন তিনি, মুসলিমদের আশ্রয়
মানুষ হিসেবে তাই, খাঁটি মানুষ তিনি!

আল্লাহ তাঁকে বরকত দিন, নাম তাঁর খালেদ
তাঁর দেশ থাকে যেনো নিরাপদ সর্বদাই!

সুসংবাদ আমাদের এবং তোমাদের তরে
নবীর সিরাত– যা সৃষ্টির প্রধান উপলক্ষই!

আছে তাতে সামাজিক জীবনের সকল বিধান
তাতে আছে কল্যাণকার্যের সকল পদ্ধতি!

আছে আরো মানুষের সাথে চলার বিধান
আরো আছে আল্লাহর ইবাদত করার রীতি!

আছে তাতে রাজনীতির অনন্য বিকাশধারা
আছে আরো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার খোশখবরি!

তাতে আছে ছোট-বড়ো সকলের হেদায়েত
আরো আছে দীক্ষা এবং ঈমানের মজবুতি!

এ মাহফিল দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল
সিরাতের প্রচার, যা সব মতবাদ রহিতকারী!

এবং আমাদের হৃদয়ে আছে নবীজির প্রীতি
আল্লাহকে পেতে হলে যা খুব জরুরি!

এবং মানবজাতিকে দেখানো মুক্তির পথ
যেহেতু সিরাত খুলে দেয় শান্তির সব দ্বারই!

কুরানের মতো রয়েছে নবীর মহান আদর্শ
সে আদর্শের প্রচার সেতো খেদমত কুরানেরি!

খোদার কসম, সিরাতুননবী আমাদের দুর্গ
আমাদের রুহু, মূলকেন্দ্র সকল বুনিয়াদেরই!

সিরাত মাহফিল ইলহাম হলো ছয় বছর আগে
শাহ চুনতির কলবে, যিনি যুগের মনীষী!

অতপর তা ছড়ালেন খোদা, পৃথিবীর সর্বত্র
পৃথিবীর সর্বশেষ সীমান্তে, স্বল্প সময়েই!

সিরাতুননবী সে তো দ্বীনে ইসলামের দর্পণ
এ ছাড়া যে খুঁজবে কিছু, ভ্রান্ত সে হবেই!

আমাদের ইসলাম, ধর্ম আমাদের ইহকালের
এবং পরকালের, যা সব মতবাদ রহিতকারী!

এ সিরাত মাহফিল খুশি করেছে আমাদের
ধাবিত এতে বৃদ্ধরাও হয় তরুণের মতোই!

আমাদের আলেমসমাজ ভালোবাসেন একে
নিজেদের জ্ঞান, ওয়াজ আর আলোচনা দিয়েই!

আমাদের নেতৃবর্গ প্রীতি প্রকাশ করেন সেবায়
আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও ব্যস্থাপনায়!

আমাদের গরিবেরা সাগ্রহে আসেন এগিয়ে
খেদমত করেন কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেই!

রয়েছে তিনটি মহান আর প্রধান উদ্দেশ্য
চুনতির শাহ সাহেবের, বুজর্গ আলেম যিনি!

প্রথম মাদরাসা, দ্বিতীয় মাহফিল, তৃতীয় মসজিদ
প্রথম দু'টি চালু রয়েছে আল্লাহর রহমতেই!

তৃতীয় উদ্দেশ্য মসজিদ– আজো পরিকল্পনাধীন
এখনো যা আপনাদের সামনে দৃশ্যমান হয়নি!

এক্ষেত্রে আমরা সাহায্য চাই মহান আল্লাহর
কায়মনোবাক্যে চাইলে, ফেরত দেন না যিনি!

দ্বীনি ইলম পৌঁছে গেছে চারিদিকেই
আলোকিত তাতে বিভিন্ন অঞ্চল আর নগরী!

আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ ভিড়েছিলো
প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সমুদ্রবন্দরে!

পৌঁছে তার কিছু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে
সেখান হতে এসে আমাদের এ চট্টগ্রামেই!

এখানকার পরিবেশ ভালো লেগে যায় তাঁদের
অনেকেই তাই বসবাস শুরু করেন এখানেই!

চারভাগের একভাগ মানুষ এখানকার
তাদেরই সন্তান, বাকিরা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী।

আরবের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত সেই থেকে
ধর্মসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকেই!

বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোয় হাজার-হাজার
রয়েছে কুরআন শিক্ষার ফুরকানিয়াই!

চালু আছে তার সাথে হাজারো হিফজখানা
এসব পরিচালিত খোদার কুরানের খেদমতেই!

সারা দেশে মাধ্যমিক আর উচ্চতর পাঁচ হাজার
রয়েছে কুরানশাস্ত্রের চলমান মাদরাসাই।

ইলমে সারফ, ইলমে নাহু, সাহিত্য আর কাব্য
ইলমে বয়ান, ইলমে কালাম, অলংকারশাস্ত্র।

ইলমে মানতিক, ফিকহ ও ইলমে উসুলে ফিকহ
ইলমে হাদিস, উসুলে হাদিস এবং ইলমে তাফসির।

এই যে মাদরাসা দেখছেন আজ আপনারা
এটি মূলত কুতবে জামান আব্দুল হাকিমের নামেই।

শাহ নজীর আহমদ এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা
গভীর জ্ঞানীর অধিকারী আর সাধক ছিলেন যিনি!

এবং সম্পর্কে শাহ হাফেজ ভ্রাতা তাঁর
সাথে-সাথে জ্ঞান-প্রজ্ঞানে শিষ্য ছিলেন তাঁরই!

নবীজি ও আম্বিয়াদের ভালোবাসায় মগ্ন
ছিলেন এই সিরাতুননবীর প্রবক্তা যিনি।

প্রিয় অতিথি, সবুজ এই আমাদের মাতৃভূমি
কিন্তু আজও খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়নি।

আমরা আজো পারিনি তা বের করে আনতে
আজো তাতে উপকৃত হতেও পারিনি।

সেকারণে অধিকাংশ মানুষ আজও অভাবী
পারি না তাই মাদরাসা সম্প্রসারণ করিতে!

এখন এর ছাত্রসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই
তারা সবাই উদ্যমী, উৎসাহী ও আগ্রহী!

আমি আপনাদের সেবক, সবার চেয়ে অধম
***ফজলুল্লাহ*** নাম আমার, ক্ষমা করুন বিধি!

সংক্ষেপেই তুলে ধরলাম কাব্যভাষায় সবকিছু
সময়স্বল্পতার কারণে; নয় এ ধোঁকাবাজি।

ওহে অতিথি, এবার কথার ইতি টানছি
হৃদয় থেকে উৎসারিত ছোট্ট এক কথাতেই।

আপনাদের ও আমাদের শত্রু-মিত্র অভিন্ন
এ আমাদের ঈমানের সরল স্বীকারোক্তি!

## 'ওয়েলকাম'

*[S.D.O (B) ctg মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে উর্দু-ফার্সির মিশেলে রচিত]*

এই মন কেড়ে নেয় আজকের এ বাগান
বাগানের মতো আজ সেজেছে অনুষ্ঠান।

অপূর্ব এই দৃশ্য, হৃদয়হরী এ উদ্যান
যাদুময়ী প্রেমাস্পদ, ভালোবাসা প্রতীয়মান।

হৃদয়কাড়া দৃশ্য আর অসংখ্য উপস্থিতি
উপবিষ্ট এখানে সারে-সারে সুরভি-সমান!

বুলবুলি, কোকিল ও কুমরী– আজ সবাই
অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত গাইছে গীতিকা-গান!

বাগানের শাখে-শাখে, সারে-সারে বসে আজ
পুলকিত পাখিরা, তুলছে মারহাবা-তান।

সবুজ ও লাল পত্রে আজ শাখে-শাখে বিটপী
'ওয়েলকাম' ফেস্টুন যেনো– উপলক্ষ মেহমান।

এস.ডি.ও মহোদয়ের এইখানে আগমনে
আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ধ্বনি; আনন্দিত সবার প্রাণ।

উপহারের ফুলে-ফুলে গাঁথা হলো আজ মালা
এ যে মেহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিশান।

খোদার **ফজল**-দয়া হোক আপনাতে সর্বদা
উন্নতির হুমা পাখি ছায়া করুক দান!

## প্রীতির সমীরণ

*[শিল্পমন্ত্রী **আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ**-এর চুনতি মাদরাসায় আগমন এবং মাদরাসার কুতুবখানার জন্যে ৩০০ (তিন শত) টাকা অনুদান প্রদান উপলক্ষে উর্দুতে পদ্যাকারে রচিত]*

প্রীতির সমীরণ প্রত্যুষে এসে সংবাদ দেয় শুভ
তোমার সৌভাগ্যের কলি যে আজ হবে পুষ্প!

বাগানের আঙিনায় বইছে যে স্বর্ণালি পূবালি বাতাস
নিয়ে আসে এখানে অতিথির আগমনী খোশবো।

আব্দুল্লাহ নাম, উপনাম মাহমুদ সূর্যসম শিল্পমন্ত্রী
যখনই এলেন এখানে, তখনই চমকালো আলো!

হাকিমিয়া মাদরাসা শুকরিয়া করে শতো মারহাবায়
তাঁর পক্ষ হতে মিললো যে দান, শুকরিয়া তারও।

মহান মেহমান সুস্থ থাকুক, দোয়া এই **ফজলের**
হৃদয়ের চাওয়া এই– হোক তাঁর উন্নতি সতত !

## ভোরের সওগাত

*[পূর্ব পাকিস্তানের ডেপোটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর **জনাব সৈয়দ আলতাফ হুসাইন**-এর শুভাগমনে রচিত, ২০ নভেম্বর ১৯৬৪ইং]*

বিমুগ্ধ নয়নে পথের গালিচায় ভোরের হাওয়া সওগাত শোনায়
কারো আগমনের যে বারতা আজ বসন্তের অপরূপ রূপ দেখায়।

বাগানের শাখে-শাখে বুলবুলিরা আনন্দে গায় গীতিকা
ফুটিলো কলিরা, বাগিচা হেসে-হেসে সৌরভ ছড়ায়।

**আলতাফ হুসাইন** সাহেবের আগমনে খুশি সকল প্রাণ
তাঁর আগমনে প্রোজ্জ্বল সূর্যের মতো আলো ঝলকায়।

প্রিয় নবীজির আওলাদ হতে গুণধর এক ব্যক্তি তিনি
দেশ ও জাতির গর্ব তিনি, নেতৃত্বে সেই গুণ দেখা যায়।

ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব এক মোহনা এবং
উন্নত চরিত্রের উৎস তিনি, চারিত্র্যে তাঁর বিভা চমকায়।

কুরআনি জ্ঞানের অনুরাগী আর ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী তিনি
বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত তিনি, সাক্ষ্য রয়েছে তার যোগ্যতায়।

আমাদের ওপর ছায়া হয়ে আছেন প্রধান মেহমান
উন্নতির পাখি তাকে দিক ছায়া– এইতো প্রার্থনা।

বিজলির মতো হাসিমুখ তিনি বাদল যেনো বদান্যতার
হাকিমিয়া মাদরাসারও মিটাচ্ছেন তিনি তৃষ্ণা।

ফুলের এ মালা, পরে নিন গলে হে সম্মানীয়
আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস-সুরভি যে এই মালা!

চলো, চলো **ফজল** এবার, দোয়ার জন্যে তোলো হাত
মনের গহীন থেকে মেহমানের জন্যে আসছে দোয়া।

# সৌভাগ্যের নিদর্শন

*[মেমুন খেদমত কমিটির প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে রচিত]*

বনের পাখিরা গাইছে গান আজ শাখায়-শাখায়
ফুল ও বনের সৌন্দর্য হাস্যোজ্জ্বল আলো ছড়ায়।

ভোরের হাওয়া বইছে যে আজ বাগিচায়
কুঞ্জের কুয়াশারা খুশির মুক্তো ছড়ায়।

ভালোবাসার রূপ-রঙ পাখি আর ফুলে এখন
পরম উৎকর্ষের নিদর্শন দেখা যায়।

এই সৌন্দর্য, কোমলতা, এই অপরূপ হৃদয়হরণের
উপাখ্যান আজ আমাদের বাগানে আনন্দ বিলায়।

অতিথিদের আগমন সৌভাগ্যের নিদর্শন
আনন্দিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই।

বরকত, বিজয়, সাহায্য সে তো চিহ্ন প্রেরণার
মায়মুন কমিটির অবদান, আমাদের এগিয়ে যাওয়ায়।

তাদের আনীত এক জীবনীশক্তিতেই হয়তো
আমাদের মনে সঞ্জীবনীর উচ্ছ্বাস উথলায়।

এই শিক্ষালয়ে পড়লে খেদমত কমিটির সুদৃষ্টি
ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাবোই, আমরা উৎকর্ষতায়।

দিবসে ও রাত্রিতে উন্নতি হোক তাঁদের আরো
সম্মানে-সম্পদে; এই ফরিয়াদ করি খোদা'য়।

হে খোদা, তোমার দরবারে ***ফজলের*** চাওয়া এ-ই
এই শিশুদের প্রতি সহৃদয় থাক তারা, এই পথচলায়।

## পরিত্রাণ

*[ওয়ার্কাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয়ের আজিজনগর আগমন উপলক্ষে, ওয়ার্কাস পার্টির উপস্থিত নেতৃবৃন্দের অনুরোধে উর্দুতে কবিতাকারে রচিত]*

সৌভাগ্যময় হয়েছে আমার এ আগমন
প্রাণের প্রীতি ও প্রতীতির কী করি বর্ণন !

আপনার যে মায়া, যে দয়া আমাদের 'পরে
কথায় না শেষ হবে, হ্রাস হবে না করলে লেখন।

আমাদের দয়াদ্র, প্রিয় হে দিশারী, নেতা
জনাব **চৌধুরী নুরুল আমিন**, সুউচ্চ সম্মান।

এই ট্রাস্টি উপযুক্ত পোর্ট ট্রাস্টের ক্ষেত্রেও
ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি সুযোগ্য ইনসান।

তিনিই বোর্ডের প্রধান এডভাইজার, ব্যস, সাবধান
আমাদের অবস্থা দেখে কাঁদে তাঁর মনোপ্রাণ।

প্রতিকূলে, বিপদে ছিলাম আমরা পেরেশান
তাঁরাই সুন্দর ব্যবস্থাপনায় দানিলো পরিত্রাণ।

খোদার ***ফজল*** হোক তাদের পরে, দূর হোক ভয়
সতত থাকুক দয়া-মায়া আর তব দান, রহমান!

## হুমাপক্ষির ছায়া

*[গভর্নর বাহাদুর **আব্দুল মুনঈম খান**-এর কুতুবদিয়া মাদরাসায় আগমন উপলক্ষে, উক্ত মাদরাসার পরিচালকের অনুরোধে রচিত]*

ভূস্বর্গে হাস্যোজ্জ্বল এই বাগিচা আমাদের
হৃদয়কাড়া, মনোহরী প্রতিষ্ঠান আমাদের।

যাদুভরা কেনো এখন, বাগিচার বসন্ত
হাসছে কলিরা, উৎফুল্ল মালী আমাদের।

বনের পাখিরা আনন্দে চারিদিকে উড়ছে
হৃদয়গ্রাহী আজ উদ্যান আমাদের।

উচ্ছ্বাসের তরঙ্গমালায় সাঁতরায় এখন
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সকলেই আমাদের।

ছিলো অভাব-অনটন, ছিলো ঢল ও তুফান
নষ্ট হয়েছে তাতে আবাসন আমাদের।

এখানে আর চিন্তা নেই; পতপত উড়ছে আজ
প্রত্যাশার হাওয়াতে পতাকা আমাদের।

মাদরাসায় পড়েছে আজ হুমাপক্ষির ছায়া
আব্দুল মুনঈম খান যে অতিথি আমাদের।

দ্বীনি এ প্রতিষ্ঠান চলেছে খড়-ছনের ঘরে
অতিথির আশ্বাস, পাকা ঘর হবে আমাদের।

সুদৃষ্টি পড়েছে আজ আমাদের পরে আপনার
খোদার ***ফজলে*** হবেই, খুশি দিল্ আমাদের।

উন্নতি ও উত্থান থাক আপনার সাথেই
এইতো প্রার্থনা, হে অতিথি, আজ আমাদের।

মাদরাসার দায়িত্ব নিয়েছো উন্নতির তরে
প্রাধান্য দিয়েছো তোমরা মাদরাসার তরে
দুঃসাহস করেছো তোমরা মাদরাসার তরে
সুন্দর শিক্ষা-পদ্ধতি করেছো তারই তরে
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এতে চালু করেছো তোমরা
অপূর্ব গতিসঞ্চার এতে করলে তো তোমরা।

ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে সচেতন তোমরা
ধর্ম ও ঈমানশূন্যতার চ্যালেঞ্জ তোমরা
নাস্তিক্য ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে তোমরা
সীমালঙ্ঘন ও চরমপন্থাবিরোধী তোমরা
ধর্মের সেবায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছো তোমরা
উক্ত উদ্দেশ্যে সম্মুখপানে চলেছো তোমরা।

শুভ্র দ্বীনের প্রীতি রয়েছে তোমাদের মনে
খোদার ভীতি রয়েছে তোমাদের মনে
বিশ্বনবীর ইশক রয়েছে তোমাদের মনে
শিখর ছোঁয়ার স্বপ্নসাধ তোমাদের মনে
উড্ডয়ন-স্পৃহায় তোমরা হও আলোকিত
মাঝপথে থেমে যাওয়া, নয় তো শুভনীয়।

মাদরাসার পরিচালনা আজ তোমাদের লক্ষ্য
ব্যবস্থাপনার সুদৃঢ়করণ তোমাদের লক্ষ্য
মাদরাসার সুনামবৃদ্ধি আজ তোমাদের লক্ষ্য
এর সার্বিক সংস্কার তোমাদের উদ্দেশ্য
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মহৎ তোমাদের, বুঝেছি আমরা
সে লক্ষ্যে সৎসাহস থাকুক, তোমাদের সর্বদা।

যুগের দুর্যোগমুক্ত আর আনন্দে থেকো সদা
পূর্ণিমার মতো আলোকিত থেকো সদা
সচ্চরিত্রের অধিকারী হও তোমরা সদা
সাফল্য অর্জনে তোমরা বিজয়ী থেকো সদা
সিংহহৃদয় মুসলিম, সত্যবাদী মুমিন তোমরাই
যুগের ফিতনা থেকে মুক্ত ও ভাগ্যবান তোমরাই।

দয়ায় আবুবকর আর রাজনীতিতে ওমরের মতো
বদান্যতায় ওসমান আর যুদ্ধে আলীর মতো
তোমাদের দ্বারা বিনাশ হয়ে যাক নাস্তিক্য
জ্বলেপুড়ে ভস্ম হোক বাতিলের মাধ্যম যতো
এসব প্রার্থনা যা, করে এই কবি অধম
দয়া করে কবুল করো হে, প্রভু পরম!

আধুনিক যুগে বাঁচতে হলে মুসলিমদের
বাঁচাতে হবে কুরআনি জ্ঞান মুসলিমদের
বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে মুসলিমদের
নাস্তিক্য থেকেও বাঁচাতে হবে মুসলিমদের
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠও খুব জরুরি
তখনি রাখা যাবে স্বীয় অস্তিত্ব সমুন্নত করি'!

এটা ভুল সিদ্ধান্ত যে, বলা, মুসলিম আমরা
নামই যথেষ্ট, ব্যস, মুসলিম আমরা
কর্ম ও তাকওয়া ছাড়াও তো মুসলিম আমরা
ছাড়ো মৌলভীর কেচ্ছা, মুসলিম আমরা
মাথা-উঁচু করে বেঁচে আছে খৃস্টানেরা, দেখো
ধর্মের নামটাই সম্বল তাদের, ওই চেয়ে দেখো।

এ তো ইকবালের কথা, মৌলভীর কেচ্ছা নয়
ধর্ম দিয়েই জাতি, ধর্ম নেই তো কিচ্ছু নেই
কর্ম ও ঈমান থাকলে তোমরা আবাদ, বরবাদ নও
তা ছাড়া নেই কিছু, আমরাও নেই, তোমরাও নেই!
রাসুল আহমদের আদর্শ তাই প্রোজ্জ্বল করো
তোমাদের পরে খোদার যে ***ফজল***, তা উজ্জ্বল করো!

## ছন্দোবদ্ধ পঙক্তিমালা

*[বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা-এর সহকারী রেজিস্টার জনাব মীর হাসান আলী সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে উর্দুতে রচিত, ৬ মার্চ ১৯৭৭ইং)]*

হে কৃতজ্ঞ হৃদয়, তুমি মুখর হয়ে যাও
অতিথির শ্রান্তিহরণে সংবর্ধনা জানাও!

কী আনন্দ আজ, মাদরাসায় এলেন তিনি
পাথেয়হীন পিপড়া ছিলে, সুলায়মানের সঙ্গী হয়ে যাও!

তাঁর শুভাগমন যোগালো প্রেরণা
সোৎসাহে আজ উন্নয়নের সড়কে এগিয়ে যাও!

বাধার প্রাচীর ঠেলে তুমি এগিয়ে যাও
ফাজিল থেকে কামিলে উত্তীর্ণ হয়ে যাও!

তোমার তরে আজ বসন্ত-মেঘ ছায়া বিলায়
প্রস্ফুটিত হয়ে হে কলি, বাগান হয়ে যাও!

সরকারের যে তারা আজ আলোক ছড়ায়
আলো নিয়ে তাঁর, আলোভরা চাঁদ হয়ে যাও!

সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি, পাশাপাশি ছাত্রবৎসল
জনাব মীর হাসানের তুমি প্রশংসা হয়ে যাও!

তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তারপরো বলো আজ
চিন্তা কিসের, নিজেই তুমি অকুল সাগর হয়ে যাও!

তোমার ওপর পড়েছে আজ মালীর সদয়-দৃষ্টি
ফুল ও সৌরভে তুমি পূর্ণ এক আঁচল হয়ে যাও !

***ফজল***, তুমি করো না আর ঝালাপালা তাঁর কান
তুমি তো নও ভাষাবিদ, এবার তুমি চুপ হয়ে যাও!

সর্বদা তাঁর উন্নতি ও ঋদ্ধি হোক, হে খোদা
এবং প্রতি মুহূর্তে তুমি তাঁর রক্ষক হয়ে যাও!

## 'মাখ্‌লুক খোদার পরিবার'

*[পশ্চিম চুনতি হাফেজিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভায় হযরত শাহ সাহেব চুনতি ও শাহ সাহেব বায়তুশ শরফ (রহ.) এর শুভাগমন উপলক্ষে রচিত, ২০ জানুয়ারি ১৯৭৮-ইং]*

হৃদয়ে খোদার শুকরিয়া-হামদ, সবার মুখে জয়োগান
ভোরের হাওয়া, নবীর রওজায় পৌঁছে দাও মোদের সালাম!

পশ্চিম চুনতির হাফেজিয়া ফুরকানিয়া মাদরাসা
উৎসবমুখর যে আজ, ফুলে-ফুলে ভরলো বাগান!

কুতবে জামান শাহ বায়তুশ শরফের আগমন
সহস্র সূর্য আর চন্দ্রের উদয়-সমান !

আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও চিত্তাকর্ষক প্রশিক্ষণ
বায়তুশ শরফ থেকে সদা খোশবো-সম বহমান।

আল্লাহপাকের মর্জি হলো, নিতে খেদমত ইসলামের
শাহ আখতার করেছিলেন তাওফিক এখানে দীপ্তিমান।

প্রবহমান স্রোতের মতো দ্বীনি খেদমত চালু হলো
বায়তুশ শরফ সে তো এক কূলহীন সাগরসমান।

কথায় এবং লেখনীতে নির্দেশনা ইসলামের
রয়েছে জিকির-ফিকির, ইবাদত, অধ্যাত্ম-সাধন।

বায়তুশ শরফ না কি কাবার ছায়া হেথা
না-কি মদিনার ছায়া? সে এক রহস্য গোপন!

সবুজ গম্বুজের নবীর দয়ার কিছু দৃশ্য দেখো
দেখো খোদার সৃষ্টিকুলের খেদমতের আয়োজন!

'মাখলুক খোদার পরিবার'- এ হাদিসের রহস্য
বায়তুশ শরফের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখো প্রতীয়মান !

## বুলবুলিরা উৎফুল্ল

*[চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক জনাব **মাস্টার মুহাম্মদ ইয়াকুব** সাহেবের সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত]*

অপূর্ব মনোহরী দৃশ্য প্রভু, অদ্ভুত বসন্ত, হাসছে পুষ্প
বাগানের শাখারা যেনো আজ কোনো অপেক্ষমান চিত্র!

এই নজীরি বাগানে এখন প্রিয়ের আগমন-উৎসব
যেদিকে তাকাই, দেখে মনে হয় অদেখা এক স্বর্গ!

সকালের হাওয়া দিলো সুখবর, পরিদর্শক স্যার আসছেন আজ
শিশু-বৃদ্ধ-যুবক সবাই এতে খুশি ও গর্বিত !

জনাব মাস্টার মুহাম্মদ ইয়াকুব শোভাবর্ধন করলেন হেথা
এ প্রতিষ্ঠান যেনো শাদ্দাতের স্বর্গ, বুলবুলিরা মারহাবায় রত!

আশার কলিরা হৃদয়ে-হৃদয়ে ফুল হয়ে ফুটলো যে
আজ এখানে অতিথি স্যার, সভা হলো তাতে শুভ!

দোয়া করি, খোদা, উন্নতি ও প্রমোশন হোক অফিসারের
তোমার বিশেষ ফজল-করমে রেখো তাঁকে উৎফুল্ল!

ওলীদের ছায়ায় এই মাদরাসা সুষ্ঠুভাবে চলছে সদা
খোদার করমে যুগে-যুগে আলোক বিলায় তারার মতো!

আধ্যাত্মিক সাধক ***আব্দুল হাকিম*** ও ***শাহ্ নজীর আহমদ***
এ দুই মনীষী প্রতিষ্ঠাতা এর– যাঁরা মারিফতপ্রাপ্ত!

মরহুম ***শাহ আখতারের*** যাওয়া-আসা ছিলো সর্বদা
মাদরাসায় তাঁর সাক্ষ্য হিসেবে রয়েছে বহু স্মারক-কর্ম!

খোদার ***ফজলে***-করমে পৃষ্ঠপোষক এর জীবন্তহৃদয়
হযরত শাহ আহমদ, করতে যাচ্ছেন এবার হজব্রত !

খোদার কাছে মন থেকেই দীর্ঘ হায়াত চাইছি তাঁর
তাঁর অসিলায় ফায়দা সবার, রক্ষক তিনি মাদরাসারও!

## শব্দমালা

*[ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা)-এর* ***ডিজি জনাব মুঈন উদ্দীন আহমদ খান*** *সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে রচিত]*

মহান আল্লাহর শুকরিয়া তসবির মতন
মরুপতির কাছে সালাম পৌঁছাও, সমীরণ!

হৃদয় কেড়ে নিচ্ছে আজ এই ফুলবাগান
কুঞ্জে-কুঞ্জে যাদুভরা প্রীতি প্রতীয়মান!

মনকাড়া এ দৃশ্য এবং সুন্দরম এই ক্ষণ
প্রস্ফুটিত কলিরা ছড়ায় মেশকের সুঘ্রাণ !

শাখায়-শাখায় পাশাপাশি কোকিল-বুলবুলি
উৎসবমুখর হয়ে আনন্দে গাইছে গান!

**ডিজি মুঈন উদ্দীন খানের** আগমনে আজ যেনো
হাকিমিয়া মাদরাসা হলো আনন্দ-বাগান!

নজীরি বাগানের এ ভরবসন্ত একপ্রহর
'খোশ আমদেদ' বলছে আজ ছোট-বড় সর্বজন!

ভাগ্যপক্ষী হুমা এসে এখানে আজ দেয় ছায়া
অনায়াসেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা হবে পূরণ!

ইসলামের খেদমতের **মুঈন** পেলেন সুযোগ
আমার বাংলাদেশ এতে অনন্য সৌভাগ্যবান!

সুগভীর দৃষ্টিতে দেখো কুদরতের কারিশমা
কাটলো মেঘের ঘনঘটা, উজ্জ্বল কুরান!

শাহ্ চুনতি করেছেন সিরাত চর্চার শুরু
এখন সূর্যসম সেটা দীপ্তিমান!

খোদার দয়ায় সর্বত্র প্রচার-প্রসার বাড়ুক এর
দিনে-দিনে উজ্জ্বল হোক সিরাতে রাসুলের শান !

প্রস্ফুটিত ফুলে-ফুলে হলো যে মাল্য গাঁথা
কণ্ঠের হার করে যে তা পরবেন প্রিয় মেহমান!

খোদার করম-**ফজল** হোক দিবারাতি আপনাতে
আমাদের উন্নতি-ঋদ্ধিতে হয়ে থাকুন ছায়াবান।

# আলোকিত মন

*[চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রের ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর **জনাব সৈয়দ আলতাফ হুসাইন** সাহেব-এর দক্ষিণ চট্টলার চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় আগমন উপলক্ষে রচিত, ১৯৬৬ইং]*

মহান খোদার প্রশংসা থাক মুখে আমার সর্বক্ষণ
মদিনার বাদশার তরে হোক উৎসর্গ মোদের প্রাণ !

সংবর্ধনায় মারহাবা-ধ্বনি আমরা সবাই বলি আজ
শুভাগমন করলেন যে এখানে প্রিয় মেহমান !

পথের গালিচা হয়েছে আজি আমাদের উৎসুক দৃষ্টি
তাঁর আগমনে মনের কলিতে এলো যে সমীরণ!

আলোকিত মন, বিপুল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোক
আমাদের **আলতাফ হুসাইন** বর্ষণভরা মেঘ-সমান!

আরবি ভাষার সাহিত্যিক ও ফার্সিতে দক্ষ তিনি
লেখনীতে তাঁর এসে ধরা দেয় আধুনিক যতো জ্ঞান!

মহৎ কর্মবীর আমাদের বেতারের সিনিয়র অফিসার
স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত তিনি, মানুষ হিসেবেও মহান!

রক্তে তাঁর নেতৃত্বগুণ, সৌভাগ্য চরিতভূষণ
দ্বীনি ইলমের ধারক তিনি, মুত্তাকি মুসলমান!

প্রাজ্ঞজনের মতো হে কবি, বাদ দাও অতিকথন
কামনা করো তাঁর উন্নতি, আসুক খোদার ফজল এখন!

## অভ্যর্থনা কাব্য

*[আলহাজ বশির উদ্দিন সাহেব (আজিজ উদ্দিন লিমিটেড)-এর অভ্যর্থনা উপলক্ষে রচিত]*

ফিরদাউস নিয়ে যেনো উৎফুল্ল শুভার্থী এ আমাদের
কেনো আজ দুলহানের মতো সাজলো বাগান আমাদের?

তার সামনে নয় কিছু নয় শাদ্দাতের গড়া বেহেশতও
সুস্বাগতম, খোশ-আমদেদ, মহান মালী আমাদের !

যেদিক তাকাই বিরাজমান হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ
উচ্ছল আর আনন্দিত প্রত্যেক গায়ক আমাদের।

***বশির*** সাবের আগমন যেনো আল্লাহপাকের সুসংবাদ
শুভদৃষ্টির অপেক্ষায় যে কাফেলা আজ আমাদের।

কষ্ট ছিলো, বিপদ ছিলো, ছিলো না তবু দুর্ভাবনা
আমাদের পরে মেহেরবান, মহান আল্লাহ আমাদের।

দিনে-রাতে হতে থাকুক আপনার আরো উন্নতি
হে অতিথি, খোদার কাছে এই তো চাওয়া আমাদের।

ঈমানে মন বর্ণিল হোক, বৃদ্ধি ঘটুক সম্পদে
তা থেকে হোক প্রবহমান ফোয়ারা দান-খয়রাতের।

খোদার ***ফজল*** সঙ্গে আছে সবসময় আপনারই
দৃঢ় প্রত্যয়, সুধারণা – এইতো আজ আমাদের।

## একগুচ্ছ আবেদন

*[জনাব **মৌলভী মুঈনুদ্দীন খান** পিএইচডি (ইসলামের ইতিহাস বিভাগ) সাহেবের আগমন উপলক্ষে রচিত। চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ইং]*

উৎফুল্ল হৃদয় আজ, এসেছেন প্রিয় অতিথি
ফুলে-ফুলে সাজলো বাগান, মুখে-মুখে হাসি!

হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর সাফল্যের নিদর্শন
এখানে আজ সমাসীন সম্মানীয় অতিথি !

বুলবুলিরা গাইছে গান, সোৎসাহে সুরেলা
অতিথির আগমনে ওঠে মারহাবা-র জয়ধ্বনি।

এতো আপনার দয়া, এসেছেন এইখানে
কৃতজ্ঞ ও পঞ্চমুখ আপনার তরে প্রতেক্যে-ই!

নম্র স্বভাব, মিষ্টভাষী, উন্নত চরিত্র আপনার
সম্ভ্রান্ত, সচ্চরিত্র, মহান ও গুণী আপনি !

জ্ঞান এবং শাস্ত্র নিয়ে গবেষণাই কাজ আপনার
লাভ-ক্ষতির ভাবনা নেই, গবেষণার ডুবুরী !

ইতিহাসের গবেষণায় পণ্ডিত এবং সুদক্ষ
ইসলামের ইতিহাসের অকূল সমুদ্র আপনি।

**জনাব মুঈন উদ্দীন** সাহেবের সম্মাননায়
তাঁর নামেই মানায় বেশ পিএচইডি উপাধি !

আমাদের আবেদন এ-ই, স্থান পাক হৃদয়ে
এ চুনতি মাদরাসা, হতে থাক এর উন্নতি !

***শাহ হাকিমের*** স্মৃতি এবং ***শাহ নজীরের*** এ বাগান
সজীব কুঞ্জবন যে এ, ছড়ায় সদা সুরভি !

***ফজলের*** প্রার্থনা এই, ঋদ্ধি হোক আপনার সাথী
হৃদয়ে থাক ধর্মপ্রীতি, প্রফুল্লতা থাক নিতি।

## হাশেমিয়া বাগিচা

*[কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভা উপলক্ষে রচিত]*

অদৃশ্য পর্দায় আড়াল তুলনাতীত সত্তা মহান
তবু তিনি সূর্যসম সবকিছুতেই দৃশ্যমান !

দার্শনিকের প্রেমহীন জ্ঞান হোঁচট খেলো সর্বদা
হৃদয়ের এক উজল আর্তি ছুঁতে পারে আসমান।

প্রিয় নবীর ওপরে থাক সর্বদা খোদার রহম
সৃষ্টিকুলের উদ্দেশ্য তিনি, তিনি দু'জাহানের প্রাণ।

দেহের জগতে হযরত আদম জাতির পিতা
নুরের জগতে নবী, আপনিই সবে মূল কারণ।

সাবাশ, হে হাশেমিয়া হয়ে গেছো দরসগাহ
নুরের স্থান যে তুমি, আছেন হেথা শাইখে যমান।

যেখানে অলি-আল্লাহর পড়ে মমতার নযর
হীরক হয়ে থাকবে যে তা, সন্দেহ নেই সরষে সমান।

হাশেমিয়া মাদরাসা তো বসন্তময় এক বাগান
শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান এ মাদরাসার প্রধান।

হে খোদা, রেখো একে মুখরিত সবসময়
এর শিক্ষা-দীক্ষা থাকুক সুবিন্যস্ত প্রতিক্ষণ।

এ যেনো ইসলামি জ্ঞানচর্চার ঝর্ণাসমান
এর থেকে শানে-মানে প্রচারিত আল-কুরান।

এ মাদরাসার সকল শিক্ষকের ওপর হে খোদা
দ্বীন-দুনিয়ার তারকা হোক উদিত ও দীপ্যমান।

স্বাস্থ্য-সাহস-গুরুত্বজ্ঞান দান করো হে প্রভু
আছে যতো ছোট-বড়ো মাদরাসার তালিবান।

ছাত্রভাইরো, পেয়েছো যোগ্য শিক্ষকের ক্লাস
ক্ষতিবিহীন নাও কুঁড়িয়ে যোগ্যতা এবং জ্ঞান।

জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাও হে প্রীতিভাজনকুল
আছেন এখানে যোগ্য শিক্ষক, দক্ষ প্রধান।

এ মহান নেয়ামতের শুকরিয়া করা চাই
যোগ্য আলোকিত শিক্ষক, করে তোমাদের আলো দান।

শিক্ষকদের সেবা ও আনুগত্য করলে তবে
তোমরা হবে জ্ঞানাকাশের উজ্জ্বল সূর্যসমান।

এখানে আর ওখানে চমকাবে সবখানেই
জাতির উন্নতি হবে তোমাদের দ্বারা দৃশ্যমান।

যুগের রেওয়াজ ভীষণ খারাপ, শোনো হে ছাত্রেরা
তাতে জড়িত হয়ো না, থেকো সুউচ্চমান।

প্রত্যয়ে ও সাহসে শেখো দ্বীনি ইলম
দ্বীনের সেবায় সর্বদা থেকো একনিষ্ঠপ্রাণ।

***ফজলের*** এই সকল দোয়া, কবুল করো হে খোদা
আমার এ দিল্, 'লা তাকনাতু'র সুখবরে জোয়ান !

## শরাফতের মুক্তা

*[চট্টগ্রামের জেলা মেজিস্ট্রেট **আফজল আগা সাহেবের** সাতকানিয়া আলিয়া মাদরাসায় আগমন উপলক্ষে **সি.ও আজিজুল হক সাহেবের** অনুরোধে রচিত কবিতা, তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ইং]*

ওহে প্রেমিক হৃদয় তুমি, কবি হয়ে যাও
অতিথির আগমনে, অভিবাদন জানাও !

সুখবর নাও মাদরাসা! মুবারক তাঁর উপস্থিতি
নিঃস্ব পিপীলিকা তুমি, বাদশা সুলেমান হয়ে যাও।

তাঁর শুভ আগমন যুগিয়েছে প্রেরণা
উন্নয়নের সড়কে এবার পথিক হয়ে যাও!

তোমার ওপর ফেললো ছায়া যে বাসন্তি মেঘ
আশার কলি, এবার তুমি বাগান হয়ে যাও!

সরকারের ছায়াপথের যে তারকা আলো বিলায়
সে আলোতে তুমি এবার চন্দ্র হয়ে যাও!

শরাফতের মুক্তা তিনি, জনগণের সেবক
আফজল আগার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাও।

যদিও বা তৃষ্ণা ভীষণ, তারপরও
ভাবনা কিসের, সাগরগামী প্রবল স্রোত হয়ে যাও!

তোমার যতো গরব, ঠিকাছে, ফুলসখা
সৌন্দর্যে তুমি এবার গলার মালা হয়ে যাও!

আজ যেনো অমূল্য মেঘের হলো বরিষণ
বুকফাটা হে পিপাসা, যাও, দূর হয়ে যাও।

*আফজল আগা* দানশীলতায় মহান ব্যক্তিত্ব
শুকরিয়া, মাদরাসা তুমি স্বনির্ভর হয়ে যাও।

তোমার ওপর পড়লো যে মালীর সুদৃষ্টি
ফুল-সুবাসে এবার তুমি পরিপূর্ণ হয়ে যাও !

খোদার ***ফজল***, করো না আর শব্দদূষণ
তার উন্নতির তরে খোদার কাছে দোয়া চাও!

হে খোদা, তার জীবনে উন্নতি ও ঋদ্ধি হোক
সর্বাবস্থায় তুমিই তার রক্ষক হয়ে যাও !

# অভিবাদন কাব্য

মুখে-মুখে সম্ভাষণ আহলান-সাহলান ধ্বনি
মর্যাদা ও সৌভাগ্যবান বরের এ যে আগমনী।

## বিয়ের অভিবাদন

*[মাদরাসার মুহতামিম* ***মৌলভী শফিক আহমদের*** *ভাই*
*মৌলভী আমির আহমদ-এর বিয়ে উপলক্ষে রচিত]*

যেদিকে তাকাই দেখি প্রীতি আর প্রীতি
বন্ধনে আবদ্ধ আজ প্রতিটি তারা!

মিলনের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল বাগিচা
প্রীতির যাদুভরা বসন্তধারা।

চাঁদে প্রেমী সাগর আর ফুলে বুলবুলি
প্রিয়ার রূপে সহে হৃদয় যাতনা!

প্রেমেই বিশ্বব্যবস্থা, প্রেমেই সভ্যতা
প্রেমই প্রেমিক ফরহাদের প্রেরণা।

প্রেমেই আদিপিতা আদমের বংশক্রম
প্রমেই হন তিনি বেহেশত-ছাড়া।

প্রেমেরই উচ্ছ্বাসে দিয়ে পরীক্ষা
আদম হলেন ফের বেহেশত্-বাসিন্দা!

## অন্য ছন্দে

আজ এখানে যায় দেখা যায় প্রেম ও প্রীতির ধুম
প্রিয়ারই ঘ্রাণ প্রাণে-প্রাণে, চোখ ভুলে যায় ঘুম!

প্রীতির শারাব পান করেছে প্রেমিক বরের চোখ
চন্দ্রমুখী বধুও আজ আদরেই উন্মুখ!

ভোরের হাওয়ায় ভেসে এলো জুলপির সুঘ্রাণ
ভোরের হাওয়াই নিয়ে এলো বিয়ের আঘ্রাণ।

এই যে আজ এ ইন্দুবালার হচ্ছে বিয়ে-বাঁধন
ওগো প্রভু, অটুট রেখো, বাঁধন আজীবন।

নওশা, তোমার মাঝে যেনো থাকে ভালোবাসা
স্ত্রীর মন রক্ষায় তুমি সজাগ থেকো সদা!

ভোরের হাওয়া হয়ে তোমায় মেলতে হবে কলি
জীবন-কুঞ্জ সাজানোরও কথা তোমায় বলি!

চন্দ্রাবতী, মন কেড়ে নাও, তুমি তোমার বরের
প্রীতি দিয়ে তাকে এবার করে নাও নিজের।

দেহ দু'টি, তোমরা তবু হও যেনো একপ্রাণ
সুখী জীবনযাপনে তার হও তুমি সামান!

বর ও কনের মাঝে প্রভু, থাকুক সদা মিল
সুখের আলোয় এই সংসার করুক ঝিলমিল।

কুলসুম আজ কনে এবং বর হলো আমির
বোঝাপড়া ভালো থাকুক, জুটি হোক খুশির।

**ফজল** তুমি দোয়া করো, খোদার রহম হোক
পরস্পরে সারা জীবন এমন সুখী হোক!

প্রভু তাদের হৃদয়ে দাও ঈমানী উচ্ছ্বাস
করুণাময় রাজাধিরাজ, শোনো মোনাজাত!

# আরেকটি কবিতা

*[আমিরের বিয়ে উপলক্ষে]*

এ হৃদয় কেড়ে নেয় আজ উদ্যান
আনন্দে ভরপুর বিয়ে-অনুষ্ঠান।

মাতালের মতো আজ আমার এ মন
রূপ ও মায়াই যে যোগায় ইন্ধন !

ধুকপুক করে বুক, অপেক্ষা কঠিন
মাতালের মতো আজ হুঁশহারা মন।

ইন্দুবালার ওই মনকাড়া রূপ
শিকারীর মতো তার দৃষ্টি ও চোখ!

নাছোড় প্রেমিক তবু খুশি খুব খুশি
খাঁচায় বন্দী হয়েও সুখী সে ভীষণ।

প্রীতির রীতি যে এ, জুটির কপাল
পায়ে বেড়ি, তবু খুব খুশি দুই জন!

প্রেমকুঞ্জে কাটায় চলেছো ***আমির***
তারপরো খোদা তোমায় সুখেই রাখুন।

মনেপ্রাণে ভালোবাসুক ***কুলসুম*** তোমায়
তোমার পানেই ফিরুক প্রেমাল নয়ন!

দু'জনই যত্নশীল হও সংসারে
তুমি বুলবুলি হও, সে হোক পুষ্পঘ্রাণ!

তব মনে অনুরাগ, তার মনে গরব
অনুরাগে-গরবে হাসুক জীবন!

জীবনযাপন সদা থাকুক সুখী
মুখে থাক সর্বদা খোদারই স্মরণ!

শরিয়ত ছেড়ে যেনো না ফেলো কদম
করেন যাতে খোদাপাক ***ফজল*** বরষণ!

## আরো একটি কবিতা

[আমিরের বিয়ে নিয়ে]

প্রাণপ্রিয়ের মিলনেরই অপেক্ষা আজ আমার
মনের ওপর নেই যে কোনো নিয়ন্ত্রণ আমার !

খুঁজে ফেরার উচ্ছ্বাসেই উথালপাতাল মন
কার তরে যে শূন্য আমার মনের চারিধার।

শান্তি-ধৈর্য নেই কিছুই, হয়েছি অধীর
ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ে যে ইশারা সে কার!

ঋতু তো প্রেমপূর্ণ ব্যস, ধরিত্রী ফুলেল
চারদিকে উড়ে নিশান আনন্দ-বার্তার।

ভোরের হাওয়া কথা বলে প্রীতি ও প্রেমের
বাগানে আজ প্রস্ফুটিত কলি সকালের !

পৃথিবী কী অপরূপ, মাতাল এ যৌবন
নিয়ন্ত্রণে নেই তো মন, মজনু সে প্রিয়ার।

ডালে-ডালে বুলবুলি ওই বলে, মারহাবা
এসেছে তো নওশা, ও সে প্রিয় যে সবার।

খোদার বিশেষ ***ফজল নতুন এই যুগলে***
ক্ষণে-ক্ষণে হোক, তারা প্রিয় যে সবার।

শুকরিয়া জরুরি, সর্বস্রষ্টা খোদার
যে নয় এমন, হৃদয়টা যে পাষাণিয়া তার।

## 'হামদ ও নাত'

[বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত]

চারদিকে ছড়ানো যাঁর সৃষ্টিসুষমা
যাঁর হাতে গড়া সূর্য-চন্দ্র-তারকা !

আমার হৃদয় যাঁর পরম সিংহাসন
আমি তাঁহার বান্দা, তিনি উপাস্য-খোদা।

নবীকুলের নেতা, যাঁর জন্যে আমি ফিদা
তিনি খোদার প্রিয়, তাঁর সৃষ্টি এ ধরা!

## মূল বিষয়ে ফেরা

ফুলকলিরা হাসছে আর মন সঁপে বুলবুলি
যেদিক তাকাই, প্রবহমান খুশির ঝর্ণাধারা।

## অন্য ছন্দে

বিবাহ-অনুষ্ঠান নাকি কোনো সাজানো উদ্যান
দিকে-দিকে শুনি খুশির নাকাড়া-জয়োগান!

## বরের প্রতি...

প্রাণপ্রিয় নতুন বর, প্রিয় হও খোদাতালার
তাকদিরের তারকা, চমকালো আজ তোমার!

কলি সে যে, কোমল সে যে, সে যে মুক্তো
ভোরের হাওয়া, করো তাকে প্রস্ফুটিত।

যৌবন আর মায়া এবং প্রাণপ্রিয়তাও থাক
সংসারে থাক আদর্শ সুখেরই জান্নাত !

বধুর সনে প্রেম হোক, হোক মমতা
পরস্পরে থাক দ্বীন, প্রীতি-সততা!

## কনের প্রতি...

কোমল দেহ, সতী নারী, সুখে থেকো সবসময়
সংসারে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা যেনো রয়।

স্বভাব তোমার সততা, যাদুভরা দু'নয়ন
প্রেমপূর্ণ থাকুক মন, প্রীতিপূর্ণ হোক বচন।

আত্মীয়দের অভিনব প্রীতির ডোরে বেঁধে নাও
বরকে তোমার ভালোবাসার খাঁচায় বন্দী করে নাও!

মোবারক হোক এই বাঁধন, সুখে থেকো তোমরা
দ্বীন-দুনিয়ায় সফলকাম হও যেনো তোমরা!

# শুভ কামনা

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল থাক সবসময় হে প্রভু
পৃথিবীতে তারা হোক সফল, ধর্ম পাক প্রাধান্য।

স্বাস্থ্যে থাকুক সুস্থতা, রিজিকে হোক প্রশস্ততা
পরস্পরে হোক একাকার, সংসারে থাক সুন্দরতা।

**আব্দুল হাই** এর পক্ষ থেকে এ দোয়া, হে খোদা
প্রণয়ে ও বিশ্বস্ততায় মিলন ঘটুক, হে খোদা !

## প্রণয়ের চরণতলে

*[মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইকবাল মুজাদ্দেদি (সাং-বাহুলি, পটিয়া, চট্টগ্রাম) সাহেবের সাথে মাওলানা মুমতাজ আলী সাহেবের সাধ্বী কন্যা মুসাম্মৎ আয়েশা বেগম (এলাহাবাদ, কাঞ্চননগর, পটিয়া, চট্টগ্রাম) এর বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত (২৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ইং) শাহচাঁন্দ আউলিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, পটিয়া, চট্টগ্রাম।]*

সর্বত্র স্রষ্টার মহিমা প্রোজ্জ্বল, একত্ববাদের বিভূতি
জ্ঞানী ও গুণীর দৃষ্টিতে পরিষ্কার তো সবি!

প্রণয়েরই চরণতলে উৎসর্গ হয় সবই
নয়নপাতে জোটে যদি আলোকিত করোটি।

সবুজ গম্বুজের রাজাকে রহম করো হে প্রভু
আকাশ থেকে মুষল ধারায় হোক না করুণা-বৃষ্টি।

অনন্য স্থানে, অনুপম মর্যাদায় এবং পরম শুভ্রতায়
মুহাম্মদ, আহমদ, মাহমুদ, ইয়াসিন নামী তিনি !

সৃষ্টিকুলের মূল তিনি, সত্যপথের বাতি তিনি
মকামে মাহমুদে প্রশংসিত ঝাণ্ডা তিনি !

প্রীতিময় অনুষ্ঠান আজ, সুশোভিত এ প্রহর
দিকে-দিকে উজালা, আবাল-বৃদ্ধ সবে খুশি।

চঞ্চলা বয়স ও মোহিনী রূপ প্রাণ-প্রেয়সীর
চারদিকে ওই ফুলেরা ছড়ালো যেনো সুরভি!

শাখায়-শাখায় মারহাবা বুলবুলিরা বলে ওই
হৃদয়হরা হাওয়াতে ফুল হয়ে ফোটে কলি !

মুখে-মুখে সম্ভাষণ আহলান-সাহলান
মর্যাদা ও সৌভাগ্যবান বরের এ যে আগমনী।

## আনন্দের ফোয়ারা

*[লোহাগাড়াস্থ সরকারবাড়ী নিবাসী*
*স্নেহের বোন **শাকেরার** বিয়ে উপলক্ষে]*

চারিদিকে মহান খোদার কুদরতে ভরা
আদি সুন্দরের শান বসন্ত ও বাগিচা!

সবুজ গম্বুজের বাদশা, কুরবান আমি তাঁর তরে
প্রভুর প্রেমাস্পদ তিনি, গড়েছেন এ ধরা ।

পুষ্প ও উদ্যানের রূপে কী যে যাদুময়তা
যেদিক তাকাই দেখি আজ আনন্দের ফোয়ারা।

বাগানের বুলবুলিরা গাইছে আনন্দ-গীতি
তারই যাদু নেশায় ঝোরে দূরাকাশের তারকা!

চারদিকে উৎসব-উৎসব, সবখানে সুসময়
আমাদের তরুণেরা আজ আনন্দে আত্মহারা।

আনন্দময় অনুষ্ঠান, ঠোঁটে-ঠোঁটে মুচকি হাসি
আজ যেনো বা হচ্ছে হেথায় সমর্পণের সভা।

শুভ হোক বিবাহ, শুভ হোক এ বাঁধন
সবার মুখে-মুখে শুনি মারহাবা-মারহাবা !

বর যেনো কিনানি ইউসুফ এবং সে তার নববধু
একই সূত্র দু'জনকে নিয়ে এলো লোহাগাড়া।

পরম সৌভাগ্য স্বয়ং তাদের পরে ছড়ায় আলো
সুন্দর সমাপ্তি হোক, হোক এ মিলন মায়ামাখা।

পরস্পরে থাকুক প্রেম করুণ-কঠিন সময়েও
পরস্পরে হোক ওষুধ, হোক আশ্রয়ের জা'গা।

রিজিকে ও রোজগারে আর ঘরে ও সংসারে
ভাগ্যতারকা তাদের হোক হে খোদা উজালা !

পার্থিব সাফল্য জুটুক তাদের ঘরে, হে প্রভু
এবং দ্বীনের কর্মও হোক রঙিন তাদের দ্বারা।

***ফজলের*** এই দোয়া প্রভু, কবুল করে নাও তুমি
তোমার দরবারে আজ এই তো আমাদের চাওয়া!

# শাদী মুবারক

*[কুলগাঁওনিবাসী **মাওলানা আলাউদ্দিন** (এম.এম ফার্স্ট ক্লাস)-এর সাথে **মুসাম্মৎ শায়েরা বেগম**-এর বিয়ে উপলক্ষে রচিত]*

মহান খোদার মহান কীর্তি সৃষ্টিকুল এ বিপুলা
সম্ভব থেকে অসম্ভব সৃষ্টি তো শানে খোদা!

অযুত সালামের হাদিয়া পৌঁছে যাক হে প্রভু
সবুজ গম্বুজের দ্বারে; দয়াবান হে খোদা!

পরম মমতায় তিনি মানুষকে দেন মর্যাদা
তা নাহলে ইবাদতে এগিয়ে তো ফেরেশতা!

জোয়ার-ভাটার দরিয়া প্রীতিরই কারিশমা
ভালোবাসা ও প্রেমই যে বিশ্বসভার মূলনীতি।

ভালোবাসার কারিশমায়, পরস্পরের টানেই তো
দূরাকাশের তারাদের আলোকভরা ওই মেলা !

ভালোবাসার কারামত নববর আর নববধু
পরস্পরে শিকল পরেও থাকে আনন্দে তারা!

আজকের বিয়ে-অনুষ্ঠান খুশি-আনন্দ উৎসব
বুলবুলিরা গাইছে গান, নেই কোনো ক্লেশ, বেদনা!

প্রেমিকের বুক সে যে মন প্রেমসাগরের ঢেউভরা
অপেক্ষা ভীষণ কঠিন, স্ট্যাজে বসা ইন্দুবালা।

হৃদয়-প্রেমে বিঁধুক গিয়ে চন্দ্রাবতীর দৃষ্টিতীর
জান্নাতের হুরেরাও বলছে আজ মারহাবা!

অনন্য এ অনুষ্ঠান, অপরূপ এই ঘরের সব
***আলাউদ্দিন*** যেনো চাঁদসম কোনো নওশা!

বর আলাউদ্দিনের দিন হয় যেনো মুবারক
চন্দ্রাবতী শায়েরার সনে হোক বিয়ে ফুল-ছাওয়া।

দু'জনের মাঝে সর্বদা থাকুক মিল ও মহব্বত
প্রতি ক্ষণ হোক ভেজালবিহীন প্রীতিরই প্রতিচ্ছায়া।

পরস্পরের সংসার হোক ঠিকঠাক, হে প্রভু
রিজিকে হোক প্রশস্ততা, সময় হোক সুখভরা।

কর্মকাজে মহত্ত্ব, চালচলনে নিষ্ঠতা
বাইরে হোক ঠিকঠাক, দিলে থাক ঈমান সদা।

***মুদ্দাসসির*** করে দোয়া, তুলেছে দু হাত হে প্রভু
কবুল করো সবকিছু, দয়াবান হে খোদা!

## আনন্দের উচ্ছ্বাস

*[**মৌলভী গোলাম কাদের** (ফাজিল ও বি.এ) এর সাথে **মৌলভী একরামুল হক চুনতভীর** কন্যা **মুসাম্মৎ শাহনাজ লুৎফার** বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত, ৩ মে ১৯৬৪ইং]*

কবির বুকে আজ কেনো বলো উচ্ছ্বাসের তুফান
মাটি থেকে আকাশে সৌন্দর্যের আলোক এখন।

ওদিকে হাসছে ফুলকলি, রূপজুড়ে তার যাদু
এদিকে শাখায়-শাখায় ছড়ায় সুকণ্ঠী গীতি এখন।

প্রেম কখনো আলাপেও মিলে– সত্য এ কথা
ফুলে-ফুলে উঠছে ভরে বুলবুলির আঁচল এখন।

ওদিকে বেহেশতি হুরের চলছে কথোপকথন
এদিকে বুলবুলে ও ফুলে মিলনের উচ্ছ্বাস এখন।

স্বর্গসম সেজেছে এ বাগ, যেনো এক যাদুময় ধরা
আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্যান সেজে উঠেছে এখন।

সর্বতঃ সুন্দর এ শুভ বিয়ের অনুষ্ঠান
এখানে যেনো আকাশ থেকে ফল্গুধারা বইছে এখন।

বুলবুল বর ***গোলাম কাদের*** শিক্ষিত ও বি.এ পাশ
কনে ***শাহনাজ লুৎফা*** যেনো প্রস্ফুটিত পুষ্প এখন।

বর ও কনের মাঝে থাকুক সর্বদা সৌহার্দ প্রভু
নিঃসন্দেহে সবার কাছে প্রিয়মুখ তারা এখন।

বর যেনো ইউসুফি সম্ভ্রম, কনে যেনো ইন্দুর আলো
থাকুক তারা খুশি সদা-ই, খুশি এখন আছে যেমন।

বর ও কনের ভালোবাসা হয়ে থাকুক উদাহরণ
হৃদয়ের এ দোয়া প্রভু, হৃদয় বিনয়ী যে এখন।

ধর্মপ্রীতি থাক তাদের, থাক পার্থিব আনন্দও
এইতো ***ফজলের*** দোয়া, এটাই আরাধ্য এখন!

# মুবারকবাদ

*[**শাহনাজ লুৎফার** বরকে মালা পরানো উপলক্ষে রচিত]*

ভোরের হাওয়া, সাজাতে হবে কুঞ্জ তোমায় ফুটাতে হবে ফুল
প্রত্যূষকে শুনাতে হবে ফুল ও পাখির মিলনের খোশ-বোল্!

অস্ফুট কলিকে তোমায় গদগদ করে হবে হাসাতে
কুয়াশার মোতি সাজিয়ে তোমায় যাদুর খেলা দেখাতে হবে।

বাগানের দৃশ্য দেখে পাগল মন আজ আত্মহারা
আপন মনের কিছু কথা তাকেও আজ বলতে হবে।

পথের গালিচা হলো যে আজ অপেক্ষমান বসন্তফুল
গোলাপফুলকে দেখাতে হবে আজ আপন রূপের মূল।

কার্ আগমনী বারতা যেনো ছড়িয়ে গেলো চারিদিকে
বুলবুলিদের তারানা আর কোকিলকে গীতি গাইতে হবে!

ডাকপিয়ন বললো যেনো, তোমরা প্রণয়পিয়াসী হয়ে
এখানে আজ থাকবে বসে, নওশা আসার অপেক্ষাতে।

অন্তর থেকে মুবারকবাদ বলা আমাদের পরম গরব
ফুলের মালা গেঁথে যে এক গরবের হার বানাতে হবে !

উভয় প্রাণে মহান খোদার হোক সবিশেষ **ফজল**
ভালোবাসার বাঁধনে যে নতুন এ ঘর বাঁধতে হবে।

# স্বর্গোদ্যান

*[মাওলানা **শাহ হাফেজ আহমদ রহ.**-এর সাহেবজাদা
জামাল আহমদ-এর বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত]*

যেদিকে তাকাই, অপূর্ব এক দৃশ্য আজ প্রীতি ও প্রেমময়
ধুম পড়েছে শুভ বিবাহের চারদিক আনন্দময় !

সৃষ্টিকুলের শোভা হৃদয় বিমোহিত করছে সবি
প্রেম-প্রীতির রহস্য-ভেদ, হৃদয়বেদন যায় দেখা যায়!

ছলকে ওঠে প্রকৃতির পেয়ালা আজ প্রীতির নেশায়
বিবাহ-অনুষ্ঠানের গীতি সুখভরা করে হৃদয়!

বসন্ত আজ ঈসার মতো জীবিত করলো বাগান
ফুলের রূপে গর্বিত স্বর্গোদ্যান ও কুঞ্জ ওই !

নওশা জামাল, উপাধি, শাহজাদা জাহাঙ্গীর
জামাল তোমার গৃহ হোক ধরার আলোয় আলোকময়।

শুভক্ষণ ও নিরাপদ সময়, সৌভাগ্য বর্ষে এখানে
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মুখে দোয়া ধ্বনিত হয়!

চুনতি আজ বেহেশত্ যেনো, অলিগলি বাগানসম
জামাল-নুরজাহানের মিলনে, প্রতিঘর আলোময়।

অধম **ফজলের** দোয়া, বর-কনেতে থাকুক মিল
সংসার হোক এবং প্রভু, ঘরে যেনো বরকত রয়!

## স্মরণীয় শুভক্ষণ

*[হাফেজ মুহাম্মদ হারুন রশিদ সাহেবের বিয়ে উপলক্ষে রচিত
তারিখ: ২০ মার্চ ১৯৭৮ইং]*

যদিওবা ইন্দ্রিয়ের বাইরে থাকো হে রহমান
'লান তারানি'-র আড়ালে যে সুপ্ত তুমি ওহে মহান!

তোমার রূপের সৌন্দর্য ফুলের ওপর আলো ছড়ায়
রুদ্রমূর্তি তুমি, তবু তোমায় দেখতে অস্থির ইনসান!

এই পৃথিবীর সৃষ্টিকুলে প্রতীয়মান কুদরত যে তোমার
তোমার সৃষ্টিবিভায় কানায়-কানায় পরিপূর্ণ এ জাহান।

দু'জাহানের রহম নবীর প্রশংসাতে বলবো কী আর
যাঁর তারিফে মুখর স্বয়ং মহাগ্রন্থ আল-কুরান !

তারার দেশের তারকারা পরস্পরে বাঁধা ডোরে
মানুষেরাও প্রেমের ডোরে বাঁধা সারা জাহান !

স্বর্গের সব আয়োজনেও ছিলেন অধীর পিতা আদম
জীবনপ্রেমী ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাতে তৃষিত প্রাণ!

জীবনের মূল ভালোবাসা, জীবনের রূপ ভালোবাসা
ভালোবাসা বিনে ধূসর এ জীবন, হে পরান!

নতুন জুটির মিলনের আজ স্মরণীয় শুভক্ষণ
বর ও কনের ওপরে হোক সৌভাগ্যের আলো বর্ষণ!

বর হারুন ও কনে রাজিয়ার তরে হোক তব স্নেহবৃষ্টি
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে থাক প্রভু, বোঝাপড়া-মিল সদা!

শাহ সাহেবের বিশেষ দোয়া আছে তো তাদের সাথে
তাঁর সাথে-সাথে দিল্ থেকে মুবারকবাদ দেই আমরা।

শাহ সাহেব হুজুর যখন মুরব্বি ও অভিভাবক
সন্দেহ কী, এ দিনের আছে মঙ্গল আর মর্যাদা !

ওদিকে তো বেহেশতি হুরদের মাঝেও চলে আলাপ
পৃথিবীতে আজ বুলবুল ও ফুলের হলো মিল-সভা।

শাহ মনজিল্ যেনো বা আজ জান্নাতেরই এক বাগান
আরশ থেকে ঝরছে যেনো রহমতের ফল্গুধারা!

বর ও কনের ভালোবাসা থাকুক হয়ে উদাহরণ
ধর্মপ্রীতির সাথে তাদের সাজুক আনন্দে ধরা।

সুখে-শান্তিতে কাটুক তাদের ঘরসংসার, যুগলজীবন
***ফজলের*** এই প্রার্থনা আজ কবুল করো, হে খোদা!

## শুভ কামনা

*সাবের ও রোকেয়ার* জীবন দাও সফল করে
হে ইলাহী, তারা যেনো সর্বাত্মক থাকে সুখে!

তাদের মাঝে থাকুক প্রীতি পরিপূর্ণ, টইটম্বুর
সৌভাগ্যে, স্বাস্থ্যে-ধনে থাকুক তারা প্রতি ক্ষণে।

উভয়জনের জীবনবাতি আলোকিত থাক সদা
দেখতে তারা দুজন হলেও; একপ্রাণ তারা আসলে।

রুজি-রোজগারে উন্নতি ও সুস্থতা দাও তাদেরকে
সন্তান-সন্ততিতে দাও বরকত খোদা তাদেরকে!

সৎকর্মের তাওফিক হোক তাদের জন্যে হে প্রভু
ঘরসংসার সুন্দর হোক, পথচলা হোক ধর্মে!

## সাফল্যের ধন

*[মাসউদের পুত্রসন্তান-কে উদ্দেশ্য করে, যে আমার প্রিয় **মৌলভী আজিজুল্লাহর** ঘর আলোকিত ও উজ্জ্বল করেছে। যে আমার স্নেহধন্য **মৌলভী রুহুল আমিন** এর দুগ্ধ ভাগিনীর ছেলে]*

আলোকোজ্জ্বল হে সূর্য, আলোকিত করো আমাদের মনে
চির উজ্জ্বল,ভাগ্যবান তুমি,শান্তিতে থেকো সারা জীবন।

তুমি সকল ভাগ্যবিজয়ী, রাশিতেও তুমি ভাগ্যরাশি
তুমি যে এক ফুটন্ত ফুল; বাগান হেমন্তহীন যখন।

প্রাণবন্ত থাকুক তোমার আজীবন পথচলা এমন
তোমার পথের সঙ্গী থাকুক সুস্থতা সর্বক্ষণ!

তুমি তো এই ঘরের আলো, গর্ব তুমি এ বংশের
নিরাপদে থেকো তুমি, হও বংশের বাতির মতন।

মায়ের পরান, বাবার চোখের আরাম তুমি হে শিশু
এই পৃথিবীর সকল বিপদমুক্ত থেকো প্রতিক্ষণ।

বাঁচো সকল সৌন্দর্যে, থেকো প্রিয় সবসময়
যাতে তুমি পাও হে শিশু, সাফল্যের সকল ধন।

তোমার তরে এ ***ফজল*** আজ করে যা-যা দোয়া
সবি যেনো দয়া করে খোদা করে নেন গ্রহণ!

## তুমি হও সফল

*[রুহুল আমিন-কে উদ্দেশ্য করে রচিত]*

দোয়া করি, সফল হও রুহুল তুমি
এই জীবনে, সবখানেই থেকো সুখী।

সচ্চরিত্রে, সু-অভ্যাসে, সৌভাগ্যে
চলার পথে তুমি যেনো পাও মুক্তি!

জীবনযুদ্ধে হয়েছে যারা বিজয়ী
তাদের মতোই প্রভু তোমায় রাখুক জয়ী।

প্রচেষ্টা ও সাধনায় করো না হেলা
কোথাও যেনো তীরে না ডুবাও তরী!

আমার এই কথা হতে হয়ো না গাফেল
মা-বাবার খুশি মানেই– সফল তুমি !

খুশি হবে তখন অধম কলমসেবী
থাকবে এমন প্রিয়, হবে দীর্ঘজীবী!

## নিমন্ত্রণ-পত্র

*[**মৌলভি মুহাম্মদ সাবের** (দক্ষিণ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম)-এর বিয়ের সময় তার বন্ধু **মৌলভি জামালউদ্দিন** (ফাজেল, আই-এ) -এর অনুরোধে বরের বন্ধুদের উদ্দেশ্য রচিত এই কাব্যভাষার নিমন্ত্রণপত্র]*

আমার কথাও একটু শোনো/ কাফেলার হে বন্ধুগণ
অবশ্যই চলে আসবে / বাড়াবে বিয়ের কিরণ।
কাফেলার হে বন্ধুগণ!

সময় দারুণ বেয়াড়া / তদুপরি বসন্তকাল
চলছে বুলবুলির গান / আছে প্রেম-নিদর্শন।
আসবেই, হে বন্ধুগণ!

আসছে ওই নববধু / দাও, তাকে অভিবাদন
বুকে আমার ভীরু কম্পন/ উছলায় এদিকে যৌবন।
অনুষ্ঠানে, আসবেই বন্ধুগণ!

এপ্রিলের ছয় তারিখ/ বিয়ের শুভ দিনক্ষণ
স্থান দক্ষিণ পতেঙ্গা / আছে বুকের বাঁধন।
করবে তোমরা, শোভাবর্ধন!

সাবেরের এই নিমন্ত্রণ / আসবেই তোমরা বন্ধুগণ
দিও না কো অজুহাত / দিও না কেউ বেদন।
আসতে হবেই অনুষ্ঠানে
থাকবে তোমরা শোভাবর্ধনে!

# তৃষ্ণার্ত ভালোবাসা

*[বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত*
***মৌলভি সাবের আহমদ**, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম]*

যদিও বা দৃষ্টিসীমার বাইরে তুমি, প্রভু
'লান-তারানি'র পর্দায় আড়াল তুমি, প্রভু!

তোমার দীপ্তি বিম্বিত শিরি-ফরহাদের মুখে
মজনুর মাঝে ধরা দাও স্বীয় রুদ্ররূপে!

তোমার অনন্যতা, উজ্জ্বল সৃষ্টিসভায়
তোমার সৃষ্টিকুশল সবকিছুতেই, বৃহৎ কি ক্ষুদ্রতায়।

দূর আকাশের তারকারা প্রেমাল সবাই
টিকে আছে এই পৃথিবী, প্রেম আর মমতায়।

অস্থির ছিলেন নেয়ামতেও ভেস্তে আদম
যেহেতু তাঁর প্রেমতৃষ্ণা ছিলো হরদম!

ভালোবাসা জীবনের প্রাণ, ভালোবাসা জীবনরূপ
ভালোবাসা বিনে পানসে সবি, বিরহী ধূপ!

মিলন হলো পৃথিবীতে নতুন যুগলের আজ
বর-কনেতে বর্ষিত হোক, সৌভাগ্যবৃষ্টি আজ!

# শোকগাথা

বাগানজুড়ে ছিলো যেথা বসন্ত
আজ সেখানে হেমন্ত বিরাজমান!

## শব্দমালা

*[বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম-এর প্রাণপুরুষ আলহাজ **শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার রহ.** (আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতের বাসিন্দা করে নিন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিন) স্মরণে]*

হে পৃথিবীর স্বর্গময় অপরূপ চট্টল
চট্টগ্রামের পাহাড় এবং চট্টগ্রামের সমতল
হে চট্টলের মৃত্তিকা ও চট্টলের সিন্ধুজল
চট্টলের নিবাস, চট্টলের নিবাসীদল।
তব সূর্যসন্তান দীপ্তিমান ***আখতার*** কোথায়?
মীরবংশীয় আলোপ্রসারী সেই চেরাগ কোথায়?

ইলমের বাগানসব নিরব কেনো, আজ হায়,হায়!
বিষাদ-সাগরে বৃদ্ধ-যুবা ডোবা কেনো হায়,হায়!
বিষণ্ন জমিন, বেহুঁশ জমানা কেনো আজ হায়, হায়!
খানকাহসমগ্র আজ নিরব কেনো হায়,হায়!
তব সূর্যসন্তান দীপ্তিমান ***আখতার*** কোথায়?
মীরবংশীয় আলোপ্রসারী সেই চেরাগ কোথায়?

আভিজাত্যের সিন্দুকের অমূল্য রত্ন যিনি
ইয়াকিনের কক্ষপথে জাজ্বল্যমান গ্রহ তিনি
খোদাপ্রেম ও মারিফাতের দীপ্ত বাতি যিনি
খোদাভীতি, দুনিয়াবিমুখতার অগ্রসেনা যিনি !
তব সূর্যসন্তান দীপ্তিমান ***আখতার*** কোথায়?
মীরবংশীয় আলোপ্রসারী সেই চেরাগ কোথায়?

মুরিদানের পিতৃতুল্য দয়াবান সেই মানুষ
যুবা-শিশুর তরে তিনি স্নেহপরায়ন মানুষ
বদান্যতায়-দয়াদ্রতায় সমুদ্রসমান যিনি
দানশীলতায় যুগের হাতেমতায়ী ছিলেন যিনি!
আহ্, সেই গরীব-দুখীর বন্ধু আজকে কোথায়?
হেদায়াতের দিশারী, দীপ্তিমান ***আখতার*** কোথায়?

প্রাণের প্রভুকে প্রাণ সঁপে, ভালো করেছো আশিক
নিজেই প্রেমের প্রমাণ দিলে, ভালো করেছো আশিক
নির্ভীক প্রেমিক হয়ে তুমি, ভালো করেছো আশিক
আপন খোদায় বিলীন হয়ে, ভালো করেছো আশিক !
তরিকতের দিশারী সেই উজ্জ্বল তারা কোথায়?
হকিকতের রহস্যজান্তা ঝলমলে প্রদীপ কোথায়?

মিনা তুমি, ছিলে কভু, ইসমাঈলের জবেহগাহ
তোমার বুকেই হয়েছিলো খলিলুল্লাহর পরীক্ষা
ছিলে তুমি সৎসাহসী প্রেমিকেরও জবেহগাহ
ছিলে ধৈর্য ধরার এবং ঘাম ঝরানোর জা'গা !
দাও বলে দাও, আমাদের ***সেই উজ্জ্বল সূর্য*** কোথায়?
মুবারক জানাবো তাকে, আমাদের সেই বাতি কোথায়?

জান্নাতের হে বাসিন্দা, মুবারকবাদ তোমায়
কী আনন্দ! আপনি ***আম্মা খাদিজার*** প্রতিবেশিতায়
পবিত্র মক্কারি মাটি পেয়ে হৃদয় খুব খুশি
এবং খোদার রহমতের প্রতিবেশী হয়ে আপনি খুশি !
তবু আপনার বিচ্ছেদে হাহুতাশ করে সবাই
পেরেশান ও ভারাক্রান্ত মুরিদ-প্রেমিক সবাই!

## শোকের পঙক্তিমালা

*[শাইখে তরিকত, হযরত আলহাজ* ***শাহ্‌সুফি মাওলানা আব্দুস সালাম****-এর ইন্তেকালে রচিত, ১৭ জুন ১৯৬৮-ইং]*

মুখমণ্ডল ছিলো যাঁর নুরে রওশন
দৃষ্টিরা আজি তাঁহার খোঁজে হয়রান!

বাগানজুড়ে ছিলো যেথা বসন্ত
আজ সেখানে হেমন্ত বিরাজমান!

চললে তুমি প্রেমাস্পদের পানে
সবার নয়নে এনে অশ্রুবান !

মুক্ত হলে দেহের বাঁধন থেকে
স্বর্গ-আকাশের বিহঙ্গসমান !

খুশি হয়েছো প্রেমাস্পদকে পেয়ে
হারিয়ে তোমায় কাঁদে লাখোপ্রাণ!

দৃষ্টি তোমার পরশপাথরপ্রিয় যা
আশিকদের জীবন-সামান!

রেত যেনো মনের মরিচা নাশে
প্রজ্ঞা তব শুধরে ইনসান !

তব সব শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি
'লতাইফ*' জোরে বিদ্যুৎ-সমান!

হাজারো প্রাণ আলোকিত করেছো
দীক্ষা তোমার নিশির জ্যোতিষ্মান !

সহজ জীবন, তাকওয়া, পূততা
অপূর্ব সে চরিত্র তো, সাক্ষাত কুরআন!

সে উচ্চ চিন্তাধারা, ধৈর্য-সাহস
সে মগ্নতা, স্বাধীনতা, আত্মজ্ঞান!

আসলাফের বিরল ছবি তুমি
চরিত্র তোমার ছিলো সুমহান !

মানবসেবায় কাটলো জীবন
মানবোপকারই তোমার শান !

এই ভুবনে ছিলে তুমি বটে
ভাবনা তোমার আরশে রহমান !

তোমার কাশফ-কারামাতে যেনো
আড়ালমুক্ত ছিলো দুই নয়ন!

তরিকতের সকল সিলসিলায়
ছিলে তুমি মাঝিরও সমান!

সান্নিধ্যের ফয়েজ, হালত এবং দৃষ্টিতে
জীবন্ত করলে তুমি মৃত কতো প্রাণ!

কল্পনাতীত তোমার মর্যাদা
ভূলোকে-দ্যুলোকে তোমার মান!

বর্ণনাতীত তোমার শুভ্রমন
তোমার সামনে সূর্যও যে ম্লান !

---

*টীকা: 'লতাইফ' লতিফা-এর বহুবচন। এর বহু অর্থ রয়েছে: ভালো কাজ, সুন্দর, মনোরম বস্তু, বিরল কথাবার্তা, শিক্ষণীয় মজার কাহিনী ইত্যাদি। এখানে সুফি-সাধকদের ছয়টি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেগুলোকে অতিক্রম করতে হয়। লতাইফে সিত্তা হলো, যথা: ১. লতিফা নফস: নাভীদেশ থেকে আল্লাহ শব্দ বের করা, ২. লতিফা কলব: এর স্থান হৃৎপিণ্ড, ৩. লতিফা রুহ: এর স্থান বক্ষদেশ, ৪. লতিফা সির: এর স্থান পাকস্থলির মুখ, ৫. লতিফা খফি: এর স্থান ললাট, ৬. লতিফা আখফা: এর স্থান মাথার তালু। (ফিরুজুল লুগাত দ্রষ্টব্য)*

হলাহলের পৃথিবী ও পাপী মন
তোমার ছোঁয়ায় হলো যে বাগান!

দারুস-সালাম হলো যে আজ ঠাঁই
আব্দুস সালাম তুমি শেখে ইরফান!

উনিশশতো আটষট্টি ইংরেজির
সতেরো জুন হলে খোদার মেহমান !

তোমার কাছে এলো যেজন প্রেম নিয়ে
তার মনের সকল আশা হলো যে পূরণ!

আর যে এলো বুকের বেদন নিয়ে
তার ব্যথার নিরাময় হয়েছে আসান!

মন্দকে ভালো দিয়ে বদলাতে
দক্ষতা দিয়েছিলো তোমায়, রহমান!

সবাই তোমার বিরহে ব্যাকুল
এতিমের মতো কাঁদছে মুরিদান !

তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল সৌজন্য
ক্ষণিকের সে খোশগল্প, এলে বন্ধুগণ !

ধনী-গরীব যে-ই হোক, সবাই
তোমার কাছে ছিলো একসমান!

বিশ্ব তোমার পায়ে ছিলো তবে
বিশ্বস্রষ্টার প্রেমী ছিলো তব প্রাণ !

তোমার ফজল-করুণায় ইলাহি
মাহরুম যেনো না হই কোনোদিন !

# ক'ফোঁটা অশ্রু

*[আলহাজ মাওলানা শামসুল হুদা খান রহ.-স্মরণে]*

হে ক্ষয়িষ্ণু উদ্যান, কী অপূর্ব তোমার শান
এখনি আবাদ-সজীব,পরক্ষণে বিরান!

এই মুহূর্তে ফুটন্ত কলি মনোলোভা সুরভি
হৃদয়গ্রাহী শোভা-আভা বসন্তের বাগান !

হায়, হায় মুহূর্তেই এ কী দেখলাম আজি?
নেই ফুল, নেই পাখি, বিরান এই উদ্যান!

অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের যুগ, দ্বন্দ্ব থাকা-না থাকার
এক্ষুণি বিজলি চমকায়, এক্ষুণি ঘোর বরিষণ!

হে ছলনাময়ী সময়, হে তাণ্ডবের লীলা
বহমান স্রোতে যেনো প্রতিবন্ধক আজ কাহন!

শামসুল হুদা বড়োদাতা, খোদাভীরু, আলেম
ইবাদতে মত্ত, মারিফাতে সজাগ সারাক্ষণ!

বিদায় নিলেন আমাদের বিরহজ্বালা দিয়ে
তথাপি দেখি অসংখ্যজন করে তাঁর স্মরণ !

তোমার কী যে সরলতা ও অনাড়ম্বরতা
কী বিনয় হাতে থাকা সত্ত্বেও বিপুল ধন!

দরিয়াসম তব দান আর দ্বীনের সেবা
চারিদিকে দীপ্তিমান সবার নিদর্শন!

এ হিফজখানা ও মহিমান্বিত মাদরাসা
তোমার বিদায়ে মুহ্যমান,করছে ক্রন্দন!

তোমার প্রাণাধিক প্রিয় ছিলো মাদরাসা
বিষাদে তার ছাদ-দরজা সিক্ত নয়ন!

যেদিকে দৃষ্টি মেলি, মাতমের বৃষ্টি বর্ষণ
মুখে বিষাদ-ছায়া, বুকে নিদারুণ দহন।

তোমার ফজল-করমে বাড়ুক মর্যাদা তার
মোদেরও করো ক্ষমা, খোদা করুণাপ্রবণ!

# দোয়া হিসেবে রচিত

আমাদের পক্ষ হতে পুণ্য পৌঁছুক সীমাহীন
মাদরাসার যতো খাদেম কবরের মেহমান!

কামেল **আব্দুল হাকিম**, আরেফ **শাহ নজীর**
তাঁদের কর্ম-কীর্তিতেই আজকের এ প্রতিষ্ঠান।

সুযোগ্য **জনাব খাকী**, ফাজেল **জামাল ইউসুফ**
**কারী নুরুল হক**, মরহুম **আব্দুস সুবহান**।

মরহুম **তাহের আহমদ**, **গোলাম কাদের**
এঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো **মাস্টার সুলতান**।

এঁদেরকে আর আমাদেরকে ক্ষমা করো হে প্রভু
অসীম তোমার করুণা প্রভু, তুমি দয়াবান।

আপন ফজলে--করমে কবুল করো এ দোয়া
যুগযুগান্তরে চালু রেখো, প্রভু এ প্রতিষ্ঠান!

বক্তৃতায় ছিলো স্রোতের গতি, বিষয়াবলি নানা রূপের
অলংকার ও বাগ্মিতায় অনন্য আমিন তিনি!

শোক দিলেন লাখো প্রাণে, কাঁদালেন জোয়ান-বুড়োকে
যুবা-বৃদ্ধ যাঁর তরে, মুহাম্মদ আমিন তিনি!

আলিমের মৃত্যু মৃত্যু আলমের, বলবো কী? পোড়া হৃদে?
যাঁর আসন হবে না পূরণ, আল্লামা আমিন তিনি !

ছিলেন আপনি সচ্চরিত্রের নমুনা, দায়িত্বে সজাগ
দ্বীনে অটল দ্বীনদার নিখুঁত শিক্ষক তিনি!

## ক'টি ছন্দিত শব্দমালা

*[হযরত শায়খ আল্লামা **আলহাজ শাহ আব্দুল মজিদ রহ.**- স্মরণে (আল্লাহপাক তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করুন।)]*

দয়া করো হে সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক ও স্রষ্টা
উম্মত আজ অসহায় আর লেলিহান ফেতনার শিখা!

পাঠালে তুমি মুহাম্মদের দ্বীনে ইসলাম রক্ষায়
হাজারো গাউস, কুতুব-আবদাল সুদীর্ঘ তার তালিকা।

শেষনবীজির পরে এখন বন্ধ রিসালতের দোর
তবে আজো উন্মুক্ত আউলিয়াদের দরজা।

শ্রেষ্ঠ উম্মতের ওপর ঝরায় নুর যে সর্বদা
মারেফাতের আসমানের গণনাহীন তারকা !

'অবতীর্ণ করেছি আমি' মুজিজা এ কুরানের
কিয়ামত তক থাকবে এ দ্বীন, এতে এটা যায় বোঝা!

নাস্তিক্যবাদীদের চেষ্টা চলছে তো রাত্রিদিন
এই পৃথিবীর বুক থেকে খোদার স্মরণ হোক ফানা!

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তারা, বোঝে না তাই এই কথা
খোদার জিকির বন্ধ হলে, থাকবে না এই দুনিয়া!

শ্রেষ্ঠ উম্মতের ওপর দয়া আছে অফুরান
'তোমরাই বিজয়ী' তবে ঈমান হওয়া চাই পাকা!

সাতকানিয়ার পুণ্যভূমি রত্নগর্ভা যে তুমি
তোমার বুকে জন্মেছেন সূর্যসমান আউলিয়া!

**শাহ আব্দুল মজিদ** যুগের শায়খ সূর্যসম
যুগে-যুগে পৌঁছে গেছে তাঁর আলোকচ্ছটা !

দু'জাহানের সে শিক্ষক আজ সবাইকে বিদায় বলে
যাত্রী হলেন পরকালের– পেলেন উচ্চ মর্যাদা !

সন্দেহ নেই খুশি আপনি প্রেমাস্পদের সাক্ষাতে
আপনার বিরহে কাঁদে লাখো প্রাণ আজ হেথা !

কর্মবীর ও সাধনগুরু আপনি, সন্দেহ নেই
মারেফতের প্রদীপ এবং জীন-ইনসানের ঠিকানা !

অভিজাত বংশ আর উত্তম চরিত্রবান
সত্য ও সততার উৎস, জোয়ান-বুড়োর দিশা !

আছে যতো রুহানি ও ঔরসজাত সন্তান আপনার
দু'জাহানের মালিক তাদের সবাইকে দিক সান্ত্বনা !

তাদের পরে রুহের ফয়েজ জারি থাকুক হে খোদা
শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতে রহমত হোক সর্বদা !

তাঁদের দরজা বুলন্দ আর আমাদের পাপরাশি মাফ
হতে থাকুক তোমার দয়ায়, হে দয়াবান খোদা !

## শোক-কাব্য

*[মরহুম মিয়া খাইরুল বশর চৌধুরী স্মরণে রচিত]*

কী যে হৃদয়বিদারক এই খবর প্রভু
কিয়ামত যেনো মৃত্যু খাইরুল বশরের!

শ্রেষ্ট নবীর দ্বীনের তরে শহীদ নিশ্চয়
শাহাদাত ভাগ্যে ছিলো খাইরুল বশরের!

শোকের ঘরে পরিণত হলো দুনিয়া আজ
যখন বিদায় ঘটলো খাইরুল বশরের।

ছিলেন সচ্চরিত্র, দ্বীনের সহায়, বিশ্বস্ত
অভিজাত চাল ছিলো খাইরুল বশরের।

মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ সাক্ষী সব
সবখানে সেবা ছিলো খাইরুল বশরের।

স্বীয় মুর্শিদের সুনজরে লভে এখন
শ্রেষ্ঠ নবীর সান্নিধ্য খাইরুল বশরের!

কাঁদতে থাকবে চুনতি মাদরাসা সদা
সে যে কৃপায় আবদ্ধ খাইরুল বশরের।

গরিব-দুখীর আশ্রয় ছিলেন তিনি
সকল হৃদয়ে প্রীতি খাইরুল বশরের।

বিশ্বকাননের প্রস্ফুটিত কোনো পুষ্প যেনো
সুদর্শন অবয়ব খাইরুল বশরের!

উনিশশত চৌষট্টির আট জানুয়ারি সন্ধ্যা
ওফাতদিবস মিয়া খাইরুল বশরের!

ওহে খোদা, ঠিকানা হোক রহমতের
সে স্থান যেথা আজ মাটির ঘর খাইরুল বশরের!

শোকগাথার রচক কবিসহ সবাই
বিষাদগ্রস্ত বিরহে খাইরুল বশরের!

***ফজলের*** এই সুধারণা হোক সত্য প্রভু,
বেহেশতে বসন্ত খাইরুল বশরের!

# প্রার্থনা কাব্য

হে খোদা, ইসলামের শৌর্য বাড়িয়ে দাও
ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করে দাও!

## প্রার্থনা-কাব্য

*[হযরত শাহ সাহেব (মুদ্দা জিল্লুহু) রহ. এর পক্ষ থেকে রচিত]*

পৃথিবীজুড়ে তুমিই মালিক, তোমারই মালিকানা
সম্ভব নয় এখানে শরিক, আর কারো শরিকানা !

এক ও একক উপাস্য তুমি এককত্বই মূল
যথার্থ হক তোমার দাবি– লা শরিকা লাকা !

রিসালত মূল সত্তা, সাফওয়াত নকশা যাঁর
রাজাধিরাজ তিনি, সিংহাসন তাঁর 'ইস্তিফা' !

নবীকুলের সরদার, সর্ব-অগ্র নুর
উভয়জাহানের নৃপতি, শান তাঁর 'ইজতিবা' !

কুরআনই সৃষ্টির সেরা নবীর মহান চরিত্র
কুরানপাকে রয়েছে যার সুস্পষ্ট বর্ণনা !

চর্চা হোক এর হে প্রভু, বিশ্বের সবখানে
সিরাত-আলোয় হোক নবী আহমদের ইক্তিদা !

সিরাত যে পথপ্রদর্শক বিশ্বশান্তি ও সুখের
পৃথিবীর সব জ্ঞানী-গুণী তোমাতে কুরবান সদা!

মহাকাশের পর্যটক, মহান প্রভুর অতিথি
বোরাক ছিলো বাহন আর রফরফ সাথী সদা !

জিব্রাইলের সঙ্গ এবং ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণ
এই শান শুধু আপনারই, এমন ছিলো প্রিয়তা !

কেমন উচ্চ মর্তবা আর কেমন নৈকট্য দেখ্
তাঁরই পায়ের ছাপে অবনত লাখো মাথা !

সারা জগত দিওয়ানা হোক হে প্রভু আপনার
অনুচিত চাল-চলন থেকে পবিত্র হোক ধরা !

সিরাতের এ মাহফিলকে কবুল করে নাও খোদা
প্রাণে-প্রাণে সঞ্চারো এর প্রভাবক-ধারা !

এর অসিলায় করো হেদায়ত তাদের হে প্রভু
দ্বীনহীন যাদের পথ, রীতি যাদের প্রতারণা।

তাঁকে দিয়েই সিরাতের সভা পূর্ণ করো খোদা
হৃদয়কে যে টানবে আর করবে রোগের চিকিৎসা !

এসব মেহমানদারী করো কবুল ইলাহি
এসবকিছু দান করেছেন, হুজুরের ভক্তরা!

তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে আর কারবারে তাদের
দিনে দিনে হোক উন্নতি; ক্ষতি থেকে বাঁচুক সদা !

সবার মনে জীবন্ত হোক নবীর মহাবক্ষত
লক্ষ্য থাকুক তুষ্টি তোমার, থাকুক সততা!

অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে করছে যারা সেবা
কবুল করে নাও তাদের ও দূর করো চিন্তা।

ওলামায়েকেরাম এবং ওয়ায়েজিন সবার
মান-সম্মান বাড়িয়ে দাও, মনে দাও শুভ্রতা!

নবীপ্রেমের প্রেমিক হয়ে মাহফিলে এলেন সবাই
সবাইকে মাফ করে দাও, এ-ই আমার চাওয়া।

***হাফেজের*** সব দোয়া প্রভু ***ফজল***-করমে শোনো
আমরা সবাই তোমার দ্বারে করছি আজিকে ভিক্ষা!

**টীকা:** *'মুস্তাফা' ও 'মুজতাবা' নবীকুলের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একার্থবোধক দু'টি উপাধি। 'ইস্তিফা' ও 'ইজতিবা' থেকে সংগৃহিত। উভয়ের অর্থ হলো, সবিশেষ লক্ষ্যে ও প্রয়োজনে যাচাইবাচাই করে ব্যক্তি বিশেষকে গ্রহণ করা। 'মুস্তাফা' আর 'মুজতাবা'-এর অর্থ হলো, মানবকুল থেকে তাদেরই হেদায়েতের লক্ষ্যে বাছাইকৃত মহান আল্লাহর একান্ত বিশ্বস্ত সুমহান ব্যক্তিত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।*

# কাব্যিক দোয়া

*[**শাইখ আখতার (রহ.)**-এর আরোগ্য কামনায় রচিত]*

তোমার রূপের আলোকধারা চারিদিকে দৃশ্যমান
সৃষ্টি করেছো তো তুমি সূর্য ও চাঁদ, তারকা !

যেদিক তাকাই দেখি তোমার উপস্থিতির নিদর্শন
স্রষ্টা তুমি সবকিছুরই, সবই সৃষ্টি তোমার !

দূর মদিনায় দ্বীনের রাজার কাছে সালাম যাক প্রভু
প্রতিদান-দিবসে যিনি উম্মতের আশ্রয়দাতা !

অকর্মা, অযোগ্য এবং বেআমল ও আনমনা
পাথেয়হীন লজ্জিত আমি, তবু তোমারই বান্দা।

তোমার দ্বারে হাত উঠালাম আমরা সবাই ভিখারী
ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এলাম, উপায় তোমার করুণা !

রওশন মন বান্দা তোমার শাইখ তিনি **শাহ আখতার**
শুকিয়ে যেনো না যান তিনি, তিনি যে এক ফুল তাজা!

নানাপ্রকার রোগে-শোকে ভোগছেন তিনি ইদানিং
এ অবস্থা দেখে প্রভু, ভীষণ বিষণ্ন মনটা!

রোগে-শোকে দুর্বলতায় তিনি আজ অসহায়
ব্যথায় ভীষণ কাতর তিনি, কাহিল তাঁর দেহটা!

আমরা ফকির সবাই তোমার দরবারে চাই আরোগ্য
তুমিই দোয়া কবুলকারী, তুমি দয়ালু দাতা!

মাদরাসার বাচ্চারাও কাঁদছে সামনে তোমার
সবার মনই ব্যথিত আজ, সবার মনই কুলহারা !

তাঁর দ্বারা উপকৃত সহস্র শিষ্য-মুরিদান
কান্নায় আর হা-হুতাশে ডাকলো তোমায় খোদা!

সকল অসুখবিসুখ থেকে দ্রুত শেফা দাও প্রভু
হুজুরকে সুস্থ করে দাও, তুমিই তো পরম দাতা!

মুসিবতে মানলাম বুলন্দ হয় মর্তবা
তিনি তাই সহ্য করলেও আমরা যে ব্যাকুলমনা!

ফুলের মতো নাজুক আজ শরীর ব্যথা-বেদনায়
কাঁদছে যে আজ সবার হৃদয়, নয়নে অশ্রুধারা !

দীর্ঘ হায়াত হোক হুজুরের নিরাপদে-সুস্থতায়
প্রভু, মোদের চাওয়া এটাই, কবুল করে নাও না তা!

মাহফিলকে এই এভাবেই চালু রাখো হে প্রভু
ধর্ম মতেই হতে থাকুক সকল ব্যবস্থাপনা !

কতো হৃদয় বিগলিত করেছেন তিনি প্রভু
একটাসময় ছিলো প্রভু, পাষানিয়া মন যারা !

মহাব্বতের এ উচ্ছ্বাস, এ জ্বলন আর এ রোদন
আহাজারির এই দৃশ্য এবং এই অশ্রুধারা!

তাওবা,শরম, আশা এবং এই যে এই প্রার্থনা
ইখলাসের এ শক্তিই কাব্য-কাজের প্রেরণা!

হেদায়তের এই ঝর্ণা কায়েম থাকুক সর্বদা
নীলাকাশে উড়ুক আবার ইসলামের পতাকা !

এই চুনতি মাদরাসা যার তিনি শুভার্থী
প্রবহমান রাখুন প্রভু, জ্ঞানের এই ফোয়ারা !

ইলাহী তোমার হোক না *ফজল*, হাসুক মনের মঞ্জরি
তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমরা সবাই হে খোদা!

## প্রার্থনা-কাব্য

*[ইলিশিয়ার জমিদার, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শফিক সাহেবের মামা ফয়েজ আহমদ মিয়ার জন্যে রচিত]*

কুরবান আমি তাঁর তরে যে আমারে বানালো
এই জীবনের উপকরণ সবকিছু যে সাজালো!

শূন্য থেকে অস্তিত্বে আমাদের যে আনলো
সুন্দরতম অবয়বে আমাদের যে বাঁচালো।

বলবো কী তাঁর করুণা, করবো কী তাঁর শুকরিয়া
বর্ণনার অক্ষমতা আমাকে যে কাঁদালো!

ধনীকুলে সৌভাগ্যবান ধনী তো সে যে কিনা
শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতায় নিজকে নিখাদ বানালো।

চিনলো যে তার খোদাকে, মানলো যে তার প্রভুকে
খোদাভীতি মনে রেখে নফস্ দমিয়ে রাখিলো!

খোদার রাহে করলো যে দান, সেই তো আসল দিল্‌খোলা
ধন দিয়ে যে সৃষ্টিকুলের সেবা করে দেখালো।

খোদার ফজল-করমে হাশরে সে কামিয়াব
দুনিয়াতে থেকেই যে জান্নাতে ঘর বানালো!

ফয়েজ মিয়ার প্রতি হোক খোদার **ফজল** সবসময়
চুনতি মাদরাসার প্রতি প্রীতি যে সে দেখালো!

## প্রভুর কাছে প্রার্থনা

*[আনসারদের পক্ষ থেকে, মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে]*

প্রভু, সহনশীলতা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা আমাদের হোক
উদ্দীপনার বিপুলতায় উঁচু হিম্মত আমাদের হোক!

লাজ-লজ্জা, হীনমন্যতা, নীচতা, আলস্য-হেলা
জাতির জন্যে কলংক তা; আমাদের অভ্যাস না হোক!

আমরা মুসলিম লড়াকু আর ধর্মপ্রিয় সৈন্যদল
স্বদেশের মান বাড়াবে যা, আমাদের সেই হিম্মত হোক!

মুসলিম আমরা, সৈনিক আমরা, মুজাহিদ, রণক্ষেত্রে বীর
আমাদের মাঝে নববন্ধন সাহসিকতা সৃষ্টি হোক!

সৈনিক মোরা এই এ দেশের শৌর্যে-বীর্যে বলিয়ান
আমাদের আলোড়নে-জয়ে শত্রুদের লজ্জা হোক!

নকিব মোদের খালিদ-তারিক, সন্তান মোরা মুসারই
আমাদের জয় শত্রুশিবিরে কঠিন মরণ কামড় হোক।

স্মারক আমরা দিগ্বিজয়ী হযরত আলী হায়দারের
এ আমাদের বজ্রপাতে শত্রুদের ধ্বংস হোক !

শিরায় বহে শোণিতধারা, প্রাণে আমাদের ঈমান-উচ্ছ্বাস
সম্মুখে যেতে বীরযোদ্ধা খালিদের সেই সাহস হোক!

খোদা তোমার ***ফজল*** পেলে পৌঁছবো আমরা মনজিলে
হকদার এই মাটির আমরা, এখানে মোদের আবাস হোক!

## হে কলি

*[**আনোয়ারুল হক খতিবি** সিওমিকে,*
*তার সুন্দর রচনার জন্যে (দোয়া হিসেবে)]*

হাসিখুশি থেকো, স্বর্ণপাপড়ির আড়ালে থাকা হে কলি
শাখায়-শাখায় বুলবুলি যেনো, পাগল হয়ে গায় গীতি !

খোদার বিশেষ ফজল তোমার মাথার পরে ছায়া হোক
নিরুপায় এ আমার পরেও, একটু প্রীতিচ্ছায়া হোক !

# বিবিধ কাব্য

## বিভিন্ন ভাবনা

মিষ্টিকণ্ঠী বুলবুলিকে করলে তুমি চুপ কেনো
ভেবেছিলাম চালাক তুমি, হারালে হায় হুঁশ কেনো?

এমন করে তোমার বাগান হলো সুনসান কেনো
প্রাণকাড়া এই দৃশ্য এমন হলো নিষ্প্রাণ কেনো ?

তোমার কাঙক্ষা-কদরকারীর কদর তুমি করলে না
আফসোস আজ সস্তা তুমি, নিজকে কদর করলে না!

যাকে সস্তা ভাবলে তুমি, সে-ই তো অমূল্য রতন
মূল্য বিনে মন দিলো যে, পেলো না সে মূল্যায়ন।

আঁধার রাতে ভাবলে তুমি নিজকে নিজে ঘোড়সওয়ার
ফজর হতেই দেখতে পেলে, গাধাই বাহন যে তোমার!

কদরকারীর হাতে তুমি ছিলে অমূল্য রতন
মনাকাশে ছিলে যে তার নিকটে সূর্যের মতন!

দেখবে তবু ধরায় কভু কদরকারী মিলে না
মিললে মিলে নামমাত্রই; হৃদয়-দোসর মিলে না!

স্বীয় আগামীকে তুমি বাগান ভেবে খোশ হলে
হায় অদ্ভুত, এই স্বপ্ন দেখে সে আজ খোশ হলো !

স্বপ্ন হলে, তার ব্যাখ্যা আছে বলো কার কাছে
যদি তাকদির হয়, তবে জানা আছে কার কাছে ?

মানুষ ভাবে, সবকিছুই হবে তার প্রচেষ্টায়
ফলে অসন্তুষ্ট হলো ভরসা-ললাটরেখায় !

অস্থির হৃদয়ে প্রার্থনার কাঙ্ক্ষা কিছুই নয়
বিশ্বপ্রতিপালকের কৃপার আশা কিছুই নয় !

ভোরের হাওয়া না হলে কলি ফোটাবে কে?
মৃদু সমীরণ বিনে সৌরভ ছড়াবে কে?

এই এ যুগে মমতা ও বিশ্বাস কোনোটা নেই
মনে-মনে আহত মন; দাবি তাই কিচ্ছু নেই!

গানের পাখি বুলবুলি করে দিয়েছে বেজার
বায়সের পাঞ্জায় অতপর তকদিরের উপহার!

পুষ্প যখন রেখে দিলো আপনমূল্য হ্রাস করে
নিপুণ-তদবিরকে সে যে নিজেই দিলো শেষ করে।

ভোরবিহানের হাওয়া ছাড়া ফুল তো কভু ফোটে না
পরিচর্যা না হলে তার, ফুল যে কভু হাসে না !

সত্যি ভীষণ দুঃখ-শোকের জায়গা যে এই দুনিয়া
করুণা আর প্রীতির অনেক উর্ধ্বে যে এই দুনিয়া!

মূল্যবোঝার অভ্যাসটা তোমার জন্যে খুব কঠিন
নিজের গর্ত নিজেই খুঁড়ে, পড়ছো তাতে বিকারহীন!

## বিবিধ

মুরিদেরা সন্তান আর তিনি যেনো পিতা
তাঁর ছায়াতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত সবাই

এতিমের মতো বিষণ্ন-পেরেশান সবাই
তাঁর কৃপা-দয়ার কথা স্মরণ করছে সবাই

মাদরাসা-মসজিদ কাঁদছে সবকিছুই
এতিম-মিসকিনেরা কাঁদছে তার স্মরণে

নিখাদ-নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন দ্বীনের
সবাই তাঁর স্মরণে অশ্রু যে ভাসায়

জান্নাতে মুআল্লাবাসী তিনি, প্রভু
তুমি তাঁকে ফিরদাউসের বাসিন্দা করো!

হাদিসের মাধ্যমে জানি আমরা সুখবর
তাতেই আমরা সবাই ভরসা করেছি

সিলসিলা তাঁর জারি থাকুক, প্রভু
জানশীন পায় যেনো, তোমার মদদ খোদা!

আলোর ফয়েজ যেনো চালু থাকে তাঁর
আমরা সবাই হৃদয় থেকে এ দোয়াই করি

খোদার ফজলে চালু থাকবে এ সিলসিলা
এর ফয়েজ অব্যাহত থাকবেই সর্বদা

বন্ধুগণ ঐক্যবদ্ধ, পরস্পরে প্রীত
প্রতিমুহূর্তে  হচ্ছে তারা পরিতৃপ্ত

সুখবর, পবিত্র ভূ-বাসীদের তরে
কাবা ও যমযমের প্রতিবেশী, খোশখবর !

কী আনন্দ, মুআল্লার মেহমান এখানে
রহমতের বারিধারা হচ্ছে যে বর্ষিত

**ফাতিমা** ও তাঁর যতো রয়েছে আওলাদ
বিপদমুক্ত থাকুক, তারা থাকুক সদা সুখে

ওহে খোদা, তুমিই সবার হেফাজতের মালিক
এ-ই আশাই আমরা আজ ব্যক্ত করছি

**শামসুল হুদা খান** নিরাপদে থাক সদা
তুমি হয়ে যাও তাঁর, রক্ষক খোদা !

আশিক তিনি অবশ্যই এ প্রতিষ্ঠানের
সবসময় এ মাদরাসার সেবা করেছেন।

এ যে আমাদের শিক্ষক **শাহ নজীরের** বাগান
এই বাগান কবুল করে নাও হে প্রভু।

এর সৌরভ ছড়াতে থাক সর্বদা সবখানে
নানান রঙের ফুল যে এইখানে ফুটছে !

## বিবিধ

আমি বলছি না, তোমার কাজে যা কিছু হবে ভুল
অবসর পেলে, তাতে কেনো হারাবে কূল ?
নেই আমার কর্মকীর্তি, মুখেও নেই কোনো যাদু
আমার মনের অবস্থা তবু উলটপালট হে প্রভু!
যদিও সমাজ পরিত্যাগ সহজ নয় তোমার তরে
তবে তার ক্ষতি তো, প্রকাশ্য তব সম্মুখে!

## কবিমন

একটি কবিমনে রয়েছে সুপ্ত লাখো বাগান
প্রতিটি বাগানই প্রাণবন্ত, বসন্ত সবখানে!

দৃষ্টি তোমার সীমাবদ্ধ, ভীতু তোমার মন
তুমি কী বুঝবে বলো, কী কী বাগান এখানে?

নিজে তুমি রূপে অন্ধ, তবু রূপেতে বৈরী
তুমি যেনো শিশিরকণা ঘাসের ওপর মুক্তো-রঙে!

**ফজল** তুমি নিরব থেকো, মাতাল তুমি মাতাল তুমি
কালের ধোঁকায় গাফেল তুমি, মাতাল তুমি এই ক্ষণে!

## মুহাম্মদ হোসাইন হাপ্তুমিকে, সুন্দর লেখার জন্যে

সু-অভ্যাস, সুকর্ম আর সুনামে
উন্নত হও শুভশেষেও স্বনামে!

## গিয়াসউদ্দিনের উদ্দেশে

উন্নতির সোপানে থেকো চলমান
তুষ্ট যাতে থাকে স্বজনের প্রাণ!

# সূক্ষ্ম কথা

পাথুরে যাকে ভাবলে তুমি দুষ্প্রাপ্য মুক্তো সে
সৌন্দর্যের দোলনা এবং জোৎস্নাভরা চন্দ্র সে।

চোখ যদি না দেখিতে পায়, স্বরূপ তাহার কী করার?
কী আসে যায়, মাটি ছিলো না কি জলের রত্ন সে!

জানে কি সে, এই এখানে, হৃদয়ে সুপ্ত সাগর
নদী যাকে ভাবলো সে, কুলজুমের ঢল যে সে!

বায়সকে সে বুঝলো সমান সুকণ্ঠী ওই বুলবুলির
নিজকে খুবই ভাগ্যবান ভেবে দেখলো স্বপ্ন সে!

তোমার নিখাদ শুভার্থী মন, বলো এখন গেলো কই?
সে তো এখন আকাশচারী, যদিও 'ক্ষ্যাত' ছিলো সে!

সূক্ষ্ম কথা বলিস্ না তুই, ওরে অধম **ফজল** আর
বুঝবে কি কেউ, তোর ভেতরেও ঢেউ ছিলো, ঢল ছিলো যে!

## পঞ্জুমের শিক্ষার্থী আহমদ কবিরের দেয়া

*ফুলকে সম্বোধন করে রচিত(২৫ জুলাই ১৯৬৫ইং)*

হে অনিন্দ্য সুন্দর ফুল, তুমি এমন খুশি কেনো
গলাবন্ধ ছেঁড়া তোমার, তবু এমন শ্লাঘা কেনো?

প্রেমিককুলের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনে যে তোমার
অবস্থা খুব কাহিল, তবু বেখবর, উচ্ছল কেনো?

পুষ্পপ্রিয় প্রেমিক তোমায় ছিঁড়ে নিলো ডাল থেকে
হায়রে আজব প্রেমপ্রিয়াস! এমন নিরবতা কেনো?

***ফজল*** তোমার সমব্যথী, তোমার দুখের দুখী সে
রূপই তোমার মহাবিপদ, বিপদ ভয়ংকর কেনো?

অবাক-করা খোশবো তোমার সৃষ্টিকর্তা খোদার দান
তোমার এ রূপ যাঁর অবদান, আমি যে তাঁর তরে কুরবান!

## শিশুদের মুখে

আকাশের নক্ষত্ররাজি, হে ঝলমলে তারা
আমাদের মোহিতকারী, হে মনভোলানো তারা।

শিশু ভেবে আমাদের, বেকুব ভেবে আমাদের
চমকাতে চাও আমাদের, হে ধোঁকাবাজ তারকা।

আমরা তো মুসলিম শিশু, আমাদের প্রতীতি
তোমাদের চেয়ে বহু ওপরে, আছে ওড়ার ডানা !

সৃষ্টি তোমরা, আমরা তো প্রেমী মহান স্রষ্টার
তাঁর করুণায় কুরবান হতে পারি যে আমরা!

ইবরাহিমের প্রিয় আমরা, মুহাম্মদের উম্মত
'ইন্নি ওয়াজজাহতু'র শুনাই আমরা বারতা ।

আমরা জাতির আদুরে আর আমরা কচিকাঁচা
কীর্তি গড়ে বাড়াবো জাতির মর্যাদা আমরা।

পাগল আমরা জ্ঞানের, প্রহরী আমরা দেশের
জিহাদের জোশ্ তোলে আমাদের হৃদয়ে ঊর্মিমালা!

হে প্রভু, বাঁচাও মোদের তব ফজল আর করুণায়
জৌলুসপূজারীদের থেকে, তুমিই পরম ত্রাতা।

আমরা সিংহহৃদয় শিশু, পৌঁছবোই ঠিকানায়
খোদার ফজলে স্বপ্ন আমাদের ধরবোই আমরা!

## যে শিক্ষার্থী ফুল উপহার দিলো, তার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা

একটি ফুল উপহার দিয়ে তুমি হৃদয়ফুল নিয়ে নিলে
কী সৌভাগ্য আজ তোমার হাতে, একটি হৃদয় কেড়ে নিলে!

অদ্ভুত এক বেচাকেনার সম্মতি সম্পন্ন হলো
যেনো কবুল হজের আশা আজ পরিপূর্ণ হলো !

যদিও তোমায় মমতাদান হয়ে গেছে আবশ্যক
তোমার প্রীতি ফুলের মতো রবে সদা আকর্ষক!

## ঘরে মেহমান আগমন উপলক্ষে রচিত

খোশ আমদেদ ও মুবারকবাদ দেই তোমায়
সৌভাগ্যবান হলাম আমরা তোমারই আসায়!

তোমার আগমনে আমরা আনন্দিত যারপরনাই
বহুদিন ধরে তোমার জন্যে ছিলাম আমরা অপেক্ষায়!

# মনের অবস্থা

দুআর সেই ধারা আর ধারাবাহিক থাকলো না
হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই ঢেউ তো আর থাকলো না!

গানের পাখি বুলবুলির গলাটা যেই টিপে দিলো
ফুলের রঙে বুলবুলির সেসব গান আর থাকলো না!

ফুলকলি সে, তবু এখন, ফুল হয়ে সে ফুটবে কেনো
ভোরের হাওয়ায় এখন যখন বাঁধনই আর থাকলো না!

যে প্রেম ছিলো, অযুত প্রেমের প্রেমভরা গোপন খনি
তারই প্রেমীর ঠোঁটে তো সেই মুচকি হাসি থাকলো না!

লোহিত সাগরে আছে জলের উপাদান অযুত
বায়ুবিহীন সেখানেও ঢেউয়ের জোশ্ তো থাকলো না!

তোমার একেক শব্দ তো, অমূল্য মণি **ফজল**
মুখ বন্ধ করো এখন, কথার কাল আর রইলো না!

অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করবো কেনো আর আমি
কিছুই তো নেই তার মাঝে,পণই যখন থাকলো না!

ফুলের গন্ধ, হৃদয়-কাঁদন সবই দেখি খেয়াল-পূজা
স্থায়িত্ব ঠুনকো হেথা, স্থিতি যখন থাকলো না!

## ফুলের প্রতি

*[কবিতাটি ১৯৬৫ সালের ১৯ জুন প্রত্যুষকালে
প্রস্ফুটিত এক ফুলকে উদ্দেশ্য করে রচিত]*

পুষ্প, তোমার এই হৃদয়হরণী রূপ কোত্থেকে এলো
এ সুবাস কোথা থেকে এলো, ক্যাম্‌নে এমন রঙিন হলে ?

নিজে তুমি প্রাণহীন, তবু বলো এই প্রাণনা কেমনে
প্রাণগুলিকে পাগল করার, গুণ তুমি কার থেকে পেলে ?

এই কোমলতা ও পবিত্রতা, মনমোহিনী এই যে রূপ
কে তোমাকে করেছে দান, কও তোমাকে, সাজালো কে ?

হাসো তুমি বাগিচাতে, হেসে হাসাও বাগিচাকে
প্রাণহীন তুমি ক্যাম্‌নে বলো, বুলবুলিকে কাঁদালে?

দেহ তোমার কোমল যদিও হৃদয় কিন্তু পাথুরে
উদাসীন মৌনতায় তুমি সমস্ত মন কেড়ে নিলে?

মনকাড়ার এ রীতি বলো, কে যে তোমায় শেখালো
প্রাণহীন পুষ্প তোমাকে, করলো প্রাণপ্রিয় কে?

স্রষ্টার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ আর কুদরতের কারিশমা
পৃথিবীর সবকিছুই যিনি গড়েছেন অনন্য করে!

সকল সুন্দরের রীতি, চাঁদমুখের অভ্যাস এই–
দৃষ্টিতে শিকার করে, কাঁদালো সব হৃদয়কে !

তুমি একটি ফুল হলে কবির মন তো ফুলবাগান
কাব্য করে তোমাকে যে দিয়েছেন অজর করে!

**ফজল**, তোমার মন-মহলে আসন হোক সেই সে তাঁর
রূপ ও মোহে কাব্যধরা দেন যিনি আবাদ করে !

## শুরিশ উপাখ্যান

*(নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশে'র 'ফ্রেডজঙ্ক মাস্টার' বই প্রসঙ্গে রচিত )*

দয়াবান বন্ধুর স্মরণকথা, সমালোচনার বিপরীতে
এ যেনো রামায়নে রাবণেরই উপাখ্যান!

আমরা সে অগ্নিপূজকের নাম নিলেই গালি খাবো
শুনেছি, **সৈয়দ আহমদের** খুনিদের এ-ই নিশান!

মদ নিয়ে মদ্যপ আর মৌলভীর দ্বান্দ্বিক কথন
চিনি সবি চিনি, দু নম্বরি এ পুরাতন !

---

**টীকা:** *হযরত সৈয়দ আহমদ বিন ইরফান শহিদকে বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে ফেলে। এই কবিতায় তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।*

## নুযুলে কুরআন মাহফিল উপলক্ষে রচিত

*লোহাগাড়া মাদরাসা, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৮-ইং*

নুযুলে কুরআনের মাহফিল, প্রভুর ফল্গুধারার বান
বিগত হলো কতো শতাব্দী, প্রদীপ্ত সূর্য তবু কুরান!

'আমিই এর রক্ষক'-বলে দিলেন আল্লাহ সুখবর
আমাদের ওপর ফরজ তাই, সে চেষ্টায় দিনগুজরান!

প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমাদের, প্রিয় সম্পদের চেয়ে
আমাদের ঈমানরক্ষক তা, আমরা তার নেগাহবান।

আলকুরানের অক্ষর আর বিন্দু-বিসর্গ রক্ষায়
আমরাই তার রক্ষক আর অর্থে তার উৎসর্গ-প্রাণ!

লোহাগাড়াবাসী আর শুভার্থী নাও, সুসংবাদ
তোমাদের পরে হবে সদা মদিনার ফল্গু-বরিষণ!

প্রতিবছর থাকবে এই মাহফিলেরই অপেক্ষায়
তোমাদের দ্বীনে ও ধনে ঋদ্ধি হবে, অসিলা কুরান!

কুরান দিয়ে আল্লাহপাক তরালেন কতো জাতিকে
বহু জাতিকে ডুবালেন, ছাড়লো যারা আল-কুরান!

খোদার ফজল ও দয়া তোমাদের পরে হতে থাক
তোমরা যে বোধে-বিশ্বাসে জ্বাললে কুরআনের শান!

'তোমরাই তো বিজয়ী'-আয়াত এ যে মিথ্যে নয়
প্রচার করবে এর সদা, আচরিবে এর বিধি-বিধান!

# আহমদ কবিরের দেয়া ফুলকে উদ্দেশ্য করে রচিত

০৪-০২-১৯৬৫ইং

হে তাজা ফুল, যাদুময়ী এই রঙ যে তোমার
দেখে তোমায়, উচ্ছল আজ কবিসত্তা আমার!

কোন্ সুন্দর মানুষ তোমায় ছিঁড়লো ডাল থেকে, সে
শিকারী হৃদয় যে তার, সে শিকার তোমার!

ডাল থেকে ছিঁড়লো কে যে, তোমাকে ওহে ফুল
সেই পাষাণে, দুঃখ দিলো, তোমার মনে ওহে ফুল।

***ফজল*** প্রার্থনা করো, হে পুষ্পপ্রিয় তোমার
পুষ্পসম সুন্দর হোক ভিতর-বাহির তোমার।

## সৈন্যদের জন্যে রচিত

কুরান-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান আমরা শিখে যাবো
সমরবিদ্যাতেও আমরা সুদক্ষ হবো !

হৃদয়ে এক অপূর্ব উচ্ছ্বাসের ঊর্মিমালা
মনের আশা পূর্ণ হবে, পূর্ণ করেই যাবো!

তাওহিদ ও কুরান-সুন্নাহর অনুসরণ, প্রাণের ভেদ
আধুনিক বিজ্ঞানও তার তরে পড়ে যাবো।

স্বদেশের প্রহরী ও স্বজাতির গৌরব আমরা
স্বজাতির মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেই যাবো।

বাংলাদেশের একফোঁটা ক্ষতি করতে চাইলে কেউ
উড়িয়ে দেবো তার ধড়, তাকে ধ্বংস করে দেবো।

সাথে আছে খোদাতালার **ফজল** আর সাহায্য
নেই আমাদের শত্রুভীতি, শত্রুকে ভয় নাহি পাবো।

## দাওয়াতনামা

*[চুনতি আলিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভা উপলক্ষে ওলামায়ে কেরামের জন্যে লিখিত চিঠি, ১৯৭৮ইং]*

সকল প্রশংসা পরম দাতা স্বয়ম্ভু আল্লার
অতপর দুরুদ সেই প্রামাণ্য রাসুলুল্লার!

সকলের তরে সওগাত, হে সুধীসমাজ
বছর শেষে সময় আবার বার্ষিক সভার।

আলিয়া মাদরাসার, অবস্থিত যেটি ভাই
চুনতি নামক গ্রামে, প্রমাণ তা স্বমহিমার!

রোজ রবিবার, আগামী পাঁচ ফেব্রুয়ারি
তারিখ হয়েছে ধার্য্য, সাহায্যে খোদার !

অতএব অংশগ্রহণ করুন এতে সাথে নিয়ে
সচেতন বন্ধু-বান্ধব আর ভাইবেরাদার !

দাওয়াত দিলাম অধম হাবিব আহমদ
খাদেম আমি দ্বীনি ইলম ও মাদরাসার।

## আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত দু'টি নাতে রাসুল সা.

### বিশ্বসেরা মহা নবী

বিশ্বসেরা মহা নবীর সীরত সম্মেলনে
অকাতরে খাঠো সবাই ইহার সংবিধানে ॥

শান্তি পাবে তুমি তাতে দুনিয়ার জীবনে,
মুক্তি হবে তোমাদেরি আখের জাহানে।

আল্লাহপাকের কাছে মানবের মর্যাদা,
কতো উঁচু তাহা মনে রাখো গো সদা,

আজাজীলের বুক তাতে হিংসায় ফেঠে যায়
গুমরাহ করতে চাহে তাই মর্দূদ শয়তানে ॥

বুকে কিল মেরে সে আফসোস করে
আরও কতো কাঁদে সে অঝোর নয়নে ॥

শয়তানীর আডডা যদি একঠা ভাঙ্গা যায়
লাখো লাখো খব্বিশ তাতে করে হায়রে হায়,

অ-ভাই মুসলমান হুশিয়ার মুসলমান
জায়গা না পায় যেন আবার ইবলিশ এখানে ॥

ছিদ্দিক মিঞার সন্তানেরা-
বাপের বেটা সাহসী তারা-

নরক ভেঙ্গে স্বর্গপূরী গড়ছে এখানে
সর্ব দিকে দেখো আজি তোমাদের সুনাম-

তোমাদের প্রতি সকলেরি দুআ' ও সালাম
এর চেয়ে সম্মান আর কোথায় চিন্তা করো

অটল থেকো সদা তোমরা বিরপূরুষের সেরা
কুমন্ত্রনা দিতে শয়তান চাইবে সর্বক্ষনে
সীরত সম্মেলনে

# ধন্য ধন্য

মন মগজ আর খাঠুনী লাগিয়ে
খাঠি মোহাববতে অর্থ স্বার্থ ব্যয়ে
খোদা ও রাসূলের সত্যি প্রেমের তোমরা দিয়েছ গো প্রমাণ
ধন্য ধন্য.............................

ইন কুনতুম তুহিববুনল্লাহা কুরআন'র বাণী
পড়লেই বুঝে নেয় যারা বিদ্বানজ্ঞানী
ইহ, পর শান্তির এ আদর্শ বিনে নাই আর কোনো জ্ঞান
ধন্য ধন্য.............................

সীরত নবীর খেলাফ যত আর জীবনী
হুর ও পরীর সামনে যেনো হাবশিনী
আক্কেল গুড়ুম হলো হুর পরীর সামনে হাবশিনীর ঠমক ও সান
ধন্য ধন্য.............................

যত লোক তোমরা অর্থ ব্যয় করেছো
খাঁটি মুহববতে খাঠুনী দিয়েছো
হাশরে পাবে গো হুজুরের কাছে আরও সম্মান
ধন্য ধন্য.............................

সাম্য মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন
শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুবিচার গঠন
সীরতের  মধ্যেমে বাস্তবায়িত ধরায় সবই মুহাম্মদের অবদান
ধন্য ধন্য.............................

ধন্য ধন্য ধন্য তোমরা রোজময় পাড়ার মুসলমান
রূপালী সংঘের যুবকেরা ধন্য তোমরা নওজোয়ান।

আল্লাহ্‌র প্রিয় মহানবী
বিশ্ব ব্যাপক রহমত নবী
তাঁর সীরতের প্রচারনায় করছ তোমরা এ অনুষ্ঠান
ধন্য ধন্য...............................

মোদের গরব মোদের নবী
পয়গাম্বরী আসমানের রব
প্রানের ভক্তি মুহাব্বতেই দেখাচ্ছ তোমরা সীরতের শান
ধন্য ধন্য...............................

আল্লাহ্‌র আরশে যাঁর নাম লিখিত
ওয়ারাফানা লকা দ্বারা যিনি সম্মানিত
সে মহানবীর উম্মত মোরা কত উচ্চ মোদের মান
ধন্য ধন্য...............................

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র ফরমান
সীরত নবী উহার বাস্তব নিশান
এ আদর্শ জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান
ধন্য ধন্য...............................

হযরত নবীজীর চরিত্র বিষয়ে
মা আয়েশাকে জিজ্ঞাসিলে
দৃঢ় স্বরে বলিতেন বাবারা কানা খুলুকুহুল কুরআন
ধন্য ধন্য...............................

হে বিশ্ব মানব!
সীরত নবীর পূর্ণাঙ্গ এ জীবন বিধান
বাস্তবায়িত করো বারেক সমানে সমান
মর্ত্য হবে স্বর্গ দেখবে গো তোমরা বরকতময় কুরআন
ধন্য ধন্য...............................

তৌহিদেতে অটল, চরিত্রে সবল
রূপালী সংঘের প্রিয় যুবকদল
ফজলুল্লাহর দুআ' রইলো চিরতরে তোদের তরে বিদ্যমান

আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টিকুলসেরা নবীজির ওপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন। আমিন!

**শুভ সমাপ্তি**

# আরো কিছু অভিমত

## নাজেমে আলা হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর

# বিদায় স্মরণে অশ্রুগাথা

**-মরহুম মাওলানা শফিক আহমদ**

*সাবেক শিক্ষক: চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা এবং পরিচালক: আমিরাবাদ সুফিয়া আলিয়া মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।*

আমাদের রুহানি পিতার বিদায়ে এই অশ্রুগাথা
জ্ঞান-শাস্ত্রের সম্রাট তিনি, যুগের ইমাম গাজালি !
সকল উচ্চমার্গাকাশের ছিলেন তিনি শোকতারা
নাজেমে আলা'-তে খ্যাত, সবখানেই সম্মানী !

এখনকার সব বিখ্যাতরা শিশুতুল্য তাঁর কাছে
তাঁর সব গুণ অপূর্ব– আর পেয়ে গেছেন সম্মান-ই!
তাঁর জন্যেই আলোকিত ছিলো উদ্যান-শিক্ষালয়
আমরা সবাই পঙ্ক ও জল, পুষ্পপল্লব তিনি!

তাঁকে নিয়ে গরব করে উচ্চশিক্ষার দরসগাহ্
তাঁর স্বভাবে সুপ্ত ছিলো উজ্জ্বল মুক্তো-মণি!
সজীব হৃদয়, দৃঢ়প্রত্যয়ী, বাগ্মীও ছিলেন তিনি
তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো মুক্তামালার ছবি।

তাঁর কলম ও মুখ ছিলো যেনো আলীর যুলফিকার
কুচি-কুচি করেছেন মিথ্যাকে ঝেড়ে ভীতি !
জীবনযুদ্ধে ছিলেন তিনি সফল এক সেনাপতি
সাহসী সিংহপুরুষ ও দয়ার অকূল সাগর-ই !

# আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.: এক মহান মনীষী

*-নাঈমুল্লাহ বিন মাওলানা আব্দুস সালাম*
*সৌদি প্রবাসী, সাবেক বিচারক-সহকারী, তায়েফ আদালত।*

বঙ্গভূমি সর্বদা স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিকতায় বিশেষ অবস্থানের অধিকারী। এবং উর্দুভাষীদের সঙ্গে এর যোগাযোগ ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবিদার। বাংলা ও উর্দুভাষীদের পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা যায় না। দারুল উলুম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল ওলামা লখনৌর অস্তিত্ব একে আরো প্রকটিত করে তুলেছে। বঙ্গবাসী বিশেষত বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্বপাকিস্তানের বাসিন্দারা সূক্ষ্ম শাস্ত্রাবলি ও সাহিত্যে গভীর আগ্রহ লালন করেন। এই পুণ্যভূমি জন্ম দিয়েছে যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী। বর্তমানে মাওলানা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী এবং তাঁর জ্ঞানজ উত্তরাধিকারসূত্রে মাওলানা প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের বিচারে সমকালীন ইতিহাসের পাতায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন, যিনি স্বীয় পিতা আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর ইলমি উত্তরাধিকার পড়ে-বুঝে ওসবকে শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং তিনি الشبل في المخبر مثل الأسد অর্থাৎ বার্তাবাহক সিংহের মতো তথা বাপ কা বেটার মতো কাজের সূচনা করেছেন। এবং এটি আল্লামা মরহুমের কীর্তিগাথার এক প্রতিচ্ছবি মাত্র!

জনাব ড. আবু রেজা নদভীকে আল্লাহপাক বিবিধ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করেছেন। তাঁর নৈমিত্তিক কাজ সর্বমহলে পরিব্যপ্ত। তিনি ছাত্রজীবন থেকে নিয়ে সংসদসদস্য হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও একাডেমিক ক্ষেত্রে এমনসব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা একজন বুদ্ধিজীবী গালে আঙ্গুল দিয়ে দেখেই যেতে পারবেন শুধু, কিন্তু আয়ত্ত্ব করতে পারবেন না। আজ তিনি স্বীয় মরহুম পিতার রচনাবলি প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই বিশাল কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দেয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনিই এর যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি।

این سعادت بزور بازو نیست ☆ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এ সৌভাগ্য নয় রে বাহুর জোরে
যতোক্ষণ না আল্লাহ প্রদান করে !

আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার ওপর যেমন পরিপূর্ণ দখল রাখেন, তেমনি এই ত্রিভাষার সাহিত্যশৈলী সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখেন। খৈয়ামের ঔদাসিন্য, সাদীর পরিশুদ্ধ কাব্যচর্চা, ইকবালের শাহীন ও বেখুদি, ফিরদৌসি ও হাফিজের তরঙ্গ-ব্যঞ্জনাকে কেবল অনুধাবন করেন তা-ই

ও বৈপ্লবিক জীবনের যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব এই সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

اے تارے آسماں کے اے جگمگانے والے
ہم کو بھلانے والے اے دل لبھانے والے

بچے سمجھ کے ہم کو،ناداں سمجھ کے ہم کو
چمکارہے ہو ہم کو، دھوکے میں لانے والے
بچے ھیں ہم مسلمان اور حوصلے ہمارے
اوپر بہت ہیں تم سے پروازلانے والے
مخلوق تم ہو اور ہم خلاق کے ہیں عاشق
قربان اس کے احسانوں پر ہیں ہونے والے
پیارے خلیل کے اور امت ہیں مصطفی کے
پیغام اِنّیْ وَجَّہْتُ ہم سنانے والے
ہیں قوم کے دلارے ہم نونہال ان کے
کردار سے ہم ان کی عزت بڑھانے والے
عاشق ہیں علم دین کے،ہیں پاسبان وطن کے
جوشِ جہاد دل میں موجوں میں آنے والے
یارب ھمیں بچانا فضل و کرم سے اپنے
عشرت پرستیوں سے تو ہے بچانے والے
ہم شیر دل ہیں بچے منزل کو پاچکیں گے
فضل خدا سے ہم ہیں مقصد کو پانے والے

আকাশের নক্ষত্ররাজি, হে ঝলমলে তারা
আমাদের মোহিতকারী, হে মনভোলানো তারা।

শিশু ভেবে আমাদের, বেকুব ভেবে আমাদের
চমকাতে চাও আমাদের, হে ধোঁকাবাজ তারকা।

আমরা তো মুসলিম শিশু, আমাদের প্রতীতি
তোমাদের চেয়ে বহু ওপরে, আছে ওড়ার ডানা!

সৃষ্টি তোমরা, আমরা তো প্রেমী মহান খোদার
তাঁর করুণায় কুরবান হতে পারি যে আমরা।

ইবরাহিমের প্রিয় আমরা, মুহাম্মদের উম্মত
'ইন্নি ওয়াজজাহতু'র শুনাই আমরা বারতা ।

আমরা জাতির আদুরে আর আমরা কচিকাঁচা
কীর্তি গড়ে বাড়াবো জাতির সম্মান আমরা।

আমরা জ্ঞানপিপাসু, আমরা প্রহরী দেশের
জিহাদের জোশ্ হৃদয়ে তুলে যে উর্মিমালা

বাঁচাও প্রভু, আমাদের তব ফজল-করুণায়
জৌলুসপূজারীদের থেকে, তুমিই পরম ত্রাতা।

আমরা সিংহহৃদয় শিশু, পৌঁছবোই ঠিকানায়
খোদার ফজলে আমাদের স্বপ্ন ধরবো আমরা!

আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি, মরহুম আল্লামার যুগটা ছিলো, সংঘাতপূর্ণ এক সময়। সবখানে ছিলো বাড়াবাড়ি। উম্মাহর শরীরে চোরাগুপ্তাভাবে ছুরা চালানো হচ্ছিলো। মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রকে বদলে দেয়া হয়েছিলো। পুরো মুসলিম উম্মাহ ভয়ংকর ঢেউ ও মউজে নিপতিত ছিলো। মরহুম আল্লামার সংবেদনশীল মন ছিলো মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় অনুভূতির আধার। এবং এটি ছিলো সেসময়, যখন খোদাভীরু মানুষের হৃদয় ডুকরে কাঁদতো এবং দু'টি হাত উঠতো মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে!

এ অবস্থার একটি চিত্র দেখা যাক:

ہم عجب دور فتن میں ہوئے یا رب　　ہر طرف رنگ فرنگی ہے ہویدا یا رب
دین رخصت ہے تولا دین کا ہے سودا یارب　　طرز مغرب کے ہیں ہم عاشق وشیدا یارب
شان اسلام کو عالم میں دوبالا کر دے　　نور قرآن کو دنیا میں اجالا کر دے
جذبۂ خدمت قرآن ہو ہمارے دل میں　　موجزن جذبۂ ایمان ہو ہمارے دل میں
جوشش عشق کا طوفان ہو ہمارے دل میں　　شوق پرواز کا سامان ہو ہمارے دل میں
اپنے اسلاف کی سی ہم میں عزیمت دیدے　　بول بالا ہو ترا ہم میں وہ ہمت دیدے

অদ্ভুদ এক ফেতনার যুগে জন্ম নিলাম, হে প্রভু
চারদিকে উদ্ধত কুফর, ধর্মদ্রোহ, হে প্রভু!

ধর্ম নেই, ধর্মদ্রোহের ব্যবসা আছে, হে প্রভু
পরের রীতিনীতিতেই পাগল আমরা, প্রভু !

পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা বাড়িয়ে দাও
পৃথিবীতে কুরানের আলো জ্বালিয়ে দাও !

কুরআনের খেদমতের প্রাণনা হোক মনে
ঈমানী শক্তি ঢেউ তুলুক প্রভু, আমাদের মনে।

প্রেমশক্তির তুফান উঠুক প্রভু আমাদের মনে
উড়ালের প্রেরণা জাগুক আমাদের মনে।

পূর্বসুরীদের মতো আমাদের মর্যাদাবোধ দাও
তোমার জয়গান গাওয়ার সে সাহস আমাদের দাও।

কে জানতো যে, উপমহাদেশের অনুর্বর ভূমি বাংলায়, বিশেষত চট্টগ্রামে এমন এক মনীষীর জন্ম হবে, কবিতায় যিনি নতুন এক প্রাণসঞ্চার করবেন। যাঁর সৌজন্যে সাহিত্যাকাশে এমনসব উপমা-উৎপ্রেক্ষার উদ্ভব ঘটবে, যাঁর সামনে চন্দ্র-সূর্য ও আকাশেরও ঝলমলে আলোকমালা মলিন দেখাবে! যার কাব্যে গালিবের অনন্য কল্পনা, ইকবালের সুউচ্চ প্রতীতি, হাফিজের প্রাঞ্জলতা-বিভূতি প্রায়ই দেখা

যায়। যিনি উর্দুর মৃত্তিকাদেহে একাকার হয়ে কাব্যের উদ্যানে জলসিঞ্চন করেছেন।

আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর জীবনের সমস্ত সাহিত্যসম্ভার আত্মস্থ করা অসম্ভব। তা এমন এক সমুদ্র, যার কোনো কূল পরিদৃষ্ট হয় না। মণিমানিক্যের যে সমুদ্রে আমরা কলম সঞ্চরণ করছি, তা তাঁর ইলমি সমুদ্রের এক বিন্দু পরিমাণও নয়। তাঁর কাব্যে প্রভুপ্রেম, নবীপ্রেম, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, সাহসিকতা, পূততাসহ বহু বিচিত্র বিষয়ই দেখা যায়। তিনি যখন লিখেন, তখন মনে হয়, সৃষ্টির এক জোয়ার যেনো শুরু হয়েছে, যার থামার কোনো নামগন্ধ নেই! যেনো ছন্দোবদ্ধ শব্দভাণ্ডারের এক দরিয়া, যা নিত্য বয়ে চলে। কিংবা এক ঝর্ণাধারা, যা আপনমনে উপচে পড়ছে! ইকবাল হয়তো তাকে নিয়েই লিখেই গেছেন:

محفل ہستی تری بربط سے سرمایہ دار
جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کو بہار
تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار
تری کشتِ فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ زار

ভাবানুবাদঃ

সৃষ্টির সভা তোমারই বাজনায় মুখরিত
নদীর কলতানে যেমন বসন্ত পুষ্পিত !

তোমার কল্পনার স্বর্গেই সৃষ্টির বসন্ত
তোমার চিন্তাচাষেই পৃথিবী সুশোভিত!

মরহুম আল্লামার কাব্যে বহুবর্ণিল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, এটি উনিশ শতকের সেই প্রথমার্ধের কথা, সারা পৃথিবী যখন অকথ্য পরিস্থিতিতে ছিলো। বিশ্বযুদ্ধশেষে পৃথিবী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করছিলো। বিশ্বমানচিত্রে বিভেদ চলমান ছিলো। ফেতনা-ফাসাদ ও অসুস্থ সংস্কৃতি জেঁকে বসেছিলো। আজাদীর সংগ্রাম ছিলো বেগবান। ইসলামি বিশ্বের দুর্বল দেহে ছুরি চালানো হচ্ছিলো। মুসলিম উম্মাহর ক্ষয় পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো। ঠিক একারণেই তাঁর কাব্যে মুসলিম উম্মাহ, পরাজিত জাতি ও আমাদের দেশের ললাটের বিভিন্ন অসুস্থতার বর্ণনা প্রতিভাত হয়েছে।

উর্দু ছাড়া ফারসি ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট গভীরতা ও সক্ষমতা ছিলো। আসরারে খুদি, রুমুযে বেখুদি এবং পয়ামে মাশরিক- প্রভৃতি কাব্যের চিন্তাধারাকেও অনন্য

শৈলীতে পরিবেশন করা হয়েছে। উর্দু-ফারসির মিশেলে মরহুম আল্লামা নিজের লেখায় বিশেষ যে শৈলী সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে অনুমিত হয়, উর্দু ভাষার সৌন্দর্যবর্ধনে তিনি কতোটা প্রয়াসী ছিলেন। কবি যেনো তাঁর জন্যেই রচনা করেছেন:

زندگی مضمر ہے تیری شوخیِ تحریر میں
تابِ گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر میں

জীবন নিহিত তোমার প্রীতিপূর্ণ লেখনীতে
আলাপের উষ্ণতায় উচ্চারণ কল্পনার ঠোঁটে!

মরহুম আল্লামার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে, তার গভীরতায় অবতরণ করে, তাঁর সঙ্গে আমার একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়ে গেছে। মন চায়, তাঁর কলমনিঃসৃত প্রতিটি শব্দই পাঠ করতে থাকি। তিনি কী অসাধারণভাবেই না বিন্দুতে সিন্দু ও অল্পতে পুরোটাই প্রদর্শনের যাদুকরি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন! এবং প্রকৃত প্রস্তাবে কবিত্ব তো এটাই। কবিতার পাঠক, সচেতন ও বোদ্ধা শ্রোতৃমণ্ডলি তাঁর কলমনিঃসৃত অমূল্য সৃষ্টি নিয়ে ভাবলেই, তাঁর কবিতায় সংস্কার ও সংস্কৃতির পারস্পরিক মেলবন্ধন, শব্দদ্যোতনা ও ছন্দযোজনার অপূর্ব উপস্থিতি অবশ্যই দেখতে পাবেন।

এখানে সেসবকিছুই রয়েছে, যা একজন বোদ্ধা পাঠক প্রত্যাশা করতে পারেন। স্বভাবের হৃদয়গ্রাহী চিত্র, ভগ্ন সমাজব্যবস্থার প্রতি র্ভৎসনা, হৃদয়ের উপচানো বিষাদযাতনা, সতেজতা ও সবুজতা, পুষ্পিত শ্যামলিমা, নিবিড় পরিবেশ, প্রভুপ্রেম, নবীপ্রেম, এবং মুক্ত আবহাওয়ায় শ্বাসনেয়া লোক যদি হঠাৎ নিপীড়নের অতল গহ্বরে নিপতিত হন, তখন তার হৃদয়ের কী দুর্বিষহ অবস্থা হবে, – এসব বিষয়ই তাঁর কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

মরহুম আল্লামার জীবনদর্শন মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; বরং কুরান-হাদিসের আলোকময় চিন্তা এখানে ক্রিয়াশীল। তিনি ভেবে-ভেবে করোটি থেকে রচনার বিষয় তৈরি করেননি; বরং নিজের খোদাপ্রদত্ত চিন্তাধারা, সমকালীন পরিস্থিতি এবং স্বীয় অনুভব ও ঘটনাবলিকেই কবিতার ছাঁচে ফেলেছেন। তাঁর কবিতার প্রভাববিস্তারি ও সম্মোহনী শক্তির মূল কারণ তাঁর অনুভব-অনুভূতির সত্যনিষ্ঠতা ও উম্মাহর দরদ। বর্ণনার শৈলীর অনন্যতা তাতে সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। তাঁর উপমায় সহজতা, কাব্যভাষায় নতুনত্ব, চরণের প্রবহমানতা, ছন্দের প্রাঞ্জলতা এবং অপূর্ব পর্ববিন্যাস পাঠকমনে অসাধারণভাবে রেখাপাত করে যায়। সহজতা ও পরিপূর্ণতার

যাদুময়তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। অতুলনীয় পারস্পরিক বুনট ও অভিজাত রচনাশৈলী পাঠককে থেকে থেকে আলোড়িত করে।

মরহুম আল্লামাকে আল্লাহপাক অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছিলেন। ওসব নেয়ামতে, কোন নেয়ামতটি কোন নেয়ামতের চেয়ে বড়, তা আল্লাহপাকই ভালো জানেন। আমরা দেখছি, তাঁর কর্মকীর্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আল্লাহপাক তাঁকে আবু রেজা নদভীর মতো এক সুযোগ্য সন্তান দান করেছেন। এবং যিনি অল্পসময়ের ব্যবধানেই শুধু বঙ্গ বা বাংলাদেশে নয়; বরং বিশ্বের অসংখ্য দেশে নিজের অজর পদচ্ছাপ রেখেছেন। মরহুম আল্লামা হয়তো আল্লাহর কাছে সুসন্তানের জন্যে দোয়া করতেন। আল্লাহপাক তাই তাঁর জন্যে আবুরেজা নদভীকে নির্বাচন করে পাঠালেন। তাই আজ বাংলাদেশ সংসদ ভবন থেকে শুরু করে বিশ্বসভার বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাঁর সত্যনিষ্ঠ কণ্ঠ সরব রয়েছে। তাঁর এসব প্রয়াস অব্যাহত থাকলে, ইনশাআল্লাহ অনতিবিলম্বেই অজ্ঞতা ও মূর্খতার গাদা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এবং মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়বে।

জ্ঞান ও সাহিত্যের এ রচনাকে দীর্ঘায়িত করতে মন চায়, কিন্তু কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় লেখাটিকে এমন একটি নাত উল্লেখের মাধ্যমের উপসংহারে পৌঁছে দিতে চাই, যেটি পড়ে নিশ্চিত আপনারা, নড়েচড়ে বসবেন। এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.- এর জন্যে আপনাদের হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া নিঃসৃত হবে।

لبوں پہ تبسم ہیں چہرے میں جلوے نگاہوں سے شفقت برستی رہی تھی
اک اک لفظ شیریں جو ان کی زبان سے ہو سننے کو خلقت ترستی رہی تھی
وہ رفتار و گفتار وعادات و اطوار و گفت و شنید و ریاضت رفاقت
ہر اک چیز دشمن کا دل موہ لیتی محبت سبھی دل میں بستی رہی تھی
جو معبود باطل سے تھے لو لگائے جو خالق سے ناآشنا سب کے سب تھے
راہ حق دکھانا تھا اور فکر اس کی سدا دل میں کروٹ بدلتی رہی تھی
وہ گردن جو اکڑی ہوئی تھی دنوں سے تھی مغرور شرک وضلالت میں ڈوبی
جھکایا اسے آپ نے رب کے آگے اگرچہ وہ پہلے جھجکتی رہی تھی
محبت، عطوفت، صداقت، عدالت، رعایت، ہدایت تھیں اخلاق ان کے

بوقت تکلم جو ہوتے درافشاں تو بجلی سی منہ سے چمکتی رہی تھی

پسینے جو تھے جسم اطہر کے خوشبو روایت بتاتی ہے عطروں سے اطیب

گزر آپ کا ہوتا جس راہ سے واں بہت دیر خوشبو مہکتی رہی تھی

طبیعت میں رحمت کا دریا چھپا تھا رحمت عالم ان کا لقب تھا

کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھیں تو روح ان کی بے حد تڑپتی رہی تھی

ملے فضل کو اے خدا ایک قطرہ اسی بحر رحمت سے تیرے کرم سے

تو ہر دو جہاں اس کے ہونگے اجالا یہ منت میرے دل میں بستی رہی تھی

ঠোঁটে তাঁর মুচকি হাসি, চেহারায় দীপ্তি আর চাহনিতে স্নেহ ঝরছিলো
তাঁর মুখনিঃসৃত, একেকটি মিষ্টি শব্দ শ্রবণে সৃষ্টিকুল ব্যাকুল ছিলো।

তাঁর চলন-বলন, উঠাবসা আর, কথাবার্তা আর, সাধনা ও প্রীতি
প্রত্যেক জিনিসই শত্রুকেও বশ মানাতো, মন ছিলো যে প্রীতিপূর্ণ।

যখন বাতিল উপাস্যপূজারী ও খোদাদ্রোহী ছিলো প্রতিটি মানুষ
তখন সত্যপথের দাওয়াত আর চিন্তা ছিলো তাঁর ভাবনা নিত্য।

যে শীর উদ্ধত আর, অহংকারী আর শিরক ও ভ্রষ্টতায় ডুবে ছিলো
তিনি তাঁকে করলেন প্রভুর সামনে নত, যদিও বা তা দ্বিধায় ছিলো।

ভালোবাসা-প্রীতি, সততা-নিষ্ঠা, মমতা ও হেদায়ত ছিলো তাঁর মধ্যে
কথার সময় তিনি যেনবা মুক্তা, বিজলির মতো যাতে চমক ছিলো।

যাঁর পবিত্র দেহের ঘাম ছিলো সুগন্ধ, বর্ণনায় বলে অনন্য খোশবো
তিনি যেপথ দিয়ে যেতেন, সেপথে খোশবো বহুক্ষণ ম-ম করতো।

স্বভাবে সুপ্ত ছিলো করুণার সাগর, 'নিখিলের করুণা' তাঁর উপাধি
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলেই, মনটা যে তাঁর ভীষণ ছটফট করতো।

**ফজল** পায় যেনো হে খোদা একটি ফোঁটা এই করুণার, তব কৃপায়
দুকূল আমার তাতে হবে আলোময়, এ আশাই মনে বাস করছিলো।

মরহুম আল্লামার কাব্যশৈলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ রূপ-রীতি শুধুই তাঁরই। তাঁর গজলের কবিতাবলি বিশেষ এক আয়নার মতো কাজ করে। যাতে এমন সম্মোহনী শক্তি পাওয়া যায়, হৃদয়কে যা নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। এবং নতুন কাব্যানুভূতিকে প্রশান্তি দান করে। তাঁর গজল রচনার সময়টিতে অবিভক্ত ভারত থেকে ফারসি ভাষার সমাদর একরকম উঠেই যাচ্ছিলো। ফারসি বোঝার জন্যে উর্দু অনুবাদের আশ্রয় নিতে হতো। সঙ্গতকারণেই তিনি নিজের গজলে সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দশুদ্ধতার রক্ষাকরতঃ ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সহজতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যাতে আলোচ্য বিষয়ও ফুটে ওঠে এবং কবিতার মূল মেজাজেও কোনোধরনের ত্রুটি তৈরি না হয়।

ভালোবাসায় যতোই দুঃখবেদনা ও বিপদাপদ আসুক না কেনো, মরহুম আল্লামার দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো সুযোগই নেই। ভালোবাসায় অবিচল থাকাই মূলত বিশ্বস্ততা। চাই প্রেমাস্পদ জেনেশুনে সর্বদা অবহেলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ুক; তারপরো প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা যাবে না। মিলনের মাধ্যম না হলেও, মিলনের আক্ষেপে অথবা প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে হলেও; তখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না। তিনি লিখেন:

مقتل جاناں میں اپنا خوں بہاتے جائیں گے
میں شہید عشق ہوں خوشیاں مناتے جائیں گے

اے مرے دلبر تمھیں دلداریاں آتیں نہیں
عاشق لاچار کی دلجوئیاں آتیں نہیں

تیر جو ڈالو گے سینے پر لگاتے جائیں گے
تیغ ابرو کی تمہاری وار کھاتے جائیں گے
اور اثر مہر و وفا کا ہم دکھاتے جائیں گے

مرغ بسمل کی طرح جو میں تڑپتا رہ گیا
لب پہ ان کے تھا تبسم ناز کرتا رہ گیا

ہے تمنا یہ قیامت تک تڑپتے جائیں گے
درد دل کا حال کچھ ان کو سناتے جائیں گے
قلب سیمابی کا قصہ کچھ بتاتے جائیں گے

دل پہ ان کے کچھ اثر ہو گا نہ ہو گا کیا سوال؟
عاشق لاچار کو لازم ہے کرنا عرض حال
تا ابد عشق و وفا کو ہم نباہتے جائیں گے

হৃদয়ের উৎসর্গস্থলে, আমি রক্তক্ষরণ করেই যাবো
আমি তো প্রেমেরই শহীদ, সে আনন্দ উদযাপিবো !

হে আমার প্রাণসখা, প্রেমপ্রীতি তুমি জানো না তো
ভুলেও এই নাছোড় প্রেমীর, মন ভোলাতে পারো না তো!

তুমি যদি তীর ছোঁড়ো তা, এই এ বুকে পুষে নেবো
তোমার ভ্রু-তীরের আঘাত আমি হাসিমুখে সয়ে যাবো!
প্রীতি এবং বিশ্বস্ততার প্রমাণ আমি দেখিয়ে যাবো।

আহত এক পাখির মতো, যখন আমি কাতরে ছিলাম
তখনো তার অধরজুড়ে, মুচকি হাসির আভা ছিলো।
মহাপ্রলয় পর্যন্ত ছটফট আমি করেই যাবো!
এই এ মনের কিছু ব্যথা তাকে আমি শুনিয়ে যাবো
মতিহারা এ মনের কিছু কেচ্ছা তাকে বলেই যাবো।
তার হৃদয়ে রেখাপাত হোক, কিংবা না হোক কী কাজ তাতে
অসহায় প্রেমী, জরুরি তো তার, আপন যাপন আলোকপাতে।
কিয়ামত পর্যন্ত আমি প্রেমের প্রতিদান দিয়েই যাবো !

প্রেমিকের দুর্ভাবনা, বিষণ্নতা, প্রেমের যাতনার জ্বলন এসব এমন পরিস্থিতি, যখন কবিমন হৃদয়ের অশ্রু দিয়ে হৃদয়ের দহন নেভাতে চায়। এভাবে যে, একাকী রজনীতে সমর্পণের প্রদীপ জ্বলে ওঠবে এবং হৃদয়ে এমন বিপুল প্রসস্ততা সৃষ্টি হয় যে, খোদ বেদনাহীনতাই একধরনের বেদনা হয়ে পড়ে! একটু ভেবে দেখুন:

وہ درد دل ہی کیا جو دل کو پارا کر نہیں سکتا
جو اس کو ذرہ ذرہ پارا پارا کر نہیں سکتا

علاج درد کیوں ناصح؟ وہی محبوب تر شئی ہے
زوال سوز دل دل خود گوارا کر نہیں سکتا

সে কেমন বেদন হৃদয়ের, হৃদয়কে যা দীর্ণ করতে পারে না
হৃদয়কে যা কুচি-কুচি আর টুকরো টুকরো করতে পারে না।

বেদনায় পথ্য কেনো কবি? বেদনাই তো প্রিয় সবচেয়ে
মনোবেদনার বিদায় তো খোদ মনই কিছুতে সইতে পারে না।

মরহুম আল্লামার দৃষ্টিতে যেকোনো জিনিসের নির্দিষ্ট সীমা থাকলেও ভালোবাসা এমন এক বিষয়, যার কোনো সীমাসরহদ নেই। না তাকে সাগরের সাথে তুলনা করা যায়, আর না সাগরকে কালিতে রূপান্তর করে তার বিশালতার দিগন্ত নির্ধারণ করা যায়। সাগর যতোই বিশাল হোক না কেনো, তার একটা কূল থাকেই। কিন্তু ভালোবাসার পথচলা অনিঃশেষ। ভালোবাসার বর্ণনায় মুখ ও কলম অপারগ। কী অসাধারণভাবেই না তিনি বলেছেন:

محبت شئ ہے ایسی جو بیان میں کر نہیں سکتا
جلن ہے گرچہ سینے میں نہاں میں کر نہیں سکتا

اداسی چھا گئی ہے بزم حسن و عشق میں لیکن
خموشی ترنم کیوں؟ عیاں میں کر نہیں سکتا

ভালোবাসা এক এমন জিনিস বর্ণনা যার পারি না কো দিতে
বুকেতে আমার দহন যদিও পারি না যে তাহা গোপন রাখিতে!

রূপমহল ও প্রেমজলসায় উদাসিনতা ছাওয়ার পরও
গীতিহীন এই নিরবতা কেনো? পারি না কারণ উন্মোচিতে!

# আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. : এক ইতিহাস-স্রষ্টা ব্যক্তিত্ব

-মাওলানা মুহাম্মদ আমিন নদভি
ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক
পরিচালক: মোরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

উপমহাদেশের পাক-ভারত প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান-প্রজ্ঞার লালনভূমি। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব জন্ম গ্রহণ করেছেন, সারা বিশ্বে যাঁদের সুনাম ছড়িয়েছে। স্ব-স্ব বিষয়ে যাঁরা যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে বরিত হয়েছেন। এসব মনীষী সম্পর্কে আমাদের সামনে যথেষ্ট উপাদান রয়েছে এবং লেখকেরা এঁদের নিয়ে আরো লিখে যাবেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভূখণ্ড এক্ষেত্রে অনেকটাই বঞ্চনার শিকার। অথচ এ ভূখণ্ড কখনো বন্ধা ছিলো না; বরং ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও বড়ো বড়ো মনীষী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁদের কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামি খেলাফতের উসমানি খলিফাগণ এখানকার জ্ঞানী-গুণীদেরকে সম্মানীয় পোষাক-পুরস্কারে (আধুনিকযুগে যেমন উত্তরীয়) ও শাহি খেতাবে ভূষিত করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই লেখকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের নিরিখে এসব নিয়ে লেখালিখি হয়েছে খুব কম। আমার প্রিয়ভাজন ও সম্মানীয় সুহৃদ প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা নদভী সাহেব (সদস্য: জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) এই শূন্যতা পূরণের পদক্ষেপ নিয়েছেন। যা খুবই প্রশংসনীয়। এরই অংশ হিসেবে তিনি প্রচার-প্রকাশনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যাতে অন্যান্য প্রকাশনা ছাড়াও স্বীয় পিতা-মরহুম আল্লামা মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর বিভিন্ন রচনাবলির পাশাপাশি তাঁর কাব্যসমগ্র প্রকাশেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যা খুবই প্রশসংনীয় উদ্যোগ।

আল্লামা-মরহুম বংশের দিক দিয়ে খুবই উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকার বহন করছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে শেখ ইয়াসিন মক্কি (রহ.) যিনি ছিলেন হযরত আবুবকর (রা.) এর বংশধর, আরব উপ-দ্বীপ থেকে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন করেন। এবং এ ভূখণ্ডকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে রূপান্তর করেন। এ বংশে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা এমনভাবে প্রোথিত ও প্রতিপালিত হয়েছে যে, তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে যাঁরই নাম নেয়া হবে, কোনো না কোনো বিষয়ে তাঁর রচনাকর্ম পাওয়া যাবে। তাও যুগের চাহিদা-বিচারে এমন রচনা হবে যে, সমকালীন লেখকদের কেউই যার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি। আমরা এর উদাহরণ দিতে চাইলে, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে লিখিত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর 'যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলাম' বইটি দেখতে পারি। রেফারেন্স ও তথ্য-উপাথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও

ইসলামের ওপর আনীত প্রাচ্যবিদদের যাবতীয় প্রশ্ন ও অপবাদের কী সুন্দরভাবেই না দলিলপ্রমাণভিত্তিক উত্তর লিখেছেন তিনি। যা পড়লেই অবাক হয়ে যাই! এছাড়াও বস্তুবাদী সাহিত্যের পথিকৃৎ জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশে'র চিন্তা-দর্শনের ওপর তাঁর কবিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি একটু দেখা যাক:

حدیث یاد یار مہرباں تنقید کی زد میں
یہ کہ لیجئے کہ رامائن میں راون کی کہانی ہے

ہم اس پیر مغاں کا نام لیں تو گالیاں کھائیں
سنا ہے قاتلان سید احمد کی نشانی ہے

جواز مئے پہ رند و محتسب میں ٹھن گئی شورش
سبھی پہچانتے ہیں ان کی "یہ" آویزش پرانی ہے

দয়াবান বন্ধুর স্মরণকথা, সমালোচনার বিপরীতে
এ যেনো রামায়নে রাবণেরই উপাখ্যান!

আমরা সে অগ্নিপূজকের নাম নিলেই গালি খাবো
শুনেছি, সৈয়দ আহমদের খুনিদের এ-ই নিশান!

মদ নিয়ে মদ্যপ আর মৌলভীর দ্বান্দ্বিক কথন
চিনি সবি চিনি, দু নম্বরি এ পুরাতন !

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেখ মুহাম্মদ ইয়াসিন মক্কির এই ইলমি খান্দান ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মক্কা শরিফ হতে এসে চট্টগ্রামের সাতকানিয়াকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তাঁরা স্বীয় ইলমি ও দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই এলাকা ও আশপাশের এলাকা আবাদ করেন। যার ফয়েজ-বরকতে পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে গেছে। এভাবে তাঁর আরেক ভাই ইসলামের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও সুমাত্রায় স্থায়ী হন। উল্লেখ্য, এই লেখকের নানা মাওলানা আফলাতুন বিন আনোয়ার আলী (রহ.) এর সম্পৃক্ততাও ছিলো ওই অঞ্চলের সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)-এর বিশেষ খ্যাতি ছিলো 'ইলমুল ফারায়েজ'-এ। মরহুম নানাজান আমার শৈশবে আমাকে তাঁর দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রজীবনের ঘটনা রসিয়ে-রসিয়ে শোনাতেন। নানা বলতেন, ফারায়েজের একমাত্র কিতাব 'সিরাজি'-এর দরসে এক

আগন্তুক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর তিনি শিক্ষকের নির্দেশে কী চমৎকারভাবে কবিতাকারে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিলো এই:

شخصے بسفر رفت ازو ماند بسیار مال ٭٭٭ دو نفر داشت یکے عم دیگر خال

خالش پسر عم و عمش پسر خال ٭٭٭ چہ گفت مفتیان کرام دریں حال؟

এক ব্যক্তি মারা গেলেন, ছিলো তার অঢেল ধন
রেখে যান মামা আর চাচা আত্মীয় দুজন

মামা তার চাচার ছেলে, চাচা তার মামার ছেলে
মুফতিগণ কী বলেন, অবস্থা এমন হলে ?

তেমনি তাঁর পুত্র আমার মামা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেমিও (ফাজেল, দারুল উলুম দেওবন্দ) 'ইলমুল ফারায়েজ' শাস্ত্রে ব্যতিক্রমধর্মী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি আরব আমিরাতের দুবাই 'দায়েরাতুল শুউন আল-ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ'-এর প্রধান শেখ আব্দুল জব্বার মুহাম্মদ আল-মাজেদ তাঁকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতেন। কোর্টে আগত উত্তরাধিকার ও মিরাস সংক্রান্ত ইস্তিফতা তথা প্রশ্নাবলির উত্তর তিনি তাকে দিয়েই সমাধান করাতেন।

এ ইলমি ও দাওয়াতি প্রেক্ষাপটের উপসংহার এই যে, মামা-মরহুম দারুল উলুম দেওবন্দে পড়তে যাওয়ার পূর্বে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। তাছাড়া এই ইলমি খান্দানের আরকানের সঙ্গেও অবিচ্ছিন্ন ও গভীর সম্পর্ক ছিলো। আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) দীর্ঘদিন আরকান রাজ্যের আকিয়াবে অবস্থান করেন। তখন তিনি সেখানে নিজের দাওয়াতি ও তাবলিগি কার্যক্রম ছাড়াও আকিয়াব জামে মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে তরিকতের শায়খদের মধ্যে হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানি (যাঁর আসা-যাওয়া ছিলো চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত লোহাগাড়ার চুনতিতে তিনি সবচেয়ে বেশি অবস্থান করতেন) ও পীরে তরিকত শাহ আব্দুল জব্বার (রহ.) এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

পূর্ববঙ্গ ও আরকানের এই অন্ধকার অঞ্চলে এ ইলমি খান্দান কীভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা এক স্বতন্ত্র বিষয়, যা বিস্তারিত গবেষণা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। মাওলানা মরহুমের সুযোগ্য সন্তান সম্মানীয় সুহৃদ প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা নদভী এর ওপর কাজ করে যাচ্ছেন। আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করি, তাঁকে যেনো এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার সঙ্গে আরো কাজ করার তাওফিক দান করেন।

আর একথা উল্লেখ না করলে বড়োধরনের অবিচার হবে যে, 'আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে তিনি যে খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে তিনি কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও সৃষ্টির সেবার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। বিশেষত বার্মার (মায়ানমার) আরকান থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী মুসলমান মুহাজিরদের বিরাট পরিসরে যে খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হবে।

তাছাড়া তাঁর দাদা মরহুম মাওলানা নুরুল হুদা প্রমুখের ইলমি পাণ্ডুলিপি ও দুর্লভ রচনাবলি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এই ইলমি খান্দানের স্থান ও মর্যাদা কতোটা উচ্চ ও প্রশংসনীয়। মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর অন্যান্য কর্মকীর্তি এবং তাঁর এসব রচনাবলি ছাড়াও যেসব রচনাবলি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মুদ্রিত হয়েছে, বিশেষত কুল্লিয়াতকে সামনে রেখে আমরা চাইলে বলতে পারি যে, উর্দু-ফারসির তীর্থস্থান থেকে হাজারো মাইল দূরের এই এলাকায়, যেখানে ফারসি-উর্দু চর্চার কোনো উপকরণ না পাওয়া সত্ত্বেও এ ভাষাদ্বয়ে লেখালিখি ও কাব্যচর্চা করা – এটি তাঁর মেধা ও অনন্যতার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ বৈ কী!

তাঁর কবিতার শাস্ত্রীয় ও কাব্যরসের সৌন্দর্য অনুধাবনের জন্যে পাঠকের অবশ্যই উর্দুর রেখতা-শৈলী ও দিল্লির পোক্ত উর্দুশৈলীতে অল্পবিস্তর দখল থাকতে হবে। এবং তাদের আপন মন-মস্তিষ্ককে ইতিহাসের এসব বাতায়নের সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রতি আগ্রহী করতে সক্ষম হতে হবে, যার বুনিয়াদের ওপর এই পুরো প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে।

গালিবের ভাষায়:

ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

তুমিই শুধু রেখতার শিক্ষক নও, গালিব
বলা হয়, আগেও মীর নামে ছিলো কেউ!

ক্লাসিক উর্দু সাহিত্যে মীর তকি মীরের একটি কবিতা দেখা যাক:

ریختہ کاہے کو تھا رتبۂ اعلیٰ پہ میر
جو زمیں نکلی اسے تا آسماں لے گیا

রেখতার ছিলো কেউ অনন্য উচ্চতায়, মীর
মাটিকে যে পৌঁছে দিয়েছিলো ওই আকাশে!

পূর্ববঙ্গের এই উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চাকে আল্লামা মরহুম আকাশের উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছেন কি পারেননি, সে বিচার খোদ বোদ্ধা পাঠকমহলই করবেন।

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর এই দ্বিতীয় সংস্করণে মরহুম আল্লামার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবু রেজা নদভীর সংক্ষিপ্তকরণ ও কলেবর বৃদ্ধি না করার ওপর গুরুত্বারোপ ও তাগাদার ফলে এখানেই ইতি টানছি। পাঠককুলের কাছে প্রত্যাশা এই যে, এই কাব্যসমগ্রকে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং এতে সুষুপ্ত শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতা ও অর্থ-দ্যোতনা উন্মোচনে আগ্রহী হবেন। আর আল্লাহতালার কাছে দোয়া করি, আল্লামা মরহুমের সুযোগ্য পুত্রকে তাঁর ইলমি ও সাহিত্য সংশ্লিষ্ট কর্মের সঙ্গে বোদ্ধামহল ও কবিসমাজকে পরিচিত করানোর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে এর দ্বারা বেশি-বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

# অভিমত

## -মাওলানা মুহাম্মদ আবুতাহের কাসেমি নদভি

মুহাদ্দিস ও সহকারী মুহতামিম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মহান আল্লাহর প্রশংসা, নবী সা.-এর প্রতি দরুদ ও সালামের পরে:
দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা লখনৌ ভারতের ছাত্রজীবনে ০৩/০৭/১৪০৪ হিজরিতে মুসলিম বিশ্বের মনীষী ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক লেখক, ইসলামিক স্কলার সাইয়েদ আবুল হাসান আলী মিয়াঁ নদভীর সাধারণ ও বিশেষ বৈঠকগুলোতে আসরের পর এবং এশার পর বর্তমান লেখক নিয়মিত শরিক হয়ে ফুয়ুজ ও বরকত হাসিলের চেষ্টা করতো। অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষত প্রিয় ভাই জনাব মাওলানা প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী উল্লেখযোগ্য।

ওসব বৈঠকের অমূল্য কথামালার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার মনে আছে, যা তিনি মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শায়খ হাসানুল বান্নার আলোচনা করতে গিয়ে নিজের এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন। তা হলো: সাধারণত পিতার পরিচয়েই ছেলে পরিচিত হয়। কিন্তু কখনো-কখনো তার বিপরীতও হয়ে যায়। অর্থাৎ সন্তানের মাধ্যমেই পিতা পরিচিত হন। যেমন শায়খ হাসানুল বান্নার ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে। অন্য এক চিত্র বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলো, পিতার মাধ্যমে ছেলের পরিচিতি এবং ছেলের মাধ্যমে পিতার পরিচিতি– এই তৃতীয় অবস্থাটি কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর সংকলক ও কুল্লিয়াতের লেখকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর সংকলক, প্রিয় ভাই জনাব মাওলানা প্রফেসর আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সরকার-এর দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার ছাত্রজীবনেই তাঁর মেধা, ধীশক্তি ও অনন্য ইলমি যোগ্যতা ও পারঙ্গমতা দেখে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, নিকট ভবিষ্যতে তিনি ইলমি ও দ্বীনি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা এবং ইসলামি কর্মযজ্ঞের ময়দানে সুউচ্চ এক মিনারের মতো মহান ব্যক্তিত্ব হতে চলেছেন। এবং আমার মনে হতো, আল্লাহপাক তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই!

পরবর্তী সময়ে তিনি মধ্যদুপুরের সূর্যের মতোই মাতৃভূমি বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয়ে এমনসব কীর্তি গড়েছেন, যার অনুমান আগেই করেছিলাম। তাঁর কর্মের পরিধি বহুবিস্তৃত। পঠন-পাঠন ও লেখালিখি, আল্লামা ফজলুল্লাহ

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রশংসাযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে প্রভূত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তিনি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বাংলাদেশের বর্তমান সংসদভবনে তিনি হকপন্থীদের কণ্ঠস্বর এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তুলে ধরার একমাত্র ব্যক্তিত্ব। ইতোমধ্যে যিনি তাঁর এক সংসদীয় বক্তব্যের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং ইসলামের নামে অন্যান্য সকল বাতিল ফেরকার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাষায় তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে কুল্লিয়াতের লেখক অর্থাৎ ড. সাহেবের মরহুম পিতা জনাব মাওলানা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.), যাঁর নামেই ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানার জন্যে জনাব মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীর লেখা ভূমিকাটাই যথেষ্ট।

সংকলক মহোদয়, প্রিয় ভাই নদভী সাহেবের ওই ভূমিকা আদ্যন্ত পাঠের পর কুল্লিয়াতের লেখক সম্পর্কে যেসব তথ্য জানতে পেরেছি, ইতোপূর্বে তা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিলো না। তিনি তাঁর কথা বলতে গিয়ে উপমহাদেশের বড়ো বড়ো ধর্মীয় মনীষীদের সঙ্গে স্বীয় পিতার কেমন সম্পর্ক ছিলো, তাও উল্লেখ করেছেন। এবং তাঁর সামগ্রিক ও সর্বপ্লাবী ইলমি যোগ্যতার কথাও তুলে ধরেছেন। এসব পাঠ করার পর এ অধমের বিস্ময় ও ভালোলাগা বেড়েছে বৈ কী! যেহেতু দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার ছাত্রজীবনে তিনি ও আমি একই ঘরানার মতো ছিলাম। তাঁর পিতা সম্পর্কেও তখন থেকে কিছুটা জানাশোনা ছিলো বর্তমান লেখকের। এরই প্রেক্ষিতে এ বছর ঐতিহাসিক সিরাত মাহফিলের এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সুযোগ হয় আমার। তাও হয়েছে তাঁরই বিশেষ আগ্রহে। এবং এই ফাঁকে সৌভাগ্যবশত তাঁর মরহুম পিতার কবর জেয়ারতেরও সৌভাগ্য হয়েছে এবং মনভরে দোয়া করেছি। এসব আপন-আপন ক্ষেত্রে ঠিকাছে এবং তথাস্তু। কিন্তু সংকলনের ভূমিকাটি কুল্লিয়াতের লেখক সম্পর্কে এ অধমের চোখ খুলে দিয়েছে। এবং তাঁর সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হতে পেরেছি।

উক্ত ভূমিকায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্য থেকে দু'টি কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে।

১. কুল্লিয়াতের লেখক সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, মানুষ হিসেবে তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, সুদূরপ্রসারী চিন্তক, গভীর ভাবুক এবং বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দূরে ছিলেন। এবং তিনি ছিলেন দেওবন্দি ও নদভি চিন্তাধারার যুগপৎ গ্রন্থাগারতুল্য মনীষী।

২. সাহিত্যিক, কবি ও প্রথিতযশা লেখক হওয়ার পাশাপাশি তিনি আল্লাহঅলা বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এবং অন্যান্য বহু পূর্বসূরী আল্লাহঅলা মনীষীর সান্নিধ্যধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে চুনতি মাদরাসার সাবেক শিক্ষার্থী ও ফাজেলদের নসিহত করার সময় তাঁর কলমের কালি দিয়ে অধ্যাত্মসাধনা ও তরিকতের অপূর্ব এক মূল্যবান ও ঐতিহাসিক উপদেশমালা নির্গত হয়েছিলো। যথা:

روح کردار بنو قابل اقوال بنو　　فارغ از قال بنو صاحب احوال بنو
والہ علم و حکم جامع افضال بنو　　پیکر خلق حسن صاحب اعمال بنو
فرقہ بازی حسد و نفس پرستی نہ کرو　　دین فروشی دغابازی و سستی نہ کرو

**কাব্যানুবাদ:**

সপ্রাণ হও, কথার যোগ্য হও
আঁতলামি ত্যাগ করো, কাজের মানুষ হও।

জ্ঞানী ও ধ্যানী হও, সর্বগুণে গুণী হও
সৎচরিত্রবান আর কাজের মানুষ হও।

দলবাজি, হিংসা আর প্রবৃত্তির পূজা করো না
ধর্মব্যবসা, ধোঁকাবাজি আর অলসতা করো না।

তিনি যেনো মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রহ.) এর নিম্নোক্ত কবিতাবলির কথাই বলেছেন:

قال را بگزار مرد حال شو　　پیش مرد کامل پامال شو
آزمودم عقل دور اندیش را　　بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
جملہ اوراق و کتب در نار کن　　سینہ را از نور حق گلزار کن

**কাব্যানুবাদ:**

আঁতলামি ত্যাগ করো, কাজের মানুষ হও
সাধকজনের সম্মুখে উৎসর্গ হও।

শিখলাম আমি, আকল থেকে চিন্তা দূরে
তাই তো দিওয়ানা করে নিলাম নিজেরে।

সকল পৃষ্ঠা, সকল গ্রন্থ ভস্ম করো
হৃদয়টাকে সত্যালোকের বাগান করো!

**মোটকথা:**

কুল্লিয়াতের সংকলক এবং লেখক অর্থাৎ পিতাপুত্র উভয়ের প্রত্যেকেই এমন সুযোগ্য যে, একজনকে দিয়ে অপরজনের পরিচয় দেয়া যাবে। এবং তাঁরা দিওয়ানে মুতানাব্বির এই কবিতারই যেনো উদাহরণ:

مضت الدهور وما اتين بمثله     ولقد اتى فعجزن عن نظائره

বহুকাল কেটে গেলো, এলো না তেমন আর
অনেকেই এলো; তবু হলো না সমান তার!

পরিশেষে কুল্লিয়াতের সংকলক ও লেখক উভয়ের জন্যেই দোয়া করছি, একজনকে আল্লাহ যেনো হিংসাবিদ্বেষ থেকে রক্ষা করেন এবং অপরজনকে যেনো নেককার, শহিদ ও সিদ্দিকগণের সঙ্গে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চস্থান দান করেন। নবীকুলশিরোমণী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে আল্লাহপাক এসব দোয়া কবুল করুন। আমিন!

ইসলামি কবি আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.:

## অতুলনীয় ও যুগশ্রেষ্ঠ এক মনীষী

**-মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ**

*পরিচালক: শায়খ যাকারিয়া ইসলামি রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা।*

إن من الشعر لحكمة

নিশ্চয় কিছু-কিছু কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

সম্মানীয় সুধী, প্রিয় বন্ধুবর সুযোগ্য আলেমে দ্বীন হযরত আল্লামা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (হাফিজাহুল্লাহ) জাতীয় সংসদসদস্য, স্বীয় মহান মনীষী পিতা প্রথিতযশা আলেম, অতুলনীয় সাহিত্য ও কবি আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (কুদ্দিসা সিররুহু) -এর অপ্রতুল এক ইলমি ও সাহিত্যসংশ্লিষ্ট চিন্তা ও সংস্কারমূলক রচনা 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'-এর কিয়দংশ এ অধমের কাছে পাঠিয়ে আদেশ করেছেন, যাতে আমি এর ওপর আমার অভিমত ব্যক্ত করি।

এই প্রশংসিত সম্মানীয় বুজর্গ মনীষী তো বহু আগেই পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। না আমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে, না তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানর্জনের সুযোগ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটুক তো জানা রয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ.- এর সুযোগ্য শিষ্য এবং সমুদ্রসম আলেম। সকল শাস্ত্রেই তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর মতো কোনো মনীষীর ইলমি দস্তাবেজের ওপর স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করা সত্যি বলতে এ অধমের জন্যে গৌরবের বিষয়। এ কারণেই পাণ্ডুলিপি আকারে প্রেরিত কবিতাবলি অধিকাংশই খুব আগ্রহ ও ইচ্ছে নিয়ে পড়েছি, এবং বারবার অধ্যয়ন করেছি। এসব কবিতা আরবি, ফারসি ও উর্দু– এ ত্রিভাষায় রচিত হয়েছে। এটি অপূর্ব ও অনন্য এক সাহিত্য, দর্শন ও ইলমি দস্তাবেজ। প্রতিটি চরণে চোখ বুলিয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই অপূর্ব রচনা বোঝার ক্ষমতা আমার মতো অযোগ্যের কাজ নয়।

সত্যি বলতে কি, বর্তমানে কবিতাচর্চার সঙ্গে আমার তেমন সংশ্লিষ্টতা নেই। আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ছাত্র থাকাবস্থায় হযরতুল ওস্তায আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (হাফিজাহুল্লাহ) এবং হযরত আল্লামা আইয়ুব সাহেব (রহ.) - এর তত্ত্বাবধানে কখনো-সখনো কবিতারচনার নামে সাদা কাগজে কলম দিয়ে কাটাকুটি করতাম! কিন্তু বহুদিন যাবৎ কবিতার সঙ্গে আমার হৃদয়ের লেনদেন নেই। কিন্তু আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (কুদ্দিসা সিররুহু)- এর এই 'কবিতাসমগ্র' আমার সামনে আসতেই আমি অবাক ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে মনে-মনে ভাবতে থাকলাম, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে এমন মহান মনীষীও জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর সাহিত্য ও কাব্যের শক্তিমত্তার অনন্যতা

শোকতারার সঙ্গে কথা বলতো?! এমন মনীষী তো শতাব্দীতেও জন্মগ্রহণ করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহর অস্তিত্ব আমাদের এ মাতৃভূমির জন্যে অমূল্য এক সম্পদ ছিলো। এখনকার শিক্ষিতমহল হয়তো তা জানেনই না।

প্রতিটি ভাষার সাহিত্য মূলত স্বচ্ছ আয়নাস্বরূপ। যাতে মানবতার উত্থানপতন, টানাপড়েন, সুখ-দুঃখ-দুর্দশা, মমতা-শত্রুতা, যুদ্ধ-সন্ধি, জ্ঞান-মূর্খতা ইত্যাদি সকল বিষয় বিম্বিত হয়ে থাকে। এ কারণেই প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে সাহিত্যে ও সংস্কৃতির যে গুরুত্ব বর্তমান, সম্ভবত অন্য কোনো শাস্ত্রে তা নেই। মানুষ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কখনো পদ্য ও কবিতায়, আবার কখনো গদ্যের মাধ্যমে স্বীয় স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তাধারার নির্যাস উন্নত শৈল্পিক শৈলীতে তুলে ধরে।

তাছাড়া কবিত্ব এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পরে একসাথেই পথ চলে। বরং তাঁকে যদি একই গাছের দুটি শাখার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলেও যথার্থ হবে। নিশ্চয় এই গুণ ও যোগ্যতা, রুচি ও আগ্রহ মহান আল্লাহর এক অমূল্য নেয়ামত। যা মূলত স্বভাবজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। আল্লাহপাক নিজের বিশেষ-বিশেষ বান্দাদেরকেই এর জন্যে নির্বাচন করে থাকেন।

তবে নেককার বান্দারা এই অমূল্য সম্পদ ও যোগ্যতাকে জাতি ও উম্মাহর সেবায় উৎসর্গ করে দেন। পক্ষান্তরে ধূর্ত ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা নিজের কবিত্বশক্তিকে ধ্বংসাত্মক ও বিলাসী উপকরণের পেছনে উড়িয়ে দেয়।

আমি যখন হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ সাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ পাঠ করলাম, পুরোপুরিভাবে বোঝা তো সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও যেটুক আমি পড়লাম, তা বলতে পারি, সত্যি তাঁর এই কবিতাবলি যেনো এক 'কবিতাকোষ'! যাতে ঈমান-আমল, ইলম-হিকমতসমেত জাতি ও উম্মাহর সঠিক পথপ্রদর্শনের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। তাঁর আরবি কবিতাবলিতে চোখ বুলালে আপনার মনে হবে, যেনো আপনি ইমরাউল কায়েস, হাসসান বিন সাবিত ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা'র কবিতা পড়ছেন। ফারসি কবিতাগুলোকে মাওলানা রুমী, আত্তার ও শেখ সাদীর কবিতার সমমানের মনে হয়। এবং উর্দু কবিতাবলির ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখবেন, অভিধানের সাহায্য নেয়া ছাড়া লাইন-বাই-লাইন অনুধাবন অসম্ভব মনে হচ্ছে! হযরত আল্লামার এসব কবিতা হামদে বারী ও নাতে রাসুল সা. থেকে শুরু করে জাতি ও উম্মাহর চিন্তা, দাওয়াত ও সংস্কারসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই সমৃদ্ধ। কোথাও আশার আলোকচ্ছটা, কোথাও দুঃখযাতনার বিহ্বলতা; বরং প্রতিটি চরণই ভাষাজ্ঞ ও কাব্যামোদী পাঠকের জন্যে প্রামাণ্য ও দলিল হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে। তাঁর এসব কবিতা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করা হলে এখানকার নানাকেন্দ্রিক গবেষণা, সাহিত্য,

উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতিসহ সকল ধরনের এক সমুদ্র প্রতিভাত হবে। মূলত এই মহান জ্ঞানী মনীষীর এই কাব্যসংকলনে তিনি জাতি ও উম্মাহর ধ্যানধারণার সার্থক চিত্রায়ন করেছেন। তাতে সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। অসঙ্গতিসমূহকে সঙ্গতি দান করেছেন। শ্লেষ ও কৌতুকচ্ছলে সূক্ষ্ম কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্বও অসাধারণভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। চিন্তাগত পথপ্রদর্শন এবং সঠিক দিকনির্দেশনায় সাধারণ অভিমতকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভুল পলিটিক্স ও ভ্রান্ত নেতৃত্বের সমালোচনাকরতঃ উচ্চ নেতৃত্বের গুণাবলি তুলে ধরেছেন। আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করেছেন। এই মহান কবি একনিষ্ঠ খোদাভীতি ও পরমপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করে গেছেন।

এবং এটি সর্বমান্য কথা যে, হৃদয়ে সে কথাই রেখাপাত করে, যেটি হৃদয় দিয়ে লিখিত হয়। হৃদয়ের কথা হালকা হলেও অতি অবশ্যই তার প্রভাব থাকে।

তাঁর গর্বের ধন পুত্র অর্থাৎ হযরত আল্লামা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী সাহেব এ মাহেন্দ্রক্ষণে 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' কে সুবিন্যস্ত করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেনো স্বীয় করুণা ও দয়ায় এই অতুলনীয় মহান কবির সমস্ত কবিতাকে কবুল করেন। যেনো জ্ঞান ও কাব্যের তৃষ্ণার্ত পাঠকবর্গকে, সাহিত্য, জ্ঞান ও চিন্তাগত সমৃদ্ধির মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন এবং প্রশংসিত সুধী, আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (কুদ্দিসা সিররুহু) -এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পাশাপাশি তাঁর কলিজার টুকরা সন্তান, সুযোগ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুরেজা নদভী সাহেবকে যেনো স্বীয় পিতার অন্যান্য অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত ও পূর্ণতাদানের তাওফিক দান করেন। আমিন!

আল্লাহপাক আমাদের সরদার মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবিগণ এবং সবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

# প্রাক-কথন

## -হযরত হাফেজ মাওলানা জাহেদ হুসাইন (মুদ্দা জিল্লুহু)

*সাবেক ইমাম, মসজিদুল আমির সাআদ বিন খালেদ আলে সাউদ*
*শাহরুল খারজ, রিয়াদ, সৌদিআরব।*

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল ও রাসুলগণের সরদার আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ওপর এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও সকল অনুসারীর প্রতি।

অতপর: হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) ছিলেন উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও ভারতের প্রথম সারির বিদ্বজ্জনদের অন্যতম। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত দ্বীনি শিক্ষালয় মাযাহির উলুম সাহারানপুর থেকে তিনি প্রথম বিভাগ পেয়ে উচ্চতর ডিগ্রির সনদ অর্জন করেন।

দ্যুলোক-ভূলোকের প্রভু তাঁকে অসাধারণ ধীশক্তি, মেধা ও বিবিধ যোগ্যতা দান করেছিলেন। তাই তিনি বাংলা মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় এতোটা পারঙ্গমতা ও গভীরতার অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর কাব্য ও গদ্য দেখে খোদ আরবি, ফারসি ও উর্দুভাষীরাই ঈর্ষাবোধ করতো। 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ', শামায়েলে তিরমিজি, আল্লামা বুচাইরি রহ.-এর কসিদায়ে বুরদা, ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদসহ অন্যান্য অনবদ্য রচনাবলি তাঁর জ্ঞানের গভীরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। বেশ-ভূষায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং চাল-চরিত্রের দিক দিয়ে ছিলেন খুবই পূতপবিত্র।

জ্ঞান মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্যে জীবনপথের আলোকবর্তিকা ও মহান অনুগ্রহ। মানুষেরা যাতে তার আলোয় পরস্পরে শান্তি ও নিরাপত্তার, সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। জ্ঞানের এ নেয়ামতটি অবিনশ্বর আল্লাহ পৃথিবীতে এভাবেই বণ্টন করেছেন যে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নবী-রাসুলগণ এবং তাঁদের পরে ধর্মের ধারক আলেম-ওলামা সৃষ্টি করেছেন। এসব মহাত্মা মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষদের জন্যে কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা হতেন, তাই নয়; বরং মহান প্রভুর পক্ষ থেকে সুবিপুল অনুগ্রহরাজিরও প্রকাশমাধ্যম হতেন।

আমার অভিমত হলো, আল্লাহপাক যদি দামেস্কবাসীকে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আল্লামা ইবনুল জাওযিয়া রহ. -এর মাধ্যমে, ইরাকবাসীকে ইমাম আজম আবুহানিফা (রহ.) এবং তাঁর শিষ্য ইমাম

আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানি এবং হাম্বলি মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাধ্যমে, মিশরবাসীকে ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ-শাফেঈ (রহ.) -এর মাধ্যমে, মদিনাবাসীকে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) -এর মাধ্যমে, নানুতাবাসীকে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.); এর মাধ্যমে, থানাভবনবাসীকে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মাধ্যমে, সাহারানপুরবাসীকে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরীর (রহ.)-এর মতো মহান আলেম মনীষীদের মাধ্যমে অনন্য অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি আমি মনে করি, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)- এর মতো সর্বগুণী মনীষীর জন্ম দিয়ে কেবল সাতকানিয়া ও চট্টগ্রাম নয়; বরং পুরো বাংলাদেশের ওপরই বড়ো অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন। অতপর তাঁর সুযোগ্য সন্তান প্রিয়ভাই জনাব প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (সাল্লামাহু রাব্বুহু)-এর অনন্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই অনুগ্রহ ও দয়ার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

**অনুবাদঃ** তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি তা দান করেন।

আমার হৃদয়ের প্রার্থনা এই,আল্লাহপাক মরহুম মাওলানাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চমর্তবা দান করুন। এবং প্রিয় আবু রেজাকে আরো বেশি অধিক ভালো কাজের সুযোগ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমিন!

আল্লাহপাক আমাদের সরদার মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবিগণ এবং সবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

## অভিমত

### মাওলানা আব্দুল হাই নদভী

*রাহবরে বায়তুশ শরফ*

মহান আল্লাহর প্রশংসা, নবী সা.-এর প্রতি দরুদ ও সালামে পরেঃ
হযরত আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ.-এর বিভিন্ন শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বোধ ও প্রজ্ঞার গভীরতার বিষয়ে সমস্ত আলেম একমত। পৃথিবীতে খ্যাতিমান যতো আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পারঙ্গমতার পাশাপাশি যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রে সুদক্ষ মানুষ পাওয়া ভার। তা সত্ত্বেও এসব জ্ঞান ও শাস্ত্র তাঁর ব্যক্তিত্বে একত্রিত ও পরিপূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিলো। তিনি বিবিধ জ্ঞান ও শাস্ত্রের উৎসমুখ ছিলেন। কাব্যসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অবস্থান ছিলো। যাঁর বিচিত্র কবিতাবলির মাধ্যমে একথাই প্রতিভাত হয়ে যায় যে, তিনি রুমী, সাদী, হালী এবং ইকবাল প্রমুখের সমমানের কবি। তাঁর মতো মহান মনীষী সম্পর্কে আমার মতো এক অধমের কিছু লেখার দুঃসাহস করা অযৌক্তিক বৈ কী!

چہ نسبت خاک را بعالم پاک    کجا عیسی کجا دجال ناپاک

মাটির ঢেলার কী সম্পর্ক ফেরেশতাকুলের সনে
ঈসা নবী কোন্‌খানে আর নাপাক দাজ্জাল কোন্ খানে!

আমার প্রিয়ভাই, প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী সাহেব **الولد سر لأبيه** ছেলে বাবার প্রতিচ্ছবি'- প্রবাদের সফল উদাহরণ। সুযোগ্য আলেম ও মহান মনীষীশূন্য এ সময়ে 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' প্রকাশ করার জন্যে তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা প্রশংসাযোগ্য ও অসাধারণ সিদ্ধান্ত। দ্বীনি মাদরাসা, আলেম ও শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে প্রভূত উপকৃত হতে পারবেন।

বিশেষত ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ দখল ছিলো। দৃশ্যাবলি দেখেই স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে অসংখ্য কবিতা রচনা করে গেছেন তিনি। যেহেতু তিনি ছিলেন মূলত জন্মগত ও স্বভাবজাত কবি। কারো যদি 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' অধ্যয়নের সুযোগ হয়, তাহলে কাব্যসৌন্দর্য আবিষ্কারের পাশাপাশি তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনাও সৃষ্টি হবে। কেননা কবিতায় সুপ্ত রয়েছে যাদুকরি শক্তি।

যার ফলে হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার লাশ যখন লোকেরা দাফন করতে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাঁর এক দিওয়ানা শিষ্য এই কবিতাটি পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন:

اے تماشاگاہ عالم روئے تو    تو کجا بہر تماشا میروی

তোমার মুখ তো পুরো পৃথিবীর দৃশ্য, প্রিয়
তুমি কোথায় যাচ্ছো বলো, কী দেখতে?!

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি, নাজেমে আলা মরহুমকে যেনো জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ স্থান দান করেন। এবং কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর সংকলক ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী সাহেবকে যেনো দ্বীন-দুনিয়ায় কামিয়াবি ও সকলপ্রকার মান-মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং যেনো সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে দীর্ঘ জীবন দান করেন। আমিন!

অধম
মুহাম্মদ আব্দুল হাই
রাহবরে বায়তুশ শরফ
৮ জুন ২০২০ইং

## প্রেমীর আহ্বান

*আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ.-এর কাব্যসংকলন 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' সম্পর্কে হৃদয়ের অভিব্যক্তি*

**মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শায়েক**
*মুহাদ্দিস: জামিয়া মাদানিয়া গুলকবহর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।*
*তারিখ: ১১ সফর ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ইং*

হে কবিকুল, চলো-চলো, এলেন কাব্যবিশারদ
হিকমত ও প্রজ্ঞার বাগানে গর্বিত কবি এলেন!

বাগানের সবে আগ্রহী পেতে যে ফুল-সুরভি
আজকে সে ফুল বাগান-শাখে প্রদীপ হয়ে এলো!

প্রেমী-হৃদের আহ্বান এই কুল্লিয়াতের গীতি
অনন্য রচনারূপে কবিজলসায় এলো!

**ইউসুফ** তিনি কাব্যমিশর দেশের বাজারে এলেন
জুলেখার বাহুডোরে মাশুক হয়ে এলেন।

চলো প্রেমী, আপন পুঁজি নিয়ে প্রেমের হাটে
সমকালের কবিকুলের প্রধান কবি এলেন !

যেমন নামের তেমন মানুষ, তিনি শায়খ ফজলুল্লাহ
উচ্চতর শাস্ত্রে তিনি অতুল্য হয়ে এলেন!

ইলমে উসুল, তাফসির আর বর্ণনাক্ষেত্রে তিনি
তুলনাহীন, পাঠদান তাঁর সমুদ্র-উর্মিসম ছিলো।

হাফিজ, খসরুর কাব্যশারাব সদা তিনি পান করাতেন
কবি রুমীর মসনভীর আচমকা প্রেমী যে এলো।
যে মুক্তা পায় বহু কষ্টে অতল জলে ডুবুরিরা
সেই মুক্তার সৌভাগ্য-বর্ষণ আজকে এলো !

প্রশান্ত সাগর তিনি, যার গভীরে বিপুলা জ্ঞান
সহস্র প্রজ্ঞার মণি-মুক্তা হয়ে তিনি এলেন!

অলংকারশাস্ত্র তাঁর ললাটে দেয় চুমো এঁকে
বালাগাতের আবহ যাঁর লেখনীতে পুরোই এলো!

অমূল্য এক পাণ্ডুলিপি হস্তগত হলো আমার
এ যেনো এক মুক্তা-ঝর্না হয়ে বহমান হলো!

তাঁর রচিত ***নাতে রাসুল*** উচ্ছ্বাস আনে হৃদয়ে
তাঁর রম্যরচনাও মানুষ চেনার মন্ত্র হলো !

গ্র্যাজুয়েট আর কবিকুলের হৃদয়-মন আনন্দিত
প্রতীক্ষার পর তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া যে এলো।

উদ্দীপনামূলক এবং প্রাণের প্রশান্তি-বারতা
জুলেখার প্রেমযাতনার স্মারক হয়ে তা যে এলো।

তুমি যদি বিষণ্ন হও, পেরেশান হও দিনযাপনে
পড়ো এই কুল্লিয়াত– এ যে শান্তি হয়ে এলো !

তোমাদের বলছি, শোনো, রহস্য তাঁর গীতিকার
সেসব শুনে পীর-আউলিয়া আশিকরূপে প্রকাশিলো!

মিলে এতে বাঁধভাঙা আনন্দ-উচ্ছ্বাস হৃদয়ে
মিলন যে তাঁর শিরিঁ-ফরহাদসম প্রিয় হয়ে এলো।
গ্রহণ করো না বন্ধু, তার বদলে সাম্রাজ্য কেউ
প্রাণের প্রশান্তি সেই প্রিয় যে আজ এলো !

ছন্দ ও চিন্তায় যে যুগের **আল্লামা ইকবাল**
তাঁর প্রতিটি বাক্যে শায়েক এমনি ভক্ত হলো!

ঈসানবীর জীবন মিলুক, ***আবুরেজার*** ললাটরেখায়
কুদৃষ্টিমুক্ত থাকুক, এই দোয়া যে বারবার এলো!

অনন্য এ পুত্র দেখে পৃথিবী আজ অভিভূত
জাতি-ধর্মের উপকার যে তাঁর হাতে অসংখ্য হলো!

প্রাণপ্রিয় ***হোছামুদ্দিন*** পিতার যোগ্য উত্তরসূরী
তাঁর সময়ে তিনিও যে কর্মঠ-অনন্য হলেন!

নতুন কলস, নতুন বৃষ্টি, নতুন সাকী, নতুন পাল্লা
মডার্ন শিক্ষার মানুষেরাও তাঁর সামনে নত হলো।

তিনি তো এক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও সবার সেরা
দ্বীনিয়াত ও উচ্চতর শিক্ষায় সফল যে হলেন!

তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মাদরাসা-মসজিদ
এ দেশের নানাপ্রান্তে– ওসব তাঁরই স্মারক হলো।

দেশ-জাতির উন্নতি হোক তাঁর হাতে আরো বেশি
আকাবিরের আদর্শে যে, তাঁর কর্মে প্রচার পেলো!

জয়, যুগের শ্রেষ্ঠসন্তান, তিনি তাঁর পিতার মতোই
বৃদ্ধি করে দাও তাঁর প্রভু জ্ঞান-প্রজ্ঞান, দৌলতও !

# অভিব্যক্তি

**মাওলানা মকসুদুর রহমান ফিরদাউস (রহ.)**
*লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।*

বিশ্বমানবতা আজ করোনার কারণে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আটকে আছে। মুসলিম উম্মাহ স্বীয় পাপাচারের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আহাজারি ও আল্লাহর কাছে তাওবাকরতঃ চোখের অশ্রু ফেলছে। পুরো পৃথিবীতেই প্রত্যেকেই আজ গৃহবন্দীর শিকার। চারিদিকে ভয় ও আতংক ছেয়ে আছে। মনে হয় যেনো, আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون

**বঙ্গানুবাদঃ** তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তী কতো সম্প্রদায়কে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। '- এর সাধারণ ঘোষণা চলছে। হৃদয় খোদার দরবারে ফরিয়াদ করে বলছেঃ

سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

কোনা আশাই বাকি নেই আর এই মনে
এবার এসে যাও গো তুমি, নেই কেউ আর মনে!

ঘরে থাকতে-থাকতে জীবন অসহ্য ঠেকছে। ঠিক এমন সময় প্রিয়ভাজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আমার শিক্ষাজীবনের সহপাঠী ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী (হাফিজাহুল্লাহ) এ অধমকে স্মরণ করলেন। এবং খুব মূল্যবান একটি বার্তা পাঠিয়ে বললেন, আমি যেনো কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহর ওপর কিছু লিখি। বাস্তবতা তো এই যে, আমি তো তা-ই, আমার সম্পর্কে আমি জানি যা-ই! এবং নিজের সম্পর্কে একথা বললেই যথার্থ হবে যেঃ

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل
کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را

কামেল রাহবরে বলো, কী আর হবে দুর্ভাগার
সেকান্দর তো পিপাসার্ত, খিজির দিলেও আবেহায়াত!

হ্যাঁ, আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. মাতৃভূমি বাংলার বরং উপমহাদেশের একজন মহান মনীষী ছিলেন। তিনি খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। চলন্ত গ্রন্থাগার, স্বভাবজাত, স্বতন্ত্রশৈলীর অধিকারী সাহিত্যিক ও কবি এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি যখন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ও নাজেমে আলা ছিলেন, চুনতি বিশাল ময়দানে ১৯ দিন ব্যাপী জনপ্রিয় সিরাতুন্নবী সা. মাহফিলের পথচলা শুরু হয়েছিলো তাঁরই চিন্তা ও প্রজ্ঞার বদৌলতে, যার ধারাবাহিকতা আজো অব্যাহত রয়েছে।

ড. আবু রেজা নদভীর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় গড়ে ওঠে, তখন আমি উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় ভর্তি হয়েছি। এটি ১৯৭৮ সালের কথা। এরপর ১৯৮৩ সালের শেষদিকে যখন আমরা দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গমন করি, আমাদের সঙ্গে তখন ড. মুজফফর নদভীও ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকে অদ্যাবধি আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রয়েছে। কোনো ছন্দপতন ঘটেনি; বরং আমাদের বন্ধুত্ব ধীরে-ধীরে গভীর হয়েছে।

বন্ধুবর ড. আবু রেজা নদভী 'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ'-এর ওপর যে ভূমিকা রচনা করেছেন, এবং স্বীয় কীর্তিমান পিতার পরিচয় তুলে ধরেছেন, এবং তাঁর অষ্টধার হীরক-মনীষার যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা পড়ে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। এমন মহান মনীষীর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের সুযোগ না হওয়াকে আমার নিজেরই আলস্য ও অবহেলার ফল মনে হয়। আল্লামা আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ রহ. হয়তো স্বীয় সুযোগ্য পুত্রের জন্যে এমন দোয়াই করেছিলেন, আল্লাহপাক তাঁকে যেনো এমন সন্তান দান করেন, যে স্বজাতি ও উম্মাহর নেতৃত্বের ভার সামলাতে পারবে।

তাইতো আজ তাঁর সুযোগ্য ও সুদক্ষ সন্তান, আমার প্রিয় বন্ধু, ড. আবুরেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভীর ব্যক্তিত্ব পরিচিতিপ্রদানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ছাত্র ছিলেন, সে সময়টা ছিলো ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত। তখনকার সময়ে অনুষ্ঠিত সকল বার্ষিক ও মারকাযি (কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা) পরীক্ষায় সবসময় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতেন। তখনকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেধাবী হিসেবে গণ্য করা হতো তাঁকে। এমনকি ১৯৮৩ সালে যখন তিনি বিশ্বখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নদওয়াতুল ওলামা লখনৌ, ভারতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন, সেখানেও তিনি বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর পিতা-মাতার শুভ্র দোয়া এমন ফলপ্রসূ হয়েছে যে, ওই দোয়া তাঁকে সংসদের আসন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এবং দুই সাগরের মোহনার মতো এমন বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা তাঁকে দেয়া হয়েছে যে, দারুল উলুম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল ওলামা – উভয় ঘরানার ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সংসদে অন্যতম আইনপ্রণেতা হয়ে নেতৃত্বের হক আদায় করছেন। এটা শুধু তাঁর ইলমি পারঙ্গমতা ও যোগ্যতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ধীশক্তি ও উন্নত মনন এবং দূরদর্শিতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতিকথন বা অতিরঞ্জন নয় ; এটাই বাস্তবতা। তিনি আমাদের গরবের ধন। তিনি যেভাবে আল্লামা শিবলী নোমানী, সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর জীবনী অধ্যয়ন করেন, তেমনি তিনি আল্লামা কাসেম নানুতভী ও শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির জীবনকেও গভীর দৃষ্টিতে দেখেন। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী, আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী এবং হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীকেও তিনি গভীর মনোযোগে আত্মস্থ করেন।

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

**কাব্যানুবাদঃ**

হাজারো বছর নার্গিস আঁধারেই কাঁদতে থাকে
বহুদিন পরে প্রস্ফুটিত হয় বাগানে !

*ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء*

তা আল্লাহপাকের ফজল বা করুণা, যাকে ইচ্ছে দান করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বন্ধু নদভী সাহেব সংসদ সদস্য হওয়ার পর সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় অসংখ্য কাজ করেছেন। বিশেষত দ্বীনি ও কওমি মাদরাসাসমূহের পক্ষ থেকে কোনো আবেদন আসলে, আন্তরিকতার সাথে তাতে সাড়া দেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেন। প্রত্যেক ইউনিয়নে সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সংসদ সদস্য হিসেবে ইতোমধ্যে তাঁর সাড়ে ছয় বছর পার হতে চলেছে। সাংসদ হওয়ার আগেও আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন এর সাহায্য-সহযোগিতা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন জায়গায় হাজার-হাজার টিউবওয়েল ও নলকূপের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। এবং পুরো দেশে নির্মিত হাজারো মসজিদ তাঁর স্মৃতি হয়ে আছে। দ্বিতল থেকে শুরু করে ছয় তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক একাডেমিক বিল্ডিং বিভিন্ন মাদরাসা ও স্কুলে নির্মিত হয়েছে তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায়। গরিব-দুখী, দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্যে আবাসন নির্মাণ তাঁর ফাউন্ডেশনের মৌলিক প্রকল্প। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। এসবকিছুই তাঁর সত্যনিষ্ঠতা, সহমর্মিতা ও ধর্মপ্রিয়তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

অত্যন্ত খুশির খবর যে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় মহান পিতার ইলমি উত্তরাধিকার, দ্বীনি খেদমাত ও রচনাবলিকে পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণার্থে এবং জীবন্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

'কুল্লিয়াতে ফজলুল্লাহ' তাঁর স্বীয় মহান পিতার অসাধারণ এক সাহিত্যকীর্তি, যা মূলত জ্ঞান-প্রজ্ঞান, দাওয়াত-ফিকির, ইতিহাস-সিরাত, ইসলামি বিশ্বের উত্থান-পতনের ইতিহাস ও তার কারণ, প্রচলিত পাঠ্যসূচি ও সিলেবাসে সংযোজন ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং সাহিত্য সংক্রান্ত এক অনন্য দস্তাবেজ। যা ছাপার জন্যে প্রস্তুত। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, আমাদের একনিষ্ঠ বন্ধু আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে তাঁর মহান পিতার মতোই জাহেরি ও বাতেনি উভয় ধারার ইলমের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে কবুল করুন। এবং তাঁর পিতার অপ্রকাশিত সকল রচনাবলি প্রকাশের তাওফিক দান করুন। যাতে ওসব অনাগত ভবিষ্যতে অজর কীর্তি হয়ে থাকে। আল্লাহুম্মা আমিন!

**-মকসুদুর রহমান ফিরদাউস**
*দরবেশহাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।*

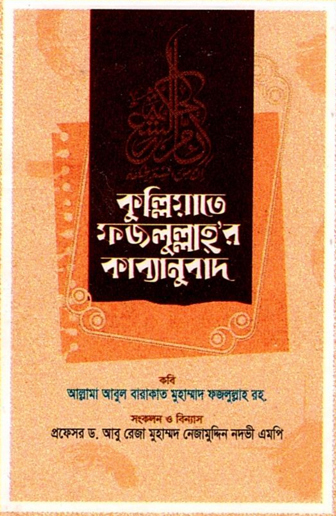



গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ